# োগেশ্বরী।

র-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

তীয় সংস্করণ।

লিকাতা।

৩০৯ সাল।



মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

PRINTED BY K. B. DE, AT T

98, HARRIS

A

PUBLISHED BY GU

201, CORNW

CALC

# যোগেশ্বরী।

প্রথম খণ্ড—আলোক।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## দর্শন।

লরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীণ ব্যক্তি। অতিক্রম করিয়াছে। শরীরে পাপের ও কার না থাকায়, শরীরটি আছে ভাল। দ্ধি-বলে প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়া, সংপ্রতি রাদি-সহ কাশীবাস করিতেছেন। সঙ্গে কালীতারা, গুণবতী পতি-পরায়ণা ভার্য্যা ং একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণা আছেন। এতদ্ব্য- াসী, সেবক ও সেবিকা, আশ্রিত ও প্রতি- লোকে নীলরতন বাবুর বৃহৎ ভবন পরি- ত দশাশ্বমেধঘাটের সন্নিকটে তাঁহার বাস। া এক প্রহর। নীলরতন বাবু, স্নান সমাপ পাঠে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সহোদরা কালীতারা পূজার আয়োজন

করিয়া দিতেছেন এবং ভক্তি-পরায়ণা সহধর্ম্মি
পূজা সমাপ্তির পর, পতিদেবতার জলযে
করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কক্ষান্তরে বসিয়া
করিতেছেন।

বহির্ব্বাটীর অঙ্গন হইতে, কোমল বাল
সুস্বর-সংযুক্ত মধুবর্ষী সঙ্গীত-ধ্বনি সহসা স
কুহরে প্রবেশ করিল। সকলেই স্ব স্ব
হইলেন। বালিকা অন্নপূর্ণা রামায়ণ বন্ধ
র্ব্বাটীতে আগমন করিলেন, এবং নির
সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগি
গাহিতেছে,—

"পাইব বলিয়ে, আশা করি
হরি! শরণ লয়েছি তোমার হে॥
ভক্তি-ভিখারী, আমি হে তোমার,
তুমি ছাড়া, কেহ নাহি আমার হে॥
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান, যোগীর ধেয়ান,
তোমার চরণ সকলের সার হে॥
(তুমি) জগতের গুরু; বাঞ্ছা কল্পতরু,
অধম সেবকে কর পার হে।

ক জননী, নন্দন নন্দিনী,
তুমি ছাড়া বিশ্বে সকলই অসার হে ॥
ড়ছি সম্পদ, ছাড়িব না পদ,
লভিয়ে করুণা তরিব সংসার হে ॥"

সমাপ্ত হইল। অন্নপূর্ণা গায়কের নিকটস্থ হইয়া
লেন,—"তুমি এমন গান কোথায় শিখিলে?"
উত্তর দিলেন,—"আমি গান গাহিয়া ভিক্ষা
কান্ গান কোথা হইতে শিখিয়াছি তাহা মনে
বোধ হয় এ গানটা আমার গুরুদেবের নিকট
াকিব।"
র্ণা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভিক্ষা কর? আকৃতি
তামাকে ভিক্ষুক বলিয়া কথনই মনে হয় না।"
বলিলেন,—"আকৃতি সকল সময়ে ঠিক হয়
মি জ্ঞান-লাভের পর হইতে, এ পর্য্যন্ত ভিক্ষাই
াসিতেছি।"
র্ণা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ভিক্ষা কর

উত্তর দিলেন,—"দয়া করিয়া যিনি যাহা

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"দাঁড়াও তুমি, আমি আসিতেছি; বাবাকে মাকে তোমার কথ আসিব। তুমি যাইও না যেন।"

ভিক্ষুক মস্তক আন্দোলন করিয়া অন্নপূর্ণা পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। আকৃতি বাস্তবিকই রাজপুত্রের ন্যায়। তাঁহার মসৃণ ও সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশরাশি স্কন্ধদেশ পর্য করিয়া রহিয়াছে। সমুন্নত ললাট-প্রদেশ, বিভূ হইলেও, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান ক উজ্জ্বল প্রশস্ত নেত্র, লাল টুকটুকে অস্থূল ওষ্ঠ বক্রাগ্র সূক্ষ্ম নাসিকা সকলই অপূর্ব্ব শোভ হইয়াছে। বদন-মণ্ডল প্রীতি ও সন্তোষে বিশাল বক্ষে রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা বিলম্বিত অতি পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র শোভমান। দেহের স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর। পরিধান এক গৈ রঞ্জিত বসন, তদ্রূপ এক উত্তরীয় বামস্কন্ধের উপ দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া নিবদ্ধ। মস্তকে এক উষ্ণীষাকারে সুশোভিত। গায়কের বয়স অ

ক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিণত, সুসম্বদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন।

গায়ক অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনতি-মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রত্যাগমন করিলেন, এবং গায়কের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমাদের বাড়ীর এস; বাবা, মা, পিসিমা সবাই তোমাকে দেখিতে তেছেন।"

ভিক্ষুক বলিলেন,—"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা আমার গুরুদেবের নিষেধ। আমি আপনার মা ও মাতা ঠাকুরাণীকে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করি-। আমাকে দয়া করিয়া যদি ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা ন, তাহা এই স্থানে আনিয়া দিলেই চরিতার্থ হই।"

অন্নপূর্ণার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি কাতর ভাবে লেন,—"বাটীর ভিতরে যাওয়া নিষেধ? আপনাকে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তা হউক, আপ-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাজ নাই। আমি আবার যাই-ছি, এবার আপনার ভিক্ষা সঙ্গে লইয়া আসিব, আপনি যাবেন না যেন।"

অন্নপূর্ণা আবার প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুক অতৃপ্ত-নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন যে, এত মাধুর্য্য তিনি ইহার
আর কোথাও দেখেন নাই। ভিক্ষুক-যুবকের এ
অমূলক নহে। বাস্তবিকই বৃদ্ধ বা যুবা, নর
যে যখন অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছে, সেই সবিস্ময়ে মনে
য়াছে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! অন্নপূর্ণা বালিকা;
পার হইয়া একাদশে পড়িয়াছে মাত্র; সুতরাং
একটু চঞ্চল। তাঁহার দ্রুতগতি ও ব্যস্তভাব
বলিয়া বোধ হয়। অন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী
দেহের কুত্রাপি অপূর্ণতা নাই এবং এইটী
অঙ্গ আরও একটু ভাল হইত বলিয়া, বিধাতা
করিবার কোনই অবসর নাই। অন্নপূর্ণা পিতা
একমাত্র সন্তান; সুতরাং সযত্ন-পালিতা ও সুখ
তিনি লেখা-পড়া শিখিয়াছেন; কিন্তু কুৎসিৎ
প্রবর্ত্তক কোন পুস্তকই তিনি পাঠ করেন নাই
ও মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম উপদেশপূর্ণ পুস্তক
আলোচ্য। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অসরল ব্যবহার
বলে, অন্নপূর্ণা তাহা জানেনও না।

অন্নপূর্ণার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। বিবাহের
উত্তীর্ণ হইতেছে জানিয়াও, স্নেহময় পিতা, মনের
না পাওয়ায়, কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন

তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং মানবের
[illegible]ন্ত অসার, ইহা তাঁহার বদ্ধমূল
তিনি জানেন, সমুচিত সময়ে বিধাতা
ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ভগ-
ঐকান্তিক নির্ভর থাকায়, কন্যার
ীর্ণ হইতেছে দেখিয়াও চট্টোপাধ্যায়
গ্র নহেন।
য়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া,
ন ধরিলেন,—

"কিবা রূপ আমরি!
াখি, পরাণেতে রাখি,
র অবিরাম লোচন বারি॥

ড়া, মোহন চূড়া,
র মোহ নাশ হে মুরলী-ধারী॥

শিহরে, পুলকেতে পুরে,
শিত হয় শরীর আমারি॥

াস, হ'ক্ সর্ব্বনাশ,
াইয়ে থাকি চরণে তোমারি॥"

আবার সেই গীত-ধ্বনি চারিদিকে মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল।

গীত-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্নপূর্ণার অলৌকিক মূর্ত্তি দরিদ্র ভিক্ষুকের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এবার কিন্তু অন্নপূর্ণা একাকিনী নহেন। পিতা, মাতা ও পিতৃস্বসাকে সঙ্গে লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। একজন দাসী পাত্রে করিয়া বিস্তর চাউল, ডাউল; আর এক জন ঘৃত, লবণ, তৈলাদি উপকরণ লইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। অন্নপূর্ণার হস্তে একজোড়া নূতন বস্ত্র ও দুইটী টাকা।

নীলরতন বাবু এবং তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী প্রত্যেককেই ভিক্ষুক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিক্ষুককে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি ও অপার্থিব শ্রী দেখিয়া নারীগণের নয়ন স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল। নীলরতন বাবু, ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া, প্রথমতঃ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভিক্ষুক উত্তর দিলেন,—"উমাশঙ্কর।"

ধাম-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষুক বলিলেন,—"গুরুদেব ঘনানন্দ স্বামীর আশ্রমই আমার ধাম।"

নিজের অন্য কোন পরিচয়ই ভিক্ষুক জানেন না।

তাঁহার পিতা মাতা, কোথায় তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ইত্যাদি কোন সংবাদই ভিক্ষুক বলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম সঞ্চয় ব্যতীত তাঁহার আর কার্য্য নাই; গুরুদেব ব্যতীত তাঁহার আর আত্মীয় নাই।

অন্নপূর্ণা ভিক্ষুকের সঙ্গে যাইয়া তণ্ডুলাদি আশ্রমে দিয়া আসিতে দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং অর্থ ও বস্ত্র উমাশঙ্করের হস্তে প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন।

তখন উমাশঙ্কর করযোড়ে আনন্দময়ী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বলিলেন,—"মা! প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে আমার প্রতি গুরুদেবের আদেশ নাই। আপনারা যে সামগ্রী আনিয়াছেন, পোনর দিনেও আমরা তাহা শেষ করিতে পারিব না। দুই দিনের অধিক সঞ্চয় করাও আমার নিষেধ। অতএব আমাকে দুই দিনের চাউল ও তদুপযোগী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপকরণ দিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী অন্য ভিক্ষুকের জন্য রাখিয়া দেন। অর্থ একেবারে আমরা মোটেই গ্রহণ করি না। বস্ত্র গ্রহণ করি বটে, কিন্তু অভাব না হইলে লই না; এখন বস্ত্র আছে। যখন প্রয়োজন হইবে তখন আমি

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"তোমার নিয়ম ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিব না। এই সকল সামগ্রী হইতে তুমি নিজের আবশ্যক মত জিনিষ উঠাইয়া লও।"

উমাশঙ্কর আবার বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন,—"স্বহস্তে ভিক্ষা দ্রব্য উঠাইয়া লওয়া নিষেধ; আপনারা দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ সামগ্রী আমার এই ঝুলিতে ফেলিয়া দেন।"

কালীতারা বলিলেন,—"বাবা, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মা! আমি আপনাদের চরণের দাস।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "বল বাবা! তুমি এই সংসারে ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া কষ্ট করিবে না? তোমাকে প্রত্যহ আমাদিগের বাড়ি হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এ অঙ্গীকার আমি করিতে পারিব না মা! প্রতিদিন একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"তুমি আমাকে মা বলিয়াছ, মাতৃ-আজ্ঞা সন্তানের অবশ্য প্রতিপাল্য; বল, তুমি

কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছে।

পাঠ-সমাপ্তির পর, উমাশঙ্কর বিনীত ভাবে গুরুদেবের নিকট, নীলরতন বাবুর বাটীতে ভিক্ষাগ্রহণের আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সমস্ত শুনিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ ব্যাপারে তোমার সকল ব্যবহারই সুসঙ্গত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা কর কি ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি সময়ে সময়ে তাঁহা-দিগের আলয়ে গমন করিতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে প্রভুর কিরূপ অনুমতি জানিতে বাসনা করি।"

ঘনানন্দ কহিলেন,—"আমি নীলরতন চট্টোপাধ্যাকে বিশেষরূপ জানি। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমাকে অনেক শাস্ত্র ও অনেক ক্রিয়া শিখাইয়াছি। অভ্যাস-বলে কাল-সহকারে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তুমি আজন্ম আমার আশ্রমে প্রতিপালিত; গৃহীর প্রকৃতি ও নিয়ম কিছুই শিখিবার তোমার সুযোগ ও অবসর হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তুমি কিছু শিক্ষা লাভ কর, ইহাই আমার বাসনা। ধার্ম্মিক গৃহস্থের নিকট

যাতায়াত করিয়া গৃহীজনের ব্যবহার শিক্ষা করাই উচিত। তদনুরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আমি আনন্দিত হই-তেছি। তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি অবসর পাইলেই যখন ইচ্ছা, তখনই নীলরতনের গৃহে গমন করিতে পারিবে।"

উমাশঙ্কর পুনরায় বলিলেন,—"নীলরতন বাবুর স্ত্রী ও ভগ্নী বড়ই স্নেহময়ী। তাঁহারা আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ-সহকারে পুরমধ্যে লইয়া যাইতে, আসন গ্রহণ করিতে ও ভোজন করিতে আগ্রহ করিলেও করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে প্রভুর কি আদেশ?"

ঘনানন্দ স্বামী বলিলেন,—"কেবল নীলরতনের বাটীতে তোমার পুরঃপ্রবেশ ও আসন-গ্রহণের অনুমতি থাকিল। ভোজন নিষিদ্ধ।"

গুরুচরণে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, ঘনানন্দ বলিলেন,—বৎস! আসন গ্রহণ কর। তোমাকে আজি একটি শুভ সংবাদ শুনাইব।"

উমাশঙ্কর সাগ্রহে গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! বহুদিন পরে দেবী যোগেশ্বরী আবার দেখা দিয়াছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বটে! বড়ই সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, আমার তাহাতে দুঃখই হইতেছে। আপনার মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম শুনিতে পাই; আপনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান, ইহাও শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য, যে এ পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টে সেই দেবীর দর্শন লাভ ঘটিল না।"

উমাশঙ্কর নিতান্ত বিষণ্নভাবে বদন বিনত করিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন,—"এসম্বন্ধে তুমি দুঃখিত হইতে পার বটে; কিন্তু যে কারণে এতদিন তোমার সহিত যোগেশ্বরী দেবীর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই, তাহা যখন তোমাকে বুঝাইয়া দিব, তখন আর তুমি দুঃখ করিবে না। বৎস! তুমি এতদিন বালক ছিলে। যোগেশ্বরী দেবীর তত্ত্ব প্রণিধান করা ও তাঁহার দুজ্ঞেয় চরিত্র উপলব্ধি করা, আমাদের পক্ষে, এখনও সময়ে সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তুমি ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মহিমা কিছুই অনুভব করিতে পারিতে না। সুতরাং এতদিন আমি তোমার সহিত তাঁহার পরিচয় ও সাক্ষাতের বিশেষ চেষ্টা করি নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আর সেইরূপ অজ্ঞান বালক আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস, বয়োবৃদ্ধির সহিত তোমার যেরূপ জ্ঞানের পরিপক্কতা হইয়াছে, তাহাতে সেই দেবীর রহস্য-পূর্ণ লীলা প্রণিধান করিতে এখন তুমি সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছ বলিয়া আমি মনে করি।"

উমাশঙ্করের মুখ প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আর এক কথা; যোগেশ্বরী দেবী এ পর্য্যন্ত যেরূপ স্থানে ও যেরূপ সময়ে আমাকে দেখা দিয়াছেন, বা আমার সহিত দেখা করিয়াছেন, তোমার পক্ষে, তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ের তাহা অনুকূল ছিল না। তোমার বয়স ও কোমলতা বিবেচনা করিয়া, আমি তোমাকে সে সকল সময়ে ও সে সকল স্থানে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি নাই।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আমি সেরূপ অসময়ে, সেরূপ স্থানে যাইবার অনুপযুক্ত আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! তোমার বয়স ও প্রকৃতি এখন আর তদ্বিষয়ের অনুপযোগী বলিয়া আমি মনে করি না।"

উমাশঙ্করের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"আজি গভীর রাত্রিকালে, একটি নির্দ্ধারিত

স্থানে, তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত, তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই জন্যই অদ্য আমি এই প্রসঙ্গ তোমার নিকট উত্থাপিত করিলাম। আজি আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাইব মনে করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এ অধমের প্রতি ভগবানের অপরিসীমা দয়া। আজি আমার জীবন সার্থক হইবে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কিন্তু বৎস! এ কথা এ সময়েই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার কোন ব্যবহারেরই স্থিরতা নাই। তাঁহার সহিত সক্ষাতের ব্যবস্থা স্থির থাকিলেও, হয়তো তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ না ঘটিতে পারে এবং কোন সম্ভবনা না থাকিলেও, হয়তো সহসা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিতেও পারে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্ত ও ব্যবহারের বিষয় তোমাকে যথাসময়ে জানাইব। তুমি সমস্ত শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ রহস্য-জালে জড়িত।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার প্রতি কৃপা করিয়া,

তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না বোধ হয় কি ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“এ কথার উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। তাঁহার কখন কি ভাব হয়, তাহা অন্যের দুরগম্য। তবে তোমার ন্যায় সন্তানকে স্নেহ না করা, তাঁহার অসাধ্য হইবে বলিয়া আমার বোধ হয়।”

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—“আমার অদৃষ্ট।”

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## জাহ্নবী-তটে।

মাতর্গঙ্গে! তুমি বিষ্ণুর পাদ-পদ্ম হইতে বিগলিত হইয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যগত হইয়াছিলে; তদনন্তর মহেশ্বরের মস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়া, নারকী নরকুলকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত অনেকেই কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করেন। তোমার এই ইতিহাস যথার্থ, অথবা কাল্পনিক তাহার বিচারে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি যে ভূলোক-তারিণী তাহার আর সন্দেহ কি? তোমার অমৃত-কল্প বারি পান করিয়া, মনুষ্য স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেছে; তোমার পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া, মানবকুল সন্তোষ ও প্রসন্নতা সঞ্চয় করিতেছে; এবং তোমাকে জড়াতীতা প্রত্যক্ষরূপা দ্রবময়ী দেবী জ্ঞান করিয়া, তাহারা ভক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। তোমার প্রসন্ন সলিলরাশি যে যে প্রদেশ বিধৌত করিয়া

প্রবাহিত হইয়াছে, তত্তৎসন্নিহিত জনপদ সমূহ গৌরব-পদবী লাভ করিয়াছে ; তৎপ্রদেশের অধিবাসীবর্গ সর্ব্বত্র সমাদর উপভোগ করিয়াছে এবং তত্রত্য কণ্টকাকীর্ণ ভূমি-খণ্ডও পুণ্যতীর্থরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে। কত কালের কত সুকীর্ত্তি ও কুকীর্ত্তির চিহ্ন তোমার কলেবরের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। যখন সত্যবতী-নন্দন ভূতলে কৈলাস-কল্প বারাণসীধামের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মা, তুমিই সেই সুকীর্ত্তির সাক্ষী। আবার যখন পিতৃদ্রোহী আওরঙ্গজেব, বিশ্বেশ্বরের দেব-মন্দির বিচূর্ণিত করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। যখন শত্রুভীত নৃপকুলগ্লানি লাক্ষণের সেন, স্বকীয় স্বাধীন রাজদ্বার যবনদিগের নিমিত্ত উন্মোচন করিয়া, কম্পিত কলেবরে পলায়ন করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। আবার যখন মুষ্টিমেয় সৈন্য সাহায্যে, ভাগ্যবান্ লর্ড ক্লাইভ, পলাসী প্রান্তরে ইংলণ্ডের বিজয় ভেরী নিনাদিত করেন, তখনও মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। তোমার যে প্রসন্ন সলিলের উপর দিয়া, মল্লিকামালা বিশোভিত কলেবর যুবক-যুবতী, মলয়-মারুত সাহায্যে তরণী-যোগে হাস্যের লহর তুলিয়া ভাসিতেছে, তোমার সেই সৈকতে, চিতায় নবীন স্বামীর বিগত-জীব কলেবর সংস্থাপিত করিয়া

কিশোরী কামিনী, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে, হাহাকার রবে বসুন্ধরা বিদীর্ণ করিতেছে। তোমার যে জলে আচমন করিয়া ধর্ম্ম-নিষ্ঠগণ পবিত্রতা উপভোগ করিতেছেন, মা, তোমার সেই সলিল-গর্ভে নরহত্যাকারী, নিহত শব সমাহিত করিয়া, আপনার পাপের চিহ্ন সংগোপন করিতেছে। মাতর্গঙ্গে! এ সংসারে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষার তুমিই একমাত্র অতুলনীয় স্থল। পাপ ও পুণ্য, শুভ ও অশুভ সর্ব্বত্র তুমি সমদর্শী। পুণ্যবানের সদনুষ্ঠান, দুরাত্মার দুষ্কর্ম্ম, তোমারই সমক্ষে, কখনও বা তোমারই বক্ষের উপর সম্পন্ন হইতেছে। তুমি কিন্তু নির্ব্বাক, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিরোধ। তোমাকে দেখিলে, শুভাশুভ সর্ব্ববিষয়ে তোমার এই অভিনন্দন ও দ্বেষবিরহিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে, উপদেশ লাভের নিমিত্ত আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না, শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় না এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত বলিয়া হতাশ হইতে হয় না। অয়ি দ্রবময়ি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! এই ভক্তাধম ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন, পাষণ্ডকে তুমি কৃপা-কণিকা প্রদান করিয়া ধন্য করিবে না কি?

অনন্ত-প্রবাহিণী ভাগিরথীর কূলে দাঁড়াইয়া দুই সন্ন্যাসী। যে স্থানে সন্ন্যাসীদ্বয় দণ্ডায়মান, তাহা কাশীধাম

হইতে এক ক্রোশেরও একটু বেশী দূরবর্ত্তী। স্থানটী নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ ও মনোহর। এই স্থানের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র অরণ্য। সন্ন্যাসীদ্বয় আমাদের পরিচিত ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই স্থানে, এই সময়ে যোগেশ্বরী দেবী আজি আগমন করিবেন কথা আছে। তাঁহার অন্যান্য কথা তোমাকে ক্রমশঃ জানাইব। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে তাঁহার কোন কার্য্যেই বিশেষ স্থিরতা নাই। সুতরাং এ স্থানে আসিবার কথা থাকিলেও তিনি হয়তো না আসিতেও পারেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার যেরূপ দুরদৃষ্ট তাহাতে হয়তো সে দেবীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটিতে পারে। প্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম ও মহিমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, প্রভুর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়, ইহাও শুনিয়াছি; কিন্তু দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রভু আমাকে এতদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুপযুক্ত বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু দয়া করিয়া সে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস বার বার অদৃষ্টের নিন্দা করিও না। তোমার বয়স এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইতেছে যে, এ সময়ে তোমাকে অনেক কথা জানাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যতদিন তোমার চরিত্র গঠিত হয় নাই, যতদিন তুমি দৃঢ়-চিত্ত ও প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়বলে বলীয়ান্ হও নাই,ততদিন অনেক কথা তোমাকে জানাই নাই। এক্ষণে ভগবানের কৃপায়, আমার সে সকল আপত্তি বিগত হইতেছে; এজন্য ক্রমে ক্রমে অতঃপর অনেক কথা তোমাকে জানাইব স্থির করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাধারণ মনুষ্য নহ। এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিষয়-ভোগ এতদুভয়ের অত্যদ্ভুত সম্মিলন তোমাতে সংঘটিত হইবে। কি উপায়ে বা কি প্রণালীতে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাহা যে ঘটিবে সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং বৎস! তোমার অদৃষ্ট অতীব শুভ।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কি ঘটিবে না ঘটিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই চিন্তা নাই। শুভাশুভ কিছুই আমি জানি না প্রভো। আপনার চরণের দাসত্ব না ঘুচিলেই জীবনের সকলই শুভ বলিয়া মানিব। এক্ষণে

দেবীর দর্শনলাভ আমার প্রাণের একান্ত কামনা হইয়াছে।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কতক্ষণে, বা কখন ঘটিবে তাহা বলা ভার। অতএব আইস, আমরা এই নদীতীরে ধূনি জালিয়া উপবেশন করি ও কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতে থাকি।”

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### জ্ঞান।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী—অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জাহ্নবী-তটে বন-পার্শ্বে দুই সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিকটে ধূনি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে তাঁহাদের বদন-মণ্ডল এক একবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্থানটী ভয়ানক হইলেও, সন্ন্যাসীদ্বয় নির্ভীক।

যুবক উমাশঙ্কর ঘনানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"প্রভো! তার পর?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তার পর জ্ঞান। এই জ্ঞান কেবল শাস্ত্রালোচনা বা সদুপদেশে লভ্য নহে; ইহা যোগের ফল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"সে যোগ কিরূপ? আপনি বলিয়াছেন যে, প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানই প্রকৃষ্ট যোগ নহে। তাহাতে অন্যান্য অনেক উপকার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর মনুষ্যের যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি চিত্তের একাগ্রতা সাপেক্ষ। তবে এখন

জ্ঞানের নিমিত্ত যে যোগের কথা বলিতেছেন, তাহা আবার কি যোগ ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তাহা চিত্তের একাগ্রতা। যোগ শব্দ অনেকার্থে ভগবান্ ব্যবহার করিয়াছেন। যোগ বলিলেই যে কুম্ভক সাহায্যে দেহকে উর্দ্ধে তুলিতে হইবে, বা বাম ও দক্ষিণ নাসায় বায়ু সঞ্চালনের কৌশল-বিশেষ অভ্যাস করিতে হইবে, এমন নহে। সে সকল প্রক্রিয়াও যোগের সহায় বটে, কিন্তু চিত্তের একাগ্রতাই মুখ্য যোগ। এই চিত্তের একাগ্রতা সাধিত করিতে হইলে অভ্যাসই প্রধান সহায়। ইহার পূর্ণতা ঘটিলে, আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। একাল পর্য্যন্ত অনেক সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে; সুতরাং আমি নানারূপ যোগী দেখিয়াছি। কোন কোন ব্যক্তি, বায়ু-নিরোধ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা, সুদীর্ঘকাল দেহকে যুবার ন্যায় স্বচ্ছন্দ রাখিয়াছেন। কেহ কেহ, আহারাদি বিষয়ে এতই অল্পতা অভ্যাস করিয়াছেন যে, রোগ তাঁহাদিগের দেহকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ কেহ, অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধির কোন কোন সিদ্ধি লাভ করিয়া, অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ, কুপথে সাধনা করিয়া, বৃথা জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট

করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত যে জ্ঞান তাহা অনেকেরই আয়ত্ত হয় নাই। মনুষ্যসমাজ তাঁহাদিগের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিলেও, তাঁহাদিগের নিজের চিত্ত তাদৃশ কোন সম্মানেই আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে না। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে, তাঁহারা আপনাদিগকে অধম বলিয়াই মনে করিতেছেন।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“বুঝিলাম প্রকৃত জ্ঞান লাভই প্রার্থনীয় এবং একাগ্রতাই তাহার সাধন ; কিন্তু শাস্ত্রে যম-নিয়মাদি যে সকল ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, একাগ্রতা লাভের নিমিত্ত তাহার কি প্রয়োজন নাই ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গই যোগ। যেমন মনুষ্য নানা পদার্থ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, সেইরূপ নানা উপায়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। অভ্যাসের প্রাবল্যে, কেহ ভোজ্য বিশেষের অনুরাগী হয় এবং তাহাই অনুকূল আহার বলিয়া গ্রহণ করে। সেইরূপ শিক্ষা ও সংসর্গের প্রাবল্যে, যোগিগণ নানা পথ গ্রহণ করেন। শাস্ত্রবিহিত অষ্টাঙ্গ যোগ তাহার অন্যতম। তাহারও পরিণাম ফল একাগ্রতা। কিন্তু স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিলে,

তাহাতেও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কারণ তাহা ভক্তি-বিরহিত। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটী পরস্পর সাপেক্ষ। কর্ম্ম ও ভক্তি প্রভাবে যে একাগ্রতা জন্মে, তাহা বড়ই মধুর এবং তজ্জনিত যে জ্ঞান তাহাই প্রার্থনীয়।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা আছে, তাহা কতদূর প্রতিপাল্য?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“সে সকল ব্যবস্থা অমূল্য এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমরা যেরূপ আতিশয্য করিয়া থাকি, তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয়াদি সংযম সম্বন্ধে, এককালে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি, কিন্তু শাস্ত্রের কদাপি তাহা তাৎপর্য্য নহে। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমূহ জগদীশ্বরের বিধি বিহিত। তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিলে বৈধ ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করা হয়। যেমন কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিলে শরীর ধারণ অসম্ভব, সেইরূপ এককালে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে, জীব সংস্থিতি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব এবং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখাও সুকঠিন। স্ত্রী-সংসর্গ বিরহিত হওয়া, অনেকেই ধর্ম্ম-মার্গের প্রধান অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শাস্ত্রের তাহা তাৎপর্য্য

নহে। জীব-প্রবাহ রক্ষণার্থ ঐ অত্যাবশ্যক প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিবর্জ্জন ঐশ্বরিক নিয়মের বিরোধী। তাহার অবৈধ ব্যবহারের নিরোধই সংযম শব্দের লক্ষ্যীভূত। যাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা না ঘটে, যাহাতে কাহারও অন্তরে ক্লেশের উদ্ভব না হয়, যাহাতে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা বা নিন্দিত ব্যবহারের সুযোগ উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বৈধ স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সাধকের এমন সময় ও অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যখন তাঁহাকে আর কোন নিয়মেরই অধীন থাকিতে হয় না; এবং কোন নিয়মই তাঁহাকে শাসনাধীন রাখিতে পারে না। তখন তিনি প্রবৃত্তিমাত্র পরিশূন্য হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। এইরূপ আহার সংযম বিষয়েও, নিরন্তর উপবাস ব্যবস্থা নহে। অত্যাহার ও অবৈধ ভোজনই পরিবর্জ্জনীয়। অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপারেই এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। যোগের অবস্থা বিশেষে সকলই স্বতঃ নিরুদ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, বলপূর্ব্বক বৈধ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের একান্ত নিরোধ হইলে, দৈহিক অসুস্থতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য, নিরুৎসাহ, অবসাদ প্রভৃতি যোগের প্রতিকূল দুর্লক্ষণ সমূহ অবশ্যই উপস্থিত হয় এবং হিতে বিপরীত ঘটে।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে প্রভো! উপদেষ্টা আচার্য্যগণকে শাস্ত্রাচারের সর্ব্বত্র সমান ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় না কেন?"

ঘনানন্দ উত্তর দিলেন,—"শাস্ত্রের বিরুদ্ধ-অর্থ কল্পনা করায়, আর্য্য-ধর্ম্ম ক্রমে নানা স্থানে নানারূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের সহিত কাশী-প্রদেশবাসিগণের ধর্ম্মগত প্রভূত বৈলক্ষণ্য। এইরূপ মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব প্রদেশের ধর্ম্মগত পার্থক্যও ভয়ানক। শাস্ত্রার্থকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করায়, এই সকল ধর্ম্মাচারের বিভিন্নরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সহসা দূরাগত নরী-কণ্ঠ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় হাস্যধ্বনি উভয়েরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার আশা সফলিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত। নিকটেই যোগেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। এ স্বর্গীয় হাস্য-ধ্বনি তাঁহারই কণ্ঠনিঃসৃত! তুমি নীরবে আমার অনুসরণ কর।

উমাশঙ্করের দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি, ধীরে ধীরে নিরতিশয় আশান্বিত হৃদয়ে, ঘনানন্দের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## যোগেশ্বরী।

ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল আলোকিত হইল এবং বিমল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঘনানন্দ স্বামী ও উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আরণ্য-পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, দূরে এক বিস্রস্ত-বসনা, আলুথালুবেশা, মলিনা সুন্দরী দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুন্দরী মলিনা ও বসন-ভূষণ-বিহীনা হইলেও, তাঁহার অলৌকিক শ্রীতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী সধবা; কারণ তাঁহার সীমন্তে অতি স্থূলোজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়াই বোধ হয়।

সবিস্ময়ে, অনুচ্চ স্বরে, উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভো! ইনিই কি সেই দেবী?"

ঘনানন্দও অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"বৎস! ইনিই যোগেশ্বরী। ইঁহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিলে,

নির্লিপ্ত ধর্ম্মময় জীবন-ব্যাপারের অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবে। ইহার জীবন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এবং অত্যদ্ভুত প্রহেলিকাবৎ। ইনি কখনও জ্ঞানময়ী পণ্ডিতা, কখনও বা বোধ-বিহীনা উন্মাদিনী। কখনও পৌর-নারীর ন্যায় লজ্জাবতী, কখনও বা বিগলিত-বসনা লজ্জাহীনা। কখনও ধীরা, কখনও বা চঞ্চলা। কখনও গম্ভীরা, কখনও বা প্রগল্‌ভা। তুমি আজি ইহাকে এই ভাবে দেখিতে পাই-তেছ; ক্রমশঃ ইঁহার আরও অনেক ভাব তোমার চক্ষুতে পড়িবে। যতই ইঁহাকে দেখিতে থাকিবে, ততই বিস্ময়ে তোমার হৃদয় মন পরিপূরিত হইতে থাকিবে। ইনি ভোগ-স্পৃহা-বিবর্জ্জিতা, লালসা ও আকাঙ্ক্ষা বিহীনা, নিষ্কাম ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত উদাহরণ; কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অদ্ভুত সম্মিলন স্থল।"

উমাশঙ্কর ভক্তিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে এই দেবী?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—ইঁনি কে তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইঁহার এক অলৌকিক পরিচয় আমি বলিতে পারি। ইনি আমার স্ত্রী; অথচ অজ্ঞাত কুল-শীলা ও অবিবাহিতা। এই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে কোন পক্ষেই কামের সংস্পর্শ নাই এবং গৃহীর ব্যবহারও নাই। তথাপি এই দেবীর

বিশ্বাস—ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী। কোনরূপ সমাজ-সঙ্গত বা ধর্ম্ম-সঙ্গত বিবাহের বন্ধন ঘটে নাই এবং স্ত্রী-পুরুষোচিত কোন ব্যবহারের বাসনাও কদাপি কোন পক্ষের মনে উদয় হয় নাই। তথাপি এই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী আমার আশ্রয়-বিহীন, গৃহ-হীন এবং সংস্থান-শূন্য গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী।"

আবার উমাশঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে তো সত্যই উনি আমার মা। অহো কি ভাগ্য! মা আমার সর্ব্বদা কোথায় থাকেন বাবা? কতদিন হইতে উনি প্রভুর সহিত এই অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার এই অদ্ভুত মা কখন কোথায় থাকেন তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু যেখানেই যখন থাকুন, অনেক সময়েই ইনি আমাকে দেখা দেন। কখনও কখনও এমনও ঘটে, যে দুই চারি দিবস ইনি অবিচ্ছেদে আমারই সঙ্গে বিচরণ করেন। আমি অতীব প্রচ্ছন্ন ভাবে দেশান্তরে গমন করিয়াছি, জানি না কোন্ শক্তিবলে, ইনিও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন। স্ত্রী মাত্রই পুরুষের প্রতিপাল্যা। কিন্তু আমার এই স্ত্রীর কোন দায়িত্বই আমার স্কন্ধে নাই। ইঁহার ভরণ-পোষণাদির কোন ভারই আমাকে কখনও বহন করিতে হয় না। কখনও কখনও আমি

ইঁহার ছিন্ন বসন দেখিয়া, নূতন বসন সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছি; ইনি তৎক্ষণাৎ, হাসিতে হাসিতে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং অনতিকাল মধ্যে, হয়তো মহার্ঘ কৌশিক বস্ত্র পরিধান করিয়া, আমার সমীপাগত হইয়াছেন। কখনও ইঁহাকে দুর্ব্বল বোধ করিয়া, আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি; ইনি তখনই হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিয়া, অনতি কাল মধ্যে রাশি-কৃত বহুবিধ মিষ্টান্নাদি আমার চরণ সমীপে স্থাপন করিয়াছেন। কোথাও ইঁহার ভাণ্ডার নাই—দ্রব্যাদি রাখিবার কোন স্থান নাই। তথাপি প্রয়োজন হইবামাত্র, দ্রব্য সমূহের সঙ্কুলান কিরূপে হয়, তাহা অমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। সংসারে ইহার কিছুই নাই, অথচ সকলই আছে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“কি অলৌকিক ব্যাপার! হায় কোন্ পাপে আমি এতদিন এই মাতৃ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“বৎস! সকল কার্য্যেরই সমুচিত সময় আছে। তোমার মাতৃ-দর্শনের উপযুক্ত সময় এত-দিন হয় নাই। এক্ষণে কেমন করিয়া, কোথায়, এই দেবীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, বলি শুন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার ধ্রুব ঘাটে, এই দেবী প্রথমে আমার

নিকটাগতা হন। তখন ইঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তদবধি ইনি আমাকে স্বামী-সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত-ভাবে, আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমি ইঁহাকে কুলটা কামিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; তদনন্তর ইঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ইঁহাকে শাপ-ভ্রষ্টা দেবী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। ইঁহার নাম, পিতৃ-মাতৃ-বৃত্তান্ত, জাতি, কুল, পূর্ব্বাবস্থা কিছুই আমি জানি না। একটা নাম না থাকিলে, অনেক সময় অসুবিধা হয় দেখিয়া, আমি ইঁহার যোগেশ্বরী নাম-করণ করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! আজি আমার জীবন সার্থক; আজি আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বরী মাতার সজীব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ভগবন্! এ অধম সন্তান কি ঐ দেবীর সহিত বাক্যালাপের সাহস করিতে পারে না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অবশ্যই পার। কিন্তু হয় তো প্রথম সুযোগে কথাবার্ত্তা না ঘটিতেও পারে। যোগেশ্বরীর প্রকৃতি রহস্য-জালে বিজড়িত। তিনি কখন কোন্ ভাবে থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং কখন কথা কহি-বেন, কখন না কহিবেন, তাহা স্থির বলা যায় না। তুমি

আমার সঙ্গে আইস, আমি যোগেশ্বরীর সহিত তোমার পরিচয় করাইবার চেষ্টা করিব।”

ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, যোগেশ্বরীর নিকটস্থ হইলে, ঘনানন্দ ডাকিলেন,—“যোগেশ্বরি!”

যোগেশ্বরী চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য-মনস্ক ভাব যেন কোথায় বিদূরিত হইয়া গেল অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার দেহ যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং প্রেমাবেশে তাঁহার বদন মণ্ডল রঞ্জিত হইল। তিনি, ভক্তি ভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম করিয়া, তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিলেন। ঘনানন্দ স্বামীর এই অলৌকিক পত্নী, কখনই স্বামীকে স্পর্শ করিতেন না। দর্শন মাত্রই দূর হইতে স্বামী-চরণের উদ্দেশে তিনি প্রণাম করিতেন এবং তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া, স্বামীর পদ-রজঃ জ্ঞানে, ভক্তি সহকারে মস্তকে, রসনায় বা বক্ষস্থলে অর্পণ করিতেন।

বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে যোগেশ্বরী বলিলেন,—“স্বামিন্! আমি তোমাকে এতক্ষণ আকাশে দেখিতে ছিলাম। তুমি কি বিশ্বব্যাপী? তোমার সঙ্গে কে এই সাধু বালক?”

ধন্নানন্দ বলিলেন,—"দেবি! এটী আমার পুত্র—উমাশঙ্কর।"

যোগেশ্বরী বলিলেন—"না। তোমার পুত্রে কাজ নাই। তোমার পুত্র হইলে, আমাকেই তাহার ভার লইতে হইবে। সুতরাং তাহাকে স্নেহ-মমতারও ভাগ দিতে হইবে। আমার হৃদয়ে যাহা কিছু ছিল সকলই আমি স্বামিদেবতাকে সমর্পণ করিয়াছি; তাহা হইতে অংশ করিয়া আর কাহাকেও কিছুই দিবার উপায় নাই। তুমি গৃহীর ছেলে কেন লইয়াছ? যাহাদের ছেলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেও; আমাদের ছেলের কাজ নাই।"

উমাশঙ্কর, তৎক্ষণাৎ দেবীর চরণ-সমীপে নিপতিত হইয়া, কাতর স্বরে বলিলেন,—"মা! মা! কোন পিশাচী জননীও তো সন্তানকে পরিত্যাগ করে না, তুমিতো দেবী। আমি অতি শৈশবে মাতৃহীন; মাতৃ-স্নেহ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে কখনই ঘটে নাই। অপরিসীম পুণ্য-ফলে আজি আমি জগৎ-জননী মা পাইয়াছি। তুমি আমাকে দূর করিয়া দিলেও, আমি তোমার পদাশ্রয় কখনই ছাড়িব না মা!"

যোগেশ্বরী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা! ঐ আকাশে অনেক মেঘ থাকে, তাহা হইতে

কত স্থানে কতই বৃষ্টি হয়। তা হউক, তুই আমার ছেলে। কিন্তু তুই বড় ভাগ্যবান্ ছেলে। যে গুরু লাভ করিয়াছিস্, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অনেক জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি না থাকিলে, এরূপ ভগবানকে গুরুরূপে কেহই পাইতে পারে না। সার্থক তোর সাধনা।”

তাহার পর সেই দেবী, সহসা নয়ন মুকুলিত করিয়া এবং বক্ষের উপর বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া, নিস্পন্দ ভাব ধারণ করিলেন। ললাট হইতে যেন জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে থাকিল, লোচন যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপ্রবাহ নিপতিত হইতে লাগিল। তাহার পর ঘনানন্দকে লক্ষ্য করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস সহ, করযোড়ে কহিলেন,—“ধন্য প্রভুর দয়া! ধন্য এ শিষ্য বালক।”

তাহার পর উমাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,— “প্রভুর কৃপায়, ভাগ্যফলে, তোর মত ছেলে পাইলাম। বড় শান্ত, শিষ্ট ছেলে তুই। তুই পরে রাজা হইবি। আমি রাজমাতা। তোর জন্য আমি অনেক জিনিষ রাখিয়াছি। তুই লইবি আয় বাব।”

এই বলিয়া যোগেশ্বরী, উমাশঙ্করের হস্তধারণ করিয়া, অরণ্য মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। ঘনানন্দ ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

# যোগেশ্বরী।

## দ্বিতীয় খণ্ড—অন্ধকার।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## প্রতাপ।

অতঃপর পাঠক মহাশয়কে আমাদের সঙ্গে পুণ্য-ভূমি বারাণসী হইতে, বঙ্গদেশের সোণাপুর নামক গ্রামে আসিতে হইতেছে, এবং ধর্ম্ম-প্রদীপ্ত, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর সামান্য কুটীর ত্যাগ করিয়া, সম্প্রতি তাঁহাকে পাপ-পঙ্কিল, বিলাস-উন্মত্ত শ্যামলাল বাবুর শোভাময় সৌধ-মধ্যে প্রবেশ করিতে হইতেছে।

রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। পল্লিগ্রামের জনগণ সকলেই স্ব স্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; পথ জন-শূন্য।

শ্যামলাল বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায়, সুরম্য আলোকাধারে অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শ্যামলাল ও হরিচরণ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু বসিয়া আছেন। মদের বোতল ও গেলাস

লইয়া, রামা খানসামা দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং আদেশ মাত্র, সুরা ঢালিয়া শ্যামলাল বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে গ্লাস প্রদান করিতেছে।

শ্যামলাল কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলদেহ ও খর্ব্বাকার। তাঁহার নাক মোটা, চক্ষু ছোট, ঠোঁট পুরু, বগলের নীচে ও পিঠে দুই চারি খানা দাদ। কিন্তু তাহাতে কি যায় আইসে? শ্যামলাল পিত্রার্জ্জিত বিপুল বিষয়-বিভবের অধিকারী। তাঁহার সম্পত্তির আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা। হাতী-ঘোড়া বিস্তর, বহুবিস্তৃত মনোহর অট্টালিকা অনেক, এবং পরম শোভাময় উদ্যান যথেষ্ট। ঘটনাক্রমে, সুবিধাজনক জন্মলাভ করায়, মনুষ্য-লোকে যে কিছু পদার্থ সুখসাধক বলিয়া পরিগণিত, তিনি তৎসমস্তই বিনা আয়াসে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছেন।

শ্যামলালের আকৃতি নিতান্ত ইতর জাতীয়ের ন্যায় হইলেও, তাঁহার কোমরে অতি মলিন উপবীত; পরিধানে সুচিক্কণ সিমলার ধূতি। দেহের আর কোথায়ও কোন বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই। মস্তকের কেশ শূকরের লোমের ন্যায় কঠিন; সুতরাং তেরির জ্বালা তাহাদিগকে কখনই ভোগ করিতে হয় না।

শ্যামলাল মূর্খ। পিতা, অন্যান্য সম্পত্তির সহিত, মূর্খতা-

নকে বিদ্যাধন প্রদান করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু গুণধর শ্যামলালের বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম, যে অক্ষর-পরিচয়রূপ কঠোর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। যে টুকু বাকি থাকিল, তাহা ঘসিয়া মাজিয়া সরু করিতে গেলে, মূলটুকুও ক্ষয় হইয়া যাইবে দেখিয়া, সন্তানবৎসল পিতা পুত্রকে বিদ্যা দানের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্যামলালের বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ হইতে পারে। পিতা-মাতা অনেক দিন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শ্যামলালের বিবাহ হইয়াছে, ইহা তিনি জানেন এবং অন্তঃপুরে একটি রমণী তাহার পত্নী-পরিচয়ে বাস করেন, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। এতদ্ব্যতীত স্বকীয় স্ত্রী সম্বন্ধীয় অন্য কোন জ্ঞান শ্যামলালের নাই। স্ত্রীর সহিত শ্যামলালের কখনই সাক্ষাৎ হয় না; কারণ তিনি রসিক। বহু ফুলের মধু খাইতে অভ্যাস না থাকিলে, সে ভ্রমরকে কি কেহ রসিক বলে? আর যে ব্যক্তি, পরকীয় রসে নিরন্তর প্রমত্ত না থাকে, সে কি আবার মানুষ?

শ্যামলালের বন্ধু হরিচরণ তাহারই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। তোষামোদ তাহার ব্যবসায়। তাহার উপায়

তিন ভাঁজ তেরি এবং সকল প্রকার নেশায় তাহার সিদ্ধ বিদ্যা ; এজন্য চিকাগো একজিভিসন হইতে সে মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত। এই হরিচরণ শ্যামলালের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন ও রঙ্গরস বিষয়ের প্রধান মন্ত্রী। বয়সে এ ব্যক্তি শ্যামলাল অপেক্ষা কিছু বড়। লেখা পড়ায় সে শ্যামলালেরই দাদা। কিন্তু শ্যামলালের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বোধ নহে।

শ্যামলালের দুষ্কর্ম্মের সীমা নাই। তাঁহার অত্যাচারে গ্রামের দীন-দুঃখিগণের স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করা, এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক কুল-কামিনী, তাঁহার দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিরূপ হুতাশনে, আপনাদের ধর্ম্ম-ধনকে আহুতি প্রদান করিয়াছে। যে নারী তাঁহার লালসা-পূর্ণ নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইয়াছে, তাহাকেই হয় স্বেচ্ছায়, না হয় লোভ-বশবর্ত্তিতায়, অথবা অত্যাচারের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া, শ্যামলালের করে আত্ম সমর্পণ করিতে হইয়াছে। অনেক ভদ্রপরিবারও এ নিদারুণ অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। অদ্য শ্যামলাল এক গুরুতর পাপানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছেন।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়, সোণাপুর নিবাসী

হইলেও, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশীলতা ও বিজ্ঞতা অতুলনীয়। এই রঘুনাথের একমাত্র পুত্র নবীনকৃষ্ণ পিতার নিকট এখনও শাস্ত্রাভ্যাস করিতে-ছেন। সার্ব্বভৌম-নন্দনের ষোড়শ-বর্ষীয়া পত্নী সুহাসিনী, দুরদৃষ্টক্রমে দৈবাৎ একদিন, শ্যামলালের পাপ-নয়নের সম্মু-খীন হইয়াছিলেন। সেই সতীত্ব-তেজ-প্রদীপ্তা ব্রাহ্মণ-কন্যার অলোক-সামান্য রূপ-রাশি দর্শন করার পর হইতে, তাঁহাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত, শ্যামলাল নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্যামলালের দূতী, সুন্দরীর নিকট গমন করিয়া, অর্থ-অলঙ্কারাদি বিবিধ প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়াছিল; কিন্তু অভিমানিনী নবীনা, অবজ্ঞার সহিত, সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন; অধিকন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নিরীহ সার্ব্বভৌম, প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামীর সহিত বিরোধ অসম্ভব জানিয়া, অচিরে পুত্র-বধূকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। শ্যামলালও সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, সুন্দরীর পিত্রালয় গমনের পূর্ব্বেই, বল-পূর্ব্বক বাসনা-সিদ্ধির সংকল্প করিয়াছেন। গদা নামে এক দুর্বৃত্ত চণ্ডাল শ্যামলালের এইরূপ কার্য্য সংসাধনের সহায়।

অদ্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে গদা, দল-বল লইয়া, বলপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের পুত্র-বধূকে বাবুর বৈঠকখানায় ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত, যাত্রা করিয়াছে। শ্যামলাল নিতান্ত আগ্রহের সহিত গদার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্যামলাল গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"গদা এত দেরি কেন করিতেছে? এরূপ বিলম্বের কোনই কারণ নাই তো।"

হরিচরণ বলিলেন,—"বোধ হয় সুযোগ পায় নাই।"

ক্রুদ্ধ স্বরে শ্যামলাল বলিলেন,—"সুযোগ! কিসের সুযোগ? যে প্রতিবন্ধক হইবে তাহাকে প্রাণে মারিতে পর্য্যন্ত হুকুম দিয়াছি। লুকাইয়া কাজ করিতে তো আমি বলি নাই।"

হরিচরণ বলিলেন,—"কিছুই করিতে হইবে না, সহজেই সব কাজ মিটিয়া যাইবে। ছুঁড়িকে নিয়ে গদা আইসে আর কি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাহার রূপের অহঙ্কার সতীত্বের গৌরব, আজ সব চূর্ণ করিব। আমি গোপনে লোক পাঠাইলাম, তাহা ভাগ্য বলিয়া না মানিয়া, অপমান! দেখি তোর এ সতীত্ব কোথায় থাকে!"

হরিচরণ বলিল,—"অপমানটা কিন্তু মনের সঙ্গে নয়; দুই একটা চালক মেয়ে মানুষ এই রকমই করিয়া থাকে। এই রকমে তাহারা আপনাদের দর বাড়ায়। মনে খুব ইচ্ছা আছে, কেবল লোক দেখান একটু কান্না মাত্র। আপনার কাছে আসিবার জন্য সীতা-সাবিত্রী পর্য্যন্ত পাগল! তা সার্ব্বভৌমের পুতের বৌ তো কোথায় লাগে।"

শ্যামলালের স্থূল অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন,—"যাই বল, গদার বড় অন্যায় দেরি হইতেছে। রামা! তুই একটা দ্বারওয়ানকে, গদার খবর আনিবার জন্য, সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বাটীতে পাঠাইয়া দে দেখি। শীঘ্র যা।"

রামা প্রস্থান করিল।

হরিচরণ বলিলেন,—"আপনি এদেশের রাজা, বিশেষতঃ রসিক-চূড়ামণি। আপনার কাছে যে আসিতেছে, সে কি ভাল রকম সাজ-গোজ না করিয়া আসিতে পারে? চুল বাঁধিবে, টিপ কাটিবে, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করিবে, পায়ে আল্‌তা লাগাইবে, ভাল কাপড় পরিবে, আতর গোলাপ মাখিবে, তবে তো আসিবে। ইহাতে একটু বিলম্ব হইবারই কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কথাটা বলিয়াছ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশ্য তাহারও ত সখের প্রাণ! তা তুমি ততক্ষণ একটু মদ ঢাল; স্ফূর্ত্তি করা যাউক।"

হরিচরণ ত্বরিত শ্যামলালের হস্তে সুরাপাত্র প্রদান করিলেন। তিনি, নিঃশব্দে পাত্রস্থিত পদার্থ গলাধঃ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তাহার যে রূপ, তাহাতে সাজ-গোজ নিতান্তই অনাবশ্যক। সেরূপ দেখিলে মুনি-ঋষিরও মন বিচলিত হয়।"

হরিচরণ বলিলেন,—"দেখেছি, দেখেছি একদিন। তা সে জিনিষ হুজুরেরই যোগ্য বটে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে দেখছ তুমি। আরে তেমন না হলে কি আর আমি পাগল হই? গদা বেটা বড় দেরি কচ্ছে; যা হউক একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

শ্যামলাল প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক প্রকাণ্ড দর্পণ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া; স্বকীয় ভল্লুক-তুল্য শ্রী দেখিতে দেখিতে, মনে মনে ভাবিলেন যে, চেহারাটা কমই বা কিসে? ইহার জন্য নারী জাতি যে পাগল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি

সহসা দূরে পদ-শব্দ শুনিয়া, শ্যামলাল ব্যস্ততা সহ দ্বার-সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,— "কেও ? গদা ?"

দূর হইতে উত্তর আসিল,—"না মহারাজ ! হামি দুবে আছে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"রামচরণ দুবে ! খবর কি ? এ দিকে এস। গদা কোথায় ?"

দোবে ঠাকুর সম্মুখাগত হইয়া উত্তর দিলেন,—"গ্যেদা নেই আছে মহারাজ।"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"নেই আছে ? কোথা গেল সে ?"

দোবে বলিল,—"সে বাত কোই নেই জানছে মহারাজ। কাঁহা ভাগল বা।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি কথা ! আর ভট্‌চায্যির বৌ ?"

দোবে বলিল,—"ওবি নেই আছে হুজুর। গ্যেদার সাথে চলিয়ে গেছে। বাড়ীমে সব লোক কান্না করছে, গোল করছে, চিল্লাচ্ছে।"

শ্যামলালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশের কথা ! বাড়ীতে সার্ব্বভৌমের পুত্র-

বধূ নাই, গদা তাকে নিয়ে পালিয়েছে; অথচ এখানে আসে নি। তারে কোথায় নিয়ে গেল? নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে। গদা! আজ তোরই একদিন, আর আমারই একদিন!"

ক্রোধান্ধ শ্যামলাল বেগে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরিচরণ ও দোবে ঠাকুর তাঁহার অনুসরণ করিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### পতন।

অপরাহ্নে শ্যামলালের অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর, তাঁহার পত্নী বিধুমুখী দেবী পরিক্রমণ করিতেছেন। বিধুমুখীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ হইতে পারে। তিনি সুন্দরী। নিখুঁত না হইলেও, বড়ই লাবণ্যময়ী এবং পূর্ণাঙ্গী। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলে, সুন্দরীর শিরোমণি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিকটস্থ হইলে, তাঁহার দৈহিক অনেক সামান্য সামান্য ত্রুটি উপলব্ধ হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণ গৌর; কিন্তু রক্তিমাভ বিবর্জ্জিত; যেন কিছু ফিকে; আর একটু লাল হইলে ভাল হইত। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ আয়ত, কিন্তু সরলতা-পূর্ণ দৃষ্টি-বিরহিত; যেন কটাক্ষ শরের অক্ষয় তূণ। নাসিকা উন্নত, কিন্তু একটু স্থূল, নাসারন্ধ্র-দ্বয় আর একটু সূক্ষ্ম হইলে ভাল হইত। মুখ-গহ্বর একটু বেশী আয়ত। লোচন-তারা আর একটু কালো হইলে ভাল হইত। অধরোষ্ঠ একটু বেশী স্থূল। সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুপরি-

ণত, কিন্তু একটু কঠোর ; যেন পৌরুষ-ব্যঞ্জক। তথাপি বিধুমুখী সুন্দরী। প্রথম দর্শনে তাঁহার হাব, ভাব ও বিলাসিতা সংবলিত রূপরাশি দর্শকের চিত্তকে অভি-ভূত করে। বিধুমুখী সুন্দরী বলিয়াই পরিচিতা এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য–গর্ব্বে গর্ব্বিতা। তিনি বিলাসিনী। অনেক সাবান, তাঁহার দেহের সহিত সংঘর্ষণে, বিলীন হইয়া যায় ; অনেক ফুলেল তৈল, তাঁহার কেশের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, চরিতার্থ হয় ; অনেক আতর, তাঁহার সঙ্গ সুখ সতত সম্ভোগ করে। অনেক অলঙ্কার, তাঁহার দেহের সহিত দেহ মিশাইয়া, আপনারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। নানা সময়ে, নানা প্রকার বস্ত্রা[illegible] তাঁহার শ্রী-অঙ্গ আবরণ করিবার সুযোগ পাইয়া, [illegible] হয়। সমস্ত দিন বিধুমুখী বিলাসিতা ও দৈহিক পারিপাট্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।

অদ্য বিধুমুখী, পূর্ণশোভা বিস্তার করিতে করিতে পরি-ক্রমণ করিতেছেন এবং চিন্তা করিতে[illegible]। ভাবিতে[illegible]ন কি ? ভাবিতেছেন—তাঁহার এই রূপ, এই যৌবন, সকলই বৃথা। যাহার তৃপ্তি হইলে, যে বিনোদিত হ[illegible], এ সক-লের সার্থকতা হইতে পারিত, সে একবারও এদিকে ফিরিয়া দেখে না ; কখনও একটা কথা কহে না ; ভ্রমেও

শ্যামলাল-রূপ গর্দ্দভের সহিত বিবাহ হওয়ায়, তাঁহার বেশ-ভূষা ও বিলাসিতার যথেষ্ট উপকরণ লাভের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য শ্যামলালের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনই কারণ তিনি দেখিতে পান না। এ সকল সুখ-সৌভাগ্য, তাঁহার বিধি-নিয়োজিত ফল বলিয়া তিনি মনে করেন এবং শ্যামলালের পরিবর্ত্তে, কোন ভিক্ষুকের গৃহিণী হইলেও, তাঁহার এতাদৃশ প্রার্থনীয় পদার্থ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত না বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন।

বলা বাহুল্য যে, বিধুমুখী নারী-কুলের কলঙ্ক-স্বরূপা এবং পাপীয়সীগণের শীর্ষ-স্থানীয়া। আমাদের দুরদৃষ্ট যে, এরূপ কলঙ্কিনী কামিনীর প্রসঙ্গও লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অন্তরে যাহাই হউক, বাহতঃ বিধুমুখী স্বকীয় চরিত্র এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি যাহাকে শূকর ও বানরবৎ মনে করেন, সেই শ্যামলালের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাকে নিজের করিবার জন্যও, সুন্দরী অনেক বিফল চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর বিধুমুখী পাপে গা ভাসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিধুমুখী যখন স্বকীয় অদৃষ্ট বিষয়ক নানা প্রকার

চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমশঃ পাপ-পঙ্কিল বাসনায় প্রশ্রয় দিতেছেন, সেই সময়ে, তাঁহার অলক্ষিত ভাবে, পশ্চাদ্দিক হইতে, আর এক নারী তথায় প্রবেশ করিল। নবাগতার বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে পারে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; হাব ভাব, চাল, চলন বড়ই কৃত্রিমতা মাখা; গায়ের রঙটী উজ্জ্বল শ্যাম; মুখখানি বেশ সরস, হাসি হাসি; মাথায় সযত্ন বিন্যস্ত খোঁপা; পাতলা ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরা; হাতে দুগাছি টক্‌টকে সোণার বালা, কোমরে এক ছড়া রূপার গোট।

এই স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ বিধুমুখীর পশ্চাদ্দিকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি পুরুষ হইতাম!"

বিধুমুখী, তৎক্ষণাৎ গালভরা হাসি হাসিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে কি হইত সারদা?"

সারদা উত্তর দিল,—"তাহা হইলে ঐ চরণের দাস হইয়া জন্ম সার্থক করিতাম।"

বিধুমুখী সগর্ব্বে বলিলেন,—পুরুষের সঙ্গে মিলন আমার অদৃষ্টে নাই; পুরুষকে দাস করা একটা সুখ বটে! কিন্তু সে সুখ ভোগ করিতে আমার জন্ম হয় নাই। তুই

পুরুষ হইলে, আমি তোর পানে ফিরিয়াও চাহিতাম না।"

সারদা বলিল,—"তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখে বুকে ছুরি মারিয়া প্রাণ বাহির করিতাম।"

বিধুমুখী একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"প্রাণ বাহির করা তো দূরের কথা, একটা মনের কথা কহিবার লোকও এ পর্য্যন্ত পাইলাম না।"

সারদা বলিল,—"পেলে না যে, সে কেবল নিজের মনের গুণে। যার কথা বলি তাকেই মনে ধরে না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যাহাকে মনে ধরে, তাহার বুঝি আমাকে মনে ধরে না?"

সারদা বলিল,—"মনে ধরে না আবার! 'পাগ্‌লা ভাত খাবি, না হাত ধুব কোথায়'?"

বিধুমুখী আরও নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখা হইয়াছিল?"

সারদা বলিল,—"দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কি ঠিক হইয়াছে।"

সারদা বলিল,—"আজ রাত্রে নটবর হরিচরণ, বিধু-মুখীর কুঞ্জে এসে দাস-খতে সহি করিবেন।"

আনন্দিত বদনে বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি দ্রৌপদী হও।"

হাসিতে হাসিতে সারদা বলিল,—"গালি দেও কেন বৌ দিদি? অত কমে গরিবদের চলে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে। হয় উর্ব্বশী হও।"

অনেকক্ষণ বিধুমুখী নিতান্ত চিন্তিত ভাবে একস্থানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিলেন,—"জানি না পাপ-পুণ্য কি? কিন্তু যে পথে আমি পা দিতেছি, তাহা হইতে কিছুতেই ফিরিব না। যদি মানব-জীবন পাইয়াছি, তাহা হইলে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিব কেন? কিসের অনুরোধে এই সাধের জীবনকে দুঃখে ডুবাইয়া রাখিব? বড়ই বেদনা পাইয়াছি। এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

তাহার পর সারদার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এখন আয় ঘরের ভিতর। কি কি কথা হইল, কি কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে, শুনিগে চল।"

এই দুই পাপ-নিমগ্না নারী প্রস্থান করিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### উপদেশ।

প্রত্যূষে শ্যামলাল ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার দেওয়ান হরকুমার চক্রবর্ত্তী। হরকুমার প্রবীণ ব্যক্তি, বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। বড়ই শান্ত, সৌম্য ও বিজ্ঞতাব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি। শ্যামলালের মূর্ত্তি অধুনা নিতান্ত উগ্র এবং গতি ও ভাব অস্থির।

হরকুমার নিকটস্থ হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"আপনি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাজটা ভাল হইতেছে না।"

শ্যামলাল ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—"আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি, কাজটা ঠিক হইয়াছে। আপনার যদি অন্য কোন কথা বলিবার দরকার থাকে বলুন। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি আবশ্যক নাই বলিয়া

মনে করিতেছেন ; কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনাকে এ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করা, আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ নির্ব্বিরোধী এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহাদিগকে কয়েদে পুরিয়া আপনি যে কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আপনার নিন্দার সীমা থাকিবে না।"

অতীব ক্রোধ সহকারে শ্যামলাল বলিলেন,—"নিন্দা! আমার নিন্দা করে এমন লোক এ প্রদেশে কোন্ বেটা আছে? কেবল আপনার মুখেই আমার নিন্দা আর দুর্নামের কথা শুনিতে পাই ; কিন্তু আপনার এ ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, গঙ্গা তাহাকে সঙ্গে করিয়া কি মতলবে কোথায় লইয়া গিয়াছে, এ সকল কথা নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম আর নবীন জানে। তাহারা এত বড় বদ্মায়েস যে, আমি কোন প্রকারে এ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ হইতে এই খবরটা বাহির করিতে পারিলাম না। আপনি যদি তাহাদের জন্য বড়ই কাতর হইয়া থাকেন, তা হইলে তাহাদের নিকট থেকে, এই খবরটা জানিয়া আসিয়া আমাকে বলুন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ছাড়িয়া দিতেছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি সে সংবাদ জানিবার

অনেক চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। গদা, রাত্রি দশটার সময়, নবীনের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, চলিয়া আসিয়াছে ; তাহার পর কি ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথাই বলিতে পারেন না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! আপনার যত বয়স বাড়িতেছে ততই বুদ্ধি কমিতেছে। তাই আপনি এই স্পষ্ট মিথ্যা কথাটাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ভট্টাচার্য্য আর তার ছেলে কতদূর মিথ্যাবাদী তাহা আপনাকে কালি দেখাইব। আজি সমস্ত দিনের মধ্যে যদি তাহারা আমাকে নবীনের স্ত্রীর খবর না জানায়, তাহা হইলে কালি সকালে খোদাবক্‌স কোচ্‌ম্যানকে দিয়া ভাত রাঁধাইয়া, মুরগির ঝোল মাখিয়া, তাহাদের মুখে গুঁজিয়া দিব। তখন দেখিতে পাইবেন, আসল কথা বাহির হয় কি না।"

হরকুমার সভয়ে বলিলেন,—"নারায়ণ! নারায়ণ! এমন অত্যাচারের কথা আপনি মনেও কল্পনা করিবেন না। আমি আপনার সংসারে বহুদিন থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব, আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার শেষ আদেশ মতে আমি অদ্যাপি আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত আছি।

আপনার হিতাহিত দেখিবার জন্য, তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই সকল বিষয়েই আপনাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আমার দুরদৃষ্ট, আপনি আমার কোন কথাই শুনেন না; বাড়ার ভাগ বিরক্ত হন।"

শ্যামলাল বাধা দিয়া বলিলেন,—"প্রতিপালকের অনুরোধ আপনি বেশ রক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি! যাহাতে আমি সুখী হই, আনন্দ পাই, ভাল থাকি, তাহাতেই আপনি প্রাণপণ যত্নে বাধা দেন। এইতো আপনার হিত চেষ্টা! কথা শুনিব কিরূপে? কথার মত কথা বলিলে অবশ্যই শুনা যায়। আপনি দেখিতেছেন, নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আমার সংসারের সকল সুখ নষ্ট হইবে। তাহার কোন উপায় না করিয়া, আপনি কেবল বিরুদ্ধ ব্যবহারই করিতেছেন।"

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, এ লজ্জা-হীন, কাণ্ড-জ্ঞান-বিরহিত পাষণ্ডের অন্ন যাহারা ভোজন করে, তাহারাও ঘোর পাপাত্মা। স্বর্গীয় কর্ত্তার অনুরোধে, অনেক দিন এ দুরাত্মার অধীনে যাপন করিলাম। কিন্তু অতঃপর এ নরাধমের সংসর্গ অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ্যে

বলিলেন,—"আপনার সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক। কারণ আপনি ধর্ম্ম সঙ্গত, যুক্তি সঙ্গত কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন না। তথাপি যাহা বলা আমার কর্ত্তব্য আমি তাহা বলি; শুনা না শুনা আপনার ইচ্ছা। নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আপনার বিশেষকষ্ট হইবে বলিতেছেন; কিন্তু সে পর-স্ত্রী, তাহাকে গ্রহণে আপনার অধিকার কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অধিকার আমার সম্পূর্ণ। আমি ধনবান্, আমি বলবান্, আমি জমিদার। সহজে না আসিলে জোর করিয়া আনিতেও আমার অধিকার আছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি অনেক কারণে আপাততঃ ধনবান্, জমিদার হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইলে, এ সৌভাগ্য না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। সে যাহাই হউক, এরূপ অন্যায় অধিকার আপনার কখনও নাই। আইন আছে, রাজা আছেন, সমাজ আছেন, ধর্ম্ম আছেন এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর আছেন। এ সকলের কোন ব্যবস্থাতেই কাহারও প্রতি এরূপ অন্যায় অধিকার দেওয়া হয় নাই। একজনের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক একখানা ছেঁড়া নেকড়া কাড়িয়া লইতেও

কাহারও অধিকার নাই। জোর করিয়া কুলের কুল-বধূ আনা তো অনেক দূরের কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বা রে! আমি চিরদিন এই কাজ করিয়া আসিতেছি। এ পর্যান্ত ভাল, মন্দ কত ঘরের ঝি, বউ আমি ধরিয়া আনিয়াছি। আমার অধিকার না থাকিলে এরূপ হয় কি?"

হরকুমার, মূর্খ শ্যামলালের যুক্তি ও তর্কের প্রণালী আলোচনা করিয়া, মনে মনে হাস্য করিলেন। বলিলেন,—মানিলাম আপনি অনেক দিন হইতে এইরূপ কাজ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যাহা অন্যায় কর্ম্ম, তাহা অনেকবার করা হইলেও, চিরদিনই অন্যায়। একজন লোক চির-দিন চুরি করে, তাই বলিয়া চৌর্য্যকার্য্যে তাহার অধিকার হয় না এবং সে কাজ ভাল বলিয়াও পরিগণিত হয় না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার এ কাজ মন্দ কিসে তাহাতো আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহাকে যখন ধরিয়া আনি, তখনই তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিয়া বিদায় করি। এটাও তাহাদের পক্ষে এক রকম সৌভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার তর্কে আপনি বিরক্ত হইতেছেন এবং ক্রমে আরও অসন্তুষ্ট হইবেন বুঝিতেছি;

তথাপি উচিত কথা আপনাকে বলাই আবশ্যক। মনে করুন আপনার অন্তপুরে আপনার সুন্দরী পত্নী আছেন। এ সংসারে আপনার অপেক্ষা ধন-বল ও ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক লোক আছেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তি, দৈবাৎ কোন প্রয়োজনানুরোধে এই গ্রামে আসিয়া পড়িলে, মনে করুন আপনার স্ত্রী কোন প্রকারে তাহার চক্ষে পড়িলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গের সিপাহি, লোকজন ও ফৌজদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—'যেমন করিয়া পার এই সুন্দরী যুবতীকে কাড়িয়া লইয়া আইস।' তাঁহার অধিনস্থ লোকেরা, আপনার উপর ভয়ানক নির্যাতন করিয়া, আপনার গৃহিণীকে সেই পাপাত্মার নিকট লইয়া গেল এবং সেই ধনবান্ আপনার পত্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আপনার কখনও দেখিবার সম্ভাবনা নাই এরূপ অনেক মণিমুক্তা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে বিদায় করিল। এরূপ ঘটিলে আপনি কি মনে করেন?"

শ্যামলাল আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করে, সুতরাং সহজেই উত্তর দিল,—"এরূপ ব্যপার কাজে করা দূরে থাকুক' মনেও করিতে পারে এমন লোক দুনিয়ায় আর কেহ নাই। শ্যামলালের নাম

শুনিলে ভয় পায় না, এমন লোক থাকিতেই পারে না।”

হরকুমার আবার মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—“তাহাই যেন হইল, কিন্তু তাই বলিয়া অনুগত লোকের প্রতি অত্যাচার করা কি আপনার উচিত? আপনি দেশের রাজা, সকলের রক্ষক, আপনার কি এরূপ অত্যাচার শোভা পায়?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“অত্যাচারটা কি?”

হরকুমার বলিলেন,—“অত্যাচার নয় কি? আপনি যে সকল যুবতীর সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহাদের সহিত এক আদ দিনের বেশী আপনি আমোদ-আহ্লাদ করেন না। দুই দিন পরে তাহাদের নাম, আকৃতি কিছুই আপনার মনেও থাকে না। আপনার এই ক্ষণিক আমোদ, কিন্তু তাহাদের চিরস্থায়ী সর্ব্বনাশ! তাহাদের জাতি যায়, সমাজ যায়, ধর্ম্ম যায় এবং সংসারের সকল সুখ যায়। কেবল যে সেই স্ত্রীলোকদের এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়, এমন নহে; তাহাদের আত্মীয় স্বজন, বাপ মা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি সকলকেই চিরদিন মর্ম্মান্তিক ক্লেশে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি আপনার এরূপ বৃথা তর্কের কোনই অর্থ দেখিতেছি না। ভগবান্ আমাকে

সকল উপায় দিয়া পাঠাইয়াছেন, এ কি কেবল কে কি মনে ভাবিবে, কে কি কষ্ট পাইবে, তাহাই ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিবার জন্য? আপনার ও সকল ব্যবস্থা সামান্য লোকের জন্য, আমাদের মত বড় লোকের ব্যবস্থা অন্য রূপ। এখন যান আপনি, যেমন করিয়া হউক নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, সংবাদ লইয়া আসুন।"

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! নরাধম অবশেষে আমার উপরও এই সকল ঘৃণিত কাজের ভার দিতে আরম্ভ করিল! আমি উহার পিতৃবয়স্ক, পিতৃবন্ধু এবং পিতৃতুল্য। নারায়ণের ইচ্ছায় এখন মানে মানে এ পাপপুরী হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়। বলিলেন,—"আমার দ্বারা এরূপ কোন সংবাদ সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব। আর আমাকে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়াই আপনার লজ্জার কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন? আপনি কি আমার চাকরি করেন না, মাহিয়ানা খান না? আমার যখন যেরূপ কাজের দরকার হইবে, তাহাই করিতে সকল কর্ম্মচারীই বাধ্য, আপনিও বাধ্য।"

হরকুমার আবার মনে মনে ভাবিলেন, তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট। এ পাপের শাস্তি অবশ্য শীঘ্রই

ঘটিবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন আপনাদের অন্ন খাইয়াছি। এক্ষণে আমার দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না দেখিতেছি। অতএব দয়া করিয়া আমাকে এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলেই ভাল হয়।"

শ্যামলাল হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছ ইহা আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি। এক্ষণে স্বয়ং বিদায় প্রার্থনা করিতেছ, ইহা তোমার সৌভাগ্য। নচেৎ হয়তো তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে হইত। আমার লোক ঠিক করা আছে। হরিচরণ সকল বিষয়েই অতি উপযুক্ত লোক; তাহাকেই দেওয়ানী দিব স্থির করিয়াছি, তুমি অদ্যই তাহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া বিদায় হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

মনে মনে ভাবিলেন, একে প্রভু এই পাপের অবতার, তাহাতে দ্বিতীয় কলি স্বরূপ হরিচরণ হইবে প্রধান মন্ত্রী। এবার বিষয় আশয় সকলই রসাতলে গেল! যাহা হইবার হউক, আমি দূরে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি। ধীরে ধীরে হরকুমার বাবু প্রস্থান করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে অপর দিক দিয়া দুর্বৃত্ত হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইল এবং দূর হইতেই বলিল,—"নবীনের স্ত্রীর সন্ধান হইয়াছে, আমার কাছ থেকে কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিতে পারে ?"

সাগ্রহে শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় ? কোথায় ?"

হরিচরণ বলিল,—"অনেক দূর ! আমাদের এলাকার বাহিরে, এক কুটুম্ব বাড়িতে তাহাকে গদা রাখিয়া আসিয়াছে। তা হউক এলাকার বাহিরে, সেখান থেকেই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তবে অন্য কাজ।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"নিশ্চয়। এতে যত টাকা খরচ হয় তাহাই আমার পণ।"

হরিচণ বলিলেন,—"বড় দুষ্টলোক এই সার্ব্বভৌম আর তাহার ছেলে ইহারা নিশ্চয়ই সব জানে। অথচ কিছুতেই স্বীকার করিল না। ইহাদের বিলক্ষণ রকম সাজা দিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্য যত পার সাজা দিও তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু একটা সাজা দেওয়াই চাই। যখন নবীনের স্ত্রীকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা যাইবে, তখন সার্ব্বভৌম আর নবনেটাকে হাত পা বাঁধিয়া সেই ঘরে বসাইয়া রাখিতে হইবে।"

হরিচরণ বলিল,—"আচ্ছা মতলব বাহির করিয়াছেন ধর্ম্মাবতার! নিশ্চয়ই তাহাই করিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারে ও কার্য্য-তৎপরতায় আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজি হইতে তোমাকে আমার দেওয়ান নিযুক্ত করিলাম। এখনই ঐ বুড়া হরকুমুরে বেটার কাছ থেকে কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হও গিয়া।"

এই সংবাদ শ্রবণে হরিচরণ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইল। যাহার বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই নাই, তোষামোদ ও ঘৃণিত পরিচর্য্যা যাহার অবলম্বন, সামান্য গোমস্তাগিরি নির্ব্বাহ করাও যাহার পক্ষে অসম্ভব, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইল। অনেক ক্ষণে তাহার আপনার অবস্থা বিষয়ক হৃদ্‌বোধ জন্মিল। তখন সে করযোড়ে বলিল,—"অতি উপযুক্ত কর্ম্মের ভার হুজুর এবার আমাকে দিয়াছেন। বিষয়ক-কর্ম্মে হরিচরণ কেমন মজবুত, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মাবতার এইবার দেখিতে পাইবেন। নিকটে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকের ঝি-বউ যাহাতে নিখুঁত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা হরিচরণ প্রথমেই করিবে।"

হরিচরণের এইরূপ সাধু সংকল্প ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায়

পরামর্শ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল নিরতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা এই সকল শুভ কার্য্যের মন্ত্রণা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। গমন কালে হরিচরণ ভাবিতে লাগিল, 'এই বিপুল বিভবের এখন হইতে আমিই এক রকম মালিক। এই রাজ্যের যিনি রাজেশ্বরী, তিনি আমার চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন শ্যামলাল কণ্টককে কোন প্রকারে দূর করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হইবে, হইবে; ক্রমে তাহা না করিয়াই কি ছাড়িব? আজি বিধুমুখীর সন্তোষের সীমা থাকিবে না।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## সংকল্প।

হরকুমার বাবু বিশেষ আনন্দের সহিত উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরকুমার অতি বাল্য কাল হইতে শ্যামলালের পিতা স্বর্গীয় রাধা বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিপালিত। হরকুমার নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান; বাল্যকাল হইতে অধ্যয়নানুরাগ বড়ই প্রবল ছিল; কিন্তু পাঠের গ্রন্থ সংগ্রহ করা বা অধ্যাপক লাভ করা, উভয়ই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঘটনা-চক্রে বিপুল বিভব-শালী রাধাবিনোদের সহিত এই সময়ে তাঁহার দৈবাৎ আলাপ হয়। এই আলাপেই তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হয় এবং তাঁহার সকল বিষয়ের যাবতীয় অসুবিধাই বিগত হয়। রাধাবিনোদ বাবু, এই বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন বালককে, স্বকীয় ভবনে স্থান প্রদান করেন, এবং স্বকীয় অধ্যাপকের নিকট, একসঙ্গে তাঁহার পাঠাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। হরকুমারের অপেক্ষা রাধাবিনোদ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; তথাপি একত্রাবস্থান ও একত্রা-

ধ্যয়নাদি হেতু, উভয়ের অবস্থাগত বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রমশঃ যথেষ্ট বন্ধুতার উদ্ভব হয়। হরকুমার, স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে, যথেষ্ট বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ধীর বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। রাধাবিনোদের পিতৃ-বিয়োগ হইলে, তিনি স্বয়ং বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃত হইলেন। হরকুমারকে তখন হইতে স্বকীয় প্রতিপালক ও প্রভুর বিষয়-কর্ম্মে সহায় হইতে হইল। ক্রমশঃ হরকুমারের বিষয়-বুদ্ধি বিশেষ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। রাধাবিনোদ, তদবধি সকল কর্ম্মভার হরকুমারের হস্তে প্রদান করিয়া, স্বয়ং এক প্রকার বিষয়-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

উত্তরোত্তর কর্ম্মদক্ষতার সহিত, হরকুমার দেওয়ান হইলেন এবং ক্রমশঃ মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে থাকিলেন। হরকুমারের বাসবাটী হইল এবং বিবাহাদি করিয়া তিনি যথারীতি সংসারী হইলেন। হরকুমার নিঃসন্তান।

রাধাবিনোদের সহিত হরকুমারের প্রণয় নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং পরস্পর প্রভু-ভৃত্যবৎ ব্যবহার একান্ত ভাবে তিরোহিত হইয়া ছিল।

কাল সহকারে রাধাবিনোদ প্রাণহীন হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি হরকুমারের হস্তেই সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব নির্ভর করিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র শ্যামলালের ভবিষ্যৎ জীবন নিতান্ত নিন্দনীয় হইবে বলিয়া তাঁহার অনুমান ছিল। তিনি সেইজন্ত বার বার শ্যামলালকে সর্ব্বতো-ভাবে হরকুমার বাবুর উপদেশাধীন থাকিতে ও তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। শ্যামলাল পিতৃপ্রদত্ত এই উপদেশ কিরূপে পালন করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ দেখিয়াছেন।

তিন বৎসর হইল রাধাবিনোদ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র শ্যামলাল বিষয়-কর্ম্ম স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; হর-কুমার বাবু বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন, শ্যাম-লাল কেবল অর্থ সমস্ত গ্রহণ করিয়া অপব্যয়িত করিতে থাকেন। হরকুমার, এ বিষয়ের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা করিয়া, কেবল অপমানিত হইয়া আসিতেছেন।

এক বৎসর হইল শ্যামলালের জননী ইহ লোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পর হইতে শ্যাম-লালের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

হরকুমার, প্রতিপালক ও শুভানুকাঙ্ক্ষী পরলোকগত

সুহৃদের বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া, অতি কষ্টে তিন বৎসর কাল এই সংসারে শ্যামলালের আজ্ঞাধীন থাকিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আর এ পাপের সংস্রবে অতিবাহিত করা, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোকের পক্ষে, নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরন্তর অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত ও বহুদিন সেবিত এই বিপুল সম্পত্তি যে অতঃপর ধ্বংস দশায় উপস্থিত হইবে, ইহা মনে করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল না এমন নহে। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আর হাত নাই।

হরকুমার, উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কাছারি ঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্যান হইতে কাছারি একটু দূরে অবস্থিত। মধ্যে উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষ-যুক্ত প্রশস্ত পথ। সেই পথ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। সকলেই তাঁহাকে দর্শন মাত্র, সসম্ভ্রমে প্রণামাদি করিয়া দূরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে লাগিল। এক বলিষ্ঠ-কলেবর অথচ ধবল-কেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদধারী মুসলমান, তাঁহাকে অবনত মস্তকে সেলাম করিয়া, দূরে দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি এই সংসারের প্রধান কোচম্যান

এবং বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে দর্শনমাত্র হর-কুমার বলিলেন,—"জরিফ! আজি হইতে তোমাদের নূতন দেওয়ান হইলেন। আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।"

জরিফ বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! হুজুর ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করিলেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"ইচ্ছা না করিয়া করি কি? আর দশ দিন ইচ্ছা না করিলে, অপমানিত হইয়া যাইতে হইত।"

জরিফ বলিল,—"সে কথা ঠিক। এ সংসারে হুজুরের মত লোকের থাকা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পর এ সংসারের কি হইবে?"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা ভগবানের মনে আছে তাহাই হইবে। অতি কষ্টে তিন বৎসর কাটাইয়াছি; আর তো একদিনও কাটান যায় না।"

জরিফ বলিল,—"কাহার হাতে এখন হইতে কাজের ভার পড়িবে, তাহা ধর্ম্মাবতার জানিতে পারিয়াছেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"হাঁ তাহা জানিয়াছি। হরি-চরণ বাবু অতঃপর তোমাদের দেওয়ান হইবেন।"

জরিফ জিজ্ঞাসিল,—"কে সে ?"

হরকুমার বলিলেন,—"তাঁহাকে চেন না তুমি ? তিনি সর্ব্বদাই বাবুর সঙ্গে থাকেন, বাবুর সকল কর্ম্মেই তিনি আছেন।"

জরিফ বলিল,—"ওঃ সেই বেটা ! যে হতভাগা বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা মদ খায়, আর বদমায়েসী করে ?"

হরকুমার বলিলেন—"হাঁ।"

জরিফ বলিল,—"বলেন কি ধর্ম্মাবতার ? সেই জানোয়ারটা এই বৃহৎ সংসারের দেওয়ানি করিবে ? কি সর্ব্বনাশ ! তবে হুজুর হুকুম দেন, আমরাও বিদায় হই। হুজুর না থাকিলে, আমরা আর কাহার কাছে কাজ করিব ?"

হরকুমার বলিলেন,—"না জরিফ ! তোমার যাওয়া হইবে না। তুমি আর আমি এ সংসারের বড়ই পুরাতন চাকর। তুমি কোচম্যান হইলেও, সকল বিষয়ই জান। স্বর্গীয় কর্ত্তা তোমার গুণে তোমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন হঠাৎ কর্ম্ম ছাড়িও না। তবে যেরূপ কাণ্ড শীঘ্র ঘটিবে, তাহাতে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই থাকিবে বোধ হয় না। তখন কাজেই তোমাদের সকলকেই সরিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কাজ ছাড়িও না। তুমি থাকিলে, আমি

অনেক কথা জানিতে পারিব এবং ঈশ্বর যদি মুখ তুলিয়া চাহেন, তাহা হইলে অনেক কথা জানিবার দরকারও হয়তো ঘটিতে পারিবে।"

জরিফ বলিল—"হুজুরের হুকুম মাথা পাতিয়া পালন করিব। কিন্তু এখন হইতে যতদিন এখানে থাকিতে হইবে ততদিন প্রাণে মরিয়া থাকিব জানিবেন। সে যাহা হউক এখন ধর্ম্মাবতার কোথায় থাকিবেন, কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"এখন যত শীঘ্র পারি এ দেশ ছাড়িব এবং আমাদের প্রধান তীর্থ কাশীতে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি।"

জরিফ বলিল,—"হুজুরকে আমার মনে করাইয়া দিতে হইবে না। মহাশয় না জানেন কি? সুযোগ উপস্থিত হইলে, সে বিষয়টার সন্ধান করিতে ধর্ম্মাবতার ভুলিবেন না। তাহা না করিলে আমাদের পাপ হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"একদিনও ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না। সেরূপ দিন উপস্থিত হইলে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দিব। এই জন্যই তোমাকে এখানে থাকিতে বলিতেছি। অনেক দরকার পড়িতে পারে।

এক্ষণে আসি। যাইবার পূর্ব্বে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে।”

জরিফ অবনত মস্তকে, প্রায় ভূমিতে হাত স্পর্শ করিয়া, সেলাম করিল। হরকুমার প্রস্থান করিলেন।

---

# যোগেশ্বরী।

## তৃতীয় খণ্ড—রৌদ্র ও ছায়া।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## ধর্ম্মে কলঙ্ক।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে বিলাসপুর নামক পল্লিগ্রামে ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনস্থিত একখানি ঘরে অধোমুখে একটী যুবতী বসিয়া আছেন। যুবতী নিতান্ত ম্লান-মুখী ও উদ্বিগ্ন-হৃদয়া। এই সুন্দরী সার্ব্বভৌমের পুত্র বধূ —নবীন কৃষ্ণের স্ত্রী—সুহাসিনী। সুন্দরী বাস্তবিকই সুন্দরী। সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী। তাহাতে রৌদ্রের প্রখরতা নাই, বিদ্যুতের চঞ্চলতা নাই, ভাদ্র-গঙ্গার বেগ নাই, প্রভঞ্জনের গতি নাই। তাহাতে আছে, চন্দ্র-কিরণের স্নিগ্ধতা, মলয়-মারুতের শীতলতা, কমলিনীর সৌরভ এবং দূরাগত বিহঙ্গমবরের মধুরতা। তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত লোচন সরলদৃষ্টি ভিন্ন জানে না; সুতরাং কুটিল কটাক্ষ-বর্জ্জিত। তাঁহার বাক্য পবিত্রতা সংশ্লিষ্ট; সুতরাং কুৎসিৎ প্রসঙ্গ বিবর্জ্জিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন গঠনের উপর যেন লজ্জার একটী স্বতন্ত্র আচ্ছাদন সংযুক্ত।

তাঁহার সুহাসিনী নামটী বস্তুতই অন্বর্থ হইয়াছে। তিনি যখন হাস্য করেন, তখন সে হাসিতে উচ্চ রোল উঠে না, মুখের শোভা বিদূরিত হয় না, মুখ-গহ্বর ব্যাদিত হইয়া রাশি রাশি দন্ত পরিদৃষ্ট হয় না এবং গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে তাহা প্রগল্‌ভতার পরিচয় প্রদান করে না। তাঁহার হাস্য ধীরে ধীরে অধরৌষ্ঠের প্রান্তভাগে মিশিয়া যায়; কদাচিৎ দুই তিনটী মুক্তা বিনিন্দিত দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চক্ষু, কপোল ও গণ্ডদেশ সে হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে হাস্য দর্শকের হৃদয়ে বড়ই আনন্দজনক স্থায়ী ভাবের সঞ্চার করে।

সুহাসিনী অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে এক প্রৌঢ়-বয়স্কা বিধবা নারী তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই দূর হইতে জিজ্ঞাসিলেন,— "তা এখন কি করবে মনে কচ্ছ বাছা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কি যে করব, মাসি মা, তা আর কিছুই ভেবে পাই না। তোমরা ছাড়া এখানে আমার আর কেহ নাই। যা তোমরা বলবে তাই আমি করব।"

মাসি মা বলিলেন,—"বলব যে আমরা মাথা মুণ্ডু কি, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কুটুম্বের মেয়ে।

এমন যে খুব নিকট কুটুম্ব তাও নয়। তোমার মা আমার পিসতোত বোন্। তা সম্পর্ক যাই কেন হউক না, বিপদে পড়ে ভদ্রলোকের মেয়ে এসেছ, দশদিন থাকলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমাদের দশজনকে নিয়ে ঘর করে হয় —আমরা কিছু লজ্জা পাচ্ছি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"লজ্জা! লজ্জা কি জন্য?"

বিধবা উত্তর দিলেন,—"লজ্জার কাজই যে তুমি করেছ বাছা। তুমি শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছ, বলছ তাঁরা কেউ কিছু জানেন না। তা হলেই লুকিয়ে পালিয়ে আসা ধত্তে হয়। এসেছ এক বেটা ভয়ানক চাঁড়ালের সঙ্গে—রাত্রিকালে। বলছ জমিদারের ভয়ে পালিয়ে এসেছ। সে লোকটা খুব মন্দ একথা আমরাও শুনেছি; কিন্তু পালিয়ে এলে, অথচ বাড়ীর লোক কেহ টের পেলে না, এ তিন দিনেও কেহ একটীবার খোঁজ কল্লে না এই বা কেমন কথা! চারিদিক দেখ্‌তে গেলে দশজনে দুষ্যভাব মনে করবেই তো। আমরা তোমার শ্বশুরের কাছে, স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেবার কথা বলছি তাতেও তুমি বলছ, খবর পেলে তাঁদের ভয়ানক বিপদ হতে পারে। এ সকল কাণ্ড আমরা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না; কোন লোককেও কিছু বলতে

পাচ্ছি না। কাজেই আমাদের লোকের কাছে লজ্জা পেতে হচ্ছে।"

সমস্ত কথা সুহাসিনী ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব যাহাই কেন হউক না, বাহ্য ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টিতে বাস্তবিকই দোষাবহ হইয়াছে। তিনি অধোমুখে কিয়ৎ-কাল চিন্তা করিলেন; তাঁহার লোচন-নিসৃত দুই বিন্দু অশ্রু ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি অধিক কথা কহিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য, বাগাড়ম্বর বিস্তার করা, তাঁহার অসাধ্য। তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন—"এক্ষণে আপনারা আমাকে কি করিতে বলেন?"

বিধবা মাসী উত্তর দিলেন,—"বলব আমরা আর কি? তোমারও ত বুদ্ধি আছে, তুমিই কেন বুঝে দেখ না, এখন কি করা উচিত। ভাল শ্বশুর বাড়ী যাওয়া যদি এখন অসম্ভব হয়, বাপের বাড়ী তো আছে, সেখানেই কেন যাও না।"

আবার সুহাসিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। সুহাসিনী পিতৃ-হীনা; বিধবা জননী ছাড়া পিত্রালয়ে আর কেহ নাই। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে

বটে, কিন্তু পিত্রালয় শ্যামলাল বাবুর জমিদারীর মধ্যে। সুতরাং সেখানে গিয়া আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না। দুর্বৃত্ত শ্যামলাল যখন তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃত-সংকল্প হইয়াছে, তখন সে বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবে না। সুহাসিনী মনে মনে এ সকলই বুঝিলেন; সুতরাং পিত্রালয়ে গমন অসম্ভব বলিয়া স্থির তিনি করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি, ধর্ম্ম বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে, এই কুটুম্বালয়ে পলাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এত কথা সুহাসিনী পরকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন না। এত কথা পরের সম্মুখে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব।

তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহার জন্য এই দূর কুটুম্বগণকে বাস্তবিকই লজ্জিত হইতে হইতেছে। ইহাও তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই সুসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কি করিলে ইহার অপেক্ষা ভাল হইত, তাহা তিনি এখনও স্থির করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, তাঁহার চরিত্র লোকের চক্ষে কলঙ্কিত হইয়াছে। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখনই মনে করিলেন, বাহ্য কলঙ্ক মারাত্মক নহে, অন্তরে কলঙ্ক না ঘটিলেই রক্ষা। বড়

অসময়ে ইঁহাদিগের আশ্রয়ে আসিয়া জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছি। আমার জন্ত ইঁহাদের লজ্জা পাইতে হইতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। কিন্তু ইঁহাদিগের কষ্টের কারণ আর কোন মতেই হইব না। বলিলেন,— "তাহাই হইবে মাসি মা; আমি কালি প্রাতে এখানে আর থাকিব না।"

মাসি মা গাত্রোত্থান করিলেন। গমন কালে বলিয়া গেলেন,—"তাই যা হয় একটা কিছু কর বাছা; আমাদের যেন মাথা হেঁট না হয়।"

বিধবা প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী ভাবিতে লাগিলেন; এখানে আর কোন মতে থাকা হইবে না। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন সুন্দরী ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গদার কথা তাঁহার মনে পড়িল। বড় অসময়ে সে বড়ই উপকার করিয়াছে। সুহাসিনী যখন বুঝিলেন যে, শ্যামলালের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে, তাঁহার শ্বশুর, স্বামী বা আর কাহারও সাধ্য নাই, তখন তিনি, অন্তরালে ডাকিয়া, গদাকে আপনার অলঙ্কারের বাক্স দেখাইলেন। তাঁহার স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রায় এক হাজার টাকার ছিল। তাঁহাকে বিলাসপুরে মুখুয্যে বাড়ী নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া আসিলে, বাক্স সমেত সমস্ত

অলঙ্কার তিনি গদাকে দিতে স্বীকার করিলেন। গদা ভাবিয়া দেখিল, এক সঙ্গে এরূপ লাভের উপায় তাহার জীবনে কখন ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপ লাভের বিনিময়ে, কাঁকতালে একটা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া লওয়া সে অপরামর্শ বলিয়া মনে করিল না। শ্যামলাল বাবু রাগ করিবেন, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? গদার এক ভাঙ্গা কুঁড়ে। না হয় সে দেশে আর ফিরিবে না।

সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া গদা বিলাসপুরে আগমন করিল এবং তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়া দেওয়ার পর, প্রণাম করিয়া ও গহনার বাক্‌স লইয়া পলায়ন করিল—আর দেশে ফিরিল না।

সতীত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত গদার সহিত সুহাসিনী প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই পলায়ন-বার্ত্তা সার্ব্বভৌম বা তাঁহার পুত্র কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলেই বুঝিলেন, পাপাত্মা শ্যামলালের দৌরাত্ম্যে, আজি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

গদা কোথায় গিয়াছে তাহা সুহাসিনী জানেন না। এ অসময়ে তাহাকে আর একবার পাইলে হয়তো অনেক উপকার হইতে পারিত। সে তাঁহাকে মা বলিয়াছে এবং

সন্তানের ন্যায় যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। কিন্তু সেই বা এখন কোথায়?

সুন্দরী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—"কেহ না থাকে বিপন্ন-বান্ধব নারায়ণ তো আছেন, তিনি অবশ্যই দুঃখিনীকে রক্ষা করিবেন।"

সুহাসিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন।

অতি প্রত্যূষে, বিলাসপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, মাঠের মধ্যে, এক বটবৃক্ষ মূলে এক ভুবন মোহিনী সুন্দরী একাকিনী বসিয়া আছেন। এই সুন্দরী সুহাসিনী। আত্মীয়গণের লজ্জা ও ক্লেশের কারণ হওয়ার অপেক্ষা, স্বকীয় জীবনকে বিপন্ন করাও শ্রেয়ঃ বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন; তাই তিনি নিশীথিনীর অন্ধকারে রূপ-রাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া, একাকিনী বিলাসপুরের আশ্রয় হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। বুঝিয়াছেন তিনি, তাঁহার বিপদ ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। যে আশ্রয়ে তিনি ছিলেন সেখানে কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সুহাসিনী নিঃসহায়া—নিতান্ত অল্পবয়স্কা; কিন্তু বিপদ চারিদিকেই অসীম। কোথায় স্বামী, কোথায় জননী, কোথায় শ্বশুর? নিঃসহায়া কামিনী একাকিনী, ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভোজ্য নাই, বস্ত্র নাই, একটি পয়সা নাই, আশ্রয় নাই! কলঙ্ক চারিদিক হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন করিতেছে। ঘটনা সকলই প্রতিকূল হইয়া, তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতেছে; কিন্তু সে সকলই মিথ্যা কথা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুতঃ তিনি পবিত্রতা বজায় রাখিয়াছেন। হউক না কেন মিথ্যা দুর্নাম, মন তো এখনও অপবিত্রতার অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে না। সুহাসিনী শত বিপদের মধ্যেও এখনও তেজস্বিনী ও প্রসন্নতা পূর্ণা। কিন্তু তার পর?

তার পর যে কি তাহাই এখন বিষম সমস্যা। অন্ধকার পলায়ন করিয়াছে; নবোদিত ভাস্করের মধুরোজ্জল কিরণে, তাঁহার রূপ-রাশি সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। বট-বৃক্ষ-মূলে যেন বনদেবী সজীব ভাবে বসিয়া আছেন। নিকটে পথ, পার্শ্বে প্রকাণ্ড সরোবর। এখনই কত লোক এই পথে যাতায়াত করিবে। এখনই কত লোক নানা প্রয়োজনে এই জলাশয়ে আসিবে। ভাল মন্দ কত লোকের দৃষ্টি-পথেই তাঁহাকে পড়িতে হইবে। তখন কি হইবে? যা করেন ভগবান্!

ঐ কিসের শব্দ! ঐ কার পদ-শব্দ! ঐ কে আসিতেছে। আসিতেছে সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক।

সুহাসিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। স্ত্রীলোক আসিল, কিন্তু খুব নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল নিষ্পন্দভাবে সুহাসিনীর আলোক-সামান্য রূপরাশি সে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া সে নিকটস্থ হইল। তাহার কক্ষে এক প্রকাণ্ড মাটীর কলসী; পরিধান স্থূল মলিন বস্ত্র; হাতে কড়; দেহের অন্য কোথাও ভূষণের নাম মাত্রও নাই। কালো কালো শক্ত বলিষ্ঠ গঠন; টিকল মুখ খানি; পূর্ণ যুবতী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ ছাড়ায় নাই। এই নবীনা সুহাসিনীর নিকটস্থ হইয়া, কাঁখের কলসী নামাইল, এবং বলিল,—"যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আজ জীবনের সুখের দিন বলিয়া মনে হইত। তবু আজ আমার সুপ্রভাত সন্দেহ নাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আমার কিন্তু আজ বড়ই কুপ্রভাত।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তাহাতো রকমেই বুঝিতেছি। নতুবা অসময়ে এখানে কেন? গলায় ছুরি দেওয়ার ব্যবসা থাকিলে এরূপ দুর্দ্দিন ঘটিতে পারে; লক্ষণ দেখিয়া তোমার ভাই সে ব্যবসা আছে বলিয়া বোধ হয় না তবে এ দশা কেন?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"গলায় ছুরি দিতে গিয়া এই অবস্থা ঘটে নাই। চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করিতে আসিয়া ছিল; তাই বাঁচাইতে গিয়া এই দশায় পড়িয়াছি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"চোর তাড়াইবার লোক ছিল না?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ছিলেন—আছেন। কিন্তু চোর বড় বলবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বুঝিয়াছি। পুরুষ হইলে আমিও হয়তো এ ধনীর সর্ব্বস্ব চুরি করিবার চেষ্টা করিতাম; এমন রত্ন লুঠিবার জন্য ডাকাইত তো পড়িবারই কথা; এখন উপায়?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভগবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তিনিতো আছেনই, কিন্তু হাতে কলমে আমাদেরই তো সব কর্ত্তে হবে।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তবে উপায় তুমি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমিও তাই ভাবছি। তবে বইস তুমি, আমি এক কলসী জল লইয়া আসি।"

স্ত্রীলোক প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে এক কলসী জল লইয়া পুনরাগমন করিল; বলিল,—"চেহারা দেখিয়া

বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই তুমি বামুনের মেয়ে। আমি কিন্তু কৈবর্ত্ত। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। দয়া করে আমার সঙ্গে এস।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"তা যেন চলিলাম। কিন্তু কি বলিয়া তোমায় ডাকিব বলিয়া দেও।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"দাসী বলিয়া—"

সুহাসিনী বলিলেন,—"না, তা কেন? তুমি আমার দিদি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তা হলে এক মস্ত বোনাই জুটে যাবে। সে হয়তো তোমাকে মালা করে বুকে ঝুলিয়ে ফেলিবে ভাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আর তোমাকে টুক্‌নি হাতে করে হরিনাম করতে হবে।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তা না হয় মিন্‌সের কপালই সুপ্রসন্ন হবে। তোমাকে কি বলে ডাকব ভাই?"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"অভাগিনী ব'লে।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বালাই! না ভাই। আমরা গঙ্গা-যমুনা। তুমি ভাই গঙ্গা, আর এই কালো কৈবর্ত্ত মাগিটা যমুনা। কেমন?"

সুহাসিনী সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ!"

স্ত্রীলোক যে দাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে; তাহার নাম হরিদাসী, কি রামদাসী, কি রাখালদাসী কি এই রকম একটা কিছু হইতে পারে। সাধারণতঃ সে দাসী নামেই পরিচিতা।

দাসী অগ্রসর হইল। সুহাসিনী নতমুখে তাহার অনুসরণ করিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ভবিষ্যতের আভাস।

সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণকে দুর্বৃত্ত শ্যামলাল ছাড়িয়া দিয়াছে। হরিচরণের কথা শুনিয়া সে বুঝিয়াছে যে, বাস্তবিকই পিতা-পুত্র সুহাসিনীর পলায়ন বৃত্তান্ত জানেন না। ইহাও সে বুঝিয়াছে যে, দুরাত্মা গদা বেটাই এই অনিষ্টের মূল; সুতরাং গদার উপর তাহার এক্ষণে ক্রোধের সীমা নাই। যে ব্যক্তি গদাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাহার নিকট হাজির করিয়া দিবে, তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিতে শ্যামলাল প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কিন্তু গদার কোনই সন্ধান নাই। গদার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই; আছে কেবল এক উপপত্নী; সেও সেই সংবাদ শ্রবণের পর হইতে পলাতকা।

সার্ব্বভৌম ও নবীনকৃষ্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উপর নির্যাতনের কোনই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহাদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন পড়িয়াছে। মুক্তিলাভের

পর তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাস-ভবন ভস্মীভূত হইয়াছে। পৌর-নারীগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিক নাই। গাভী এবং বৎসের কতক অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, কতক পলাইয়াছে, অথবা গো-চোরের পালে মিশিয়াছে। পৈতৃক শালগ্রাম শিলা ভস্মসাৎ হইঁয়াছেন; তৈজস-পত্র, শয্যা, গৃহোপকরণ কিছুই নাই। পিতা-পুত্র পথের ফকির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গ্রামের কোন লোক তাহাদের কোন সাহায্য করিতে ভরসা করিল না। অগত্যা তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামলাল বাবুর এলাকার বাহিরে, গ্রামান্তরে, এক কুটুম্বের ভবনে, আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের বিশ্বাস—তাঁহার পুত্র-বধূ গদার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার চির-সমাদৃত কুলে কালী দিয়াছেন। আর সে পাপীয়সীর সন্ধানের প্রয়োজন নাই—তাহার মৃত্যু সংবাদই এক্ষণে প্রার্থনীয়। সুহাসিনীর সম্বন্ধে নবীনকৃষ্ণের কিন্তু এরূপ বিশ্বাস একবারও মনে স্থান পায় নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার সুহাসিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁহার বিশ্বাস—সুহাসিনী, অনিবার্য্য ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায়, নিশ্চয়ই কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার

ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সুহাসিনী কখনই আপনার দেহের পবিত্রতা বিধ্বংসিত হইতে দেন নাই। তাঁহার পিতা, যখন তাঁহাকে ডাকিয়া সুহাসিনীর চিন্তা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় স্বকীয় ধ্রুব বিশ্বাসের বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন, তখন নবীনকৃষ্ণের হৃদয় ফাটিয়া গেল; কিন্তু তিনি নিতান্ত পিতৃ-ভক্ত, এজন্য পিতৃ-বাক্যের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা পালনে সম্মত হইলেন।

সরলে সুহাসিনি! ধর্ম্ম-ধন বজায় রাখিবার জন্য তুমি কতই হৃদয় বলের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছ। কত বিপদকে তুমি অবলীলাক্রমে আলিঙ্গন করিয়াছ। কিন্তু সতি! তোমার এই আয়াসসাধ্য আয়োজন কি ফল প্রসব করিল তাহা তুমি দেখিতেছ কি? তুমি আজি আত্মীয়-সমাজে কলঙ্কিতা রূপে পরিগণিতা, দেবোপম শ্বশুরের ঘৃণার সামগ্রী, অশ্রাব্য কুৎসিৎ নিন্দার আস্পদ এবং তোমার হৃদয়-দেবতা স্বরূপ স্বামীকর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণ সম্ভাবনা বিরহিতা। চারিদিক হইতে কল্পনাতীত বিপদ তোমাকে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে। [তা করুক;] নিন্দুকের পাপ রসনা তোমার কলঙ্ক রটনা করুক; প্রতি-

কূল ঘটনা-সমূহ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করুক; মানবের যুক্তি তোমাকে কু-পথ-গামিনী বলিয়া অবধারণ করুক; কিন্তু ধর্ম্ম—বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-দেবতা দেখিতেছেন, তুমি সতী নারীর আদর্শ। আর যাঁহাকে তুমি অত্র পরত্র মুক্তির সেতু স্বরূপ পরম দেবতা জ্ঞান কর, তোমার সেই নবীনকৃষ্ণের হৃদয়ে তোমার সততা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সাধ্বি! তুমি আর চাও কি? বাও সুহাস! নিন্দার মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে ঘটনা সকলকে বিদলিত করিতে করিতে, সাধ্বি, তুমি নির্ভাবনায় আপনার ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে থাক। কিসের ভয়? ধর্ম্ম অবশ্যই তোমার সহায় হইবেন।

শ্যামলাল! পাপ-মগ্ন শ্যামলাল! তোমার অবিবেচনায়, তোমার প্রভুতার অযথা ব্যবহারে, আজ এক স্বর্গের দেবী অশেষ বিপদ-সাগরে অকথ্য কলঙ্ক-নীরে ভাসিতেছেন; আর এক নিরীহ দেশ-মান্য পরিবার আশ্রয়হীন, সম্পদহীন, বিত্তহীন, ভক্ষ্যহীন, ভিক্ষুকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নরাধম! তুমি কি মনে করিয়াছ, এ পাপের কখনই বিচার হইবে না?

বিচার কবে হইবে কি না হইবে, তাহা দুর্জ্ঞের ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছান্ন গহ্বর-নিহিত। কিন্তু সম্প্রতি

তোমার দুর্দ্দশা বস্তুতই শোচনীয়। তোমার রূপবতী ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী, তোমারই এক ঘৃণিত দাসের অঙ্ক-শায়িনী; তোমার বিপুল বিভবরাশি অন্য পর-হস্ত-গত। তোমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা ধর্ম্মপত্নী তোমার সর্ব্ব-নাশ সাধনে কৃত সংকল্প। অহো! তোমার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, তোমার বর্ত্তমান অতীব পাষণ্ডকে এবং পরম শত্রুকেও ব্যথিত-হৃদয় করিতে সক্ষম। পাপের ঘৃণিত সংসর্গে তুমি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য, ভোগের অভিনব উপকরণ আহারণার্থ তুমি বিষয়ান্তরে দৃষ্টি বিহীন, স্বীকীয় সুখ-সন্তোষের নিমিত্ত পরকীয় সর্ব্বনাশ সাধনে তুমি হৃদয়-হীন। এই জন্যই, হে নরপ্রেত! ন্যায়ময় নারায়ণ তোমাকে এই দুরাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তুমি এখনও আপ-নার বর্ত্তমান অবস্থার উপলব্ধি করিতে পার নাই। ভরসা করি, তোমার দুর্দ্দশার চিত্র কালে আরও কঠোরতর, আরও বিভীষিকাময় হইবে না। কে জানে?

দুরাত্মাগণের হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইলেও, কখন কখন তাহার অতি নিভৃত প্রদেশে, একটী নিতান্ত কোমল অমৃত-ধারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত থাকিলেও থাকিতে পারে; কোন সময়ে, কোন শুভ সুযোগে, তাহা প্রবল বলসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত অন্তর প্রদেশকে প্লাবিত ও মধুময়

করিয়া দিতে পারে এবং তাহার প্রভাবে সেই দুর্ভেদ্য পাষাণও, এক মুহূর্ত্তে নিতান্ত কোমল ও নিরতিশয় প্রেম-ময় হইয়া উঠিতে পারে। সহসা সেই পাপ প্রপীড়িত, দুষ্ক্রিয়া-কলুষিত হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব ও সুখের সমা-বেশ ঘটিতে পারে। কিন্তু অধম শ্যামলাল! তোমার ব্যবহার দেখিয়া তাদৃশ সুখময় পরিবর্ত্তনের আশা কেহই মনে স্থান দিতে পারে না। জানি না, তোমার ন্যায় পাপাত্মার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইবে।

# যোগেশ্বরী।

## চতুর্থ খণ্ড—জ্যোৎস্না।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## যোগ ও ভোগ।

অপরাহ্ণে, কাশীধামস্থিত নীলরতন বাবুর ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে, শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হরকুমার বাবু, নীলরতন এবং উমাশঙ্কর বসিয়া আছেন। তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে, প্রকোষ্ঠান্তরে আনন্দময়ী, কালীতারা, অন্নপূর্ণা এবং হরকুমারের স্ত্রী ভবসুন্দরী বসিয়া রহিয়াছেন।

শ্যামলাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হরকুমার বাবু সপরিবারে কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। নীলরতন বাবু তাঁহার বাল্য-বন্ধু। হরকুমার পরিবারাদি সহ কাশী আগমন করায়, নীলরতন পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার নিকটে বাসা ঠিক করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সযত্নে রাখিয়াছেন। প্রবীণ-বয়স্ক বন্ধুদ্বয়, জীবনের শেষভাগে পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। হরকুমার বাবু, দিনমানের অনেক সময়ই, নীল-

রতন বাবুর বাটীতে অতিবাহিত করেন এবং উভয়ের পরিবারবর্গ, পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করিয়া পরম সুখে সময়-পাত করেন। ঘৃণিত শ্যামলালের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, হরকুমার যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি মিতব্যয়িতা ও সদ্বিবেচনা সহকারে যে বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ধর্ম্ম-চিন্তা ও সাধুসঙ্গই এই দুই বন্ধুর প্রধান কার্য্য। কাশীতে আগমন করার পর, হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের পরিচয় হইয়াছে। নীল-রতন বাবুর বাটিতে তিন চারি দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। ক্রমশঃ হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে এবং এই নবীন সন্ন্যাসীর বিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা ও আন্তরিক তেজ সন্দর্শনে, তিনি বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

অধুনা নানা প্রকার কথার পর ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং উমাশঙ্কর শ্রোতৃগণের সমক্ষে তৎসম্বন্ধে স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ পূর্ণ ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না এবং সে বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজনও

আমি দেখি না। আর্য্যদিগের ব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মের আরাধনারূপ পথ দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়; এ তত্ত্ব বস্তুতই অতীব সারবান ও পরম শ্রদ্ধেয়। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির পর আর সগুণ ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং সগুণোপাসনা একটী সোপান মাত্র। নির্গুণোপলব্ধিরূপ সৌধে আরোহণ করার পর, সগুণ সোপানের আর কোনই আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সোপান যাহাই কেন হউক না, তাহার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। কেবল সোপানের দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও সরলতাই বিশেষ বিচার্য্য। এরূপ স্থলে দুইটী সোপান আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। সে দুই—শ্রীকৃষ্ণ ও শিব। যেরূপ কর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন করিলে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যগ্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলন সম্ভাবিত, শিব তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব এই উভয় সোপানই পরম সমাদরণীয়। কেহ যদি তদুভয়কে ব্যাসের কল্পনা বলিয়া মনে করেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। সূর্য্যের আলোক পরিদৃশ্যমান সত্য। সূর্য্য কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও, আলোকের

কোনই অন্যথা হয় না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শিব কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আমাদিগের মতদ্বৈধ হইবার কোনই কারণ নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি শিব ও শ্রীকৃষ্ণ এই যে দুই দেবতার উল্লেখ করিতেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তদুভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবাপন্ন। শিব ঘোর যোগী—পরম সন্ন্যাসী। শ্রীকৃষ্ণ ঘোর বিষয়ী—পরম ভোগী। এতদুভয়ের চরিত্র আলোচনায় একরূপ পরমার্থ কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতেছি না।"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায়, উভয়েরই জীবন এক। একজন ভোগের মধ্যে সন্ন্যাসী; আর একজন সন্ন্যাসের মধ্যে ভোগী। শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য সুখ-বিধায়ক পদার্থ পরিবৃত হইয়াও, নির্লিপ্ত। আর শিব, যোগমার্গের পূর্ণ সাধক হইয়াও লিপ্ত। উভয়েরই জীবন সমান শিক্ষাপ্রদ। যে ব্যক্তি কামনা পূর্ণ হইয়াও নিষ্কাম, অথবা যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়াও সকাম, তিনি অবশ্যই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন তাহা সুসঙ্গত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের চরিত্রে তাহার

স্ফূর্তি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ ঘোরতর ভোগী; তাঁহার নির্লিপ্ততা কোথায়? শিব ঘোরতর ত্যাগী; তাঁহার লিপ্ততা কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপাঙ্গনাগণের প্রাণ-ধন, নয়নের মণি; তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার প্রেম অতুলনীয়। তাঁহার প্রেম-লীলা সন্দর্শনে পশু-পক্ষী বিমোহিত হইয়াছে, যমুনা উজান বহিয়াছে ও বসুন্ধরা ধন্য হইয়াছে। প্রেমময়ী গোপীরা, মান-ভরে তিলেক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি প্রলয় জ্ঞান করিয়াছেন ও আপনাকে হতভাগ্যের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণকে পরম ভোগী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু যেমন কংসদূত অক্রুর আসিয়া তাঁহাকে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিলেন, অমনই, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়ত উপলব্ধ হইল। তখন যে গোপাঙ্গনাগণের দীর্ঘনিশ্বাসে সৃষ্টি রসাতলে যাইত, যাঁহাদের বিষণ্ণ বদন দেখিলে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইত, তাঁহাদের আর্ত্তনাদ ও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষিত হইল; তাঁহাদিগের রথচক্রাবরোধ গণনায় আসিল না। ভোগে নির্লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম

মাত্র। এইরূপ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বত্র ভোগে নির্লিপ্ততার উদাহরণ দেদীপ্যমান। আবার দেখুন, শিব শ্মশান-বাসী, বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, সর্ব্ব-ত্যাগী এবং কঠোর যোগ নিরত; অথচ তাঁহার অঙ্কে সুন্দরী-শিরোমণি, সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা, নবীনা কামিনী ত্যাগে লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আপনারা এইরূপভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, শিবের জীবনের সর্ব্বত্র, এইরূপ বৈরাগ্য মধ্যে লিপ্ততার অত্যদ্ভুত উদাহরণ দেদীপ্যমান।"

নীলরতন বলিলেন, "আপনার প্রদর্শিত উভয় দৃষ্টান্তই অতীব সুন্দর। বুঝিতেছি যে ভোগ করায় দোষ নাই; কিন্তু নির্লিপ্ত হওয়ায় আবশ্যক এবং সন্ন্যাসে দোষ নাই; কিন্তু লিপ্ত থাকা আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি নির্লিপ্ত ভাবে ভোগ করিতে পারেন, অথবা লিপ্তভাবে সন্ন্যাস করিতে পারেন, তাঁহারাই চরমফলের অধিকারী হন।"

হরকুমার বলিলেন,—তাহা হইলে, নির্লিপ্ত সন্ন্যাস অপেক্ষা লিপ্ত সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ এবং সকাম ভোগী অপেক্ষা নিষ্কাম ভোগীই প্রশংসনীয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় আপনারা সম্যগ্রূপে প্রণিধান করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু আপনার উপদেশের মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া আমরা সুখী হইতেছি না; কারণ উপদেষ্টা স্বয়ং অপূর্ণ। আপনার জীবনে কেবল সন্ন্যাসই আছে—ভোগ নাই। কেবল ত্যাগ আছে—লিপ্ততা নাই। সুতরাং আপনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম।"

উমাশঙ্কর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কিয়ৎকাল অধোমুখে থাকিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—"আপনার বাক্য ঠিক হইলেও, আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপ প্রযোজ্য নহে। আমি আজন্ম সন্ন্যাসী; কারণ শৈশবে পিতৃ-মাতৃ হীন, সন্ন্যাসীর আশ্রমে পালিত, সন্ন্যাসীর শিষ্য এবং সন্ন্যাসীর অনুকরণ পরায়ণ। এইরূপ ব্যক্তির ভোগের কোনই সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই এব্য এতাদৃশ জীবনে বিষয়-লেপের কোন অবসর নাই। অতএব কথিত অভিপ্রায়ের সহিত আমার জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার জীবন বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। কোথায় আপনার পিতৃনিবাস ছিল, কো

আপনার পিতা-মাতা ছিলেন, তাহার কিছুই কি আপনি জানেন না ?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“কিছু না। কে পিতা, কোথায় নিবাস, সে সকল বৃত্তান্তের কিছুই আমি জানি না। মাতৃ-দেবীর সামান্য স্মৃতি, কখন কখনও ছায়ার ন্যায়, আমার মনে উদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট।”

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—“বোধ হয় ঘনানন্দ স্বামী আপনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-ঘটিত কিছু কিছু রহস্য জানিতে পারেন। অন্ততঃ ব্রাহ্মণ কুলে আপনার জন্ম। ইহা না জানিলে, তিনি কখনই আপনাকে সন্ন্যাসাশ্রমে গ্রহণ করিতেন না।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“সম্ভব। আমার জননী বোধ হয় আমাকে গুরুদেবের হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ আমার প্রতি তাঁহার এরূপ অসামান্য কৃপার আর কোনই কারণ দেখিতে পাই না। আমাকে গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করার কালে, জননী কিছু পরিচয় প্রদান করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন; কিন্তু গুরুদেবের মুখে তদ্বিষয়ক কোন সংবাদই আমি কখনও শ্রবণ করি নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আপনার জীবনের সহিত কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে। যাহাই হউক, আজন্ম পিতামাতার স্নেহরূপ পরম রসে বঞ্চিত থাকায়, আপনার জীবন সন্ন্যাসরূপ শুষ্কতায় মিশিয়া গিয়াছে। প্রেমে মনুষ্য-হৃদয়কে যে কোমলতা প্রদান করে, তাহার লাভ আপনার জীবনে ঘটে নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কারণ, যে যাহা কখনও ভোগ করে নাই, সে তাহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম। সংপ্রতি আমার এই মরুভূমির ন্যায় কঠোর জীবনের বড়ই মধুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃপা সহকারে ভগবতী স্বয়ং আমার জননীরূপে আবির্ভূতা হইয়া,আমাকে কোলে লইয়াছেন। তাঁহার স্নেহে আমার শুষ্ক অন্তঃকরণ সরস ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমি এ বিশ্ব সংসারকে অভিনব চক্ষে দেখিতেছি। সকল পদার্থই যেন অধুনা অধিকতর সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমার সেই মাকে আপনারাও দেখিয়াছেন। তিনি যোগেশ্বরী।"

হরকুমার বলিলেন,—"পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি ছিল তাই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি এবং দুই তিন দিন তাঁহার আচরণাদি দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি

এত বয়সের মধ্যে তাদৃশ জ্ঞানোপার্জ্জনের সুযোগ আর কখনও হয় নাই।”

নীলরতন বলিলেন,—“যোগেশ্বরী মাতা কৃপা পূর্ব্বক এক দিন এই ভবনেও পদধূলি দিয়া আমাদিগকে পবিত্র ও চরিতার্থ করিয়াছেন। আমার কন্যা অন্নপূর্ণা, তাঁহার যুগপৎ সুসঙ্গত ও অসঙ্গত, সলজ্জ ও নির্লজ্জ, প্রলাপবৎ ও সারপূর্ণ বাক্য ও ব্যবহার দর্শনে, তাঁহার একান্ত অনুরক্তা হইয়াছে। তিনিও অন্নপূর্ণাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“স্নেহ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। আমি এক্ষণে বিদায় হই; বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আশ্রমের অনেক কার্য্যের সময় উপস্থিত।”

নীলরতন বলিলেন,—“আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা অসীম। অন্নপূর্ণা আপনাকে প্রণাম করে নাই; প্রণাম করিতে না পাইলে সে বড়ই কাতর হয়। অতএব একবার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে, সে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে।”

নবীন সন্ন্যাসীর বদন-মণ্ডল যেন একটু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার স্থির গম্ভীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একটু বিচঞ্চল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নারীগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জ-

মান হইলেন এবং কালীতারা ও আনন্দময়ীকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। অন্নপূর্ণা লজ্জাবনতমুখী; দূর হইতে সন্ন্যাসীকে একটী প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেও তাঁহার ভরসা হইল না; একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। অন্নপূর্ণার সহিত দুই একটী কথা কহিবেন ইচ্ছা করিয়াও, সন্ন্যাসী কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কালীতারা ও অনন্দময়ীর সহিত সময়োচিত দুই একটী কথা কহিয়া বাহিরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা মনে মনে বলিলেন,—"এ সন্ন্যাসী কখনই মানুষ নহেন। ইনি দেবতা।"

নীলরতন ও হরকুমারের নিকট হইতে বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন এবং আশ্রমাভিমুখে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"স্বভাব, চরিত্র ও রূপ সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, নীলরতন বাবুর এই কন্যাকে দেবী ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে নীলরতন বলিলেন,—"এই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বিরহিত আজন্ম আশ্রম পালিত বালক যেমন প্রিয়দর্শন তেমনই জ্ঞানবান্। নিশ্চয়ই এই নবীন যোগী কোন মহাপুরুষের সন্তান।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার বোধ হয় সাধু উমা-শঙ্করের জীবন কোন অত্যদ্ভুত রহস্য জালে জড়িত। আমি ইহার তথ্যানুসন্ধান করিব। এই নবীন যোগীর ব্যবহার ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী আমাকে উত্তরোত্তর এতই বিমোহিত করিয়াছে যে, স্বতই ইঁহার সম্বন্ধে আমার এক প্রকার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। যতদিন ইঁহার অপরিজ্ঞাত জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারি, ততদিন আমার চিত্ত সুস্থির হইবে না।"

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## অপূর্ব্ব-দর্শন।

উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রম-প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব-দর্শন। আশ্রম-বেদিকার উপর সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষিত-কায়া, কর-ধৃত-কমলা, হসন্মুখী এক সজীব দেবী প্রতিমা। সেই প্রতিমা যোগেশ্বরী। যোগেশ্বরী একাকিনী ও নির্ব্বাক্ ভাবে হস্তস্থিত কমল-বৃন্ত দ্বারা ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার রেখাপাত করিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের ভূষণ সমূহ, তাঁহার প্রদীপ্ত শোভার সান্নিধ্য হেতু, যেন নিষ্প্রভ হইয়াছে। উজ্জ্বল আয়ত লোচনদ্বয় যেন আপনিই হাসিতেছে; অপরূপ ওষ্ঠাধর যেন প্রগাঢ় আনন্দ-জনিত হাস্য প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মুক্তামালা বিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশ হইতে আসিয়া অঙ্কোপরে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রীতে যোগেশ্বরীর দেহ ঢল ঢল করিতেছে।

এই অলৌকিক শোভা ও যৌবন-শ্রী সন্দর্শনে, ধর্ম্ম-গত প্রাণের কথা দূরে থাকুক, চিরন্তন পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি-ভিন্ন অন্য কোন ভাবের আবির্ভাব হয় না। যোগেশ্বরীকে দর্শন মাত্র স্বতই হৃদয়ে গাম্ভীর্য্য সংবলিত প্রগাঢ় ভক্তি সমুদিত হয়।

এই দেবী-মূর্ত্তি দর্শন মাত্র উমাশঙ্কর আপনাকে ধন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া, ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ যোগেশ্বরীর দৃষ্টি উমাশঙ্করের প্রতি সঞ্চালিত হইল এবং তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন —"কেও? ছেলে। আচ্ছা বল দেখি, মা ভাল, কি ছেলে ভাল?"

উমাশঙ্কর বিনীত ভাবে বলিলেন,—"মার গুণের কি সীমা আছে? ছেলে যতই ভাল হউক, মার মত কখনই হয় না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তবে আমি তোর ভাল মা?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তা আর বলিতে? আপনি দেবী; এই দেবী আমার মা। সার্থক আমার জন্ম যে, মাতৃহীন হইয়াও আমি আবার এমন মা পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমি অনেক অলঙ্কার পরিয়াছি, এই গুলা আজ বিলাইয়া দিব। তুই লইবি ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী; অলঙ্কারে আমার কি প্রয়োজন ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুই সন্ন্যাসী ছিলি কিন্তু তোকে গৃহী হইতে হইবে। অতএব অলঙ্কারে তোর দরকার আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি ভয় পাইতেছি। আমাকে গৃহী হইতে হইবে? এমন মা ছাড়িয়া আমি কোথাও ত যাইতে পারিব না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মা ছাড়িবে কেন বাবা? মা কি কখনও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? তুমি গৃহী হইলে তোমার মাও গৃহে গিয়া তোমাকে দেখিয়া আসিবে।"

উমাশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—"এমন মায়ের আশ্রয়ে থাকিলে, কোথাও অসুখের সম্ভাবনা নাই। মা যদি সহায় থাকেন, তাহা হইলে এ অধম সন্তান সর্ব্বত্র গমন করিতেই সম্মত আছে।"

যোগেশ্বরী একে একে দেহের আভরণ উন্মুক্ত করিতে

লাগিলেন। সমস্ত খোলা হইলে বলিলেন,—"নেও বাবা! এ সকল ভূষণ তোমার।"

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"কেন মা, এই সকল পদার্থ আমাকে দিতেছেন? আমি এ সকল কি করিব? কোথায় রাখিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না রাখিতে পার, কাহাকেও দেও গে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কাহাকে দিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহাকে বড় ভালবাস।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"যাহাকে বড় ভালবাসি; কে সে?"

হাসিতে হাসিতে যোগেশ্বরী কহিলেন,—"অন্নপূর্ণা।"

উমাশঙ্কর চমকিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, 'আমি অন্নপূর্ণাকে ভাল বাসি সত্য। মা কেমন করিয়া একথা জানিলেন? এ বৃত্তান্ত স্বয়ং অন্নপূর্ণা জানেন না—জগতের আর কেহই জানে না। জননী যোগেশ্বরী দেবী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব নহে।' তাহার পর আরও মনে করিলেন, 'অন্নপূর্ণাকে আমি ভালবাসি সত্য। কিন্তু মা বলিতেছেন, আমি অন্নপূর্ণাকে

বড় ভালবাসি। মার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার এ অনুমানটী যেন ঠিক হয় নাই।'

ভ্রান্ত উমাশঙ্কর! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বিচার নিপুণ ও জ্ঞানবান্। তথাপি তুমি এখনও অল্প-বয়স্ক ও বহুদর্শিতা-বিহীন। তাই তুমি প্রেমের এই এক অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেছ না। প্রেমটী বড়ই আশ্চর্য্য সামগ্রী। ইহা কোথা হইতে, কিরূপে, তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা অনেক সময়েই ঠিক করা যায় না। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, প্রেমাস্পদ ব্যক্তির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ সঞ্জাত হইয়াছে কিনা, ইহা অনুমান করাই যায় না। যখন কোন ঘটনা বিশেষ বা কোন ব্যাপার হেতু, সহসা সেই প্রেম উপলব্ধ হয়, তখনই বুঝা যায় যে, তাহার পরিমাণ কত? অনেক সময় এমনও ঘটে যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি প্রেমের পরিমাণ কিরূপ তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়া, প্রেমিক তাহাকে আপনার বন্ধুবর্গের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সহসা একটী আঘাত, বা একটী ক্ষুদ্র ক্রিয়া তাঁহার দর্শন-শক্তি উন্মীলিত করিয়া দেয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, যাঁহাকে সাধারণ প্রেমাস্পদ বলিয়া পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, তাঁহারই প্রেমে হৃদয়, মন ও কলেবর বিভোর হইয়া গিয়াছে; বসুন্ধরা যেন

তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তিনি যেন সেই প্রেমা-স্পদের অনন্ত প্রেম সাগরে ডুবিয়া আছেন।' অতএব সাধু উমাশঙ্কর! অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে তোমার প্রেমের প্রকৃত পরিমাণ তুমি প্রণিধান করিতে পারিয়াছ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না এবং তোমার ভালবাসা বড় ভালবাসা কি না, এ সম্বন্ধে তোমার মীমাংসা সমীচীন বলিয়াও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

উমাশঙ্কর যখন যোগেশ্বরীর বাক্য সমূহের উল্লিখিতরূপ আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে সেই দেবী তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং অতীব স্নেহ পূর্ণ ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! গঙ্গায় কত ঢেউ যাইতেছে আমাকে গণিয়া বলিয়া দিতে হইবে; আমার বড় দরকার।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সে কি কথা! এও কি কেহ বলিতে পারে মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"পারে না? মানুষের হৃদয় একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র। তাহার সকল ভাব যদি কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে ক্ষুদ্র গঙ্গার তরঙ্গ কয়টা গণিয়া বলিতে পারিবে না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা! তা বাবা, তুমি গঙ্গার ঢেউ গণিতে পার বা না পার,

আপনার হৃদয়ের তরঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বলিতেছিলাম কি, কুটীরের মধ্যে এক পাত্র বরফি আনিয়া রাখিয়াছি ; কিছু খাবে কি ?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমরা আশ্রমে দিনান্তে একবার মাত্র ভিক্ষান্ন পাক করিয়া খাই। তবে অসময়ে বরফি কিরূপে খাওয়া হইতে পারে ?”

যোগেশ্বরী হা! হা! শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“এরূপ ভোজনে কি ধর্ম্ম যাইবে ?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“জানি না মা কি হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-হানির আশঙ্কা না থাকিলে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“ব্যবস্থা নানা প্রকার, ব্যবস্থার কর্ত্তাও অনেক ; কিন্তু এ সকলই সামাজিক ব্যবস্থা। সামাজিক ব্যবস্থা পরিপালনও ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম সামাজিক ব্যবস্থায় বশবর্ত্তী নহে ; বরং তদপেক্ষা অনেক দূরে অবস্থিত। ভোজনাদি বিষয়ের অনেক ব্যবস্থাই সামাজিক ধর্ম্ম-সঙ্গত। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমরা সন্ন্যাসী—সামাজিক নিয়মের বহির্ভূত। তবে কেন মা! আমাদের সম্বন্ধেও

ভোজনাদি বিষয়ক অবধারিত নিয়ম প্রচারিত আছে ?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না বাবা! আমরা সমাজ-বহির্ভূত নহি। সন্ন্যাসীরাও মনুষ্য-সমাজের অংশ। সাধারণের সহিত আহার ব্যবহার, আদান প্রদান না থাকিলেও, সন্ন্যাসীরা বহু প্রকারে সমাজের সহিত সংবদ্ধ; সুতরাং সামাজিক নিয়মের অধীন। সন্ন্যাসীদিগেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ আছে। সন্ন্যাসিগণ আপন আপন সমাজ-প্রচলিত নিয়ম পরিপালনে বাধ্য। এই জন্যই তুমি সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে, সমাজিক মনুষ্যের ন্যায়, বিশেষ বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাও।”

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—“এ সকল নিয়মের কোনই সার্থকতা নাই কি মা?”

যোগেশ্বরী উত্তর দিলেন,—“বিশেষ সার্থকতা আছে বাবা! কি গৃহস্থাশ্রমের সামাজিক নিয়ম, কি সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা, সকলই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সার্থক। এই জন্য প্রত্যেক আশ্রমেই আশ্রমোচিত নিয়ম পরিপালনই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কোথাও স্বাস্থ্যের অনুরোধে, কোথাও সমাজ-সংস্থিতির অনুরোধে, কোথাও শান্তির অনুরোধে, কোথাও জ্ঞান লাভের অনুরোধে,

কোথাও যোগ-শক্তি প্রাপ্তির অনুরোধে, কোথাও ভক্তি-সাধনের অনুরোধে, বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম দৈব-শক্তি সম্পন্ন মনীষিগণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারিত করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন, বা অপরিপালন কোন আশ্রমের পক্ষেই বৈধ ব্যবস্থা নহে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তবে মা! এ অসময়ে আপনি আমাকে এ অবৈধ ভোজন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি রাজা হইবে। যে আশ্রমে তুমি এক্ষণে অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার বয়স, অবস্থা কিছুরই অনুরূপ নহে। তোমার জন্য বিধাতা আপাততঃ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম অপরিপালন তোমার পক্ষে দোষাবহ নহে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মা! আপনার এ রহস্য-পূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য আমি কোন রূপেই প্রণিধান করিতে পারিতেছি না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"কেহ পাঁচ বৎসর বয়সে মরে, কেহ একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, কেহ দীনহীন ভিক্ষুক

হয়, কেহ বিপুল ধনশালী হয় কেন তুমি জান? যাহা যখন হইবে, তাহাই হইতে দেও। প্রতিকূল চেষ্টা করিও না। দৈহিক কঠোরতা, ত্যাগ স্বীকার, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার হৃদয় জ্ঞানবান্ ও বলবান্ হইয়াছে। তুমি যখন রাজা হইবে, তখন জ্ঞানের সহিত বিষয়সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"জননি! আপনি এ প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন। কেন আপনি এ ভিক্ষুক বালককে রাজ-পদাভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিতেছেন? বিড়ম্বিত বিষয় ব্যাপারে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"প্রয়োজন কি তাহা আমি জানি না। তুমি আমগাছে কখনও তেঁতুল ফলাইতে পার কি? তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ অপরিহার্য্য দেখিতেছি। তবে তুমি রাজ-ভোগ খাইবে না কেন বাবা?"

এই বলিয়া যোগেশ্বরী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"আইস।"

উমাশঙ্কর নীরবে দেবীর সহিত গমন করিলেন। কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তথায় একথালা অত্যুৎকৃষ্ট বরফি রহিয়াছে।

যোগেশ্বরী বলিলেন—,"খাও বাবা!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"নিয়ম অনিয়ম কিছুই জানি না মা। আপনি স্বর্গের দেবতা—আমার জননী। আপনার আজ্ঞাই আমার সকল নিয়মের সার। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ভোজ্য গ্রহণে আমার আর কোনই ইতঃস্তত নাই। কিন্তু মা! অপরিসীম পুণ্য না থাকিলে জননীর প্রসাদ ভোজন সন্তানের অদৃষ্টে ঘটে না। মাতৃহীন অভাগা আবার মাতৃ-স্নেহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার প্রসাদ ভোজনরূপ সৌভাগ্য তাহার অদৃষ্টে ঘটিতে পারেনা কি?"

যোগেশ্বরী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সন্তানের বাসনা পূরণ করিতে জননী বাধ্য।"

এই বলিয়া সেই দেবী পাত্রস্থ এক খণ্ড বরফি তুলিয়া লইলেন, এবং স্বকীয় কুন্দ-কুসুম বিনিন্দিত দন্তে তাহার কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট ভাগ থালায় রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখন খাও বাবা!"

তখন উমাশঙ্কর গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"আজ অভাগা ধন্য হইল। জীবন সার্থক হইল, দেহ-মন পবিত্র হইল।"

ভক্তিভাবে যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া, উমাশঙ্কর

উচ্ছিষ্ট বরফি খণ্ড, প্রথমে মস্তকে তদনন্তর বক্ষে স্থাপন করিয়া, মুখে প্রদান করিলেন।

কিন্তু কোথায় যোগেশ্বরী! উমাশঙ্কর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বরী কোথাও নাই।

অলঙ্কার রাশির কি হইবে? উমাশঙ্কর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়, আশ্রম-বেদিকার পার্শ্বে, অলঙ্কার-সমূহের সন্নিকটে, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

---

# যোগেশ্বরী।

## পঞ্চম খণ্ড—বিষবীজ।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## গাঢ়তা।

সোণাপুরে, শ্যামলাল বাবুর অন্তঃপুর মধ্যে, অপরাহ্ন-কালে বিধুমুখী একখানি ক্লিওপেট্রা কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বস্ত্রের কিয়দংশ কার্পেটের উপর লুটাইতেছে। শরীর নিতান্ত অলসিত ও অবসিত, নেত্রদ্বয় মুকুলিত, বেশ-ভূষা বিস্রস্ত, কেশ-পাশ বিমুক্ত, বেণী বিগলিত। এইরূপ সময়ে সারদা তথায় প্রবেশ করিল। সারদার সম্পত্তি কিছু বাড়িয়াছে; রূপার গোট, সোণার বালা তাহার পূর্ব্বেই ছিল। এবার তাহার বাহুতে সোণার তাগা ও কাণে সোণার মাকৃড়ি শোভা পাইতেছে। প্রভু-পত্নী পরিতুষ্ট হওয়ায়, তাহার সুখসম্পদ অনেক বাড়িয়াছে। সারদা আসিয়াই বলিল,—"তুমি যে রকম ভাবে শুইয়া আছ বউ দিদি, তা যদি হরিচরণ বাবু একবার এ সময়ে দেখ্‌তে পেতেন তা হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতেন!"

বিধুমুখী অবসিতভাবে ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—"এই সে হতভাগা এখান থেকে যাচ্ছে। সেই ত আমাকে এ রকম করে ফেলে রেখে গিয়েছে। পাগল সে হয়েছে বটে; দুদিন থেকে বলতে আরম্ভ করেছে, 'আমাদের এ প্রেমের ব্যাপার লোক জানাজানি হয়েছে। একটু আধটু কথা বাবুর কাণেও ঢুকেছে।' হরিচরণ কৌশল ক'রে বাবুকে তা মনে ভাবতেও দেয় নি।"

সারদা সভয়ে বলিল,—"এটা তো বাস্তবিকই বড় ভয়ের কথা! তা হলে কি হবে?"

বিধুমুখী ঘৃণাসূচক হাস্যের সহিত বলিলেন,—"হরিচরণ ভয়ে পাগল হয়েছে; তুইও ক্ষেপলি দেখছি। জেনে থাকে জেনেছে; তার অত ভয় কি?"

সারদা বলিল,—"না বউ দিদি! একটু সাবধান থাকা ভাল। দিন নেই, রাত নেই, সকল সময়েই হরিচরণ বাবু যাওয়া আশা কচ্ছেন। আমরা আপনার লোক—সকল কথা ঢেকে রাখছি; কিন্তু সকলে তো সমান নয়? অনেকে এ কথা নিয়ে অনেক রঙ্গও কচ্ছে। কাজেই ক্রমে ঢাকে কাঠি পড়ছে। তাই বলছি একটু সাবধান হওয়া ভাল।"

বিধুমুখী সরোষে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম সাবধান?"

সারদা বলিল,—"সাবধান আর কি, দিনে দুপুরে যখন তখন যাওয়া আসা না করে, হরিচরণ বাবু যদি একটু বেশী রাত্রে, সময় মত আসেন, তা হলেই দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, লোকও বড় টের পায় না; বড় গোলও হয় না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিলক্ষণ! হরিচরণ সারাদিন আমার কাছে থাকিলেও বোধ হয় আমার আশা মিটে না; সে যে কাজ কর্ম্মের জন্য অনেক ক্ষণ কাছারিতে থাকে, আমি আর তা সহ্য কত্তে পারি না। 'এখনই আসব' বলে গিয়েছে। কিন্তু বড়ই দেরি কচ্ছে।"

সারদা বলিল,—"এই গিয়েছেন, আবার এখনই আসবেন? তিনি এখন দেওয়ান। বাবু আর কোন বিষয়ে কিছু দেখেন না, হরিচরণ বাবুর হাতেই সকল বিষয়ের সকল ভার। তা তাঁকে বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌তে হবে তো!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিষয়-কর্ম্মে ছাই পড়ুক। যদি আমার কাছে বসে কাছারীর কাজ কত্তে পারে, তবেইতো তার দেওয়ানী করা হবে, নইলে তার দেওয়ানী ঘুচিয়ে দিব।"

সারদা বলিল,—"বউ দিদি! বাড়াবাড়ি করো না। সবই বেশ চল্‌ছে। বলতে গেলে হরিচরণ বাবুই এখন বিষয় আশয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাবু তোমাদের হাতের একটা কলের পুতুল; হরিচরণ বাবু তোমার পায়ের ছুঁচ; সুতরাং তুমিই সর্ব্বময়ী। এই সুখের অবস্থা যেন নষ্ট না হয়।"

বিধুমুখী বলিলেন,—হরিচরণকে পাইয়া আমার জীবনের শুষ্ক-তরু মুঞ্জরিত হয়েছে, প্রাণে সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, আমোদে হৃদয় ভোর হয়েছে, জগতের কোন বিপদই এখন আমাকে এ আনন্দ হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না। কোন ভয়ে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, কোন কথাই আমি কাণে শুনিব না। বিষয় আশয় সকলই এখন আমাদের হাতে; হতভাগা বাবু প্রতিবাদী হইলে নিজেই কষ্ট পাইবে।"

সারদা বলিল—"তা এক রকম ঠিক কথা। তোমরা ইচ্ছা করিলে যে, বাবুর সর্ব্বনাশ করিতে পার, তাহার ভুল নাই। যাতে ভাল হয় তাই কর। আমরা তোমার ভাল দেখলেই সুখী। তা আমি এখন আসি বউ দিদি! আমার সেই তাবিজের কথা দয়া করে মনে রাখবেন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তা মনে আছে। যাবার সময় কাছারীতে গিয়ে হরিচরণকে শীগ্‌গির আসতে বলে যাস্।"

সারদা প্রস্থান করিল। বিধুমুখী অলসিত ভাবে সেই কোচে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় আগমন করিল। হরিচরণের চুলের পারিপাট্য অনেক বাড়িয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের ন্যায় হইয়াছে, চেহারা একটু চক্‌চকে দেখাইতেছে; কিন্তু জ্ঞান, পবিত্রতা ও শিক্ষা প্রভাবে কুৎসিৎ আকৃতিও যেরূপ উজ্জ্বলতা ধারণ করে, তাহার দেহের কোথাও তাহা হয় নাই। হরিচরণ বিষণ্ণ; যেন একটু উৎকণ্ঠিত। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই, বিধুমুখী উঠিয়া বসিলেন এবং কৃত্রিম রোষ সহকারে বলিলেন,—"এই বুঝি তোমার এখনই আসা?"

হরিচরণ বলিলেন,—বেশী দেরি হইয়াছে কি? না, এইতো যাচ্ছি। তা যাই হউক, রকমটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

সাগ্রহে বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের রকম?"

হরিচরণ বলিলেন,—"বাবুর রকম আর কি! তিনি যেন সব বুঝতে পাচ্ছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"পাল্লেই বা। সে আমাদের হাতে, না আমরা তার হাতে? চুপ্ করে সব সয়ে থাকতে পারে ভালই, না পারে তারই অমঙ্গল।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তা ঠিক। বিষয় আশয় এখন সব এক রকম আমাদেরই; কিন্তু তবুওতো তিনি মালিক! দরওয়ান, লাঠিয়াল, লোক লস্কর সবই তাঁর হুকুমের তলে। তিনি একবার রেগে হুকুম করিলে গর্দ্দান বাচান ভার হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি তাহাদের হাত কত্তে পার বি'? টাকা কড়ি, বহাল বরতরপ, মাইনা পত্র সকলই পা[illegible]মার হাত। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সব লোক কে[illegible]কে এমন বশ কত্তে পারে যে, তোমার হুকুম পেলে স[illegible]রা সকলে ঐ জাম্বুবান্ বাবুটার মাথা এনে তোমার হই[illegible]য়ে ফেলে দিতে পারে।"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তা পারা যায় না এমন নয়, কিন্তু তাতে হেঙ্গামা ঢের। তার চেয়ে একটা সোজা মতলব আমি ঠিক করেছি। তোমার হুকুম পেলেই তার উদ্যোগ করি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমাদের সুখের পথ সোজা

করবার জন্য যে মতলব করবে, তাতেই আমি খুব রাজি। বল কি মতলব!”

হরিচরণ বলিলেন,—“বিষয়-সম্পত্তি, তোমারই পরামর্শ মতে, অধিকাংশই বাকী খাজনার নিলাম ঘটাইয়া, আমি নিজ নামে বা তোমার নামে খরিদ করিয়া ফেলি। কতক কতক সম্পত্তি, ট্যাকার অপ্রতুল বলে, বেনামি করে বন্ধক দিয়া ফেলি, নগদ টাকা কড়ি, দামি জিনিষপত্র অনেকই সরাইয়া ফেলা যাউক। গয়না প্রভৃতি আর অন্দরের দামি জিনিষপত্র সে সকল তো তোমারই হাতে আছে। তাহার পর আমরা যদি এখান থেকে সরে পড়ি, তা হলে মন্দ হয় না। তুমি কি বল?”

বিধুমুখী কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“মন্দ হয় না বটে; কিন্তু দরকার কি তাতে? আমাদের এখানে কোন সুখেরই ব্যাঘাত নাই। তবে কেন আমরা পাতান ঘরকন্না ছেড়ে দূরে যাই?”

হরিচরণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“আমি তখনই জানি আমার বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ। তুমি রাজ-রাজেশ্বরী, আমার মত ক্ষুদ্র কীটকে তুমি যে ভাল বাসবে, এ কখনই সম্ভব নয়। হাজার হউক বাবু তোমার আপনার; সে টান কোথায় যাবে? কিন্তু তাই

এরূপ ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করে প্রেম করা আমার আর পোষাচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম যে, দূরে গিয়ে দুজনে নিষ্কণ্টকে স্বামী স্ত্রীর মত সুখে থাকব। অভাগার সে সাধ পূরিবে কেন ?"

পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিচরণ নীরব হইল। বিধুমুখীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাতর ভাবে হরিচরণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,— "হরিচরণ! প্রাণেশ্বর! তোমাকে আমি কত ভালবাসি তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। এক তিল তুমি কাছ ছাড়া হইলে আমার সংসার শূন্য বোধ হয়। তথাপি তুমি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। দিন রাত্রি নিষ্কণ্টকে তোমার কাছে থাকিব, তার অপেক্ষা বেশী সুখ আর কি হইতে পারে ? তুমি এখনই তার ব্যবস্থা কর। তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি ছায়ার মত সঙ্গে যাইব। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

এক মুখ হাসি হাসিয়া, ঘৃণিত কুকুরাধম হরিচরণ সেই সুন্দরী পাপীয়সীকে আলিঙ্গন করিল। এ পাপ চিত্রের অন্যান্য অংশ প্রদর্শনে আমরা অক্ষম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### মধুকর।

বাস্তবিক মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হরিচরণ বিষয়-কর্ম্মের বিস্তর অব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছে। এই বিপুল সম্পত্তির পরিচালনা করা কি তাহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির সাধ্য? দুই এক জন বহুদর্শী কর্ম্মচারী, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ তাহাকে কোন্ মোকদ্দমায় কিরূপ তদ্বির করা উচিত, কোন্ বিষয়ে কিরূপ হুকুম দেওয়া উচিত, কাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ের পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু মূর্খ হরিচরণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। পরের পরামর্শ লইয়া কাজ করা, বিশেষতঃ অধীনস্থ লোকের মন্ত্রণা গ্রহণ করা, নিতান্ত মূর্খতা বোধে, সে কাহারও কোন কথাই শ্রবণ করে নাই। বাড়ীর ভাগ তাহার সময়ও নিতান্ত অল্প। বিধুমুখীর নিকট সে দিবারাত্রি কাটায়, মদে সে অনেক সময় বেহুঁষ হয়;

সুতরাং কাজ-কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া, ক্রমে শিখিয়া লইবার সুযোগও তাহার হইল না। সে যাহা মনে আইসে তাহাতেই হুকুম দেয়, যে কাগজ পায় তাহা-তেই সহি করে। মাতাল অবস্থায় কি করিতে কি করিয়া বইসে, তাহার ঠিক থাকে না; পূর্ব্বকৃত কার্য্যের বৃত্তান্ত পরে মনে পড়ে না।

অতি অল্প কালের মধ্যেই বিষয়-কর্ম্মের বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল। লাটের খাজনা যায় না, কর্ম্মচারিরা বেতন পায় না, হাতী ঘোড়া দানা পায় না, মফস্বলে গোমস্তা নায়েবের উপর রীতিমত তাগাদা হয় না, চারিদিকে বিভ্রাট বাধিয়া উঠিল। অনেক দেনা হইতে লাগিল, পত্তনী মহালের খাজনার জন্য নালিশ হইতে থাকিল, চাকর বাকর কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া পড়িল, অনেক গোল উপস্থিত হইতে লাগিল।

একটা বিষয় হরিচরণ কিন্তু ঠিক চালাইতে লাগিল। শ্যামলাল বাবুর সুরা, রঙ্গরসের অন্যান্য উপকরণ, মোসাহেবদের খরচ, হরিচরণ অব্যাহাতে সুন্দররূপ যোগা-ইতে থাকিল। বরং প্রয়োজনের পূর্ব্বে, আবশ্যকের অনেক আগে, শ্যামলালের পদার্থপুঞ্জ সংগৃহীত ও সমানীত হইতে লাগিল।

চারিদিকে যাহাই হউক, শ্যামলাল কিন্তু হরিচরণের কার্য্য-তৎপরতায় নিতান্ত সন্তুষ্ট। বৃদ্ধ হরকুমারের পরিবর্ত্তে, এই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করার পর হইতে, শ্যামলাল সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছেন। হরিচরণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রায় সমাপিত করিয়াছে। সে নিত্য অনেক দুলে-বাগ্দির কন্যা নানা স্থান হইতে আনাইয়া শ্যামলালের নিকট হাজির করিতেছে!

বিধুমুখীর সহিত হরিচরণের ঘনিষ্ঠতার এক আধটু কথা শ্যামলাল শুনিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। হরিচরণ তাহাকে বুঝাইয়াছে, বাবুর কাজ তাহার দ্বারা ভাল চলিতেছে এবং বাবু তাহার উপর বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন, এই হিংসায় অনেকে তাহার শত্রু হওয়া সম্ভব এবং অনেকে বাবুর মন ভারি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করাও সম্ভব। আর বিষয়-কর্ম্ম রীতিমত চালাইতে হইলে, অনেকেরই সহিত পদে পদে শত্রুতা ঘটে। সে সকল লোক নানা প্রকারে তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। সুতরাং বাবুর কাছে তাহার সম্বন্ধে নিতান্ত ক্রোধ জনক নিন্দার অনেক

কথাই প্রবেশ করিবে। বাবু বুদ্ধিমানের চূড়ামণি ; স্বার্থপর ধূর্ত্তেরা যে তাঁহার কাছে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া হরিচরণের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিবে, এ বিশ্বাস নাই। তবে তাহার অদৃষ্ট। শ্যামলাল এ সকল কথা বড়ই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দৈবাৎ যে ব্যক্তি হরিচরণের বিপক্ষে কোন কথা বলিয়াছে, তাহাকেই দণ্ড দিয়াছেন। সুতরাং হরিচরণ নিষ্কণ্টক।

হরিচরণ নিরন্তর শ্যামলালের চারিদিকে আপনার মনোনীত ও পক্ষপাতী মোসাহেব লাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা নিরন্তর হরিচরণের অসংখ্য গুণেরই কীর্ত্তন করে ; দোষমাত্রই দেখিতে পায় না, বা দেখাইবার সুযোগও উপস্থিত হইতে দেয় না। সেই সুকৌশলী পারিষদগণ শ্যামলালকে সর্ব্বতোভাবে হরিচরণের গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একটা কাজ হরিচরণ এখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুহাসিনী যেখানেই থাকুক; সে ধরিয়া আনিবে বলিয়াছিল ; কিন্তু এখনও তাহা ঘটে নাই। শ্যামলালের সর্ব্বদা সে কথা মনে পড়ে না ; কখন মনে পড়িলে হরিচরণ শীঘ্রই বাসনা সিদ্ধ করিবে, সে কথা সর্ব্বদা তাহার

মনে জাগিতেছে, ইত্যাদিরূপ আশ্বাস দিয়া শ্যামলালকে নিরস্ত করিয়া থাকে।

প্রভুর পরম বিশ্বাসভাজন, প্রভুপত্নীর হৃদয়বল্লভ হরিচরণ মধ্যাহ্ন কালে, বিধুমুখীর মহলে প্রবেশ করিলেন। বিধুমুখী তখন পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্না। হরিচরণ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না করাইয়া, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, বারন্দায় আগমন করিল। সে তথায় দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"যে ব্যক্তি একবার সুহাসিনীকে দেখিয়াছে, সেই মরিয়াছে। মেয়ে মানুষ তো বলি তাকেই। তাহাকে হস্তগত করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক। সন্ধান করিয়াছি, লোক লাগাইয়াছি; কৌশলে কাজ শেষ করিতে হইবে। কোনই ত্রুটি হইবে না। দোষ সকলই শ্যামলালের ঘাড়ে চাপাইব। কিন্তু সে জিনিস হস্তগত হইলে, শ্যামলালকে কখনই দিব না। এখন বাসনা সিদ্ধ হইলে হয়।" কিয়ৎকাল পরে সে আবার বলিল,—"বিধুমুখী সুন্দরী বটে, কিন্তু আর ভাল লাগে না। হাতে থাকায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই; সুতরাং হাতে রাখিতে হইবে। কিন্তু এমন করিয়া এক জনের গোলাম হইয়া থাকা, আমার অসাধ্য। ধন, পদ, ক্ষমতা সকলই এখন আমার

যথেষ্ট। ইহার যদি ইচ্ছামত ভোগ না হইল, তবে সকলই বৃথা।"

হরিচরণ-পশু যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন হাসিতে হাসিতে সারদা তথায় আসিয়া বলিল,—"একি দেওয়ানজি মহাশয় যে! এখানে একা দাঁড়াইয়া?"

দেওয়ানজি বলিলেন,—"সারদা, তোকে দেখিয়া দেখিয়া আমি আর পারি না। তুই কি মানুষ খুন করিয়া ফাঁসি যাইবি?"

সারদা হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—"আমরা গরিব দুঃখী চাকরাণী। বাবুর চক্ষু এদিকে আসে কেন? আমি বউ দিদিকে সব বলে দিব।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তা যা হয় হবে। এখন তোর জ্বালায় কি আমি বিবাগী হব?"

সারদা বলিল,—"বালাই! সাধের পাতান হাট কে লুটে নেবে। তা গরিবকে এত ঠাট্টা কেন? না হয় আমিই আর এদেশে থাকিব না।"

সারদা, এক কটাক্ষ শরে হরিচরণকে বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হরিচরণও তাহার অনুসরণ করিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## জাল।

সন্ধ্যার পর, শ্যামলাল বাবু, স্বকীয় সৌধের দক্ষিণ-প্রবাহী বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অন্যান্য চেয়ারে আরও দুই তিন জন পারিষদ বসিয়া, তাঁহার সেই বিকট দর্শন কলেবর কন্দর্পকান্তির আরোপ করিতেছে, তাঁহার সেই কর্কশ কণ্ঠে কোকিল-ঝঙ্কারের আবির্ভাব করাইতেছে, তাঁহার সেই কাণ্ডজ্ঞান-হান মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির সমাবেশ করাইতেছে, তাঁহার সেই হৃদয়হীন কার্য্যাবলীতে যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার সন্দর্শন করিতেছে এবং তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে আদর্শ পুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত করিতেছে। শ্যামলাল আনন্দের অট্টহাসি হাসিতেছেন এবং প্রীত মনে সেই চরিত্র-হীন স্তাবকগণের বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে তাহাদিগকে বিচক্ষণগণের অগ্রগণ্য মনে করিয়া, আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

রামা এ ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে এবং সোডাওয়াটার বিমিশ্রিত হুইস্কি ঘন ঘন সরবরাহ করিতেছে। সুরা স্বকীয় কার্য্য-সাধনে আলস্য-শূন্য। দেহ, মস্তিষ্ক, বাক্য সকলই তাহার প্রভাবে জড়তা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এইরূপ সময়ে মণি-কাঞ্চন সংযোগ সংঘটিত হইল; কারণ শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান হরিচরণ তথায় দর্শন দিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠি-লেন,—"কাজের কোন কথা যদি বলিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে এখন তাহা থাকিতে দেও। এখন আমার সে সকল কিছু ভাবিবার সময় নাই। যদি কিঞ্চিৎ হুইস্কি সেবন করিয়া আমোদ করিতে চাও, তাহা হইলে আইস।"

একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল,—"হুজুরকে কাজের জন্য যখন তখন ত্যক্ত করিবার কোনই দরকার নাই। আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে যখন তিনি সমস্ত ভার দিয়া রাখিয়াছেন, তখন সে জন্য বার বার হুজুরকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজনই বা কি?"

সাধু হরিচরণ বলিলেন,—"আমার প্রতি হুজুরের দয়ার সীমা নাই; আমিও সাধ্যমত হুজুরের কাজে অবহেলা করি না। সরকারি কাজের জন্য, প্রাণ দিতে হইলেও আমি তাতেও প্রস্তুত। তবে কি জান, হাজার

হউক আমি চাকর। কোন কোন বিষয়ে বাবুর পরামর্শ লওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই দরকার হইয়া পড়ে। সেই জন্যই সময়ে সময়ে বাবুকে ত্যক্ত না করিলে চলে না।”

আর একজন পারিষদ বলিল,—“তাতো বটেই। হুজুরের যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, এরূপ আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং গোলমালের ব্যাপার উপস্থিত হইলে, হাজার উপযুক্ত লোক হইলেও, দেওয়ানজিকে হুজুরের সহিত পরামর্শ করিতেই হয়।”

উভয় প্রকার বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—“এখন তুমি কি জানিতে চাহ বল। বেশীক্ষণ বিষয়-কর্ম্ম ভাবিবার আমার সময় নাই, একথা আমি আগেই বলিয়া রাখিতেছি।”

হরিচরণ বলিলেন,—“বড় কঠিন বিষয়ে হুজুরের পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। সংবাদ বড় মন্দ; হাইকোর্টের আপিলে সোণার চরের মোকর্দ্দমায় আমাদের হারি হইয়াছে। সুদে, ওয়াসিলাতে, দাবীতে এবং খরচায় আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইয়া পড়িয়াছি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কুছ পরওয়া নাই; ফের আপিল কর।”

হরিচরণ বলিলেন,—“তাহার উপায় নাই। আমি

উকিলদের সহিত পরামর্শে জানিয়াছি, এ মোকর্দ্দমা বিলাত আপীল চলিবে না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তা হইলে ডাকাইত লাগাইয়া বাদী বেটাদের খুন করিয়া ফেল।”

হরিচরণ বলিলেন,—“তাতেই বা উপকার কি? দুই চারি জনকে খুন করিলেও তো সব শেষ হইবে না। যে কেহ উত্তরাধিকারী খাড়া হইবে, সেই ডিক্রিজারি করিয়া সব টাকা আদায় করিবে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তখন দেখা যাইবে।”

হরিচরণ বলিলেন,—“আমার কিন্তু ইচ্ছা বেটাদের কখন কিছু না দেওয়া। বেটারা যাহাতে কোন মতেই এক পয়সাও না পায়, তাহাই আমার মতলব।”

শ্যামলাল সমুৎসাহে বলিলেন,—“বটে! এমন কোন উপায় হইতে পারে কি? তাহা হইলে তো বড়ই ভাল হয়। এ মতলবে আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই রাজি আছি।”

হরিচরণ বলিলেন,—“মতলব যে নাই, এমন নহে। তবে হুজুরের বুদ্ধির কাছে কেহই কল্কে পান না। হুজুর যদি বুঝিয়া শুঝিয়া সে মন্ত্রণা ভাল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে করা যাইতে পারে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—"বল দেখি, কি তোমার পরামর্শ।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আর কিছুই নয়, সমস্ত বিষয়টা এই সময়ে বেনামী করিয়া রাখা। তাহা হইলে ডিক্রি-দার এক দম ফাঁকে পড়িলেন।"

একজন পারিষদ বলিল,—"সাবাস্ সাবাস্! আচ্ছা মতলব এঁটেছ।"

আর একজন বলিল,—"যেমন রাজা তাঁর তেমনিই মন্ত্রী, নহিলে কি রাজ্য চলে দাদা?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মন্ত্রণা করেছ মন্দ নয়, কিন্তু কার নামেই বা বেনামা করা যায়?"

হরিচরণ বলিলেন,—"কেন? আপনার স্ত্রী। এতে কোন দিকেই কোন গোল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আপনার ধনে তাঁর অধিকার, তাঁর ধনেও আপনার অধিকার। লোকেও কোন কথা বল্‌তে পারবে না। স্ত্রীর হাতে স্বামীর ধন থাকাই সুব্যবস্থা। তাতে ঘরের বিষয় ঘরেই থাক্‌ল, অথচ ডিক্রিদার বেটাদের সকল আশায় ছাই পড়্‌ল।"

একজন পারিষদ বলিল,—মন্ত্রণা যাকে বল্‌তে হয় স্ত্রীর নামে বিষয় হলে, সম্পূর্ণরূপে স্বামীরই থাক্‌ল। স্বামী

কর্ত্তা, মালিক; তাঁর উপর স্ত্রীর কোন জোরই খাট্‌বে না। স্বামীর যা ইচ্ছা তাই হবে; মাঝামাঝি বিষয়টা পাকা হয়ে থাক্‌ল। কেহ কখন আর কোন প্রকারে অনিষ্ট কত্তে পারবে না।”

হরিচরণ বলিলেন,—“এই ডিক্রিটা বলেই যে কেবল কথা এমনও নহে তো। বিষয়ী লোকের পাঁচটা ঝঞ্ঝাট পাঁচ সময়ে জুটেও থাকে, জুটতেও পারে। এই এক চাইল চেলে রাখলে সকল দায় থেকেই নিশ্চিন্ত।”

একজন পারিষদ বলিল,—“ঠিক্, ঠিক্! খুব মতলব দওয়ানজি মহাশয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তা কথাটা বলেছ মন্দ নয়। কিন্তু আমার স্ত্রী এ বিষয়ে রাজি হবে তো?”

হরিচরণ বলিলেন,—“কেন হবেন না? এতে তাঁর তো কোনই ক্ষতি নাই। বরং হুজুরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এ উপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হবে; এও তাঁর একটা প্রকাণ্ড লাভ।”

একজন পারিষদ বলিলেন,—“গিন্নি ঠাকরুণ যেরূপ সতীসাবিত্রী তাতে স্বামীর বিষয় কর্ম্মে মিশ্‌লে এক এক বার স্বামীর চরণ দেখতে পাবেন, এও তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কিন্তু দেখো ভাই, পুনঃপুনঃ গিন্নির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে, শেষটা আমার আমোদ আহ্লাদের পথটা যেন বন্ধ না হয়।”

হরিচরণ বলিলেন,—“রাধাকৃষ্ণ! তা কেন হবে? তা বন্ধ করতে তাঁর এক্তার কি?”

একজন পারিষদ বলিল,—“হুজুর রসের সাগর, রসিকের চূড়ামণি। এরূপ গুণবান্ স্বামীর পত্নী হওয়া অনেক পুণ্যসাপেক্ষ। গিন্নি মা ঠাকরুণ হুজুরের নানা ফুলে ভ্রমণ কখনই বন্ধ করতে পারবেন না, করবেনও না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তবে তো দেখছি, তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। শুনেছি সে নাকি সুন্দরী। তা হউক, তা বলে যেন তোমরা দশজনে মিলে আমাকে শেষে ঘরের কোণে বেঁধে দিও না।”

একজন পারিষদ বলিল,—“তা আমরা কখনই হতে দিব না। আরে ছিঃ! সে রকম কুণো বেঙ হওয়া কি হুজুরের মত লোকের শোভা পায়!”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তবে যা হয় কর হরিচরণ; এর জন্য আর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? যা ভাল হয় করবে—বলা কওয়ার কোন অপেক্ষা নাই। এখন

যাও, তোমার কাজ দেখগে—আমাদের একটু আয়েশ করতে দেও।”

যে আজ্ঞা” বলিয়া হরিচরণ প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে, রীতিমত ষ্ট্যাম্পের উপর লিখিত এক দলিল আনিয়া, হরিচরণ, উল্লিখিত পারিষদগণের সমক্ষে, শ্যামলাল বাবুর সহি করাইয়া লইল। পারিষদগণ তাহাতে স্বাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই দলিল রেজিষ্টারি হইয়া গেল। শ্যামলাল বাবুর প্রভূত সম্পত্তি অতঃপর তাহার পত্নীর হইল।

---

# যোগেশ্বরী।

## ষষ্ঠ খণ্ড—ক্রমোৎকর্ষ।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## পাথার।

বিলাসপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে চণ্ডীতলা গণ্ডগ্রাম। গ্রামখানি নিতান্ত সামান্য; মোটে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। দুই ঘর ব্রাহ্মণ, অবশিষ্ট গৃহস্থেরা নানা জাতিতে বিভক্ত। সকলেরই কৃষিকার্য্য প্রধান অবলম্বন এবং দুই একটা ধানের গোলা ও গোশালা প্রতি গৃহেই বর্ত্তমান। গ্রামে এক খানিও পাকা বাড়ী নাই; সকলই খড়ের ঘর; কিন্তু বড়ই পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকেরই প্রশস্ত অঙ্গন অতীব পরিষ্কার ভাবে সংরক্ষিত। গৃহস্থগণের বাস-ভবন পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি নয়।

এই গ্রামের এক পার্শ্বে রামহরি কৈবর্ত্তের বাস। রামহরির তিনখানি খড়ের ঘর, একটু বাগান, দুইটা গোলা, দুইখানি লাঙ্গল, পাঁচটী বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী আছে। তাহার ক্ষেতসকল বাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই লাঙ্গল গরু লইয়া ক্ষেতে

যায়; বেলা দুই-তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করে। আবশ্যক থাকিলে, আবার ক্ষেতে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আইসে, নচেৎ বাটীতে থাকিয়া বাগানের বেড়া বাঁধে, পাটের দড়ি কাটে, ইত্যাকার গৃহ-কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকে।

রামহরির বাসবাটীর প্রান্তবর্ত্তী একখানি ঘর হইতে, বেলা দ্বিপ্রহর কালে, এক সুন্দরী কামিনী নির্গত হইলেন এবং অঙ্গনের এক পার্শ্বে আসিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। অপর একখানি ঘর হইতে আর এক নারী, একবাটী দুধ লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল এবং সুন্দরীকে মুখ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত দেখিয়া বলিল,—"কি অন্যায় তোমার গঙ্গা ঠাকরুণ! আমি তোমার জন্যে দুধ আন্‌তে গিয়াছি, এরি মধ্যে উঠে পড়েছ?"

গঙ্গা ঠাকুরুণ মুখ ধৌত করিয়া বলিলেন,—"এ গঙ্গায় দুধই ঢাল, আর জলই ঢাল, সকলই সমান কথা! তা কেন ভাই যমুনা! দুধটুকু নষ্ট করবে?"

বলা বাহুল্য এই দুই রমণী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা সুহাসিনী ও দাসী। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই ইঁহারা গঙ্গা-যমুনা সম্বন্ধ করিয়াছেন এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত পরস্পরে পরস্পরকে সেই সম্ভাষণই করিয়া আসিতেছেন।

কৈবর্ত্ত-কামিনী দাসী, ব্রাহ্মণ-নন্দিনী সুহাসিনীকে স্বকীয় আবাসে আনয়ন করিয়া, বড়ই যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সুহাসিনীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুহাসিনী তথায় স্ব-হস্তে পাক করিয়া আহার করেন; দাসী সমস্ত আয়োজন করিয়া দেয় এবং সহোদরার ন্যায় যত্নে তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করে। দাসী রাত্রিতে সুহাসিনীর গৃহে শয়ন করে এবং তাঁহাকে বিনোদিত করিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করে। দাসীর স্বামী রামহরি কৈবর্ত্ত কদাপি লজ্জাশীলা সুহাসিনীর ঘরের দিকেও আইসে না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়, দূর হইতে উচ্চ শব্দ করিয়া, সুহাসিনীকে প্রণাম করে এবং সুহাসিনীর প্রয়োজনে, আপনার শতকর্ম্ম ক্ষতি করিয়াও, সময় ও অর্থ ব্যয়িত করে। সুহাসিনী দৈবাৎ কোন কঠোর গৃহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন বুঝিতে পারিলে রামহরি আপনার স্ত্রীকে অনুযোগ করে এবং সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার পদ-ধূলি প্রাপ্তি হেতু আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ বলিয়া জ্ঞান করে।

যদি চিত্ত-প্রসন্নতার কোনই সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে, সুহাসিনী তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই প্রসন্না হইতেন। কিন্তু হায়! যাহার গৃহে ফিরিবার আশা নাই,

পতি-পদ সেবার সম্ভাবনা নাই, সমাজে স্থান পাইবার উপায় নাই, লোকাপবাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের পন্থা নাই, তাহার জীবনে আর আছে কি? নিরপরাধা হইলেও সুহাসিনী অপরাধিনী, নিষ্পাপ হইলেও পাপীয়সী, পুণ্যময়ী হইলেও অপবিত্রা, সতীত্বস্বরূপা হইলেও কুলটা। কি ভয়ানক! কি বিসদৃশ অবস্থা! তাই সুহাসিনীর অধর-প্রান্ত হইতে সেই ভুবনমোহন হাসি শুকাইয়া গিয়াছে, সেই কোমলতাময় বদনে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে, সেই লাবণ্যোজ্জ্বল কলেবর বিশুষ্ক হইয়াছে।

সুহাসিনীর প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, রামহরি স্বয়ং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পুত্র-বধূর বিহিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নিরীহ সমাজ-ভীত সার্ব্বভৌম, পুত্র-বধূকে নিরপরাধা বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করেন নাই এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিহিত উপায়ও অবধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, হইতে পারে সুহাসিনী নিরপরাধিনী সতী; হইতে পারে শ্যামলালের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনায়, গদার সাহায্যে, সুহাসিনী স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ শ্যামলালের আক্রমণ,

অথবা গদার সহিত পলায়ন এতদুভয়ই লোকতঃ তুল্য। এই পলায়ন-ব্যাপার প্রচার করিলে, শত্রু-মিত্র কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কেবল অধিকতর অপবাদ ঘটিবে। এইরূপ অনেক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, সার্ব্বভৌম, পুত্র-বধূর পুনগ্রহণ সম্বন্ধে কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে কোনই আশ্বাস-বাক্যও বলিতে পারেন নাই।

রামহরি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সকল সংবাদ সুহাসিনীর গোচর করিয়াছে এবং ইহাও বলিয়াছে যে, এখনও সে হতাশ হয়-নাই। অগ্ন আবার এক নূতন কল্পনায় অতি প্রত্যূষে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

সুহাসিনীর আহারের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া, দাসী দুধ আনিতে গিয়াছিল। সুহাসিনী নাম মাত্র আহার করেন; সুতরাং বসিতে বসিতেই ভোজন সমাপ্তি হইয়া গেল। দাসীর দুধের বাটী হাতেই রহিল।

এস্থলে সুন্দরী পাঠিকা-কুল ও কবিত্ব-গত-প্রাণ পাঠক-গণ বড়ই বিরক্ত হইয়া, এই গ্রন্থকে কু-বাক্য বিবেচনায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সুহাসিনীর ন্যায় কুন্দ-কলিকা কাব্য-নায়িকার অন্ন-ব্যঞ্জন স্বহস্তে পাক করিয়া, বদন ব্যাদান পূর্ব্বক, হস্তে

দন্তে চর্ব্বণ করিতে করিতে, তৎসমস্ত পদার্থ উদরস্থ করণ-রূপ বীভৎস ব্যাপার নিরতিশয় ঘৃণা-জনক, ধিক্কারজনক এবং গ্রন্থকারের একান্ত কু-রুচির পরিচায়ক। সুহাসিনীর আহার! অহো! কি ঘৃণিত! কি নিন্দনীয় কল্পনা! যাহার এত রূপ, এমন মধুর হাসি, এমন কোমলতা, সে আবার পাক করে! শুধু পাক করে না, পাক করিয়া আবার খায়! ছিঃ! ছিঃ!! ভোজন ব্যাপারটাই একটা বীভৎস কাণ্ড। সুহাসিনীর ন্যায় কোমল-প্রাণা কামিনীর উপর সেই বীভৎস কাণ্ডের আরোপ নিরতিশয় হৃদয়হীন ব্যবহার। সুহাসিনীর না খাইয়াই বাঁচিয়া থাকা সম্পূর্ণরূপ সুসঙ্গত ও কবি-কল্পনায় অনুমোদিত। আরও অনেক কাব্য, উপন্যাস আছে! বল দেখি কোথায় কোন্ নায়িকা ভোজন করিয়াছে? কাব্যে কোমলপ্রাণা নায়িকার ভোজন করিতে নাই। তিনি আদৌ আহার না করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে প্রেমালাপ, দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ, প্রেমিকার চিন্তা, উদ্যান-বিহার, সরসী জলে সন্তরণ, উপন্যাস পাঠ, স্বপ্ন দর্শন, রোদন সকলই করিতে পারেন; আবশ্যক হইলে অশ্বারোহণ বা অসিধারণ করিয়া দেশোদ্ধার করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু কুত্রাপি আহারের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে যদি নিতান্তই নায়িকাকে কিছু না কিছু আহার করাইতেই হয়;

তাহা হইলে একটু একটু মধুর মধুর মলয় মারুত মাখান পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা মল্লিকা ফুলের গন্ধে ভাজিয়া, বসন্ত-কোকিলের একটু পঞ্চম তান আহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ; অথবা প্রাতঃ-সূর্য্যের মধুর আলোক-সিক্ত দূরাগত বংশী-ধ্বনি ভোজন করিতে দেওয়াতেও হানি নাই। কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জন —আবার দুধ—নায়িকাকে আহার করিতে! রাধা কৃষ্ণ!

বাস্তবিক কবি-জনোচিত ব্যবহার পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি সত্য ; কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার আর হাত নাই।

সুহাসিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসী দুধের বাটী লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বলিল,—"এখন এই দুধটুকু খাও দেখি দিদি!"

গঙ্গা বলিলেন,—"যাহা খাইয়াছি, তাহারই দাম নাই। আবার দুধ কেন? এই টুকু যমুনার জলে ঢেলে দেও।"

যমুনা বলিলেন,—"যমুনার কালো জলে সাদা দুধ মিশ খাবে না ; গঙ্গায় ঢাল দিদি, দুধে দুধ মিশবে ভাল।"

গঙ্গা বলিলেন,—"এ কলিকালের গঙ্গায় কিছুই মিশে না বহিন্। মিশ খাওয়া জিনিষও তফাত হয়ে যায়, নূতন জিনিষের তো কথাই নাই।"

যমুনা বলিলেন,—"যে মিশিয়াছে সে আপনাকে হারিয়েছে। সে কি আর আলাহিদা হয় বহিন্?"

গঙ্গা বলিলেন,—"তবে আমার প্রাণের মেশা সাবিত্রীকে পাই না কেন?"

যমুনা বলিলেন,—"কোথায় পাও না? প্রাণে, না বাহিরে?"

গঙ্গা বলিলেন,—"বাহিরে।"

যমুনা বলিলেন,—"প্রাণে পাও ত?"

গঙ্গা বলিলেন,—"সর্ব্বদা।"

যমুনা বলিলেন,—"তবে তো তুমি রাজরাজেশ্বরী! কাজ কি ছার বাহির খুঁজিয়া। এখন এই দুধটুকু খাও দেখি সোণামণি!"

অগত্যা সুহাসিনী, দাসীর হস্ত হইতে দুধের বাটী লইয়া, ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

আরে ছ্যাঃ! ছুঁড়ীটার কোনই কাণ্ডজ্ঞান নাই! অনায়াসে ঢক্ ঢক্ করিয়া এক খোরা দুধ গিল্‌লে গা!

দাসী, সুহাসিনীকে উঠিতে না দিয়া, তাঁহার ভোজনাবশেষ সমস্ত তুলিয়া লইয়া, স্থানটী গোময়াদি সহযোগে পরিষ্কার করিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### আশা।

"রামে রাম—রাম, রামে রাম—রাম, রামে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—তিন, দুইয়ে রাম—তিন, তিনে রাম—চারি" ইত্যাদি ক্রমে রামহরি ধান মাপিতেছে। তাহার সুবিস্তৃত অঙ্গনের একদেশে স্তূপাকার ধান ঢালা রহিয়াছে; রামহরি তাহা গোলাজাত করিবার পূর্ব্বে মাপ করিয়া দেখিতেছে।

রামহরি লোকটা বড় লম্বা চওড়া নহে। কৃষ্ণকায়—বলিষ্ঠ গঠন—দেহটি নাতি স্থূল, নাতি কৃশ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া কাটা, ওষ্ঠের উপর প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁপ, দাড়ি কামান। তাহার পরিধানবস্ত্র জানুপ্রদেশ ছাড়াইয়া নামে না। মাথায় একখানা গামছা জড়ান।

রামহরি চাষা বিপুল পরিশ্রম সহকারে সেই রাশিকৃত ধান্য মাপিয়া ফেলিল এবং তদধিক পরিশ্রম

সহকারে তাহা ধামায় করিয়া গোলায় তুলিল। তাহার পর মাথার গামছা খুলিয়া দেহের ধূলা ঝাড়িল এবং ঘরের দাবায় উঠিয়া চকমকি ঠুকিয়া কয়লা ধরাইল এবং তামাক সাজিয়া তদ্গতচিত্তে ভড়র ভড়র শব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

রামহরি চাষা; সে নাড়া চাড়া করে ধান। এরূপ লোকের ও এরূপ ব্যবসায়ের প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে গ্রন্থের স্থান ব্যয় করা উচিত কিনা ইহা বাস্তবিক বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে—রামহরি উলঙ্গ—তাহার পরিধান বস্ত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই; এরূপ লোককে উলঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তারপর সে ব্যক্তি কৃষিজীবি অর্থাৎ চাষা। সুতরাং স্বহস্তে লাঙ্গল ঠেলে, বলীবর্দ্দের পুচ্ছ মর্দ্দন করে, কঠোর শরীরিক পরিশ্রম সম্পাদন করে এবং শীত বাতাতপ সহ্য করে; অতএব ছোটলোক। তারপর সে ব্যক্তি অসভ্য; কারণ সে উলঙ্গ; অপিচ সে পরোপকারী। অধিকন্তু সে আত্মসুখে অমনোযোগী। তারপর সে মূর্খ,—সে ইংরাজী জানে না, খবরের কাগজ পড়ে না, ঔপন্যাসিক প্রণয়ের ধার ধারে না, বক্তৃতা করিতে বা শুনিতেও জানে না। বাস্তবিকই এরূপ

অধম জনের বিষয় গ্রন্থের বর্ণনীয় না হওয়াই উচিত। তাহাও যাহা হউক, সঙ্গে আবার ধানের কথা। ধান যদিও রূপান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্মপ্রণালী কখনই ভদ্রের জ্ঞাতব্য নহে। শুনা যায় ধান্য-লতিকা ভূ-পৃষ্ঠ বিদার করিয়া উত্থিত হয় এবং সেই লতিকা হইতে যে ফল জন্মে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া তণ্ডুলাকারে পরিণত হয়। সেই তণ্ডুল ভারতবর্ষের প্রধান ভক্ষ্য সামগ্রী। কিন্তু তাই বলিয়া ধান্যের প্রসঙ্গ ভদ্রলোকের আলোচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। জগদীশ্বর তাহা ভাবিবার জন্য, কৃষক নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; এ কার্য্যে তাহারাই নিযুক্ত আছে। সুতরাং রামহরি বা তাহার অবলম্বিত ধান্যের প্রসঙ্গ গ্রন্থ মধ্যে এরূপভাবে আলোচিত হওয়া কখনই উচিত নহে। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ধান্য বা কৃষক নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ বোধে উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। কেননা যদি কোন বৎসর কৃষকের চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং ধান্য না জন্মে তাহা হইলে অন্নাভাবে দেশে হাহাকার উত্থিত হয় এবং অনেকেই যমালয়ে গমন করে। কংগ্রেসের অনেক

চেষ্টাই ক্রমাগত নিষ্ফল হইতেছে, তাহাতে দেশের বিশেষ কোন সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিফল-প্রযত্ন হইয়া একদিনে উঠিয়া গেলেও ভারতের বিশেষ অসুবিধা হইবে এরূপ অনুমান হয় না। যাহা যাহা হিতানুষ্ঠান ও শুভানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত তাহার ভূরি ভাগই বিফল। সেই সকল অনুষ্ঠান যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কাল্পনিক ক্ষতি ভিন্ন, প্রকৃত কোন ক্ষতিই উপলব্ধ হয় না। কিন্তু কৃষকের যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা যদি ফল-প্রসূ না হয়, তাহা হইলে দেশের প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান দুর্দ্দশার সীমা থাকে না; নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বদন ব্যাদান করিয়া সকলকেই গ্রাস করিতে আইসে; হাহাকার রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হয়; এবং যমদূতেরা রাশি রাশি মানবকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে। অতএব ধান্য ও কৃষক উপেক্ষার বিষয় নহে। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া ইতর ব্যবসায় ও অসভ্য কৃষককে আমরা কথনও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতে বাধ্য নহি। সত্য বটে দুর্ভিক্ষ হইলে দেশ-হিতৈষিতার অনুরোধে আমরা চীৎকার ধ্বনিতে বসুন্ধরা বিদারিত করিয়া থাকি, কিন্তু সে দেশ-হিতৈ-

ষিতা আমাদিগের মুখের কথা মাত্র, প্রাণে সে পাপ-প্রবৃত্তির অঙ্ক মাত্রও আমরা প্রলিপ্ত হইতে দিই না। গবর্ণমেণ্ট স্বার্থানুরোধে সে জন্য ব্যাকুল হন এবং নানা উপায়ে তাহার প্রতিকার করিবার প্রযত্ন করিয়াও থাকেন বটে, কিন্তু আমরা যে সে জন্য চীৎকার করি, সে কেবল কিঞ্চিৎ সম্মানের আশায়। আমরা সে জন্য দুচারি টাকা খরচ করি বটে, সে কেবল গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাইটেলের লোভে। একপক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে দুর্ভিক্ষ অনেকেরই সম্মানলাভ, উপাধি প্রাপ্তি, নাম জাহির করা ও রাজ-পুরুষগণের সহিত মেশা-মেশির একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এই হিসাবে দুর্ভিক্ষ বড় অমঙ্গল-জনকও নহে। অতএব ধান্য ও ধান্য উৎপাদক কৃষক উভয়কেই ভারত উদ্ধারের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। তাহারা যদি যত্ন করিয়া ধান্য উৎপাদন না করে, তাহা হইলে নিরন্তর দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের সমক্ষে উল্লিখিতরূপ শুভ সুযোগ সমূহ উপস্থিত হয়। সুতরাং এরূপ নিন্দিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত না করাই বিধেয়। কথাটা যে সম্পূর্ণরূপ সত্য তাহার আর কোনই ভুল নাই। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, তাই পেটের দায়ে উপন্যাস লিখিতে

হয়। উপন্যাস লিখিতে হইলে ছোট বড় সকলই লাগে কাজেই এই অপরিহার্য্য অপরাধ।

রামহরি বিহিত বিধানে অনন্য মনে তামাকু সেবন করিল; ঠোঁটের পাশ দিয়া, গোঁফের ফাস দিয়া, নাক মুখের ছিদ্র দিয়া অনেক ধূম সে ত্যাগ করিল। পট-মধ্যস্থ চিত্রিত মেঘের ন্যায় চারিদিক দিয়া রাশি রাশি তাল বাঁধা ধূম শূন্য-পথে ভাসিতে ভাসিতে মিশিতে লাগিল। ক্রমে ধূমের মাত্রা কমিয়া আসিল; তখন রামহরি বুঝিল যে, তামাকুর পরমায়ু শেষ হইয়াছে। সে অগত্যা হুঁকা রাখিয়া দিল।

এইরূপ সময়ে দাসী তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"কালি হইতে তোমাকে গোঁফ কামাইয়া, সাড়ী পরিয়া, বাড়ীর সব কাজ করিতে হইবে, আর বাহিরের যত কাজ সে সব আমি করিব।"

রামহরি বলিল,—"আমার মত ছোট কাপড় পরিয়া, খালি পায়ে, মাথায় গামছা জড়াইয়া, পুরুষ সাজিতে হইবে কিন্তু!"

দাসী বলিল,—"ছিঃ! তা কেন?"

রামহরি বলিল,—"তবে আমিই বা মেয়ে সাজিব কেন? আর সাজিই যদি, তাহা হইলে তোমার গলা

ঠাকুরাণী, আমাকে যমুনা ভাবিয়া কখনই কাছে ঘেঁসিতে দিবেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কন্যার শতেক জ্বালার উপর, আবার ঘরের কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত নিজের করিতে হইবে।"

দাসী বলিল,—"এই ব্রাহ্মণ-কন্যার কষ্ট ভাবিয়াই তো তোমাকে মেয়ে সাজাতে চাহি। কয় দিন খোঁজ করিয়া গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে পারিলে না, তবে তুমি কিসের পুরুষ?"

রামহরি বলিল,—"আজ সন্ধ্যার মধ্যেও যদি গদা না আসে, তাহা হইলে তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কহিও না।"

দাসী হাসিয়া বলিল,—"তবে তো তোমার বড়ই ক্ষতি!"

রামহরি বলিল,—"তবে না হয় আমিই কথা কহিব না।"

দাসী বলিল,—"থাকিতে পারিলে তো?"

রামহরি বলিল,—"কপালে যাহা থাকে হইবে। এখন সে কথা যাক্; ব্রাহ্মণ-কন্যার জন্য তোমার এত ভাবনা কিসের? তোমাকে বলি শুন। এই সতী লক্ষ্মীর যাতে ভাল হয় তা আমাকে করতেই হবে। এর জন্যে খরচ পত্র, পরিশ্রম কিছুতেই আমি পিছ পা হইব না। বাস্তু ভিটা,

জমি, জমা, গরু, লাঙ্গল, ধান সব বেচিয়া যদি এজন্ত তোমার হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হয় সেও স্বীকার।"

দাসী বলিল,—"আচ্ছা আচ্ছা! তোমার এই ধর্ম্মের কথা শুনে বড়ই খুসী হইয়াছি; তাই আপাততঃ তোমাকে চারটি মুড়ি আর একটু গুড় বক্‌সিস দিচ্ছি—তুমি খেয়ে জল খাও।"

দাসী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে প্রায় এক কাঠা মুড়ি, খানিকটা গুড় ও এক ঘটি জল আনিয়া রামহরির সম্মুখে রাখিয়া দিল। রামহরি মুখে হাতে একটু জল দিয়া পরমানন্দে মুড়ি ও গুড় চর্ব্বণ করিতে লাগিল। আমরাও আপাততঃ এই সকল ইতর লোকের বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## আবার।

রামহরি যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিয়াছে। গদা চাঁড়াল আসিয়াছে। রামহরি, দাসী ও সুহাসিনী তিন জনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সুহাসিনীর সম্বন্ধে তাঁহার শ্বশুর ও স্বামীর মনে যে বিরুদ্ধ সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা অমূলক হইলেও দৃশ্যতঃ অসঙ্গত নহে। এই ভ্রম বিদূরিত করিবার উপায় গদা চাঁড়ালের কথা। গদা চাঁড়াল যদি সমস্ত কথা ব্যক্ত করে ও সকল ঘটনা যথাযথরূপে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্রের মন হইতে সকল সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যাইবে। যে তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন, সেই তিন জনই নিতান্ত সাধু-স্বভাব ও সরল প্রকৃতি। গদার ন্যায় হীনজনের সাক্ষ্যে যে এতাদৃশ কলঙ্ক প্রক্ষালিত হওয়া সম্ভাবিত নহে; ইহা একবারও তাঁহাদিগের মনে হয় নাই। বিশেষতঃ গদা

যখন এই ব্যাপারে সংলিপ্ত এবং অপরাধীরূপে পরিগণিত, তখন তাহার সমর্থন বাক্যের যে কোনই মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা তাঁহারা একবারও ভাবে নাই। রামহরি বহু আয়াসে গদার সন্ধান করিয়াছে ও তাহাকে আপন গৃহে আনয়ন করিয়াছে। গদা লোকটা অতীব ভয়ানক! অর্থলাভই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। অর্থ লাভে সে করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাহার প্রার্থনা মত অর্থ প্রদানে সম্মত হইলে, সে অনায়াসে কল্পনাতীত দুষ্ক্রিয়াও সম্পাদিত করিতে প্রস্তুত। কার্য্যের পরিণাম বা বৈধতা বিষয়ে সে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। প্রার্থনারূপ অর্থপ্রাপ্তি ও তাহার বিনিময়ে আদেশানুরূপ কার্য্য সম্পাদন মাত্র তাহার সম্বন্ধ। তদনন্তর কার্য্যের ফলাফলের সহিত সে সম্বন্ধশূন্য।

সুহাসিনীকে শ্যামলালের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া গ্রামান্তরে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করায়, গদার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব না থাকাই সঙ্গত। কারণ তাহার এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। গদা কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা না করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। শ্যামলাল তাহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র-বধূ হরণের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই

কার্য্য সম্পন্ন করিলে গদা নিশ্চয়ই শ্যামলালের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ অর্থলাভ করিত। সে পুরস্কারের মাত্রা কুড়ি টাকা ছাড়াইয়া যাইত না, ইহা তাহার বেশ জানা ছিল। দুরাত্মা গদা, এই সামান্য অর্থের লোভে অনায়াসে এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং বাস্তবিকই সুহাসিনীকে আয়ত্তাধীন করিল। তাহার পর সুহাসিনী যখন অন্যূন হাজার টাকার অলঙ্কার পুরস্কার দিতে সম্মত হইলেন, তখন গদা আবার অনায়াসে শ্যামলালের আদেশ উপেক্ষা করিয়া সুহাসিনীর বাসনানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিল। প্রথমটা পাপ কার্য্য, দ্বিতীয়টা পুণ্য কর্ম্ম এইরূপ বিবেচনা গদার কখনই মনে হয় নাই; এবং সেরূপ বিচার করিয়া গদা, কখনও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ও না।

শ্যামলালের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করিয়া, সুহাসিনীকে লইয়া স্থানান্তরে আগমন করায়, গদাকে বিলক্ষণ বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সে জানে শ্যামলাল ভদ্রবংশ সম্ভূত হইলেও দুর্ব্বৃত্ততায় তাহার বড় ভাই! গদার প্রযত্নে এই ব্যাপারে বিফল মনোরথ হওয়ায় তিনি যে গদার সর্ব্বনাশের কিছুই বাকী রাখিবেন না, তাহা সে ভাল রকমই বুঝিয়াছে। সুতরাং এই ঘটনার পর সে আর

গ্রামে ফিরিয়া যায় নাই ; স্থানান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সে বাস করিতেছে।

এই মহাপুরুষ গদা চাঁড়ালকে, সরলপ্রাণ রামহরি দুইটী সরলা নারীর পরামর্শ ক্রমে, প্রধান অবলম্বন বলি মনে করিয়াছে এবং অতীব সমাদরে তাহাকে বাটীতে স্থান দিয়াছে। রামহরির মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, গদা বলিয়াছে যে, বামুণ ঠাকুরদের কাছে তাঁহাদের বড় ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিতে তাহার কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু তাহার হাতে কাজ অনেক—ঝঞ্ঝাট ঢের। বিশেষ লাভ না হইলে, সে সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া গদা কখনই এই গোলে সময় নষ্ট করিতে পারিবে না।

তাহার সহিত বাদানুবাদ করিয়া রামহরি বুঝিয়াছে একশত টাকা না পাইলে, গদা এ বিষয়ে সাহায্য করিবে না। গদাও জানে এবং রামহরিও বুঝিয়াছে যে, সুন্দ সিনীর হাতে সিকি পয়সাও নাই। সুতরাং ১০০৲ একশ টাকা দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। কিন্তু গদা কে যুক্তিতেই কর্ণপাত করে না। অগত্যা রামহরি তাহাকে স্বীকার হইয়াছে।

দাসীর নিকটে আসিয়া রামহরি সমস্ত কথা জানাইল। শুনিয়া দাসী বলিল,—"তা ত সব বুঝিলাম; এখন এত টাকার যোগাড় হইবে কিরূপে?"

রামহরি বলিল,—"ঠাকরুণের কিছু নাই; তাঁহাকে কোন কথা বলিবারও দরকার নাই। কালি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ডুগোলা ধান মজুত করিয়াছি। আমি মহাজন ডাকিতে যাইতেছি, এখনই তাহা বিক্রয় করিব।

দাসী বলিল,—"কত ধান বেচিলে একশ টাকা হইবে?"

রামহরি বলিল,—"যেরূপ গরজ তাহাতে দর হইবে বোধ হয় না। যাহা মজুত আছে তাহা সকলই বেচিতে হইবে।"

দাসী বলিল,—"ধান যাহা মজুত হইয়াছে তাহাতে একজনকে দেওয়া থোওয়া, অথিত পতিত লইয়া বৎসরের খোরাক আর বীজ ধান হইত। তাহার কিছুই থাকিবে না। কি রকমে দিন কাটিবে?"

রামহরি বলিল,—"দিন কাটাইবার কর্ত্তা ভগবান। ভাবনা পরে ভাবিলে ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ কুল-কন্যার ভাবনাই ভাবিতে হইতেছে। এখন সমস্ত ধানগুলি বেচিয়া একশ টাকা হইলে বাঁচি।"

রামহরি চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে মহাজন সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ধান বেচিয়া ফেলিল। ধানের মূল্য একশ ছয় টাকা আট আনা হইল। গোলা হইতে ধান বাহির করিয়া ও মাপিয়া বস্তা বন্দি করিয়া দিতে দিনের অবশিষ্ট ভাগ তাহাকে ভূতের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইল। যখন হিসাব করিয়া ধান্যের মূল্য ১০০৲ একশত টাকা ছাড়াইয়া গেল, তখন রামহরি আপনাকে মহা দায় মুক্ত বলিয়া পরমানন্দিত হইল।

সুহাসিনী এইরূপে ধান বাহির করিতে দেখিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি কর্ত্তা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ধান গোলাজাত করিয়াছেন, আজ আবার বাহির করিতেছেন কেন?"

দাসী উত্তর দিল,—"কাহাকে ধার দিবেন বুঝি।"

সুহাসিনী বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহারই জন্য ঐ কৃষক দম্পতি আপনাদিগের সংবৎসরের সম্বল অ কড়িতে বেচিয়া ফেলিল। গদা আপনার টাকা অ বুঝিয়া লইল। পরদিন প্রাতে আপনার গরুর গাড় জুতিয়া উত্তমরূপে ছই আঁটিয়া দিল এবং তাহার মধ্যে অনেক খড় বিছাইয়া বিছানা পাতিল। বাটীতে তাহা অনুপস্থিতি কালে থাকিবার লোকের ব্যবস্থা করা হই

সে আপনার পত্নীকে ডাকিয়া গঙ্গা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিল। প্রায় ১৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নহে। রামহরি এইরূপ তাগাদা করিলে, অগত্যা গঙ্গা-যমুনা গাড়ীতে উঠিলেন। রামহরি সম্মুখে বসিয়া গরু তাড়াইতে লাগিল; গদা গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, প্রান্তর ও জলাশয় অতিক্রম করিয়া, মধ্যাহ্ন কালে তাহারা একটা সামান্য দোকানে জলযোগ করিল এবং পুনরায় চলিতে থাকিল।

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল। যাত্রিগণ এক অরণ্য মধ্যস্থ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। নিকটে কোন দিকেই এক ক্রোশের মধ্যে গ্রাম নাই। পথে বা মাঠে কোথাও মনুষ্য নাই। সহসা দড়াম করিয়া এক পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা গো' শব্দে রামহরি গাড়ীর উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরু দুইটা বিচলিত হইয়া উঠিল। শকট মধ্যস্থ নারীদ্বয় কাঁদিয়া উঠিল এবং গদা বেগে পলায়ন করিল।

তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড পাগড়ি আঁটা দাড়িওয়ালা এক

পুরুষ, শকটের আচ্ছাদন বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলন পূর্ব্বক কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে চুপ করিয়া থাক; নতুবা দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কখনও না। দুর্দ্দশা আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে ইহার উপর যাহা হয় হউক, তোমার কথা আমরা কখনই শুনিব না।" Good

বিপদে পড়িয়া সুহাসিনীর সাহস বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং লজ্জা ও কোমলতা হেতু বাক্য কথনের সঙ্কোচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। রমণীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ও সেই শ্মশ্রুধারী পুরুষের সহিত বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং শকট হইতে অবতরণ করিয়া রামহরির নিকটে ধূলায় পড়িয়া কাতর কণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলেন। বন্দুকধারী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, —"আইস।"

তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চারিজন ভয়ানক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দুকধারী পুরুষ আদেশ করিল,—"কাপড় দিয়া এই দুই স্ত্রীলোকের মুখ বন্ধ করিয়া দেও এবং হাত পা বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেও।"

আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বন্দুকধারী ব্যক্তি গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া হাঁকাইতে আরম্ভ করিল। আর দুইজন রামহরির দেহ উঠাইয়া লইয়া পার্শ্বস্থ জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। এই সকল ভয়ানক ব্যাপার অতি অল্পকালের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। বনভূমি নিস্তব্ধ হইল, গাড়ী অনেক দূর অগ্রগামী হইতে লাগিল।

# যোগেশ্বরী।

## সপ্তম খণ্ড—অমৃত।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## অবনতি।

গোপানন্দ ও উমাশঙ্কর অপরাহ্ণ কালে বারাণসী ধামে আপনাদের কুটীরের বহির্ভাগে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি বলিতেছিলেন, বর্ত্তমান কালে যাহা হিন্দু ধর্ম্ম নামে পরিচিত, তাহা এক নূতন ধর্ম্ম, শাস্ত্রাদিতে তাহার মূল নাই এবং বেদবেদান্তে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এ অভিনব ধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল?"

গোপানন্দ বলিলেন,—"উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তোমাকে এই পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি, তুমিও স্বয়ং তাহা দেখিয়াছ, যে বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ যে সকল গ্রন্থকে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে উল্লেখ করেন, তাহার কোথায় হিন্দু শব্দের উল্লেখ নাই এবং হিন্দু জাতি বা হিন্দু ধর্ম্ম নামক কোন জাতি বা ধর্ম্মেরও বৃত্তান্ত নাই। আমাদের এই জাতি গ্রন্থাদির

কোন কোন স্থানে আর্য্যজাতি নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং একমাত্র ধর্ম্ম-শব্দ দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-বিধায়ক সমস্ত ব্যবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে। এই উভয় শব্দ মিলাইয়া আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্ম বলিতে পারি বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দটা শাস্ত্র-বহির্ভূত একটা নূতন শব্দ। এই শাস্ত্র-বহির্ভূত নূতন শব্দ যেমন এখন আমাদের ধর্ম্মের পরিচায়ক হইয়াছে, তেমনই বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মও এক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য বেশ ধারণ করিয়াছে। আর্য্যের সার ধন মঙ্গল বেদ। তাহার আলোচনা এখন হিন্দুদের নাই বলিলেই হয়। আর্য্যের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, হিন্দুর লক্ষ্য অপ্সর-সংবলিত স্বর্গভোগ। আর্য্যের অবলম্বন সনাতন পরম পুরুষের বদন-বিগলিত অপৌরুষের শাস্ত্র, হিন্দুর অবলম্বন ঋষিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ প্রণীত গ্রন্থ। আর্য্যের লক্ষ্য আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, হিন্দুর লক্ষ্য অত্র ও পরত্র আত্ম-সুখ। আর্য্যের কামনা সগুণের পথ দিয়া নির্গুণের উপলব্ধি, হিন্দুর কামনা কেবল সগুণ। আর্য্যের বিশ্বাস মৃত্যু নাই, হিন্দু মৃত্যুর ভয়েই অস্থির। আর্য্য সকলের হিত কামনাই সার বলিয়া জানিতেন, হিন্দু

নিজের সুখই সার লক্ষ্য মনে করেন। আর্য্য অন্তর্নিহিত এবং অনুশীলন দ্বারা উন্নতিসাধিত হৃদ্‌বৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, হিন্দু কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এইরূপ দেখিলেই তুমি বুঝিবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের সহিত আর্য্য ধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা এক অভিনব কাণ্ড।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিতেছি, বর্ত্তমান কাল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যুত: এক নূতন কাণ্ড। কিন্তু ইহার কি কোন শাস্ত্রীয় মূল নাই ?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আছে বই কি! প্রথম কালের পর ক্রমশঃ লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল শাস্ত্রও প্রণীত হইতে থাকে। এই সকল নবীন শাস্ত্রের বাসনায়, কতক বা তাহার ব্যাখ্যায়, কতক বা লোকের অনুরাগানুসারে কাল সহকারে মূলের এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যে, ইহা এক নূতন কাণ্ডরূপেই পরিণত হইয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"যে সকল আধুনিক শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম এই আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তি ও প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপ মূল-বহির্ভূত ?"

শ্যামানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! সম্পূর্ণ বহির্ভূত নহে। প্রথম প্রথম যে সকল মহাত্মা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কল্পনাকে মিশ্রিত করেন; কিন্তু কালে টীকাকারকগণের ও ব্যাখ্যা কারকগণের কৃপায়, ক্রমশঃ মূল সঙ্গতি ঢাকিয়া আইসে এবং উত্তরোত্তর ব্যক্তি-সাধারণ মূলের আলোচনা ত্যাগ করার ও ভুলিয়া যাওয়ার পর নূতন নূতন শাস্ত্রকার আবির্ভূত হইতে থাকেন এবং মূল শাস্ত্র এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ব স্ব কল্পনারই প্রশ্রয় দেন। এইরূপে বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের সহিত মূল আর্য্য ধর্ম্মের আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এই সকল নূতন শাস্ত্রকার কি কোন প্রকার অসদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন?"

শ্যামানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! প্রথম প্রথম অতীব শুভ-সংকল্প সহকারে শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি, রুচি ও অধিকারিত্ব আলোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজসাধ্য না হইলে সাধারণে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদর্থে তাঁহারা মূল শাস্ত্র

সমূহের অভিপ্রায় সমূহ অপেক্ষাকৃত বিশদ ও সর্ব্বজন প্রণিধান-যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে, অতীব শুভ সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। কালে অনন্ত শাস্ত্রকারের আবির্ভূত হওয়ায় মূল বিলুপ্ত—বিস্মৃতি সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মাকাশ, বর্ষার মেঘের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্ম মতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, সারধর্ম্মরূপ দিবাকরকে ছাইয়া ফেলিল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"এ দারুণ দুর্দ্দৈব কি আর অপগত হইবে না? আবার কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ এই হিন্দুধর্ম্মরূপ কুহেলিকা ভেদ করিয়া, প্রদীপ্ত হইবে না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"বড় সুকঠিন, বড় ঘনান্ধকার ভারতের ধর্ম্মাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন সকলেই ধর্ম্ম-ব্যাখাতা। সকলেই মনে করে তাহারা দ্বিতীয় বেদব্যাস। সকলেই জানে, যে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই অভ্রান্ত। এ অবস্থায় কে বা কাহাকে বুঝায়, কেই বা কাহার কথা শুনে। বাড়ার ভাগ এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ইহারা এই বিকৃত ও কুৎসিৎ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এ কথা যদি ইহাদিগকে বুঝাইতে কেহ অগ্রসর

হয়, তাহা হইলে ইহারা সেই পরম হিতৈষী মহাত্মাগণকে ধর্ম্মবিদ্বেষী, আচার-ভ্রষ্ট, অসাধু বলিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে থাকিবে। তাঁহার কথা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, তিরস্কার-স্রোতে তাঁহাকে হয়তো ভাসাইয়া দিবে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“তবে উপায় ?”

যোগানন্দ বলিলেন,—“উপায়ের যিনি কর্ত্তা তাঁহার কৃপা না হইলে আর উপায় নাই। এইরূপ দুরবস্থা আলোচনা করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বসুন্ধরার অধর্ম্মান্ধকার বিদূরিত করিয়া, বিমল ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ পরম দিবাকর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই গীতা অভ্রান্তরূপে সনাতন ধর্ম্মের পথ নিয়তই প্রদর্শন করিতেছে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“সেই গীতা তো এখনও আছে এবং এখনও লোক-সমাজে তাহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। তথাপি লোকের ভ্রমান্ধকার যায় না কেন ?”

যোগানন্দ বলিলেন,—“গীতায় আলোচনা চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে। বহুলোক সমাকীর্ণ

ভারতে কয়জন গীতা পড়ে? কয়জনই বা গীতার মতানুসারে জীবনকে গঠিত করিতে প্রয়াসী হয়? কেবল শ্লোকাবৃত্তি হয়তো অনেকেই করে, কিন্তু মর্ম্ম হয়তো অনেকেই প্রণিধান করে না। আবার মর্ম্ম প্রণিধান করিলেও হয়তো অনেকেই তাহার অভিপ্রায়ানুসারে স্বকীয় কার্য্যকলাপ পরিচালিত করে না। সুতরাং গীতার যে আলোচনার কথা তুমি বলিতেছ, তাহা আলোচনাই নহে। গীতার সম্বন্ধে আরও ভয়ানক দুর্দ্দৈব দেখিতেছি। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা-জালে গীতা ঢাকা পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ী মহাত্মারা স্ব স্ব মতানুসারে গীতার অর্থ করিয়া থাকেন। ইহাতে শাস্ত্রের সত্যাভিপ্রায় নির্ণয়ের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। যাহা প্রকৃত সত্য তাহার অবস্থান্তর বা অর্থান্তর অসম্ভব। গীতাকে যদি সত্য ও ভগবদুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার বহুবিধ অর্থ কখনই হইতে পারে না। তবে যে নানা সম্প্রদায় তাহার নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সে কেবল স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ পাণ্ডিত্য প্রকাশ মাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং অল্পবুদ্ধি মানব কোন্‌টি যথার্থ অর্থ এবং কোন্‌টিই বা গ্রহণীয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া

বিব্রত হইয়া উঠিতেছে। তথাপি গীতার আলোচনাই এই দুর্দ্দিনে আমাদের প্রধান ভরসা। কারণ সত্য স্বপ্রকাশ নিরন্তর সত্যান্বেষণ করিতে থাকিলে, একান্ত মনে সত্য-প্রাপ্তির কামনা করিলে, অবশ্যই সত্য লাভ ঘটে। গীতার মধ্যে সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। সেই সত্য নির্ণয় অভিপ্রায়ে গীতার শরণাগত হইলে, অনন্ত-মনে গীতার ভজনা করিলে, অবশ্যই কালে স্বপ্রকাশ সত্যের দর্শন লাভ ঘটিতে পারে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“তাহা হইলে এ দারুণ দুঃসময়ে আপনি কি মনুষ্যগণকে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন?”

যোগানন্দ বলিলেন,—“তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। অনন্ত-মনে গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিলে, অবশ্যই মানবকুল সৎপথ দেখিতে পাইবে এবং চরমে সদ্‌গতি লাভ করিবে, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।”

এইরূপ সময়ে হরকুমার বাবু তাঁহাদের সম্মুখাগত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে যোগানন্দকে প্রণাম করিলেন। যোগানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তিনি উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"তিন দিন আপনাকে দেখিতে পাই নাই কেন? শরীর ভাল আছে তো?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"প্রভুর কৃপায় শরীর তো কখনই অসুস্থ বলিয়া অনুভব করি না। গুরুদেব যে সকল নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যত দিন তাহা পালন করিতে অবহেলা না করিব, ততদিন শারীরিক অসুস্থতা কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিব না। অন্যান্য কার্য্যানুরোধে কয়দিন আপনাদের ওদিকে যাওয়া হয় নাই।"

তাহার পর নতমুখে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের উভয় বাটীর কুশল?"

হরকুমার উত্তর দিলেন,—"হাঁ কুশল বটে। তবে আজি প্রাতঃকাল হইতে অন্নপূর্ণা একটু অসুস্থ হইয়াছেন।"

একি সন্ন্যাসীর মন! অন্নপূর্ণার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া উমাশঙ্করের চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি বাক্য ও ব্যবহারে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। অন্নপূর্ণার কি অসুখ, কেমন অবস্থা ইত্যাদি সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না।

[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নীলরতন বাবুর

কন্যার কি অসুখ হইয়াছে? এখন তিনি কেমন আছেন দেখিয়া আসিয়াছেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"সামান্য জ্বর হইয়াছে। বিশেষ কাতরতা ঘটে নাই। আমি তাঁহাকে বসিয়া মহাভারত পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছি।"

উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া যোগানন্দ বলিলেন,—"তুমি কয়দিন নীলরতন বাবুর বাড়ী যাও নাই কেন? আজি এখনই যাও এবং অন্নপূর্ণার পীড়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিয়া আইস।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে গুরুদেবের পদ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই সন্ন্যাসী বালক নীলরতন তনয়াকে বড়ই ভালবাসে। ইহাঁর এই প্রণয় কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, তাহা আমি জানি না। কেবল ভালবাসা বড় সুমিষ্ট সামগ্রী; কিন্তু তাহার সহিত ইন্দ্রিয়-লালসা কালে মিশিতে পারে। তখন শত প্রতিবন্ধক উপ[illegible] হইয়া ইহার নিদারুন মনস্তাপের কারণ ঘটিতে পা[illegible]ে অথবা তদপেক্ষাও দুর্দ্দৈব সমস্ত উপস্থিত হইয়া ইহা[illegible]জীবনব্র[illegible] ও শিক্ষা সকলই অনর্থক করিয়া দিতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"নীলরতনের ক[illegible]ও [illegible] এই

সাধু যুবাকে বড়ই ভাল বাসে। এই দুইটির এই আন্তরিক আকর্ষণ দেখিয়া ইহাদের মিলন বাঞ্ছনীয় মনে হয় বটে, কিন্তু বহু ব্যাপারই সে কল্পনার বিরোধী। প্রথমতঃ বালকটি সন্ন্যাসী, দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞাত-কুল-শীল। মহাশয়ও ইঁহার পিতৃমাতৃ পরিচয় জানেন না।"

[illegible]নন্দ বলিলেন,—"সন্ন্যাসীর শিষ্য হইলেও উমাশঙ্কর স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। অতি অল্প বয়স হইতে এই বালক আমার নিকট প্রতিপালিত; সুতরাং সন্ন্যাসীর আচার-পরতন্ত্র। তাই বলিয়া ইনি সন্ন্যাসী নহেন। ইঁহার অদৃষ্টে প্রভূত বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। জানি না কোন্ অলক্ষিত সূত্রে তাহা উপস্থিত হইবে। আমি কিন্তু সেই কারণে, ইঁহাকে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গে, সাংসারিক বিষয় ব্যাপারেরও উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছি। ইনি ব্রাহ্মণ তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি বলিয়াছিলেন ইঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনি বেশী কিছু জানেন না। কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার প্রয়োজন হইলে, এক উপায়ে সন্ধান হইতে পারে বলিয়াছিলেন। সে উপায় আমার নিকট একদিন ব্যক্ত করিবেন ভরসা দিয়াছিলেন।"

সদানন্দ বলিলেন,—“সে অতি অল্প কথা। সোণামণি নাম্নী এক বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা কাশী-বাস করিত। সে আমাকে বড় ভক্তি করিত ও সর্ব্বদা এই বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার আশ্রমে আসিত; আমিও কখন কখন তাহার বাটীতে গিয়া এই শিশুটীকে দেখিয়া আসিতাম। শিশুটী সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আমি গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই বালক বহুবিধ সম্পত্তিশালী ও পরম ধার্ম্মিক হইবে। অনতিকাল মধ্যে সোণামণির কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল এবং আসন্ন কাল নিকটস্থ বুঝিয়া, সে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। তথায় সে আমাকে বুঝাইল যে, এই শিশুর এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম। শিশু মাতৃহীন। ইহার পরিচয় যদি কখন জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশের রামনগরে গঙ্গামণি নাম্নী এক বিধবার নিকট সন্ধান করিতে হইবে। তাহার নিকট কতকগুলি কাগজপত্র আছে; তাহা দেখিলেই বালকের পিতৃমাতৃ-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে তাহার অন্তকাল উপস্থিত। এখানে তাহার আর কেহ আত্মীয় নাই। সুতরাং সে আমার স্কন্ধে এই শিশু পালনের ভার প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদবধি গৃহীজনোচিত এই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমাকেই

গ্রহণ করিতে হইল। এই গুণবান্ বালক সেই সময় হইতে আমার নিকটেই আছেন। আমি বিহিত যত্নে ইহাঁকে শাস্ত্রাদির শিক্ষা প্রদান করিয়াছি এবং বিবিধ প্রযত্নে ইহাঁর চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু ইহাঁর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার কোন চেষ্টা আমি করি নাই; এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রয়োজন বা সুযোগও আমার সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই। বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুইটী বিশ্বাস ছিল। এক ইহাঁর ধর্ম্ম-ময়তা। তৎসম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নাই। অপর ইহাঁর বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ। তাহার কোন সূচনা আমি এখনও দেখিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"বালক যে অসাধারণ ভাগ্যবান্, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয়লাভই তাহার নিদর্শন। আপনি বলিতেছেন, রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি নাম্নী এক নারীর নিকট কতকগুলি কাগজপত্র আছে, তাহাতেই এই বালকের পিতৃ-মাতৃ-বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোকের আর কোন পরিচয় আপনি জানেন ?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"কিছু না। আমি কখন তাহার সন্ধান করি নাই। অদ্যাপি সে নারী জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"জানি না এই ভাগ্যবান্ শিশুর জীবন কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য-জালে বিজড়িত। যাহাই হউক অনুসন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। আমি অতঃপর তাহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিব; আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন কৃতকার্য্য হই।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আপনার প্রবত্ন যে সফলিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বালকের ভাগ্য-সূত্র নিশ্চয়ই একটা উপলক্ষ ধরিয়া সকল ঘটনাই অনুকূল করিয়া লইবে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"এই রামনগরটা কোথায়, তাহাও কি প্রভু জানেন না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না।"

হরকুমার বলিলেন,—"রামনগর অনেক আছে; তাহা হউক, সকল রামনগরই সন্ধান করিব। অবশ্যই প্রভুর আশীর্ব্বাদে বাসনা সফল হইবে।"

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর হরকুমার বাবু যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### ব্রহ্মানন্দ।

কুটীর মধ্যে যোগানন্দ একাকী ধ্যান-মগ্ন। উমাশঙ্কর ভিক্ষার্থ বা অন্য কোন প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর সমুজ্জ্বল কলেবর অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বদন-মণ্ডল অপার্থিব আনন্দ-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত দেখাইতেছে। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ভাবে, স্তম্ভিত নয়নে, পদ্মাসনাসীন সাধু ধ্যান-নিরত।

ধীরে ও নিঃশব্দে যোগেশ্বরী তথায় প্রবেশ করিলেন। শোভা ও জ্যোতিঃ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই কুটীরে সমুদিত হইল। যোগেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ভাবে ভূতলে ললাট সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন, তদনন্তর তত্রত্য ধূলি-গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও বক্ষে স্থাপন করিলেন। তাহার পর করদ্বয় যুক্ত করিয়া নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ ধ্যান-মগ্ন থাকার পর যোগানন্দ নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং যোগেশ্বরীর সেই দেবকান্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি! দেবী যোগেশ্বরী? তুমি কতক্ষণ?"

যোগেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এখান থেকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির যতদূর ততক্ষণ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ কিরূপে হইবে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"সময়ের পরিমাণ আপনার কাছে কিছুতেই হয় না। আপনি অনন্ত, সময়ও অনন্ত। তাহার পরিমাণ কে করিবে? আমরা খুব ছোট—অতিশয় ক্ষুদ্র—তাই আমাদের সময়ের মাপ চাই। তা দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ হয় না কেন? সেখানে যাইতে যতটা সময় লাগে, তাহাই তাহার পরিমাণ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তাহাতে ঠিক পরিমাণ হয় না কারণ তুমি যতক্ষণে এখান হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে পার, আর এক জন হয়ত তাহার অপেক্ষা অনেক কম সময়ে যাইতে পারে; আবার কেহ হয়ত অনেক বেশী সময় না হইলে যাইতে পারে না। সুতরাং এই দূরত্বের অনুসারে পরিমাণ সকলের পক্ষে কখনই

সমান হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক ব্যক্তি হয়ত এক সময়ে প্রয়োজনানুরোধে বিশেষ দ্রুত যাইতে পারে, সুতরাং সময় অল্প লাগিতে পারে; আবার অন্য কোন সময়ে হয়ত, কোন প্রয়োজন না থাকায়, ধীরে ধীরে গমন করিতে পারে, সুতরাং সময় বেশী লাগিতে পারে। অতএব এক ব্যক্তির সম্বন্ধেও দূরত্বানুসারে সময়ের পরিমাণ সকল সময়ে ঠিক হইতে পারে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"স্বামীন্! হৃদয়দেবতা! এত কথা আমি বুঝি না তো। জানি আপনাকে—দেখি সর্ব্বত্র আপনাকে—প্রাণ-মন সকলই আপনি; তথাপি আপনি অনেক—অনেক দূর। কত কাল—কত যুগ আপনাকে পাইবার জন্য দৌড়িতেছি; তথাপি আপনি এখনও অনেক দূর। পাই পাই, ধরি ধরি করিয়াও ধরা ঘটে না—পাওয়া ঘটে না। দূর—দূর—ঐ দেখিতেছি, তথাপি দূর—অনেক দূর। দয়াময়! প্রাণবল্লভ! আর কতদিন দুঃখিনী চরণাশ্রিতা দাসীকে এমন করিয়া কষ্ট দিবে? কত কাল, প্রাণেশ্বর! সেবিকাকে এমন করিয়া বঞ্চনা করিবে? তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি কেবল দূরত্ব আর সময়েরই সম্বন্ধ দেখিতেছি। এ দূরত্ব, দয়াময়! কমাইয়া দেও। প্রাণের বন্ধু প্রাণে মিশিয়া কালের চিন্তা দূর করিয়া দেও।"

যোগানন্দ মনে মনে বুঝিলেন,—"যোগেশ্বরীর জ্ঞান-নিষ্ঠা ও ব্রহ্মজ্ঞান সার্থক। তাঁহারা আজীবন ধ্যানাদি সহকারে, বিষয়-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, প্রাণায়ামাদি উপায় প্রভাবে, নির্গুণ ব্রহ্মসাধনার পথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মোপলব্ধি জনিত আলোক দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার নির্ম্মূলিত করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। অথচ এই নারী, এই নবীনা অলোক-সামান্যা নারী, সগুণ সাধনার পথ দিয়া, ভোগ প্রবৃত্তিসূচক ও প্রবর্দ্ধক সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া, নিরতিশয় একাগ্রতা ও দৃঢ়তা হেতু, স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মোপলব্ধিরূপ অসুলভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন। সার্থক ইঁহার সাধনা! ধন্য ইঁহার জীবন। বলিলেন,—"এখনও কি দেরী! তোমার আমাকে পাইতে বাকী আছে? এখনও কি তোমার আমাকে ধরা হয় নাই? এখনও কি তোমার আমাকে প্রাণে মিশান হয় নাই?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না—না—প্রাণেশ্বর! এখনও অনেক বাকী। এখনও অনেক দেরি। এখনও তো আমি যে দিকে চাহিয়া দেখি, সে দিকে কেবল তোমাকে দেখিতে পাই না; এখনও তো আমার শরীরের সর্ব্বভাগ তোমাতেই ছাইয়া যায় নাই; এখনও তো ভাষায়, তোমার

নাম ছাড়া, আর সকল শব্দ আমি ভুলিয়া যাই নাই ; এখনও তো এক একবার তোমাকে এই মাটির চক্ষু দিয়া দেখিতে হয় ; তবেই তো এখনও অনেক দূর।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আমি কিন্তু দেখিতেছি, তোমার আর দূর নাই ; তুমি স্বামীর সহিত অভিন্ন ও তন্ময় হইয়াছ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি বড় শঠ, বড় ধূর্ত্ত, বড় প্রবঞ্চক, তাই এ কথা বলিতেছ। তোমার কথা যদি সত্য হইবে, তবে এক একবার আমার প্রাণ শূন্য হয় কেন? এক একবার তোমাকে হারাই কেন? কিন্তু তা হউক, আমি তোমাকে ধরিয়া নিশ্চয় এই প্রাণের ভিতর বাঁধিয়া ফেলিব। আমি তোমাকে এই হৃদয়-মন্দির হইতে আর এক পাও নড়িতে দিব না। তুমি যতই দূরে থাক, আমি যুগ যুগ—জন্মে জন্মে ছুটিয়া ছুটিয়া তোমাকে ধরিবই ধরিব। কত দিন তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া কাটাইবে? আমার এ সাধনার অন্ত নাই ; তোমারও অন্ত নাই। দেখিব আমি, তোমার চাতুরীর কত দূর সীমা।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তোমাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব ; তোমার নিকট হইতে দূরে থাকা অসাধ্য। তোমার

দৃঢ়তা, তোমার পতিমগ্নতা, তোমার ভক্তি, তোমার প্রেম সকলই অদ্ভুত! তাহার হাত ছাড়ায় কাহার সাধ্য?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া দুষ্ট তুমি চিরদিন অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছ। আমি তোমার কথায় ভুলি না! তুমি যাদুকর। এই তোমার এক ভাব, আবার এখনই অন্যরূপ। এই তুমি কাছে, এই তুমি দূরে। এই তোমার হাসি, এই তোমার কান্না। তোমাকে বিশ্বাস নাই। তোমার ভাল মন্দ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আমি তোমার কথায় কখনই ভুলিব না। অনেকে তোমার আশ্বাস বাক্যে ভুলিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়াছে। আমি সেরূপ কাঁদিয়া মরিব না। তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া অনন্তে গা ঢালিব এবং অনন্তের সহিত মিশিয়া অনন্ত আমোদে মজিয়া রহিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি তোমার কথা শুনিব কেন? তা হউক—আমি এখন আসি—তোমার জন্য চাঁপাফুলের মালা গাঁথিতে হইবে।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"ছেলের সঙ্গে দেখা করিবে না? ছেলে যে তোমার মা মা বলিয়া সারা হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ছেলে—হাঁ ঠিক কথা। তুমি আমার ঘাড়ে আবার ছেলে চাপাইয়াছ বটে—আমার

পুত্র-বধূ; সংসার ধর্ম্ম সবই চাপাইয়া আমাকে পাকা গৃহস্থ করিয়া তুলিবে মনে করিয়াছ। তা চাপাও, তোমার যত মনে আছে! আমি কোন ভাবেই নারাজ হইব না। কিন্তু মনে করিও না তুমি যে, আমি এই সকল ভার লইয়া, এই সকল আমোদে মত্ত হইয়া, তোমাকে ছাড়িব বা ক্ষণেকের নিমিত্তও তোমার সঙ্গ-শূন্য হইব। আমার কাছে তোমার আর ফাকি চলিবে না। হাঁ—ছেলের কথা বলিতেছিলে—ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে দেরি হইবে—আমার চাঁপাফুল শুকাইয়া যাইবে। ছেলে এখন বড় ব্যস্ত—বাছা এখন বড়ই সুখে একটি মেয়ের মুখ পানে চাহিয়া আছে।

যোগানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে সে মেয়ে? কোথায় সে মেয়ে?"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"এত প্রতারণাও তুমি জান! কেন জান না তুমি সে মেয়ে কে? নীলরতনের কন্যা অন্নপূর্ণা, তোমার ভাবী পুত্র-বধূ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—তোমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন অন্নপূর্ণাকে পুত্র-বধূ বলিয়া উল্লেখ করিলে, তখন নিশ্চয়ই তাহাই হইবে; কিন্তু সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—তোমার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন উমাশঙ্কর রাজরাজেশ্বর হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাক, তখন নিশ্চয়ই তাহা হইবে। কিন্তু আপাততঃ সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগানন্দ কহিলেন,—"তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, এমন শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ বালক, সন্ন্যাসের পথে থাকিয়াও আবার ইহা ছাড়িয়া, স্ত্রী-পরিবার সমন্বিত হইয়া বিষয়-সুখে মত্ত হউক।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমাকে ফাঁকি দেও কেন ঠাকুর? যাহাকে যাহা তুমি করাইবে সে তাহাই হইবে তোমার ইচ্ছা তুমি সংসারের সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্য সংবেষ্টিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে। এই পরম ভাগ্যবান বালক তাহার উপলক্ষ। নহিলে বাল্যকাল হইতে তোমার ন্যায় পরম-গুরুর আশ্রয় লাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে কি? তা শিষ্য গুরুর নাম রাখিতে পারিবে। তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে। তা আজি এখন আসি—অহো কি মধুর! কি রমনীয়—তোমার ঐ অঙ্গ-স্পর্শ। আমার দেহ পুলকে পূর্ণ হইল, নয়ন জলধারাকীর্ণ হইল। এইরূপ সঙ্গ যেন অবিশ্রান্ত থাকে, প্রভো! আবার চুম্বন, আবার আলিঙ্গন! কি সুখ! কি আনন্দ!"

যোগেশ্বরী মুকুলিত নয়নে, শিথিল শরীরে অবসিত ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন, সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল! অতি স্নিগ্ধ ঈষদ্ধাস্ত ওষ্ঠ-প্রান্তে লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হেতু হৃদয় বেপিত হইতে থাকিল। মস্তক বক্রভাবে স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িল। যোগানন্দ নীরবে সেই প্রেমময়ীর অলৌকিক প্রেমের অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, যতক্ষণ মানবের এই ভাবে ভগবানের সহিত সম্পর্কানুরূপ সঙ্গ না ঘটে, ততক্ষণ সকলই বৃথা। হায় কবে আমাদের এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে? এরূপ ভগবদ্ ভক্ত দর্শন করাও ভগবদ্ দর্শনের তুল্য ফলপ্রদ। আমার কি শুভাদৃষ্ট! এই মূর্ত্তিময়ী জীবন্মুক্তা দেবীর দর্শন লাভ আমার ঘটিতেছে। যোগানন্দ ভক্তি সহকারে তত্রত্য ধূলিতে মস্তক স্থাপন করিয়া যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার লোচন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

তিনি প্রণামান্তে যখন মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলেন, কুটির দ্বারে হরকুমার বাবু দণ্ডায়মান। হরকুমার বলিলেন,—"কি সৌভাগ্য আমি এক সঙ্গে মাকে ও বাবাকে উভয়কেই দেখিতে পাইলাম।" তিনি

ভক্তি সহকারে সেই পুণ্য-প্রদীপ্ত অলৌকিক দম্পতীকে প্রণাম করিলেন।

যোগেশ্বরী ব্যস্ততা সহ গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, হরকুমার! বলিলেন,—"হাঁ বাবা! তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অনেক বিলম্ব, অনেক বাধা।"

হরকুমার বলিলেন,—"হউক বাধা, হউক বিলম্ব মা, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কিন্তু আপনার দয়ায় যত্ন সফল হইলেই হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহার কর্ম্ম তিনিই সব করাইবেন।" যোগানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে মহাপুরুষটী দেখিতেছেন, ইনি বড় শক্ত ঠাকুর। করেন সব, করান সব, জানেন সব, বুঝেন সব, অথচ যেন কিছুই নহেন, কেহই নহেন। উঁহার ছেলে উমাশঙ্কর। মহাপুরুষের ছেলে মহাপুরুষই হইবে। আপনার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না। উনি ছেলেকে রাজা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে?"

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, যোগেশ্বরী বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগানন্দ ও হরকুমার অবাক্ হইয়া তাঁহার পরিগৃহীত পন্থার দিকে

চাহিয়া রহিলেন। অচিরে যোগেশ্বরী তাঁহাদের দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"উহাঁর অনুসরণ করিব কি ?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"নিষ্প্রোয়জন।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### বাঙ্‌নিষ্ঠা।

অন্নপূর্ণার অসুখ হইয়াছিল; এখন ভাল হইয়াছে। শরীরের একটু দুর্ব্বলতা, একটু পাণ্ডুতা মাত্র আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তির কি শোভাই হইয়া উঠিতেছে। এখনও অন্নপূর্ণা বালিকা এখনও অপ্রাপ্ত-যৌবনা। এখনই এত শোভা—এতই পূর্ণতা। আর অল্পকাল মধ্যেই এই কিশোরী যৌবনের মোহময় রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। না জানি কি স্বাভাবিক অপরূপ সৌন্দর্য্য ইহাকে আশ্রয় করিবে।

মধ্যাহ্নকালে অন্নপূর্ণা একাকী বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছেন। প্রথম স্কন্ধের শেষ ভাগে রাজা পরীক্ষিতের মৃগয়াগমন, শমীকের গলে মৃত সর্প প্রদান, তদনন্তর ঋষিতনয় শৃঙ্গীর নিদারুণ অভিশাপ ব্যাপার পাঠ করিলেন, এবং সেই শাপের প্রভাবে পরীক্ষিতের পরিণাম-ফলও মনে মনে আলোচনা করি-

লেন। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। বালক শৃঙ্গীর তেজস্বিতা, পিতার অপমান দর্শনে জলন্ত ক্রোধ, স্বকীয় ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কথা তিনি মনে মনে আন্দোলন করিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ধন্য এই মুনি বালক! ধন্য তাঁহার তেজ ও বাঙ্‌নিষ্ঠা। শমীক ঋষি পুত্রের শাপ-প্রদান ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং পুত্রের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই রাজা পরীক্ষিৎ বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন! তিনি বিজ্ঞ, প্রবীণ ধার্ম্মিকবর; বৃদ্ধ ঋষির প্রতি তাঁহার এ ব্যবহার ভাল হয় নাই। এরূপ অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি না হইলে, ন্যায়ময় ভগবানের সুবিচারে কলঙ্ক হইবে যে। শৃঙ্গীর অভিসম্পাতে রাজার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। শৃঙ্গীকে নিমিত্ত কারণ করিয়া ভগবান্ রাজাকে বিহিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। শৃঙ্গী এরূপ রাগ না করিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ অন্যায় বা অসঙ্গত বলা যায় না। সার্থক তেজ এই ঋষি বালকের। কোথায় প্রবল-প্রতাপ মহারাজ চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ, আর কোথায় আশ্রম-পালিত দরিদ্র-মুনি-নন্দন শৃঙ্গী। অথচ বিশ্বাস, রাজার প্রভূত বলবিক্রমে যাহা না হইবে, বালকের

মুখের কথায় তাহা হইবেই হইবে। বালকের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাহার বাক্য কখনই বিফল হইবে না। বালক জানিতেন, রাজার হয়-হস্তী সৈন্য-সেনাপতি, অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই তাঁহাকে বালকের ক্রোধাগ্নির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। বাক্য সকলেই সারাদিন ব্যয় করে, তাহার কয়টা ফলে? রাগ করিয়া লোক লোককে নিরন্তর গালি দেয়, তাহার কয়টা গালি সফল হয়? কিন্তু এই শৃঙ্গীর বিশ্বাসও যেমন অটল, তাঁহার বাক্যও তেমনই সফল। কি করিলে এরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠা জন্মে? বাক্য কথনের ক্ষমতা লাভ করিয়া যদি তাহা এরূপ ফলবান্ করিতে না পারা যায়, তবে বৃথা বাক্য-কথনের শক্তি। বাক্য সত্য ভিন্ন যেন কদাপি মিথ্যা না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। কিন্তু শৃঙ্গীর ন্যায় ক্রোধ-ভরে কাহারও অনিষ্ট সাধনোদ্দেশে যেন তাহার কখন অপব্যবহার করিতে না হয়।"

তিনি যখন এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে নীলরতন বাবু তথায় প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন;—"বই পড়িতেছ বুঝি? সারাদিন পড়া ভাল নয়। এখনও শরীর ঠিক্ সারে নাই, আবার মাথা ধরিয়া অসুখ হইতে পারে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পড়িতেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর পড়িতেছি না বাবা। একটা কথা ভাবিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়া দেও, কি করিলে কোন কথাই মিথ্যা না হয়, কি করিলে যাহা বলা যায় সকলই সফল হয়।"

নীলরতন হাসিয়া বলিলেন,—"বড় শক্ত কথা। এ কালে তা আর বড় দেখা যায় না। এ কালের মানুষের সকল কথাই নিষ্ফল, যদি এক আধটা কখন সত্য হয়, সে জানিবে দৈবাৎ।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কেন বাবা, এ কালটার কি দোষ? আগেও চন্দ্র-সূর্য্য ছিলেন, এখনও আছেন, আগেও দেবতা বামুন ছিলেন, এখনও আছেন। এখন তবে মানুষের কথার শক্তি লোপ হইল কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"মানুষ এখন বড় পাপী, বড় অধার্ম্মিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি জীবনে কখন পাপ করে না, পরের উপকার ভিন্ন অপকার করে না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, স্বার্থের ভাবনা ভাবে না, ভুলিয়া বা পরিহাসেও মিথ্যা কথা কহে না, নিয়ত বাক্য সংযম অভ্যাস করে, সত্য ছাড়া কথা নাই বলিয়া জানে, কথা মুখ হইতে বাহির হইলেই সত্যই হইবে

বলিয়া বিশ্বাস করে, সর্ব্ব বিষয়েই সে লোক নিষ্ঠাবান্, তাঁহারই বাঙ্নিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। এ কালে সে রকম লোকও নাই, কথার সফলতাও নাই।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“তুমি যাহা বলিলে বাবা, তাহা তো এখনও করা যাইতে পারে। তাহার একটাও তো অসাধ্য কার্য্য নহে। তবে বাবা, এখন সেরূপ বাঙ্নিষ্ঠা লোক দেখা যায় না কেন?”

নীলরতন বলিলেন,—“দেখা যে নিতান্ত যায় না, এমন নহে। দৈবাৎ দুই একজন সংসার-ত্যাগী সাধু মহাত্মা এখনও দেখা যায়, তাঁহাদের বাঙ্নিষ্ঠা অদ্ভুত। তোমার যে দিন কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সে দিন কে তোমাকে বাঁচাইয়াছিলেন জান? উমাশঙ্কর ঠাকুর সে দিন তোমার রোগ শান্তি করিয়া আমাদের সকলের জীবন দান করিয়াছিলেন। তোমার অজ্ঞানের ও বিকারের ভাব দেখিয়া আমরা সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম। এমন সময় উমাশঙ্কর আসিয়া আমাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং তোমাকে নিজেও দর্শন করিলেন। তাহার পর আমাদের বলিলেন,—“আপনারা স্থির হউন; ভয়—চিন্তা ত্যাগ করুন।” তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎকাল ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া গাত্রো-

ধ্যান করিলেন। তদনন্তর এক অঞ্জলি গঙ্গাজল মন্ত্রপূত করিয়া তোমার সকল শরীরে সেচন করিয়া দিলেন। তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"কালি প্রাতে অন্নপূর্ণা সুস্থ হইবেন; ঔষধাদির প্রয়োজন নাই।" তাহাই ঠিক হইল। পরদিন প্রাতে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলে। আমরা আনন্দে স্বর্গ হাতে পাইলাম। এরূপ বাঙ্নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত এখন বড় বিরল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"ঐ -ঐ সন্ন্যাসী——" অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, উমাশঙ্করের নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহার রসনা অশক্ত। তিনি চেষ্টা করিয়া সে নাম বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনে মনে বড় লজ্জা হইল। কেন সহসা এ পরিবর্ত্তন ঘটিল? আবার বলিলেন,—"ঐ সন্ন্যাসী বাস্তবিকই মহাপুরুষ।" অন্নপূর্ণা আরও কি বলিতেন, কিন্তু বলা হইল না। বদন নত করিলেন।

একি লজ্জা! কোন অপরাধ নহে, কোন দুষ্কর্ম্ম নহে, তথাপি একি লজ্জা! একটা নাম উচ্চারণ করিতে একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ! সঙ্কোচ অমূলক ও অকারণ হইলেও, হইতে না

বস্তুই নিশ্চিত ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন-পরিচায়ক। এক জনকে এক জন ভালবাসে; তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই সত্য। যদুকে হরি বড় ভালবাসে; যদু কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসে; কাদম্বিনী রামলালকে বড় ভাল বাসে; এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহা ব্যক্ত করিতে কেহই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয় না। কিন্তু যদি সেই ভালবাসার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ থাকে, যাহা লোকে জানে না, বা লোককে না জানাই দরকার, সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক দূর যায় বা যাইতে চাহে, সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, তাদৃশ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়, সেইখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে অনুরাগ অননুভূত-পূর্ব্ব ও অকল্পিত পূর্ব্ব মিষ্টতা উপলব্ধি করে সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। অন্নপূর্ণে! লজ্জা ও সঙ্কোচ তোমাকে অধিকার করিয়াছে। সুতরাং তোমার হৃদয়-ভাব, যেমন করিয়াই তুমি প্রচ্ছন্ন কর না [illegible] আর তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিতেছে না। হউন; ও তুমি সহায় জ্ঞান করিতেছ, তাহাই এখন তোমার যেমন করিও। যে লজ্জা ও সঙ্কোচকে তুমি [illegible]

সংগোপক মনে করিতেছ, বস্তুতঃ তাহারাই সেই হৃদয়-ভাবের প্রকাশক।

আমরা দেখিয়াছি, উমাশঙ্করও স্বয়ং এই রূপ লজ্জা ও সঙ্কোচের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ন্যাসিন্! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূত-পূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? ইহা কি তোমার পরিগৃহিত জীবনের অনুকূল? অন্নপূর্ণে! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূতপূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? তুমি বিভবশালী গৃহস্থ-তনয়া। সন্ন্যাসীর সহিত তোমার মিলন কখনও সম্ভবপর কি? তোমাদের উভয়েরই অনুরাগের ক্রমোন্নতি দেখিতেছি বটে, কিন্তু জানি না ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে। আমরা কার্য্যের লিপিকারক মাত্র। বর্ত্তমান দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান করিতে আমাদের অধিকার নাই। সুতরাং আমরা কি বলিব? কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপার সমূহ তোমাদের ভবিষ্যত আশার বড়ই বিরোধী।

কন্যার এইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া নীলরতন কিছু অনুমান করিতে পারিলেন কি? তিনি চতুর, বুদ্ধিমান্। এ অনুমান তিনি অনেকও পূর্ব্বেই করিয়াছেন। কিন্তু কন্যার হৃদয়-জাত এই প্রবৃত্তির বেগ নিরুদ্ধ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। এই অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হইতে না

দেওয়াই তাঁহার পক্ষে বিধেয় হইলেও, তিনি তাহা করিতেছেন না। অঙ্কুরেই এই মনোবৃত্তিকে দলিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও, তিনি তাহা করেন নাই।

হৃদয়-ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে না পারিয়া অন্নপূর্ণা নিরস্ত হইলেন এবং বদন বিনত করিলেন। নীলরতন বলিলেন,—"বাস্তবিকই মা, ঐ সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর প্রকৃত মহাপুরুষ। ধর্ম্মনিষ্ঠা লাভের সদুপায় তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলে, তুমি অনেক সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব। ঘটনাক্রমে এই সময়ে স্বয়ং উমাশঙ্কর, একটি কাগজের পুরিয়া হাতে করিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নীলরতন বাবুর হস্তে তাহা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনি অকৃত্রিম মুক্তা ভস্ম সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা যে ব্যক্তির নিকট পাইয়াছি, তাহাতে অকৃত্রিম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।"

নীলরতন তাহা গ্রহণ করিলেন। উমাশঙ্কর অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"শরীর ক্রমে সবল বোধ হইতেছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"হাঁ।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমরা এখনই তোমার কথা বলিতেছিলাম। অন্নপূর্ণা জানিতে চাহেন, কি করিলে বাক্‌সিদ্ধ লাভ করা যায়। আমার যাহা ধারণা তাহা আমি বলিয়াছি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তোমার অভিপ্রায়ই বিশেষ সমাদরণীয়। এই জন্য আমি তোমার নিকট হইতেই এ বিষয়ক উপদেশ লইতে বলিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বড় শক্ত কথা আপনারা উত্থাপন করিয়াছেন এবং বড় কঠিন বিষয়েই আমাকে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর একবার অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই সুন্দর বদন, প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া, সাগ্রহে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছে। তিনি চাহিবামাত্র, সে বদন একটু লজ্জা সহকৃত সঙ্কুচিত ভাবে নত হইয়া পড়িল।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস সংকল্পই ইহার প্রধান সাধন। সংকল্প হইলেই মনের দৃঢ়তা জন্মে; মনের দৃঢ়তা হইলে, অসাধ্য সাধন হওয়াও অসম্ভব

নহে। কথন অলীক বাক্য বলিব না, ইহাই যাহার আন্তরিক সংকল্প, তাহার মুখ দিয়া কথনই অলীক বাক্য নির্গত হয় না। যাহার বাক্যের বন্ধন নাই, বিচার নাই, এবং কোন গুরুত্ব নাই, তাহার বাক্য অসার ও নিষ্ফল। বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ। বেদ বাঙময়, শাস্ত্র বাঙময়, মন্ত্র বাঙময়, স্তব-স্তুতি বাঙময়। সংসার বাক্য-সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং এই বাক্য নিতান্ত পবিত্র সামগ্রী। ইহাকে সামান্য কার্য্য জ্ঞান করিয়া, অসতর্ক ভাবে ইহার ব্যবহার করিলে মানবের কোনই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না অতএব বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইলেও, বাক্‌যন্ত্রের অপব্যবহারকারী মনের চিরদিন পশুরই সমতুল্য থাকিয়া যায়। জীবনের মধ্যে বাক্-সংযম বড়ই শুভলক্ষণ ও প্রধান সাধনা। মৌনী ও নিরুদ্ধ-বাক্ তপস্বী সত্বর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন শিথিল-ভাষীরা চিন্তা-হীন ও গাম্ভীর্য্য-হীন হইয়া থাকেন। তাদৃশ অবস্থায় কথনই হৃদয়ের বল বা একাগ্রতা লাভ করা যায় না। অতএব বাক্য বড়ই সাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হওয়া বিধেয়। যিনি বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সাবধান, তাঁহার বস্তুনিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। আমি সংক্ষেপে এতদ্বিষয়ক প্রধান সাধনের বিষয় বলিলাম মাত্র। ইহার সহকারী আরও অনেক উপায় আছে।

কিন্তু সহসা এ সিদ্ধি লাভের জন্য অন্নপূর্ণার এত আগ্রহ কেন জন্মিল ?"

নীলরতন বলিলেন,—"বল মা, হঠাৎ তোমার মনে এ বিষয়-জ্ঞানের বাসনা কেন জন্মিল ?"

লজ্জায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে উত্তর দিলেন,—"ভাগবত পাঠ করিতে করিতে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। কিছু নয়।"

সে স্থানে বসিয়া থাকা অন্নপূর্ণার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। উঠিয়া যাইতে—উমাশঙ্কর কথা বলেন, তাহা শুনিবার লোভ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেও ইচ্ছা নাই। কিন্তু বড় লজ্জা—আর বসিয়া থাকা যায় না অন্নপূর্ণা উঠিলেন। নীলরতন বলিলেন,—"কোথা যাও মা ?"

"পিসিমার কাছে।"

দুই পদ অগ্রসর হইলেন। লজ্জায় ও সঙ্কোচে পায় পায় জড়াইয়া যাইতে লাগিল। একবার ফিরিয়া উমা-শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি দেখিতে ভরসা হইল না। বইখানি লইয়া যাইবেন ইচ্ছা ছিল। দুই চারি পা যাওয়ার পর তাহা মনে পড়িল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বই লইতে সাধ্য

হইল না এ অবস্থা সুখময় কি দুঃখময়? অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

একবার সেই দেবী প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে উমাশঙ্করে ইচ্ছা ছিল। যতক্ষণ তিনি দৃষ্টি সীমার মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার সে সাহস হইল না। যখন সাহসে ভর করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সে দেবী দৃষ্টি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। একটী অস্ফুট দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইল। মুখখানি একটু নিষ্প্রভ হইল।

এই সময়ে হরকুমার বাবু বাহির হইতে বলিলেন,—"দাদা কোথায় গো?"

নীলরতন বলিলেন,—"এস ভায়া।"

হরকুমার বাবু তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"দেশ হইতে দুইটি পূর্ব্ব পরিচিত আত্মীয় আসিয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ কশীবাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য সমস্ত দিন বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। এজন্য এদিকে আসা হয় নাই। মা কোথায়? আর কোন অসুখ নাই তো?"

নীলরতন বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা এখানেই ছিলেন, এই চলিয়া যাইতেছেন। ভালই আছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"বাবাজি! যোগেশ্বরী দেবীর সহিত আজি আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"না"

হরকুমার আবার বলিলেন,—"আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। আজিই দরকার। ছেলেবেলার কোন কথা আপনার মনে পড়ে কি?"

"কি রকম কথা?"

"কোন লোকের কথা? কাহারও চেহারা? কাহারও মুখের ভাব?"

উমাশঙ্কর চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"একটী সুন্দরী নারীর কাতর মুখ আমার মনে পড়ে। তিনি আমার কে, বা তাঁহার কি হইল, অথবা কেনই তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না, তাহা আমার মনে নাই। ভাবিলেও সে কথা আমার মনে পড়িবে না। ইহা ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে হয় না।"

হরকুমার আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, সেই যে মুখ মনে পড়ে, তাহার অনুরূপ মুখ আর কোথায় আপনি কখন দেখিয়াছেন?"

"না।"

"সে মুখখানি কেমন তাহা আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন ?"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন;—"তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইদানীং যদি কখন দৈবাৎ আমি আমার প্রতিরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার চক্ষু দেখিয়া সেই মুখখানি, সেই চক্ষু দুটা মনে পড়ে।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে থাকিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য হইতে কিছু দিনের জন্য এ দেশে থাকিব না। আপনাদের নিকট আপাততঃ বিদায় লইতেছি।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"কতদিন আপনার বিলম্ব হইতে পারে বোধ করেন ?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ঠিক বলা যায় না। এক মাস ছাড়াইবে বোধ হয় না।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"যে দুইজন আত্মীয় আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার স্থানাদি সব ঠিক হইয়াছে ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপাততঃ একরকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি কোন অসুবিধা হয় তাহা হইলে তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সন্ধ্যার পরে তাঁহারা তোমার

সহিত আলাপ করিতে আসিবেন। তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের প্রধান অধ্যাপক—অতি সুপণ্ডিত। সঙ্গে তাঁহার ছেলে তাঁহারা আমার প্রভু-পুত্রের দৌরাত্মে উৎপীড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুত্র নবীনকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীকে আমার পূর্ব্ব প্রভু শ্যামলাল হরণ করিবার চেষ্টা করেন। পুত্র-বধূটী কোথায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, বা অপর কোন দুষ্টের হাতে পড়েন, তাহার ঠিক নাই। তাহার পর শ্যামলাল নিরীহ পিতা-পুত্রের উপর অযথা অত্যাচার করিতে থাকেন। ইহারা সমাজ-ভ্রষ্ট কলঙ্কিত, গৃহ-শূন্য হইয়া অবশেষে কাশী আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বিপদের সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাদের মুখেই ক্রমশঃ শুনিতে পাইবে।”

নীলরতন বলিলেন,—“তবে ত বড় ভয়ানক অবস্থাতেই ইঁহারা পড়িয়াছেন।”

হরকুমার বলিলেন,—“যতদূর হইতে হয়। আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য বিষয়ের কোন কোন সংবাদ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিয়াছি। সংবাদ আমাদের অনুকূল নহে। বাধা অনেক। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

নীলরতন বলিলেন,—"এস বাবা।"

তাহার পর হরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন;—"চল ভায়া, আমরাও একবার মা গঙ্গার কাছে যাই।"

তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

# যোগেশ্বরী।

## অষ্টম খণ্ড—হলাহল।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## পরিবর্ত্তন।

শ্যামলাল বাবুর সেই সুবিস্তৃত বৈঠকখানার শোভা ও সমৃদ্ধি যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার যে যে সরঞ্জাম দেখা গিয়াছিল, এখন তাহার অনেক নাই। সেই পূর্ব্বস্থানে পূর্ব্বকালের ব্র্যাকেট রহিয়াছে, কিন্তু তাহার উপর যে মেকের ক্লকটা বসান ছিল, সেটি আর এখন নাই; তাহার স্থানে একটা বাজারে টাইমপিস্ বসিয়াছে। ঘরের কোণগুলিতে ব্রঞ্জ পেডাষ্টেলের উপর মারবেল পাথরের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীর অনেকগুলি অতি সুন্দর নারী-মূর্ত্তি বসান ছিল। আধারগুলি এখনও আছে, কিন্তু সে ছবিগুলি আর সেখানে নাই। ঘরের মধ্যস্থলে একখানি লেজারসের ওভাল মারবেল টেবিল ছিল; সে স্থানে এখন একখানি কাপড় ঢাকা কাঠের টেবিল বসিয়াছে। ইত্যাদি রূপ অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্যামলাল বাবু যে শয্যায়

বসিয়া আছেন, তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। একখানি রূপার পায়া ও দাণ্ডিযুক্ত প্রকাণ্ড খাটে, মুর কোম্পানীর আইরণ ম্যাট্রেস লাগান ছিল; সেই গদির উপর কিংখাপের চাদর মোড়া ও চারিদিকে মকমলের বালিস দেওয়া একটী বিছানা ছিল। সেই স্থানে এখনও বিছানা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাব কিছুই নাই। সেগুণ কাঠের একখানি খাটের উপর খেরোর গদি ও বালিস দেওয়া, একটী বিছানা সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শ্যামলাল বাবু বেলা তিনটার সময় একাকী সেই শয্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহের কুত্রাপি সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ছিল না; তথাপি নিশ্চিন্ততা ও স্বকীয় প্রাধান্য-বোধ-সম্ভূত যে একটু সতেজ ভাব ছিল, এক্ষণে তাহার এক বিন্দুও নাই। দারুণ চিন্তার ভার তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার লোচন যুগল প্রভাশূন্য হইয়াছে, মুখমণ্ডল উদ্বেগময় হইয়াছে, ললাটে চিন্তার রেখা-পাত হইয়াছে, শরীরে স্থূলতা প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, দৃষ্টি কেমন উদাস ও সন্দিগ্ধ হইয়াছে। এখন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে নূতন লোক বলিয়াই

মনে হয়। শ্যামলালের পার্শ্বে এখন সে রূপার সরপোস ও জিঞ্জিরযুক্ত, রজত কলিকা ও সোণার মুখনল বিশিষ্ট প্রকাণ্ড রূপার গুড়গুড়ি নাই। এখন একটী বাজারে সামান্য গড়গড়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আর পূর্ব্বকালে নিরন্তর তাঁহার কলিকা হইতে যে সুরভিময় ধূমরাশি উদ্গত হইত, এখন তাহার কিছুই নাই। তিনি কখন তামাক টানিবেন মনে করিয়া ভৃত্যগণ যে আয়োজন সতত করিয়া রাখিত, এখন প্রয়োজনেও তাহা আর পাওয়া যায় না। শ্যামলাল কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাহা শীতল। ডাকিলেন,—"রামা, রামা!" কেহ উত্তর দিল না, কেহও আসিল না। শ্যামলালের কণ্ঠস্বরেরও ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে অত্যুচ্চ সতেজ, রাসভ-নাদ-বিস্তারী কণ্ঠ হইতে এখন ক্ষীণ, ভীত, ও কাতর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। রামা আসিল না কেহ উত্তর দিল না। যাঁহার আজ্ঞা ব্যক্ত হইবামাত্র, অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেও, লোকের অভাব হইত না, আজি তাঁহার তামাক সাজিয়া দিবার জন্যও একটা লোক অগ্রসর হইল না।

কেহ আসিল না দেখিয়া, শ্যামলাল সেই অগ্নিশূন্য হুকাই দুই চারিবার টানিলেন। তাহার পর একটু চিন্তা

করিয়া আবার ডাকিলেন,—"রামা—রামা—রামা!" এবারও কোন উত্তর নাই। শ্যামলাল আবার কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামলালের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! শ্যামলালের আর সে উচ্চ দেহ নাই। মাজা ভাঙ্গা বৃদ্ধের ন্যায়, তাঁহার দেহের উর্দ্ধভাগ সম্মুখে নত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বার সন্নিধানে গমন করিয়া, শ্যামলাল আবার ডাকিলেন, "রামা—রামা!"

এবার রামা উত্তর দিল। বলিল,—"কি? যাচ্ছি।"

শ্যামলালের মনে বড় ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু তিনি সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, —"একটু তামাক চাই।

রামা উত্তর দিল না। শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব শয্যায় উপবেশন করিলেন। মনে অনেক চিন্তার উদয় হইল। তিনি স্বকায় এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটিত অনেক আলোচনা করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, অদ্য তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহার নিকট সকল কথা জানাইয়া প্রতীকারের উপায় করিবেন।

একমাস হইল শ্যামলাল স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি পত্নীর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে

নানারূপ ক্লেশের অধীন হইতে হইয়াছে। জীবনে যে স্ত্রীর তিনি কখন মুখ দর্শন করেন নাই, সেই স্ত্রীর নিকট তিনি দুই দিন গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। প্রথম প্রথম তিনি ক্রোধ ভরে হরিচরণের সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হরিচরণ তাঁহার ভাব দেখিয়া আর তাঁহার নিকটে আইসেন না। দ্বারবান্, ভৃত্য, সহিস, কোচম্যান্ কেহই আর তাঁহার কথা শুনে না। অগত্যা তাঁহাকে এখন অনেক অনুসন্ধান করিয়া হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। সাক্ষাতে হরিচরণ বলিয়াছেন,—"আপনি যদি আমার সহিত রাগারাগি করেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি অপনার ভালর জন্যই দান পত্র লেখাইয়া দিয়াছি। আপনি তাহা ভাল মনে না করিলে আমি নাচার। এক্ষণে গিন্নি আমার নিকট কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া আমাকে বিদায় দিলে আমি চলিয়া যাই।"

শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, তাহাকে কোন কথা বলার কথা নাই। তখন তিনি নিতান্ত কাতর ভাবে, তাহার নিকট, আর কিছু হউক না হউক, দিনান্তে এক বোতল মদের দাম ভিক্ষা করিয়াছেন। উত্তরে হরিচরণ বলিয়াছে

যে, গিন্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার কোন কাজই করিবার ক্ষমতা নাই, একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অধিকার নাই; কাজেই গিন্নীর কাছে দরবার না করিলে, বা তাঁহার হুকুম বাহির করিতে না পারিলে, শ্যামলালের আর কোন ভরসাই নাই।

শ্যামলাল অনন্তরজাত সকল ঘটনাই মনে মনে আন্দোলন করিলেন। স্থির করিলেন, আর একবার গিন্নীর সহিত দেখা করিয়া, তাহার পর এদিক ওদিক যাহা হয় করিয়া ফেলিবেন।

সুখের কোন পারাবতই আর শ্যামলালের সমীপাগত হয় না। যাহারা নিরতিশয় সৎপরামর্শ মনে করিয়া শ্যাম-লালকে দানপত্র প্রদান বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহারা আর কেহই দেখা দেয় না। যাহারা নূতন নূতন নারীর সন্ধান দিয়া ও সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া শ্যামলালের অনু-গ্রহ উপভোগ করিত, তাহারও আর আইসে না। শ্যাম-লালের এই দশা বিপর্য্যয়ে দেশের লোক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কুলবালাগণ কতকটা ভরসা পাইয়াছে।

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, বিধুমুখী সুন্দরী বটেন। সে যে সকল নারী লইয়া মত্ত থাকে, তাহাদের তুলনায় বিধুমুখী বিদ্যাধরী! স্ত্রীর সহিত

আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে তাহার বড়ই বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু কোনই সুযোগ হয় নাই। বিধুমুখী তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেন নাই। দাসীর দ্বারা দূর হইতে দুই একটি কথা বলিয়াই বিদায় করিয়াছেন।

রামা অনেক বিলম্বে, ছোট কলিকা করিয়া একটু তামাক সাজিয়া আনিল। শ্যামলাল দুই চারিবার তাহা টানিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে স্বকীয় অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অন্তপুর দ্বারে যে ভোজপুরী পাহারাওয়ালা ছিল, সে শ্যামলালকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন সম্মান প্রকাশ করিল না। হতভাগ্য শ্যামলাল তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া, দ্বার অতিক্রম করিবার উপক্রম করিলে, সে বাধা দিয়া কহিল,—"বাবু কোথা যাইতে চাহেন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্দর।"

পাহারাওয়ালা বলিল,—"হুকুম নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার অন্দরে আমি যাইব, কাহার সাধ্য বারণ করে। কে তোমাকে এরূপ হুকুম দিয়াছে?"

পাহারা। দেওয়ানজি সাহেব।

শ্যামলাল। অন্য লোক সম্বন্ধে হুকুম দিয়া থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কখনই সে এরূপ হুকুম দেয় নাই।

পাহারা। আপনারই সম্বন্ধে।

শ্যাম। আমার সম্বন্ধে!

পাহারা। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্ব্বল, হীনপ্রকৃতি, চরিত্রবলবিহীন শ্যামলাল সাহসকরিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। অহো কি দুর্ভাগ্য!

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সারদা দাসী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে গিন্নির কোন বার্ত্তা লইয়া হরিচরণের নিকট গমন করিয়াছিল। সে বোঝা হরিচরণের কাছে নামাইয়া, তাহার প্রদত্ত বোঝা লইয়া এক্ষণে আবার গিন্নির কাছে ফিরিতেছে। তাহার রকম সকম চিরদিনই বেয়াড়া, আজি কালি তাহার মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রভুতাও সর্ব্বত্র অযথা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সর্ব্বেশ্বরী গিন্নির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা; তাঁহার সকল কার্য্যই সারদার মন্ত্রণা সাপেক্ষ। এই বৃহৎ সংসারের এক প্রকার মালিক স্বরূপ হরিচণ বাবুও সারদার সহিত প্রণয়-সূচক ব্যবহার করেন এবং নিরতিশয় আত্মীয়বৎ সম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহাদের আত্মীয়তা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে।

সুতরাং সারদার মান ও অহঙ্কার বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারদার চালি চলনও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে হাল্কা প্রাণের লোক হইলেও, বাহিরে সে এখন খুব ভারি হইয়াছে। সামান্য চাকর বাকরদের সঙ্গে সে এখন কথাই কহে না। সাহস করিয়া অন্যান্য দাস-দাসী তাহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসরও হয় না। নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইলে, দায়মুক্তির জন্য, বিপদে সহায়তার জন্য, সকলে সারদার শরণাগত হয় বটে; কিন্তু লোকে বড়ই সাবধান ভাবে তাহার সহিত কথা কহে; নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিতভাবে তাহার করুণা উদ্রেক করে।

সারদাকে দর্শনমাত্র সেই ভোজপুরী দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে সেলাম করিল এবং শ্যামলাল বাবুকে, সারদার পথ ছাড়িয়া, একটু সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল। গর্ব্বিতা বিলাসিনী সারদা, হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, শ্যামলালের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"কে গা বাবু যে! তা এখানে কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সারদা, একবার গিন্নির সহিত দেখা করিবার দরকার হইয়াছে। তা এ হতভাগা দ্বারবান্ বেটা আমাকে যাইতে দিতে চায় না। দেখ দেখি এর আক্কেল।

সারদা একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলিল,—"তা বাবু গিন্নির হুকুম না পাইলে ও যেতে দিতে পারে কি ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার বাড়ী-ঘর, আমার বিষয়, আমার স্ত্রী ; আমি যেথানে খুসি যাইব, এজন্য কাহারও হুকুম লইবার দরকার কি ?"

সারদা এবার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—"জন্মে কথন যার মুখ খানাও দেখিতে না বাবু, এখন তার কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসার দরকার পড়েছে। কিন্তু সে তোমার এ শুক্‌না আদর ভালবাসে না, তোমার যখন তখন যাওয়া আসাও পছন্দ করে না। কাজেই হুকুম না পেলে দ্বারবান যেতে দেবে কেন ?"

শ্যামলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হায়! কাল দানপত্র লিখে দিয়েই আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। গিন্নির তো মনে করা উচিত যে এ সকলই আমার। আমার কৃপায় তিনি আজি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছেন।"

সারদা বলিল,—"গিন্নি তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, তাঁর অদৃষ্টে এই ঐশ্বর্য্য লাভ ছিল, তাই আপনার এমন মতি হইয়াছিল। এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন দরকারও তিনি দেখিতে পান না।

হরিচরণ বাবুর যত্নে এ সকল কাজ ঘটিয়াছে। সে জন্য তিনি হরিচরণ বাবুর নিকট সমূহ কৃতজ্ঞ। হরিচরণ বাবু দিন রাত্রি সকল সময়েই অন্দরে যাওয়া আসা করেন; সে বিষয়ে কোন বারন নাই; কারও হুকুমেরও প্রয়োজন নাই।"

শ্যামলাল আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণের যে অধিকার আছে, আমার নিজ বাড়ীতে সে অধিকার নাই!"

সঙ্গে সঙ্গে সারদা বলিল,—"তাতো নাইই বাবু। হরিচণ বাবু গিন্নী ঠাকুরুণের প্রাণের বন্ধু।"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রাণের বন্ধু—হরিচরণ—যখন তখন যাওয়া আসা করে। এ সকল কি কথা সারদা?"

সারদা বলিল,—"কথা যাই হউক, তাতে আপনার আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আপনি তো কখনই গিন্নীকে ভালবাসিতেন না, কখন একটা মুখের কথাও কহিতেন না। সে লোকের যেই বন্ধু হউক, আর যার সঙ্গেই তার মনের মিল হউক, তাতে আপনার কি?"

শ্যামলাল এ সকল সংবাদই শুনিয়াছেন, জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন। তথাপি কথাটা তাঁহার মুখের উপর এরূপ

প্রকাশ্য ভাবে বলায় তিনি একটু ব্যথিত হইলেন। শ্যামলাল অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারদা বলিল,—"গিন্নির সঙ্গে দেখা করা যদি নিতান্তই আপনার দরকার হয়ে থাকে, তা হলে এখন আপনি ফিরে যান। আমি ...র সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে সময় মত আপনার কাছে খবর পাঠাইয়া দিব।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন, "এখন দেখা হবে না তবে? কেন এখন দেখা হওয়ায় কি দোষ ছিল?"

সারদা বলিল,—"দোষ কিছু নয়—তবে এখন ঘণ্টা খানিকের মধ্যে হরিচরণ বাবুর আসিবার কথা আছে। সুতরাং এখন কোন মতেই আপনার যাওয়া হতে পারে না।"

শ্যামলাল বলিল,—"কেন হইতে পারে না? আইসে হরিচরণ আমার সম্মুখেই আসিবে। তাহার কথা আমার সম্মুখেই সে বলিবে। হরিচণ কখন আসিবে তাহার ঠিক নাই; সে চাকর আমি মুনিব। তাহার জন্য আমি স্বামী দরজা হইতে ফিরিয়া যাইব।"

সারদা বলিল,—"হরিচরণ বাবুর আগমন আপনার সম্মুখে হইতে পারে না। তাঁহার কথাবার্ত্তা অনেক রকম; লোকের সামনেও তাহা হয় না। চাকর তিনি

ছিলেন বটে, কিন্তু গিন্নী তাঁহাকে এখন প্রাণের প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং আপনার এখন চলিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তা আপনি যান এখন, আমি আপনাকে একবার দেখা করার সুযোগ করিয়া সংবাদ দিব।"

সারদা চলিয়া গেল। অধোবদনে কাপুরুষ, নরাধম শ্যামলাল এই সকল বাক্য শ্রবণ করিল। সে কখনই মনুষ্য ছিল না; সুতরাং মনুষ্যোচিত কোন ভাবই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কাপুরুষ।

নিঃসহায় ও নিরুপায় শ্যামলাল ধীরে ধীরে ও অধো-বদনে বাহিরের বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিবার সময় একবার আস্তাবলের নিকটস্থ হইলেন এবং জরিফ কোচ-ম্যানকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কোচম্যান সাহেব তাঁহার পাকা কাঁচা দাড়ি গুলি তখন আয়না ধরিয়া দেখিতে ছিলেন এবং একখানি কাঠের চিরুণি লইয়া আঁচড়াইতে ছিলেন। শ্যামলাল বাবু ডাকিতেছেন দেখিয়াও, কোচম্যান হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল না। শ্যামলাল অনেকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় তাহাকে ডাকিলেন এবার কোচম্যান, হাতের আয়না ও চিরুণি ফেলিয়া, শ্যামলাল বাবুর নিকটে আসিল এবং জিজ্ঞাসিল, —"বাবু, কি খবর?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এক খানা গাড়ি জোতাও।

পাল্কী গাড়ী হইলেই চলিবে। থানার দারোগা উমেশ বাবুকে, একবার আমার নাম করিয়া, ডাকিয়া আনিতে হইবে।"

কোচম্যান ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"তা আমি পারি না তো বাবু। দেওয়ান বাবুর হুকুম ছাড়া গাড়ি জুতিবার উপায় নাই—গাড়ি কোথায় পাঠাইবারও উপায় নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বটে! আমি যদি নিজে চড়িয়া কোথায়ও যাই।"

কোচম্যান বলিল,—"দেওয়ান বাবুর কাছে দরবার না করিয়া আপনাকেও গাড়ি দিতে আমাদের এক্তিয়ার নাই।"

শ্যামলাল দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"জরিফ! তুমি অনেক দিনের চাকর। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সাবেক লোকের মধ্যে কেবল তুমিই আছ। তুমি এ বিপদে আমার একটু সাহায্য না করিলে আমি প্রাণে মারা যাই।"

জরিফ কোচম্যানও ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমি এসংসারের অনেক দিনের চাকর। কর্ত্তার আমলেও আমি এ সংসারে চাকরী করিয়াছি। তখন আপনি

হন নাই। আপনাকে ছেলেবেলায় আমি অনেক কোলে পিঠে করিয়াছি, ধরিয়া ধরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ি হাঁকাইতে শিখাইয়াছি। বাবু, ইদানীং আপনার এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া আমারও বড় কষ্ট হয় বটে। কিন্তু কি করা যাইবে, সকলই নসিবের ফল।”

একমাসের মধ্যে এই বৃহৎ পুরীতে শ্যামলাল আর এক দিনও কাহার সহানুভূতি পান নাই। আজি এই বৃদ্ধ কোচম্যানের মুখে কতকটা সমবেদনার আভাষ পাইয়া তাঁহার চিত্ত যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বলিলেন,—“আমার নসিব চিরদিনই বড় ভাল ছিল। হঠাৎ এমন হইল কেন?”

জরিফ বলিল,—“আপনার নসিব খুবই ভাল ছিল। লোকে এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া বলে, তাহাই আপনার হইয়াছিল। সে অনেক কথা—আপনি তাহার কিছুই জানেন না, জানিবার এখন কোন দরকারও দেখিতেছি না। এক লোক সব কথা জানিতেন—আপনার সাবেক দেওয়ান হরকুমার বাবু। আপনি তাঁহাকে তাড়াইয়াছেন। আর জানি আমি—আমি এখনও আছি। কিন্তু সে কথা যাউক। আপনার মত নসিব দুনিয়ায় আর কখন কারও ঘটে নাই। কিন্তু আপনি বড় পাপী।

খোদা হক বিচারের মালিক। এত পাপ যে করে তাহার কি কখন ভাল হয়?”

এ কথা শ্যামলাল আর কখন শুনেন নাই। একদিন হরকুমার বাবু তাঁহাকে ধীরে ধীরে, অতীব কোমল ভাবে, তাঁহার পাপের কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, শ্যামলাল, নিরতিশয় বিরক্তির সহিত, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। সেই অবধি সেই অকৃত্রিম হিতৈষীর আর সন্ধান নাই। আর আজি সেইরূপ কথা; জরিফ কোচম্যান, সুস্পষ্টরূপে তাঁহার মুখের উপর ব্যক্ত করিল। সে দিন দেওয়ান হরকুমার বাবুর উপর বড় রাগ হইয়াছিল। কিন্তু আজি জরিফের কথা শুনিয়া বড় চিন্তার উদয় হইল। বলিলেন,—আমি কি বড়ই পাপী? আমি কি অনেক পাপ করিয়াছি জরিফ? হাঁ, করিয়াছি বটে। কিন্তু তুমি কি মনে কর, সেই পাপের জন্যই আমার এত সাজা হইতেছে?”

জরিফ বলিল,—“তার আর ভুল নাই। সাজা আপনার ঢের হইয়াছে, আর এর চেয়ে বেশী সাজা হইতে পারে না। আপনাকে বলাই ভাল। দুনিয়ার সকল লোকই জানে, আপনি অবশ্য কতক জানেন;

এ সকল কথা এখন বুঝাইয়া বলায় দোষ নাই। আপনি পরম ধার্ম্মিক হরকুমার বাবুকে তাড়াইয়া, ছোটলোক সন্তান হরিচরণের উপর কাজের ভার দিলেন। সে ছোটলোক আপনার সকল কাজেরই ভার লইল। আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন, অথচ সে স্ত্রীর এক দিন মুখ দেখিতেন না, দুটা মুখের কথাও তাহার সঙ্গে কখন কহিতেন না। আপনার পেয়ারের হরিচরণ আপনার স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি ঘটাইল। দিনরাত্রি তাহারা আমোদ আহ্লাদ চালাইতে লাগিল। আপনি অনেক সতী-লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, সেই পাপে আপনার ঘরের লক্ষ্মী ভ্রষ্টা হইল। আপনি বাহিরে হয়ত একটা কদাকার কৈবর্ত্তমাগীর সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছেন, এ দিকে আপনার ঘরের মধ্যে পরীর মত খপসুরত বিবিকে কুকুরে ভোগ করিতে লাগিল।—”

শ্যামলাল হাঁ করিয়া, জরিফের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—“বুঝিয়াছি জরিফ, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

জরিফ বলিল,—সর্ব্বনাশ আপনার যতদূর হইতে হয় তাহাই হইয়াছে। হরিচরণ আর আপনার পরিবার এক মন, এক প্রাণ। তাহারা কৌশল করিয়া আপনার

নিকট বিষয়-পত্র এমনই করিয়া লিখাইয়া লইয়াছে যে বাড়ীতে পেটের দুটা ভাত, আর পরিবার একখানা কাপড়েরও আপনার আর দাওয়া নাই।”

বিধুমুখির সহিত হরিচরণের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে শ্যামলাল অনেক দিন হইতে অনেক প্রকার সংবাদ পাইয়া আসিতেছিল। ইদানীং তৎ সম্বন্ধে তাহার আর কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নরাধম শ্যামলাল সে বিষয়ে কখনই মনোযোগী হয় নাই, দেখিয়াও তাহা দেখে নাই এবং তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন আবশ্যকতা সে অনুভব করে নাই। অদ্য এ সকল কথা শুনিয়া তাহার মনে বিশেষ কোন ক্লেশোদয় হইল না; কিন্তু স্বকীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। বলিল,—“যে ভুল হইয়াছে, তাহার তো আর হাত নাই। এখন কি উপায়ে আমার বিষয় আশয় আবার আমার হাতে আইসে, তাহার কোন পরামর্শ দিতে পার?”

জরিফ বলিল,—“বিষয় আশয় হাতে আসিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। আপনার স্ত্রীর মৃত্যু না হইলে, এ বিষয় আপনার হাতে আসিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যু

হইলে, আপনি হকদার হইয়া সব ফেরৎ পাইতে পারেন।

শ্যামলাল বলিল,—"তা সে তো সুস্থ, সবল, বেশ আছে। মরিবার কোন লক্ষণই তো তাহার দেখা যাইতেছে না।"

জরিফ বলিল,—"আমরা হইলে কখনই যমের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম না। নিজেই যম হইয়া তাহার সকল কাজ চুকাইয়া দিতাম।"

শ্যামলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল'—"কোন সুযোগ নাই। অন্দরে কোন লোক যাইতে পায় না। কি রূপে কাজ শেষ করা যায়? বিশেষ আমার আর লোক নাই। আমার হুকুম কেহ শুনে না। হাতে পয়সা নাই আমি কি করিতে পারি।

জারিফ একটু বিরক্তির সহিত বলিল,—করিলে আপনি সবই করিতে পারেন। কিন্তু আপনি নিতান্ত বদ্‌বক্ত; কাজেই আপনাকে দিয়া কিছুই হইবে না। আপনি এত বড় শরীর লইয়া গোস্তের বোঝা টানিয়া বেড়াইতে পারেন, আর নিজের স্ত্রী ঘরে বসিয়া ব্যভিচার করিবে, বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবে, আপনার বিষয় লইয়া কুত্তার সহিত ইয়ারকি দিবে, আপনাকে পথের ভিখারী করিয়া রাখিবে, আপনি সে সকল বসিয়া দেখিতে

ভুগিতে, সহিতে পারিবেন, তবু তার প্রতিকার করিতে পারিবেন না? ধিক্ আপনাকে! বাবু, একটা স্ত্রীলোক আর একটা ভেড়ুয়া এই কাণ্ড করিতেছে, আর আপনি উপায় কি ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। কিছু যদি না পারেন, তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরুন না কেন, সে তো সোজা কাজ।”

জরিফ চলিয়া গেল। শ্যামলালের কোন উত্তর শুনিবার নিমিত্ত সে আর অপেক্ষা করিল না। বড় তীব্র তিরস্কার। এমন স্পষ্ট কথা’ এমন সহজ উপদেশ শ্যামলাল জীবনে আর কখন শুনেন নাই। তাঁহাকে কেহ কখন কোন হিত কথা বলিতে সাহস করে নাই; সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিবার উপক্রম করিলেও, শ্যামলালের বিরক্তি দেখিয়া, সে সঙ্কুচিত ও নিরস্ত হইয়াছে এবং হয়ত তাহার সেই চেষ্টা হেতু তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি ক্ষুদ্র কোচম্যান, সামান্য দাস, তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়া দিল। দঃখের ও দুরবস্থায়, বিপদে ও যাতনায় শ্যামলালের অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সেই শ্যামলাল ও এই শ্যামলালে কতই প্রভেদ। তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন ও তৎসমস্ত উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিলেন।

ধীরে ধীরে, ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামলাল বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। জরিফ যাহা বলিল, মনে মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধুমুখী আর হরিচরণ দুই জনকে মারিয়া ফেলিবার উপায় করিব কি? তাহারা ব্যভিচার-নিরত তাহাতে ক্ষতি কি? সে জন্য শ্যামলাল তাহাদের নিপাত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। বিধুমুখী না মরিলে পুনরায় তাঁহার সম্পত্তি হস্তগত হইবে না। এটা ঠিক কথা এবং এজন্য তাহাকে মারিয়া ফেলা উচিত বটে। তাহারই চেষ্টা দেখিব কি? স্বয়ং তাহা পারিব কি? কাহাকেও বলিব কি? থাক না কেন আর দুই দিন—যদি তাহাদের দয়া হয়—যদিই দয়া করিয়া বিধুমুখী আমার সম্বন্ধে কোন সুবিচার বা কোন সদ্ব্যবস্থা করে। আর একবার যেমন করিয়া হউক দেখা করিতে হইবে।

জরিফ যে আর একটা কথা বলিল, তাহার অর্থ কি? এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া কি? বলিল, সে অনেক কথা—আমি তাহার কিছুই জানি না। হরকুমার বাবু জানিতেন, আর জরিফ জানে। এ সকল কি কথা? আর এক দিন হরকুমার বাবুও এইরূপ একটা কি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিয়াছিলেন, এরূপ না

ঘটিলে ; এই সম্পত্তি হয়ত আমার হাতে নাও থাকিতে পারিত। অবশ্যই এ সকল কথার কোন অর্থ আছে। কি সে অর্থ ?

হতভাগা শ্যামলাল সেই স্থানে বসিয়া আপনার জীবনের সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ও এরূপ দুর্দ্দশা কখন কাহারও ঘটে কি না সন্দেহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### পশু।

রাত্রি ৮টা। বিরাজমোহিনী, সেই প্রকোষ্ঠে এক খানি সোফার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতেছেন। ঘরের কড়ি হইতে বিলম্বিত দুইটা শোভায় আলোকাধার হইতে অতি সুনির্ম্মল আলোকরাশি নিঃসৃত হইতেছে। ঘরের চারিদিকে রমণীয় তৈলচিত্র সমূহ বিলম্বিত। অনেক চেয়ার, অনেক ড্রয়ার, অনেক টেবিল অনেক হোয়াট-নট ইত্যাদি ঘরের চারিদিকে যথাযথ স্থানে নিপতিত। অতি উৎকৃষ্ট কার্পেট দ্বারা ঘরের মেজে সমাচ্ছন্ন।

চিত্রগুলি বিলাতি এবং শিল্পোন্নতি ও শিল্পকৌশল প্রদর্শনের ওজরে নিরতিশয় অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ। কুরুচি শব্দের আজি কালি যেরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে অনেক সুরুচিসঙ্গত সদ্ব্যাপারও কুরুচির মধ্যে পড়ে। আমরা কুরুচি. শব্দের এই

দুর্গতি দেখিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ বিনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। এখন কাজ অপেক্ষা কথায় দোষ বেশী; ভিতর অপেক্ষা বাহিরই বিচার্য্য বেশী। রাম নামক এক ব্যক্তি শ্যামের ভগ্নীপতির খুড়তুতো ভাই; রাম, এই সম্পর্ক ধরিয়া, শ্যামকে দেখিতে পাইলেই, শ্যামের ভগ্নী যিনি যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক গ্রাম্য রসিকতা করে; যাহা মনে ভাবিলেও রুচির দোষ হয়। এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া বলে এবং এমন সকল রহস্য ব্যক্ত করে, যাহা শুনিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, শ্যামের ভগ্নিবর্গের সহিত রামের নিশ্চয়ই অবৈধ আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। কিন্তু রামও জানেন, শ্যামও জানেন, পাড়ার দশজন লোকও জানেন যে, রামের সহিত শ্যামের ভগ্নিগণের প্রণয়ের অঙ্কুরও নাই; তাঁহাদের এই প্রণয় লীলা মুখের সীমা কখন ছাড়ায় না এবং এইরূপ মৌখিক রসিকতায় কখন কোন গুরুতর অনিষ্টও ঘটে না। হয়ত অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, শ্যামের যে এক ভগ্নী ছিলেন তিনিও অনেক দিন যমালয়ে গমন করিয়াছেন; তাঁহার আর ভগ্নী-নাই ও ছিল না। তথাপি রাম তাঁহার ভগ্নীদের আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না এবং সেই সকল কাল্পনিক কুলবালাকে স্বকীয় শয্যায় আনিয়া, তাঁহাদের

সহিত রঙ্গরসের বিরাম দিবে না। বর্ত্তমান কালের আইন অনুসারে রামের এই ব্যবহার নিতান্ত কুরুচি মাখা; রাম অসভ্যের এক শেষ, রাম ভদ্রসমাজের নিতান্ত অযোগ্য। রাম এরূপ না হইয়া যদি শ্যামের ভগ্নিগণকে নিজের সহোদরার সমান বলিয়া ব্যক্ত করিত, অথচ সুযোগ পাইলে তাঁহাদের মনচুরি করিয়া নৈশ-লীলায়প্রমত্ত হইত বা তাঁহাদের সহিত সংগোপনে প্রেমের রহস্যালাপ করিত, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি যিনি বিধবা তাঁহাদের ক্লেশে উৎকণ্ঠিত হইয়া, অশ্রুপাত করিতে থাকিত, কিংবা তাঁহাদের সন্তান মুখ সন্দর্শনের উপায় করিয়া দিয়া, শেষে ভ্রূণহত্যা বা আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দিত, তাহা হইলেও রামকে নিন্দা করিবার কোনই কারণ ছিল না,রামের তাদৃশ অনুষ্ঠান সমূহ কথনই সুরুচি বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইত না; এবং ভদ্র সমাজও কদাপি রামকে দুরাত্মা বলিয়া মনে করিতে পারিত না। সুতরাং এই রুচি বড়ই গোলমেলে জিনিস এবং ইহার সু ও কু নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন। আমরা কিন্তু সকলে রামকে পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি এবং একেলে রামকে নরকের কীট ও অস্পৃশ্য বলিয়াই বোধ করি।

বিধুমুখীর ঘরের ছবিগুলি কুরুচিপূর্ণ বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির ছবি আমরা বুঝি ভাল এবং তাহার কোন স্থানেই আমরা কুরুচি দেখি না। কিন্তু হাল আইনে ঐ সকল ছবি নিতান্ত কুরুচি মাখা; কেন না শিবের গায়ে জামা নাই। কালী রমণী মূর্ত্তি, অথচ উলঙ্গ; অহো কি ভয়ানক! কি ঘৃণিত! কি বিভীষিকাময়! কিন্তু ভিনসের যে নগ্নমূর্ত্তি, আদম এবং হবার যে উলঙ্গ প্রতিকৃতি, নেডস্‌গণের যে বারিসিক্ত বস্ত্রবিহীন আলেখ্য, নিদ্রিতা বিউটির যে অবসাদময় বিস্রস্ত ভাব, প্রমোদ কাননের সুন্দরীগণের যে বিলাসময়ী ভঙ্গী, স্নানার্থিনী দেবীর যে অপরূপ বেশ, মজ্জমানা বিলাসিনীর সাগরবক্ষে পুরুষ-স্কন্ধা-শ্রয়ে যে মনোহর অবস্থান, সে সকলই সুরুচি সঙ্গত; কারণ তৎসমস্ত চিত্রকরের অত্যদ্ভুত নিপুণতার ও চিত্র-শিল্পের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। হায় বিদ্যা! তোমার দোহাই দিয়া কত সময়ে কত বীভৎস কাণ্ডই জগতে ঘটিয়া থাকে। তাহাই হউক।

বিধুমুখী উপুড় হইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদের একজন পূর্ব্বপরিচিত সুরুচিসম্পন্ন সাম্যবাদী সুহৃদ আছেন। তিনি বিধুমুখীর এই অবস্থা আলোচনা

করিয়া বলেন, পুস্তক পাঠ করিতেছেন, ভালই করি
ছেন ; কিন্তু পুস্তক খানি বিদ্যাসুন্দর না হইয়া ব্রাহ্মসঙ্গ
হইলেই ভাল হইত। আমরা বলি, যে নারী পাপের পঙ্কি
হ্রদে গা ভাসাইয়াছে, যে রমণী নারীজাতির সার ধ
জলাঞ্জলি দিয়া নারকীয় আমোদে প্রমত্ত হইয়াছে,
স্বেচ্ছায় সমাজের ও কুলের মস্তকে পদাঘাত করি
অধর্ম্মের পথ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার অধীত পুস্তকে
আর ভাল মন্দ কি ? যাহার সকলি মন্দ, তাহার নিক
কিছুই ভাল প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমরা দেখিতে
পাইতেছি, আমাদের এই সাম্যবাদী বন্ধু, এই স্থানে
রোষ কষায়িত লোচনে, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
করিতে, বলিতেছেন, "কেন বিধুমুখীর অপরাধ কি
তাঁহার এই বয়স, এই রূপরাশি, এ সকল বিধাতৃ-দ
সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি কেন করিবেন না ? এ
প্রেতের সহিত তাঁহার সামাজিক বিবাহ হইয়াছে
সে বিকট বানর এই সুন্দরী-শিরোমণির মুখও দেখে
না, দেখিলেও সে এই রূপসী যুবতীর কখনই উপযুক্ত
নায়ক বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। তোমাদের
নিন্দিত সমাজের মস্তকে বাম চরণাঘাত করিয়া, তিনি
যদি স্বেচ্ছামত বিহার করিতে থাকেন, তিনি যদি তোমা

প্রাণ-মন বিমোহিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ নাই, প্রতি-হিংসা নাই, অনিষ্টসাধন বাসনা নাই। রূপোন্মত্ত শ্যাম-লাল, স্বকীয় অপরাধের নিমিত্ত পত্নীর চরণে সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে এখন কৃতসংকল্প। হা রূপ! তোমার কি বিমোহিনী শক্তি!

শ্যামলাল, নীরবে অগ্রসর হইয়া, পত্নীর নিকটস্থ হইল এবং তাহার অলক্ত রাগরঞ্জিত মোহন-মল-পরি-বেষ্টিত চরণযুগলে হস্তার্পণ করিল। সুন্দরী, সভয়ে ব্যস্ততা সহ, চরণদ্বয় অপসারিত করিয়া, উঠিয়া বসিলেন এবং ভীত অথচ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন,—"একি! তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে আসিতে দিল?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমি তোমার স্বামী, আমি দারবানকে বলিয়া কহিয়া, সারদাকে জানাইয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি। এজন্য তুমি এমন করিতেছ কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এখানে এরূপে আসিতে তোমার কোনই অধিকার নাই। যে তোমাকে আসিতে দিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই দণ্ড হইবে। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি তোমাকে একবারও স্বামী বলিয়া মনে করি না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধু! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি সত্য। যাহা হইবার হইয়াছে; আর আমি কদাপি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার অপরাধের জন্য আমি কাতর নহি, তোমাকে ক্ষমা করিবারও আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত পূর্ব্বেও আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। তুমি কেন আমাকে ত্যক্ত করিতেছ। তুমি দূর হও।"

হতভাগ্য শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার এত রূপ, এত শোভা, ইহা আমি কখন জানিতাম না। বিধুমুখী, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমাকে চরণে স্থান দেও; আমি ক্রীত দাসের ন্যায় তোমার নিকটে থাকিব, প্রাণপণে তোমার মনের মত হইয়া চলিব, তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কর্ম্মই করিব না, তুমি আমাকে কৃপা কর। আমার বিষয় আশয় সমস্তই তোমাকে দিয়াছি, প্রাণ-মন-দেহও তোমাকে দিতেছি। আমি আর কিছুই চাহি না, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার রূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, তোমার শোভায় আমার প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! বিধুমুখী! তুমি ছাড়া

আর আমার কোন গতি নাই। এ চরণের দাসকে তুমি এমন করিয়া দূর করিও না।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“তোমার সহিত কথা কহিতেও আমি ঘৃণা করি। তুমি আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হও। তোমাকে মনুষ্য বলিয়া আমি কখনই জ্ঞান করি না। তোমার ন্যায় ভল্লুকের সহিত প্রেমের কল্পনা করিতেও আমার শরীর সিহরিয়া উঠে। রামী বাগ্দিনী, দুগ্গী জেলিনী, নিতী ধোপানী প্রভৃতি অপ্সরাগণ তোমার যোগ্য প্রেয়সী। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তোমার কুৎসিৎ আকার দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছে; তোমার দেহের দুর্গন্ধে আমার বমি আসিতেছে; তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। তোমার সহিত প্রেমালাপ অসম্ভব। এক্ষণে তুমি কি চাও বল। দুইটা টাকা পাইলে তুমি বিদায় হইবে কি?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“না না বিধু! আমি টাকা চাহি না, সুখ সম্পদ কিছুই চাহি না, কেবল চাহি তোমার কৃপা। তুমি আমাকে দয়া না করিলে, আমি আত্মহত্যা করিব।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“তাহাতে বিশেষ ক্ষতি দেখিতেছি না। তোমার জীবনে আমার কখনই কোনই প্রয়োজন

নাই; সুতরাং তুমি আত্মহত্যাই কর আর রোগেই মর, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। এক্ষণে কি করিলে তুমি দূর হইবে তাহাই আমি জানিতে চাহি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তোমার ঐ চন্দ্রবদন একবার চুম্বন করিতে দাও, তাহা হইলে আমি আপাততঃ তোমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিব। আমি আর তোমাকে ত্যক্ত করিব না। আবার তোমার আদেশ মত সময়ে আসিয়া, তোমার রূপ দর্শনে চরিতার্থ হইব।”

বিধুমুখী প্রথমতঃ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! তুমি নরকের প্রেত, তুমি মেথরাণীর নাগর। তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে! দূর হও আমার সম্মুখ হইতে। যদি সহজে না যাও, আমি লোক দিয়া তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিব।”

যাহারা রূপোন্মত্ত হয়, তাহাদের মানাপমান, হিতাহিত কোন বোধই থাকে না। পাপীয়সী-পত্নীকৃত এই অপমান শ্যামলালের কর্ণে স্থান পাইল না। সে চিরদিন প্রেম বা হৃদয়ের কোন কারবার কখনই করে নাই। ইন্দ্রিয় ভোগ সে করিয়া আসিয়াছে এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইয়াছে। এরূপ

ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা পরতন্ত্র পশু কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দিতে পারে না। শ্যামলাল কোন অপমানের কথা মনেয়াও শুনিল না। সে বেগে গিয়া আপনার গাকে বেষ্টন করিয়া বসিল এবং বিধুমুখী কোনরূপ প্রতি-বন্ধকাচরণ করিবার পূর্ব্বে, সে তাহার বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে বিধুমুখী আপনাকে শ্যামলালের বাহু-মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং বেগে দূরে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"সারদা! রামমতি! নিস্তারিণী!"

তখনই অনেক দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধুমুখী ক্রোধ বিকম্পিত কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"এই হতভাগা শূকরটাকে এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দাও। যদি তোমরা না পার, তাহা হইলে দরওয়ান ডাকিয়া, মারিতে মারিতে ইহাকে তাড়াইয়া দিতে বল। বাও নরাধম! এখনও মানে মানে প্রস্থান কর। তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাকে লাথি মারিয়া দূর করিতাম; কিন্তু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষমা করিলাম।"

তৎক্ষণাৎ দাসীরা শ্যামলালের উভয় হস্ত ধারণ

করিয়া টানিয়া আনিল। শ্যামলাল কহিলেন,—বিধুমুখী, ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার স্বামী।"

নিদারুণ ক্রোধের সহিত বিধুমুখী বলিলেন,—"তুই হতভাগ্য কুক্কুর! তুই আমার দাসের দাস হইবার যোগ্য নহিস্। আমার স্বামী তুই? আমার স্বামী আমি স্বয়ং স্থির করিয়া লইয়াছি। তাহার কাছে মনে বা ব্যবহারে আমি কদাপি অবিশ্বাসিনী নহি।"

শ্যামলাল একটা কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু দাসীরা "চুপ চুপ, আর কথায় কাজ নাই" বলিয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই সাম্যবাদী বন্ধু মহাশয় বিধুমুখীর এই ব্যবহারের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, three cheers for th:: heroic lady! এই বীর নারী রমণীজাতির অলঙ্কার। হার সুনীতি, সত্যবাদিতা, মরাল করেজ অর্থাৎ সৎসাহস, তেজস্বিতা, প্রেমময়তা সকলই অতুলনীয়। কবে এ অধ তত দেশের ঘরে ঘরে এইরূপ রমণীরত্নের আবির্ভাব হই? " আমরা উত্তরে বলিয়াছি, তাহার আর বড় দেরী নাই, তাঁহারা যেরূপ আড়ে হাতে লাগিয়া সুনীতি প্রচার করি ছেন, তাহাতে এ পুণ্যভূমি অচিরে এইরূপ মরাল-করেজ-শালিনী রমণীতে ছাইয়া

যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন, "তোমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি কোন কাল্পনিক চরিত্রই এই বাস্তব নারীচরিত্রের নিকটস্থ হইতেও পারে না। এই নারীর কার্য্যকলাপ ভবিষ্যতে ভারতীয় সভ্যা ললনার আদর্শ হইবে।" আমরা ভাবিতেছি, ভগবানের যাহা মনে আছে, তাহা তো হইবেই; তবে ভূমিকম্পটা আর একটু বেশী রকমের হইলেই ভাল হইত না কি? তিনি আরও বলেন, "That stupid beast is rightly served; সে বিশ্বাস-ঘাতক নরাধমের বামন হইয়া চাঁদ ধরার আশা করা উচিত হয় নাই। তবে বিধুমুখী লাথি না মারিয়া, কেবল লাথি মারিতাম বলিয়াছেন, সে কাজটাও তার [illegible] নারীর পক্ষে ভাল হয় নাই। লাথি মারাই [illegible] should have been kicked the[illegible]

প্লেগ, [illegible] দুর্ভিক্ষ এততেও কিছু হয় না যে[illegible]

---

চিন্তনেও পাপ হয়, সে কেন এমন শোভাময়ী হইল? সে কেন এমন অলৌকিক শ্রীর আধার হইল?

বিধুমুখী উপবেশন করিলে, একজন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল; স্বয়ং সারদা গোলাপজল আনিয়া তাহার মাথায় ও মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল এবং আর একজন দাসীকে স্মেলিংসল্টের সিসি আনিয়া তাঁহার নিকটে স্থাপন করিতে বলিল। সে তাহার পর একখানি আতর মাখা তোয়ালে লইয়া সন্তর্পণে সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ, বাহুলতা, বদনকমল, বক্ষস্থল প্রভৃতি মুছাইয়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিধুমুখী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"জল দেও, মুখহাত ধুইব।"

তখনই দাসী চিলমচি ও রূপার ঘটিতে করিয়া জল ও সাবান আনিল। সুন্দরী সেখানে বসিয়াই মুখহাত ধৌত করিলেন; তাহার পর দর্পণের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমার চুলগুলা ঠিক করিয়া দেও।"

একজন তাহা করিতে লাগিল। বিধুমুখী আর এক জনকে আদেশ করিলেন,—"বরফ লেমনেড আন।"

সে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। বিধুমুখী ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া লেমনেড পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র উল্লাসে বিধুমুখীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দাসীগণকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন; তাহারা চলিয়া গেল।

হরিচরণ কিন্তু বিষণ্ণ; মুখখানা যেন মেঘে ঢাকা, কেমন ভার ভার। হরিচরণ নীরবে উপবেশন করিলেন—বিধুমুখীর নিকট হইতে একটু দূরে—স্বতন্ত্র আসনে। বিধুমুখীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি হরিচরণের এই ভাব দেখিয়া উদ্বেগ সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং এক হস্ত তাঁহার কেশে স্থাপন করিয়া ও অপর হস্তে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কাঁচা সোণা আজি কাল কেন? পুকুরের জল আজি তোলপাড় কেন? আমার প্রাণের বঁধুয়া আজি কাতর কেন?"

হরিচরণ, ধীরে ধীরে বিধুখীর হাত দুই খানি সরাইয়া দিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন—"আমি আপনার নিকট আজি বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমাকে আপনি আজি হইতে জন্মের মত বিদায় দেন।"

এ কি কথা! এ কি বজ্রাঘাত! বিধুমুখীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। সবিস্ময়ে সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে কি কথা হরিচরণ! তোমাকে বিদায়! প্রাণ থাকিতে! আমার মাথা খাও, বল বল, বল—কি হইয়াছে!"

হরিচরণ বলিলেন,—"বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমি কুঁজো, চিৎ হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছিলাম; আমি খোঁড়া, পাহাড়ে উঠিতে চাহিয়াছিলাম; আমি বামন, চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইয়াছিলাম। আমার কোন সাধই মিটিল না। যাহা হইবার নহে তাহা হইবে কেন?"

বিধুমুখী বড়ই ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন। হরিচরণের এরূপ অসন্তোষ, এত বিষণ্ণভাব, ইহাও কি ছাই প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারা যায়! সুন্দরীর উৎকণ্ঠা সীমাশূন্য হইয়া পড়িল। তিনি কাতর ভাবে হরিচরণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল হরিচরণ! তোমার মনে কি দুঃখ হইয়াছে? যদি আমার জীবন দিলে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে, তোমার মুখে আবার হাসি দেখিতে পাই, তাহা হইলে এখনই আমি তাহা করিব। বল, বল কি হইয়াছে?"

হরিচরণ বলিলেন,—"হবে আর কি? যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বাবুর ঘন ঘন যাওয়া আসা হইয়াছে—সন্ধ্যার পরেও আমাকে লুকাইয়া তাঁহাকে আসিতে দেওয়া

হইয়াছে, অবশ্যই মনে মনে এক হইয়া গিয়াছে, যাহা যাহা হইবার কথা তাহাই হইয়াছে—”

বিধুমুখী খল্ খল্ হাসিয়া বলিলেন,—“এই কথা, তবু রক্ষা। আমার মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। এতক্ষণ তোমার ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে বানরটা এখনই আসিয়াছিল বটে, তাতে কি হয়েছে।”

হরিচরণ বলিলেন,—“না, তাতে আর তোমার কি হইবে? এই হতভাগারই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর সাজ গোজ বেশভূষা করিয়া, বাবুকে যখন লুকাইয়া আনা হইয়াছে, তখন এ ক্ষুদ্র হতভাগার সকল সাধেই ছাই পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“ছি হরিচরণ! এমন সন্দেহ মনে করাও তোমার অন্যায়। আমি তোমার কাছে মনে মনেও অবিশ্বাসিনী হইতে পারি, এরূপ সন্দেহকে মনে স্থান দিলেও, আমার প্রতি বড় অত্যাচার করা হয়।”

বিধুমুখী একটু অভিমান সহকারে মুখ নত করিলেন।

হরিচরণ বলিলেন,—“আমার অন্যায় এখন অনেকই হইবে। অনেকই দেখিতে পাইবে। আমার হুকুম ছাড়া বাবু কোন দিনও এখানে আসিতে পাইবেন না, এ কথা তোমার

সহিত পাকা রকম স্থির ছিল। সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, তুমি অনায়াসে, নিজের ইচ্ছামতে, তাঁহাকে লুকাইয়া ঘরে আনিলে ইহাতে তোমার অন্যায় কিছু হইল না; কেবল আমার মনে ভাবাই অন্যায়। তা ভাই বেশ কথা। আমি আজি বিদায় হইতেছি। দুঃখী লোকের এত স্পর্দ্ধায় দরকার কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কিরূপে কেমন করিয়া আসিয়াছিল তাহা আমি জানি না। তাহাকে আমি আসিতে বলি নাই।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তুমি মুনিব, আমি চাকর। এরূপ লোকের মধ্যে প্রণয় হওয়া কি শোভা পায় ভাই? তোমার ইচ্ছামত কাজ তুমি করিবে, তাহাতে আমার কথা কহিবার কোনই অধিকার নাই। আমি স্বচক্ষে বাবুকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। দ্বারওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, সারদা তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিল। সারদা, তোমার কথা না পাইলে, কখনই বলিতে সাহস করে নাই। অথচ তুমি তাহা স্বীকার করিতেছ না। এস্থলে তোমাকে আর আমি কি বলিব। আজি হইতে, ভাই, এ গরিব বিদায় লইতেছে। প্রার্থনা করি তোমার সুখ হউক। তোমার কাছছাড়া

হইলে এ অভাগা প্রাণে মারা যাইবে সত্য ; কিন্তু তোমার সুখের পথে কণ্টক হইয়া, সে আর একদিনও এখানে থাকিবে না।”

বড়ই অভিমানের কথা! বড়ই মনস্তাপের কথা! বিধুমুখী বলিলেন,—“কি বৃথা সন্দেহে হরিচরণ, তুমি নিজেও কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ। সে কোন উপায়ে আসিয়াছিল বটে ; কিরূপে আসিয়াছিল,তাহা আমি জানি না। তারপর সে তো মনুষ্যরূপে ভল্লুক। স্বয়ং স্বর্গ হইতে কন্দর্পদেব আসিলেও, হরিচরণ, তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না। আমার প্রাণ-মন হরিচরণময় হইয়া গিয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার জীবন মরণের মন্ত্র। আমাকে অবিশ্বাস করিতে হয় কর, কিন্তু ধর্ম্ম জানেন আমার কোনই অপরাধ নাই।”

বিধুমুখী সকল কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। শ্যামলালের আগমন সংবাদেই যখন হরিচরণের এই অন্তর্দাহ, তখন তাহার চুম্বনালিঙ্গনাদি ব্যাপার প্রচার হইলে, না জানি কি অনর্থপাতই হইবে! সুতরাং তাঁহাকে সে সকল বিবরণ প্রচ্ছন্ন করিতে হইল। হরিচরণ বলিলেন,—“হইতে পারে তোমার কোন অপরাধ নাই। কিন্তু তিনি তোমার বিবাহিত স্বামী, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি

তাঁহারই। [illegible] তোমাকে নিজের করিয়া রাখিলে রা [illegible] আইন অনুসারেও তোমাকে বাধ্য করিতে [illegible] তাঁহার অনুকূল। আমার এ জোরের [illegible], তোমার দয়ার ভালবাসা বইত না। তুমি রাখিলে রাখিতে পার, পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে দূর করিতে পার। সুতরাং তাঁহার যাওয়া আসা যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বসিয়া সে সকল দুরবস্থা ভোগ করার অপেক্ষা, চক্ষের উপর নিজের সর্ব্বনাশ বসিয়া দেখার অপেক্ষা, দূরে গিয়া মরাই ভাল। বিধুমুখী, প্রাণেশ্বরী, তোমাকে দেখিতে না পাইলেই আমার মৃত্যু হইবে। তা হউক, তথাপি আমি আর এখানে থাকিব না। আজি এ অধম দাসকে তুমি জন্মের মত বিদায় দেও।"

হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধুমুখী তখন যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বেশ, যাও তুমি। কিন্তু ধর্ম্ম স্বাক্ষী। তোমাকে নিশ্চয়ই এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। হরিচরণ! আমি শয়নে স্বপনে কেবল তোমাকেই দেখি, তোমাকেই জানি। সেই তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া ত্যাগ করিতেছ। আচ্ছা, যাও তুমি, এ পুরীর বাহিরে যাইতে

না যাইতে তুমি শুনিতে পাইবে, বিধুমুখী আর নাই।"

বিধুমুখী কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"কেন ভাই? তোমার কিসের অভাব? তুমি কেন আত্ম-হত্যা করিবে? যে অভাগা তোমার প্রেমের আশ্রয়ে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে এখন সর্ব্বস্বান্ত হইল; সুতরাং তাহারই আর না থাকা আবশ্যক।"

বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে। হরিচরণ, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহজীবনে আর কখন তাহার মুখ দেখিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি সদয় হও।"

এই বলিয়া সুন্দরী হরিচরণের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। হরিচরণ তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া তাহার বদন চুম্বন করিলেন ও তাঁহার নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। আনন্দে বিধুমুখীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হরিচরণ, আলিঙ্গনবদ্ধা সুন্দরীকে লইয়া, সেই কৌচে আসিয়া উপ-বেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"এখান হইতে কিছুদিন স্থানান্তরিত হওয়াই আমার ইচ্ছা। এখানে থাকিলে তোমার স্বামী হয়ত কোন না কোন সুযোগে, আবার তোমার সম্মুখে আসিবে। আমি তাহা আর সহ্য করিতে

আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া পশ্চিম

লিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। কিছুদিন তোমার সঙ্গে
ণ করিতে আমারও বড় সাধ হইয়াছে।"

হরিচন্দ্রের আদেশক্রমে, একজন দাসী গোলাপজল ভরা সোণার গুড়গুড়িতে, রূপার কলিকায়, লক্ষৌয়ের সুরভিগন্ধপূর্ণ-তামাক সাজিয়া আনিল। তামাক খাইতে খাইতে তাঁহারা দেশভ্রমণের পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে, হরিচরণ বলিলেন,—"বিলু!" (আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে যে, হরিচরণ বিধুমুখীকে, আদর করিয়া, বিলু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন) বলিলেন,—"বিলু! একটু রোজলিকর খাবে কি? স্যাম্পেন খেলে তোমার অম্বল হয়, রোজলিকর তো তুমি ভাল বাস।"

বিলোল কটাক্ষ সহকারে সোহাগিনী বিলু বলিলেন,—"বড় মাথা ঘুরে—তা একটু বরফ মিশাইয়া দেও তো দেও।"

তখনই রোজলিকর আসিল এবং বরফ সংমিশ্রণে সুশীতল হইয়া, বিলু সুন্দরীর রসনা সিক্ত করিতে থাকিল। হরিচরণ বাবু—বাবু না বলিলে আর চলে না। এই সুন্দরী যাহার চরণাশ্রিত, অতুল সম্পত্তি যাহার ইচ্ছাধীন,

বিলাসের সর্ব্বোপকরণে যে পরিবেষ্টিত, তাহাকে বাবু না বলিয়া আর কি বলিব? হরিচরণ বাবু কিন্তু সোডা মিশাইয়া ইনকমপেয়ারেবল বুল হুইস্কি সেবন করিতে লাগিলেন।

দুই তিন বার সুরাপানের পর, বিধু সুন্দরীর চক্ষু অবসিত, মস্তিষ্ক অলসিত, মুখমণ্ডল উচ্ছ্বসিত, হৃদয় বিলসিত হইয়া আসিল। তিনি, আদর বিমিশ্রিত গদগদ স্বরে, সুরাজনিত অস্পষ্ট ভাষায়, বলিলেন,—"চন্—আমার প্রাণের চন্, তোকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও আমার সাধ মেটে না।"

বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বিধুমুখী আদর করিয়া হরিচরণকে 'চন্' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন।

সেই অর্দ্ধ বিবসনা, সুরাকৃত অবসিত-কলেবর যুবতী উভয় হস্তে হরিচরণকে বক্ষে পেষণ করিয়া ধরিল।

এই অবাধ প্রণয়ের পবিত্র লীলা দর্শনের ভার অতঃপর আমাদের সেই সুনীতি-সম্পন্ন সাম্যবাদী বন্ধু গ্রহণ করিলেন সুতরাং আমরা এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম।

# যোগেশ্বরী।

## নবম খণ্ড—জ্যোতিঃ।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## সঞ্জীবনী।

সনাতনপুর একখানি সামান্য গ্রাম। জলাঙ্গী নদীর ধারে, উচ্চ ভূমির উপর গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বেই পারঘাটা। একদিন প্রাতঃকালে পারঘাটায় বড় জনতা। তত্রত্য বালুকাচড়ার এক স্থানে, বহুলোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, মধ্যস্থিত পদার্থ বিশেষ দর্শন করিতে করিতে, নানারূপ জল্পনা করিতেছে।

সেই নদী সৈকতে, সেই বালুকা-শয্যায়, সিক্ত বসনা, আলুলায়িতকেশা, ভুবনমোহিনী সুন্দরী। সুন্দরী মৃতা। বহু পুরুষের তীব্র দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিপতিত। তাঁহার বস্ত্রাদির সমাবেশও অসম্বদ্ধ। যে সংজ্ঞা ও অভিমান মানুষকে লজ্জা ও সঙ্কোচ প্রদান করে, তাহা তাঁহার নাই। মৃত্যু তাঁহার সকল ভয় ও ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। লোকের কটূক্তি, দর্শকগণের সন্দেহ বাক্য,

অনেকের নিন্দাবাদ কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না।

সমবেত লোকের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসিল,— "কে হে?"

আর একজন বলিল,—"চেনা যায় না। এ গাঁয়ের তো নয়ই—কোথা থেকে ভেসে এসেছে বলা যায় না।"

আর একজন বলিল,—"ভদ্র ঘরের মেয়ে। দেখ্‌ছ না রূপ?"

অপর একজন বলিল,—"ঐ রূপেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। বোধ হয় খুন করে জলে ফেলে দিয়েছে।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল,—"নষ্ট দুষ্ট মেয়ে মানুষের এই গতি।"

আর এক সুবিচক্ষণ লোক গম্ভীরভাবে বলিল,— "ধরা পড়ে জলে ডুবে মরেছে।"

এই সময়ে ওপার হইতে খেয়ার নৌকা এপারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। আবার সেই মৃতা সুন্দরীর চারি পাশে, ভিড়ের ভিতর আর চারি পাঁচ জন লোক বাড়িয়া গেল। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় চাদর বাঁধা, গায়ে জামা, হাতে গামছা জড়ান একটা ব্যাগ, অপর হাতে ছড়ি, বগলে ছাতা, পায়ে জুতা। লোকটি লম্বা চেওড়া

খচ বলিষ্ঠ গঠন, প্রিয় দর্শন এবং ভদ্রাকা
র সুপরিচিত হরকুমার বাবু। কাশী হইতে
পায়ে চলিয়া আসিয়া, ইনি নানা স্থান ঘুরিতে
জি এই স্থানে উপস্থিত। তাঁহার এখানে
উদ্দেশ্য কি, তাহা পরে জানিতে চেষ্টা করা
যাপাতত: তিনিও ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া,
কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি হে?"
উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, দেখ না কেন মশাই?"

হরকু র বাবু আর একটু অগ্রসর হইলেন। তখনই সেই অসামান্যা সুন্দরীর শোভাময়ী কান্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অনেক শাস্ত্রার্থবিৎ। সুন্দরীর বিগতজীব কলেবর দর্শনমাত্র, চিরস্মরণীয় মহামনস্বী ডাক্তার মার্সাল হল ( Dr. Marshall Hall ) ও ডাক্তার সিলবেষ্টরের ( Dr. Sylvester ) উদ্ভাবিত প্রণালীর এবং রয়াল নেশনাল লাইফ বোট ইনষ্টিটিউসনের ( Royal National Life Boat Institution ) ঘোষিত সমস্ত ব্যবস্থার বৃত্তান্ত তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মৃতার নিকটে গমন করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার অঙ্গাদির পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সমবেত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বিশেষরূপ চেষ্টা করিলে হয়ত

স্ত্রীলোকটি এখনও বাঁচিতে পারে। তোমরা কে আমার সাহায্য করিতে পার কি?"

এই অপরিচিত আগন্তুকের বাক্য শুনিয়া লোকগুলা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল এবং হরকুমার বাবুর দৃষ্টি হইতে আপনাদের মুখ ফিরাইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রস্থান করিল। কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এক দৃঢ়কায় সুস্থ যুবা অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার দ্বারা বেশ কাজ হইবে। তুমি বড় ভাল ছেলে। আপাততঃ কয়েক আটী খড় আন দেখি। দাম লাগে যদি, আমি দিতেছি—লও। একটু শীঘ্র।"

দাম গ্রহণ না করিয়াই যুবা প্রস্থান করিল। নিকটেই মাঝিদের ঘর। তাহারা খড় পাতিয়া শয়ন করে এবং তাহাদের ঘরে খড় থাকে, এ কথা যুবার জানা ছিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কাহারও বিধি নিষেধের অপেক্ষা না করিয়া, সেখানকার সমস্ত খড় উঠাইয়া লইয়া আসিল।

যুবা যখন খড় আনিতে গিয়াছিল, তখন হরকুমার

বু সেই মৃতা সুন্দরীকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়াছিলেন এবং বালিশের পরিবর্ত্তে মৃতার একখানি বাহু কপালের নীচে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেহ স্থাপন করার অনতিকাল পরে, মৃতার মুখ-গহ্বর হইতে জল বাহির হইতে লাগিল। হরকুমার সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে, সেই সাহায্য প্রবৃত্ত যুবাকে বলিলেন,—"তুমি খড়গুলা ঐখানে রাখিয়া শীঘ্র আমার নিকট আইস।"

যুবা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইলে, হরকুমার বলিলেন,—"যুবতীর পরিধানের কাপড় কটিদেশে আল্গা করিয়া বাঁধ, আর হাঁটুর কাছেও বাঁধিয়া দেও, যেন খসিয়া না যায়।"

উভয়ে অতীব সাবধানতা সহকারে মৃতা যুবতীর বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর দর্শকগণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই নারী তোমাদেরও কেহ নহেন, আমারও কেহ নহেন। তোমরাও ইঁহাকে জান না, আমিও জানি না। কিন্তু ভাই সব, ধর্ম্ম মাথার উপর আছেন। আমরা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ইঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি। যদি এই নারীকে দেখিয়া, ইঁহার প্রায় উলঙ্গ শরীর দেখিয়া, কাহারও মনে মা বা কন্যা ছাড়া আর কোন ভাবের উদয় হয়, তাহার বড়ই অধর্ম্ম

হইবে। তেমন লোক এখান হইতে সরিয়া যাওয়াই ভাল।”

এক বৃদ্ধ বলিল,—“উনি যেই হউন, উনি আমাদের মা। এই অবস্থায় তা ছাড়া আর কিছু যার মনে উদয় হয় সে বেটার নরকেও স্থান হইবে না। মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু মরা কি কখন বাঁচে? আপনার নিকট যে ছেলেটি সাহায্য করিতেছে, উহার নাম হরিশ কামার। বড় ভাল লোক।”

হরকুমার বাবু কথা কহিতেছেন ও শুনিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে বিরাম নাই। তিনি মৃতাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন এবং হরিশকে যুবতীর মাথা ধরিয়া থাকিতে বলিলেন। হরিশ সেইরূপ করিলে, হরকুমার সেই বৃদ্ধের কথার উত্তরে বলিলেন,—“সত্যই হরিশ বড় ভাল লোক। ঈশ্বর উহার মঙ্গল করিবেন। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত। আমরা চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ভাল কাজ বই মন্দ কাজ নয় তো।”

বৃদ্ধ বলিল,—“আরও লোকের দরকার হইবে কি? আমি প্রাচীন, তথাপি কিছু সাহায্য করিতে পারি বোধ হয়। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি যাই।”

হরকুমার বলিলেন,—"আইস। অনেক লোকেরই তো এ কাজ। তোমার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।"

বৃদ্ধ নিকটস্থ হইল, হরকুমার মৃতার জিহ্বা অতীব সন্তর্পণতার সহিত আকর্ষণ করিলেন। সুন্দরীর রসনা কিয়ৎপরিমাণে মুখ মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে খানিকটা নস্য বাহির করিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে কোন কার্য্য হইল না দেখিয়া একটা খড়ের অগ্রভাগ লইয়া, তাঁহার নাসাপথে প্রেরণ করিলেন। তাহাতেও মৃতার হাঁচির উদ্রেক হইল না দেখিয়া, বৃদ্ধকে বলিলেন— "... ভাই! অনবরত মৃতার বুকে ও পাঁজরে হাত বুলা- ... শ তুমি এক হাতে মাথা ধরিয়া থাক, আর ... কেবল শবের গালে ও মুখে হাত বুলাও।"

... শানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার ... হইতে একটা গ্লাস বাহির করিয়া এক ... ,—"ভাই! নদী হইতে শীঘ্র এক গ্লাস

... ,—"তোমরা মরা ছুঁইয়াছ। তোমাদের ... ?"

আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া জল আনিয়া দিল। হরকুমার জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। জল ফুরাইয়া গেল। শেষোক্ত ব্যক্তি আবার জল আনিয়া দিল। তখনই দিয়াশলাই দ্বারা এক আটি খড় ধরাইয়া, হরকুমার বাবু সেই আগুণে গ্লাস বসাইয়া দিলেন। অনতিকাল মধ্যে জল গরম হইয়া উঠিল। জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে সেই গরম জলের ঝাপটা দেওয়া হইল। আবার শীতল জল, আবার গরম জল; এইরূপ বারংবার জল প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। তাহার পর হরকুমার একবার ধীর ভাবে যুবতীর নাসাগ্রে ও বক্ষঃস্থলের বামভাগে হস্তার্পণ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে মৃতার মুখের ভাব পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বৃদ্ধ বলিল,—"কিছুই তো বুঝা যায় না মশাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"এখনই? এখনও অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। তোমরা হতাশ হইও না।"

তাহার পর আপনার মাথার চাদর খুলিয়া একটা ক্ষুদ্র বালিশের মত করিয়া জড়াইলেন। তদনন্তর মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া, তাঁহার ঠিক বক্ষঃস্থলের নিম্নে, সেইটি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। চারি গণিতে যতটুকু সময় লাগে প্রায় ততটুকু সময় পরেই আবার মৃতাকে

পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন, আবার সেইরূপ সময় পরে, বুকের নীচে সেইরূপ বালিশ দিয়া,তাঁহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইলেন। আবার সেইরূপ সময় পরে আর এক দিকে পাশ ফিরাইয়া দিলেন। বারংবার এইরূপ চলিতে লাগিল। হরিশ মাথা ধরিয়া থাকিল, বৃদ্ধ পায়ের দিক ধরিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিল এবং হরকুমার স্বয়ং মৃতার মধ্যভাগ ধরিয়া ফিরাইতে ফিরাইতে, যখন যে দিকে ফিরাইতে হইবে তাহার উপদেশ দিতে থাকিলেন। যতবার মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়ান হইতে লাগিল, ততবারই হরকুমার বাবু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে, বাহুমূলের অব্যবহিত নিম্নে, চাপ দিতে লাগিলেন।

প্রায় ৫।৭ মিনিট কাল এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইলেও বিশেষ কোন ফল হইল না দেখিয়া, হরকুমার বাবু মৃতাকে, হরিশ ও বৃদ্ধের সাহায্যে, একটা ঢালু স্থানে আনিয়া চিত করিয়া শোয়াইলেন, এবং কয়েক আটি খড় আপনার চাদরের দ্বারা ঢাকিয়া, মৃতার স্কন্ধদেশের নিম্নে স্থাপন করিলেন। যে স্থানে মৃতার পা পড়িল, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্থানে স্থাপিত হইল।

তদনন্তর হরকুমার বাবু মৃতার
ধরিলেন এবং ক্রমশঃ বলপ্রয়োগ
হইতে অনেকখানি বাহির করিয়া
পর স্বকীয় পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে
করিয়া, তদ্বারা মৃতার থুতুনির সহিত মুখ-নিঃসৃত
বাঁধিয়া ফেলিলেন। জিহ্বা আর মুখের মধ্যে প্রবেশ
করিতে পাইল না।

সন্নিহিত লোকেরা, হরকুমার বাবু এ কল উন্মাদ
চেষ্টা দেখিয়া, তাঁহাকে পাগল বিবেচনা করিতে লাগিল;
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল,—"এ লোকটা নেহাত
পাগল।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"না হে, বোধ হয় কিছু
গুণ আছে।"

আর একজন বলিল,—না, বোধ হয় লোকটা ডাক্তার
হইতে পারে।

অপর এক ব্যক্তি বলিল,—খানিক পরে হয়ত মরাটা
কাটবে।"

আর একজন বলিল,—তারপর হয়ত খাবে।"

এক ব্যক্তি বলিল,—চল, এখান থেকে সরা
যাক্!"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"সেই ভাল।"

সরিবার পরামর্শ অনেকেই করিল বটে; কিন্তু কেহই সরিল না। ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ দিকে, হরকুমার বাবু, মৃতার মস্তক সন্নিধানে দাঁড়াইয়া তাঁহার উভয় হস্ত কনুয়ের নিকটে সবলে চাপিয়া, ধরিলেন। তদনন্তর সেই বাহুদ্বয়কে প্রসারিত করিয়া, উভয় পার্শ্বে কর্ণদ্বয়ের মূল দিয়া, ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া লইলেন। দুই সেকেণ্ড মাত্র কাল হস্তদ্বয়কে তদবস্থায় রাখিয়া, পুনর্ব্বার তাহা নীচের দিকে ঘুরাইয়া আনিলেন এবং বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাহুদ্বয়কে চাপিয়া ধরিলেন। পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এবং দুই সেকেণ্ড পরে নিম্নে আবর্ত্তিত করিয়া, তদ্বারা বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্ব পেষণ করিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ প্রক্রিয়া চলার পর, হরকুমার বাবু সানন্দে দেখিলেন, সুন্দরীর বক্ষঃস্থল যেন স্পন্দিত হইতেছে, নাসারন্ধ্রদ্বয় যেন ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না; তিনি চীৎকারস্বরে বলিলেন,—"শ্রীহরির কৃপায় এই স্ত্রীলোক বাঁচিবে; তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল।"

চারিদিক হইতে হরিনামের উচ্চরোল উঠিল।

হরকুমার বাবু পকেট হইতে দিয়াসলাই বাহির করিয়া দিয়া, বলিলেন,—“খড় জ্বালাইয়া আগুন কর। তোমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে! ভগবান্ অবশ্যই এই সৎ কর্ম্মের জন্য তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন।”

তাহারা আগুন জ্বালিল। এদিকে হরকুমার বাবু, পীড়িতার নাসা সন্নিধানে হস্ত স্থাপন করিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের সূচনা বুঝিতে পারিলেন। তখন সকলকে বলিলেন;—“ঐ আগুন দিয়া পীড়িতার হাত-পা সেকিতে থাক; তাত লাগিবে বলিয়া ভয় করিও না।”

হরিশ ও বৃদ্ধ সেকিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন, “তোমরা পা সেকিতে লাগিলে, হাত সেকিবার জন্যও দুই জন লোকের দরকার।”

সৎকর্ম্মের বড়ই মোহকর আকর্ষণ। দুই ব্যক্তি কোমরে গামছা বাঁধিয়া হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইল; তিনি তাহাদিগকে পীড়িতার বাহুদ্বয়ে তাপ দিতে উপদেশ দিলেন। এক প্রবীণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল,—“আর লোক চাই কি মশাই?”

হরকুমার বাবু বলিলেন,—“চাই বই কি? অনেক লোকেরইত এ কাজ; এস না তোমরা।”

আরও দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইল; তাহারা সুন্দরীর

তলপেটে ও পাঁজরে তাপ দিতে থাকিল। হরকুমার বাবুর প্রদর্শিত প্রণালীক্রমে হাত, গামছা, বা বস্ত্রাদি গরম করিয়া পীড়িতার দেহের নিম্নদিক্ হইতে ঊর্দ্ধদিকে সকলে ঘর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এই-রূপ চলার পর যুবতীর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মৃতবৎ আকার বিদূরিত হইয়া যেন স্বাভাবিক বর্ণ ও ভাব আবির্ভূত হইতে থাকিল। হরকুমার বাবু যুব-তীর রসনায় বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"ভাই সব, তোমাদের যত্ন সফল হইবার সূচনা হইয়াছে। ঈশ্বরের জীব যেই কেন হউক না, তোমরা রক্ষা করিয়া বড়ই পুণ্য করিলে সেক ও তাপ বন্ধ করিও না ভাই।" সুন্দরীর জিহ্বা ধীরে ধীরে বদনের মধ্যগত হইল। চারিদিকেই আগুন জ্বলিতেছিল। হরকুমার গ্লাসে জল গরম করিয়া ফেলিলেন এবং সেই উষ্ণ জল কিয়ৎ পরিমাণে হস্তে গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় যুবতীর মুখের মধ্যে দিতে থাকিলেন। জল অল্পে অল্পে যুবতীর উদরস্থ হইতে থাকিল। তখন হরকুমার বাবু আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—ভাই সব! হরি নামই সত্য—হরিরই জয়; তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল।"

আবার চারিদিক হইতে উ হইতে লাগিল। এই সময়ে একজনের বাম চরণে অধিক পরিমাণে লাগ রাইয়া লইলেন।

আবার চারিদিক হইতে হরিধ্বনি সংঘোষিত হইল। সেই চির প্রীতিপ্রদ মধুময় হরিধ্বনি সাঙ্গ হইতে না হইতেই, যুবতী নয়ন মেলিয়া চাহিলেন এবং আপনাকে এই অবস্থায়, অপরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংস্থাপিত দেখিয়া, লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা দেহ সমাচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, হাত বাড়াইয়া কাপড় টানিতে লাগিলেন।

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ভয় কি মা, আমি তোমার বুড়া ছেলে। ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা কি? কাপড় দিই মা। কিছু ভয় নাই।"

হরকুমার ব্যাগ খুলিয়া একখানি কাপড় বাহির করিলেন এবং তাহা দুই ভাঁজ করিয়া সুন্দরীর সকল শরীর ঢাকিয়া দিলেন।

যুবতী ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"আমি ডুবিয়া গিয়াছিলাম; আপনি আমায় বাঁচাইলেন কেন?"

...—"আমরা বাঁচাই নাই ...

ঈশ্বর ... বাঁচান কি আমাদের সাধ্য ...

যাঁহা... য়াছেন।"

তা... ব্যক্তিবৃন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ... রা বড়ই সৎকর্ম্ম করিয়াছ। কিন্তু ভা... শেষ হয় নাই। যেমন করিয়া হউক ... আনিতে হইবে; আর এই সুন্দরীকে ... যায়, গ্রামের মধ্যে, এরূপ একটা স্থান ... হইবে। এখনও ১০।১২ দিনের ... সুস্থ হইতে পারিবেন, না। পয়সা যাহা খরচ হয়, তাহা আমি দিব। অগ্রিম লাগে ... এখনই লও।"

হরকুমার পকেট হইতে ৫৲টি টাকা বাহির করিলেন। হরিশ কামার বলিল,—"যদি বাবু মত করেন, তাহা হইলে আমার বাড়ীতে জায়গা হইতে পারে। আমার বাড়ীতে আমি, আমার মা, এক বিধবা ভগ্নী আর আমার স্ত্রী আছেন। শুশ্রূষার লোকের অভাব হইবে না। আমার বাড়ীতে একখানি বেশী ঘরও আছে। আমি জাতিতে কামার—বড় গরিব; কিন্তু এজন্য টাকা কড়ি কিছু লইব না ঠাকুর।"

অনেকেই বলিল,—"হরিশ কামার লোকও ভ ,
তাহার বাড়ীও ভাল। এই পরামর্শই বেশ।"

হরকুমার বলিলেন,—"হরিশ, তুমি বড়ই ধার্ম্মিক। তাই হইবে—তোমার বাড়ীতেই যাওয়া স্থির। কিন্তু ভাই, লইয়া যাওয়ার উপায় ?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে পাল্কী বড় সহজে মিলিবে না। পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে। আপনি যদি মত করেন, তাহা হইলে আমরা মাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে পারি। এই মাঝি-দের ঝাঁপ আছে, তাহার উপর মা ঠাকরুণকে শোয়াইয়া সহজেই লইয়া যাইতে পারা যায়।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহার উপর একটা কিছু না পাতিলে মায়ের গায়ে লাগিবে।"

হরিশ বলিল,—"তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি।"

তিন ব্যক্তি প্রস্থান করিল। ক্ষীণস্বরে সুন্দরী আবার বলিলেন,—"আপনি কে ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারিবার আপনার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তথাপি আমার পরিচয় আপনাকে ক্রমে জানাইব। আপনি কে তাহা

জানিবার জন্য আমার কোন কৌতূহল নাই। আপ-
উপকারের জন্য যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পা
তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ এই জানিয়া
রাখুন, আমি আপনার পেটের ছেলে। আমার দ্বারা
আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোনই অনিষ্ট হইবে না মা।"

আবার ক্ষীণস্বরে সুন্দরী বলিলেন,—"আমার জন্য
খরচ পত্র করিবেন না। আমি বড় দুঃখিনী।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার আকারে
দেখিতেছি তুমি ভদ্রকন্যা, তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝি-
তেছি তুমি সতী লক্ষ্মী। তোমার জন্য যত্ন, খরচ কখনই
নিষ্ফল হইবে না মা। তুমি এখন দুঃখিনী হইতে পার,
কিন্তু দুঃখ চিরদিন থাকে না মা। অবশ্যই দুঃখ দূর
হইবে। সে দুঃখের কথা বুঝিয়া যদি তাহা দূর করা আমা-
দের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে সে জন্যও আমরা যত্ন
করিব। অবশ্যই ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিবেন। ভয়
করিও না মা। সকলই ভাল হইবে।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি মহাশয় লোক। ঈশ্বর
আপনার ভাল করুন। আমার এখনও বাঁচিতে সাধ
আছে।"

ঝাঁপ ও কম্বল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝাঁপের উপর

আনেছাইয়া, বালিসের স্থলে হরকুমারের ব্যাগ স্থাপন করিয়া হইল। তাহার পর সুন্দরীকে সেই শয্যায় শুয়াইয় চারিজনে চারি প্রাস্ত ধরিয়া, ধীরে ধীরে লইয়া চলিল যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয় ও সূক্ষ্মবস্ত্রে বদন আচ্ছন্ন করিয়া, সেই শয্যায় পড়িয় রহিলেন।

কৌতূহল পরবশ অনেক লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল তাহারা এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দর্শন করে নাই। এতা দৃশ বিস্ময়জনক ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়াও তাহাদের জ্ঞা ছিল না; সুতরাং তাহারা হরকুমার বাবুকে দৈবিশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি কে কোথা হইতে এ গ্রামে সহসা আসিলেন, কেনই বা তাঁহা আগমন ঘটিল, এ সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাহাদে নিরতিশয় আগ্রহ জন্মিল।

আর ঐ সুন্দরী? ঐ কুসুম-সুকুমারী লজ্জাশীল যুবতী—কে উনি? কোন কুলটা কামিনী কি? অসম্ভব দুঃখিনী? কিসের দুঃখ? কে জানে! কত দুঃখই সম্ভব ঐ পুরুষ কি ঐ নারীকে পূর্ব্বে জানিতেন? না।

এই সকল রহস্যের কিছুই তাহারা উদ্ভেদ করিতে পারিল না; কিন্তু বিশেষ ভক্তি ও সম্ভ্রম পূর্ণভাবে তাহার

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐ মৃতকল্প নারী ও ঐ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প...
লক্ষ্য করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুসরণ করি...
লাগিল।

[ মন্তব্য ]—বঙ্গ ভাষায় আরও কোন উপন্যাসে জল নিমগ্না এক নারীর পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আছে। এতদ্বিষয়ক জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহার প্রণালী তাবতেরই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এই ব্যাপারের আমূল ব্যবস্থা বিস্তারিত রূপে বিবৃত হওয়াই বিধেয়। বিচক্ষণ হরকুমার বাবু উপস্থিত ঘটনার প্রথম হইতে যে যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন ও শাস্ত্রসম্মত। এই জন্যই মূল ঘটনার পরিপুষ্টির নিমিত্ত, বর্ত্তমান ব্যাপারের বর্ণনা বিশেষ আবশ্যক না হইলেও, আমরা ইহার পরিবর্জ্জন করিলাম না।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## পরিচয়।

সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের পিতৃ[illegible] ও [illegible]বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, হরকুমার ব[illegible]হইতে স্থান পর্য্যটন করিয়া, এইস্থানে আসিয়াছেন। এ স্থানে [illegible]কিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। এই সনাতনপুরের কিছু দূরে রামনগর নামে এক গ্রাম আছে। সেই রামনগরে গমন করাই হরকুমারের অভিপ্রায়। পথিমধ্যে অপরিজ্ঞাত যুবতীর এই দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে অগত্যা এখানে থাকিতে হইয়াছে।

বাস্তবিকই হরিশ কামার বড় ভাল লোক। সে সানন্দে পীড়িতা কামিনী ও হরকুমার বাবুর যথাবিহিত সাহায্য করিয়াছে এবং আপনার বাটীতে তাহাদের অবস্থানের বড়ই সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। হরিশের মা, ভগ্নী, স্ত্রী সকলেই পীড়িতাকে গুরুকন্যার ন্যায় সমাদর করিতেছে ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি সকল কার্য্য সানন্দে

সম্পাদন করিবে ... ৮৬

হরিশ সে দিকে ... বাহি...

ক্ষুদ্র ঘর আছে; ... অবস্থান

পীড়িতা সম্পূর্ণ সু... নিরাপদ

পাঠাইয়া ... র যাইতে অক্ষম।

হরকু... নকার কার্য্য ও তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য ... লোচনা করিয়া, হরিশ কামার এবং ... হরকুমার বাবুকে একটা দেবতুল্য মহাত্মা ... রয়াছে।

পীড়িতা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার লাবণ্যজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শোভাময়ী সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ হরকুমার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বকীয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনে নবীনার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া, অগত্যা ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই সুন্দরীর জন্য হরকুমার বাবুর অনেক অর্থব্যয় হইতেছে; কিন্তু তিনি সে জন্য একটুও কাতর বা অসুখী নহেন।

একদিন বৈকালে হরকুমার বাবু হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"মা, কোথায় গো?"

তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরের মধ্য হইতে, লজ্জাবনত-

বদনা সেই পুনর্জীবিতা সুন্দরী আগমন করিয়া, ভক্তি সহকারে হরকুমার বাবুকে প্রণাম করিলেন এবং একখানি কাঠের পিড়ি পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। হরকুমার বাবু আসন গ্রহণ করিলে, সুন্দরী সঙ্কুচিতভাবে অনতিদূরে ভূ-পৃষ্ঠে [illegible] তাহার পর ধীরে ধীরে স্ব [illegible] নম্র ভাবে অঙ্গুলিতে জড়া [illegible] লিতে বলিতে লাগিলেন,— [illegible] াকে একটা কথা বলিব [illegible] ও দয়া দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছি না। আজ কিন্তু যেমন করিয়া হউক কথাটী বলিয়া ফেলিব মনে করিয়াছি।

হরকুমার বাবু সস্নেহে বলিলেন,—"আমাকে কোন কথা বলিতে এত সঙ্কোচ কেন মা? বল কি কথা?

সুন্দরী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন তাহার পর সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"আমা বোঝা আপনি আর এমন করিয়া কতদিন বহিবেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"মার বোঝা ছেলে তে চিরদিনই বহিয়া থাকে। কোন ছেলেই তো সে ভ

কাতর হয় না এবং বোঝা বলিয়া মনেও করে না। তুমি মা; যতদিন আবশ্যক হইবে, আমাকে অবশ্যই আনন্দের সহিত ততদিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"

সুন্দরী আবার বলিলেন,—"আপনার যত্ন ও অনুগ্রহের সীমা নাই। কিন্তু আমারও নানাস্থানে অনেক আত্মীয় লোক আছেন; তাঁহাদের সংবাদাদি না পাইয়া আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তাই বলিতেছিলাম আপনি অনুমতি দিলে, আমি কোন আত্মীয় লোকের নিকট চলিয়া যাই।"

হরকুমার বাবু এই সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, নবীনা যখন স্বেচ্ছায় পরিচয় প্রদান করিবেন না, তখন কৌশল দ্বারা তাহা জানিতে চেষ্টা করা অপরামর্শ নহে। বলিলেন,—"বেশ কথা আমার তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, তুমি কোথায়, কোন্ আত্মীয়ের নিকট যাইবে বল। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিব।"

সুন্দরী জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাবের এইরূপ উত্তরই হইবে। কোন আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করিলেই

ব একথা তিনি বুঝি-

তাঁহার ইচ্ছা ছিল

না। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"আমাকে একাকিনী চলিয়া যাইতে দিন।"

হরকুমার বাবু ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তাও কি হয় মা? আমি এমন অজ্ঞানের মত কাজ করিতে পারি কি? কিন্তু কেন মা তুমি আমার নিকট নিজের পরিচয় গোপন করিতেছ? আমাকে তোমার পরিচয় জানাইলে, ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনিষ্ট হইবে না। আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্র-ঘরের মেয়ে। তোমার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল; নিশ্চয়ই কোন দৈব দুর্বিপাকে পড়ায় তোমার এই দশা ঘটিয়াছে। বল মা তুমি কে? আমি যত্ন করিয়া অবশ্যই তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহার উপায় করিব।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আমার কথা কেহই বিশ্বাস করে না। আপনিও আমার বৃত্তান্ত শুনিলে, হয়ত বিশ্বাস করিবেন না। আমি জীবনে কোন মন্দ কাজ করি নাই; কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে, বা বুদ্ধির দোষে সকলই মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সুখের আশায় এখনও আমি জীবন রাখিতে চাহি, তাহা যে আমার অদৃষ্টে আবার ঘটিবে এরূপ বিশ্বাস আমার আর নাই; এরূপ অবস্থায় আমার মরাই মঙ্গল। কিন্তু আমার যাহাই হউক,

আমার জন্য আর এক দুঃখী পরিবার বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছে। আমার নিজের ভাবনা আমি এখন ছাড়িয়া দিয়াছি; একবার তাহাদের সংবাদ লইবার জন্য আমি অস্থির। আর আমার কোন কামনা নাই। তাহাদের, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা সংবাদ লইয়া আমি হয়ত প্রাণত্যাগ করিব। অতএব আপনি আমাকে বিদায় দেন।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ছিঃ মা! আত্ম-হত্যার কথা মনে আনিতে নাই। তুমি কাহার সংবাদের জন্য ব্যাকুল, বল? আমি এখনই তাহা জানিবার উপায় করিব। আমার লোকজন আছে; এ গ্রামের ভাবতেই আমার বাধ্য; এ প্রদেশের অনেকেই আমার পরিচিত, আত্মীয় ও বন্ধু আছেন; কুটুম্ব সাক্ষাৎও এ অঞ্চলে আমার অনেক; টাকা কড়িরও আমার হাতে অপ্রতুল নাই। এ অবস্থায় তুমি আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমার দ্বারা প্রতিকার হওয়াই সম্ভব।"

সুন্দরী নীরবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হকুমার বাবু আবার বলিলেন,—"দেখ মা! আমি তোমার ছেলে। মা কখনও ছেলেকে অবিশ্বাস করে না এবং ছেলেও কখনও মাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। অন্যে তোমার কথা বিশ্বাস করুক না করুক, আমি যে

তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিব, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তোমার আকৃতি, তোমার ব্যবহার. তোমার কর্ত্তা-বার্ত্তা এ কয়দিন আমি আলোচনা করিতেছি এবং বুঝিতেছি যে, তোমার ন্যায় সতী লক্ষ্মী, সুশীলা নারী এ সংসারে বড়ই দুর্লভ। তবে মা, কেন তুমি আমাকে অকারণ সন্দেহ করিয়া কষ্টভোগ করিতেছ?"

তথাপি সুন্দরী নীরব। হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আজ হউক, কাল হউক, বা দশদিন পরেই হউক, আমি তোমার পরিচয় জানিতে পারিবই পারিব। তোমার ন্যায় অল্প বয়সের মেয়েকে, একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া. আমি যাইতে পারিব না। সুতরাং হয় তোমাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে লইয়া যাইব এবং আমার পরিবারবর্গের নিকট রাখিয়া দিব না হয় এ দেশে তোমার কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাইলে, তাঁহাদের নিকট তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। যেরূপেই হউক তোমার পরিচয় অধিক দিন আমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে বোধ হয় না। এ অবস্থায় তুমি তাহা জানাইলে, সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা কিছুই হইত না। তবে যদি তাহাতে

তোমার নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আমি বার বার সেজন্য জেদ করিতে চাহি না।”

হরকুমার বাবু নীরব হইলেন। সুন্দরী বলিলেন,—আপনি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন; পিতার ন্যায় যত্নে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; আমার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আপনি মহাশয় লোক। আপনার নিকট সকল কথা বলিব। বিশ্বাস করুন বা না করুন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি কিছুই আপনার নিকট লুকাইব না। আপনি সোণাপুরের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন কি?”

হরকুমার চমকিত হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—“মা! তবে তুমি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূ, নবীনকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী?”

যুবতী অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—“আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? এ অভাগিনার একদিন সেই গৌরবের পরিচয়ই ছিল বটে; এখন শ্বশুর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?”

হরকুমার বলিলেন,—“শ্যামলালের দৌরাত্ম্য ও নির্য্যাতনের কথা, সকলই আমি জানি মা। তোমার শ্বশুর

ও স্বামী এক্ষণে কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন. তাঁহারা ভাল আছেন। তুমি আমার নিতান্ত আপনার লোক। কোন ভয় করিও না, নিঃসঙ্কোচে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথা বল মা? নিশ্চয়ই আমি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব।"

তখন সুহাসিনী একে একে আমূল সমস্ত ঘটনা হরকুমার বাবুর গোচর করিলেন। শ্যামলালের প্রেরিত দূতের আগমন, শ্বশুর ও স্বামীর রক্ষা করিতে অক্ষমতা, গদা চণ্ডালের অলঙ্কার লোভে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিলাস-পুরের কুটুম্ব বাড়ীতে আনয়ন, কুটুম্বগণের বিরাগ, দাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় চণ্ডীতলা গ্রামে কৈবর্ত্ত বাটীতে আশ্রয় লাভ, পুনরায় গদার সাহায্যে শ্বশুরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা, পথিমধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ, দাসীর স্বামী রামহরির গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত ও পতন, অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ও দাসীকে নৌকায় আনয়ন, নৌকার নিমজ্জন, অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা ইত্যাদি সকল কথাই তিনি বলিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত শেষ হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার জন্য রামহরি ও দাসী হয় ত মারা পড়িয়াছে। তাহারা

বড়ই সৎ ও নিতান্ত ধার্ম্মিক। তাহ
আমি এক্ষণে যার-পর-নাই অস্থির।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া
মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার আজ যে আন
হইল, সমস্ত জীবনে এরূপ আনন্দ আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তোমার শ্বশুর ও আমি অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমার নাম শুনিয়া তুমি হয় ত আমাকে মনে করিতে পারিতেছ না; কিন্তু আমার পরিচয় শুনিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান ছিলাম।"

সুহাসিনী মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই আপনি আমার শ্বশুর। আমি জানি, আপনি আমার শ্বশুরের পরম আত্মীয়। আমি, আগে না জানিয়া, আপনার সহিত কথা কহিয়া বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"বড়ই ভাল কর্ম্ম
তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার মুখে
শুনিতে পাইলাম বলিয়াই তো সকল বি
করিবার ভরসা করিতেছি। তোমার
মা। আমি শীঘ্রই কৈবর্ত্তদিগের সংবাদ

এবং যাহাতে তোমার শ্বশুর মহাশয় তোমাকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছি। তোমার ন্যায় পুত্র-বধূ অনেক ভাগ্য-ফলেই মিলে। জগতে ভাল হইলেই অনেক কষ্ট সহিতে হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী সকলকেই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অশেষ কষ্টের মধ্যেও ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারাই মহত্ত্ব। তুমি বালিকা হইলেও অতীব যত্নে ধর্ম্ম-ধনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছ। তোমার কষ্টের শেষ হইয়াছে মা! কাহারও কষ্ট কখনই চিরদিন থাকে না।"

সুহাসিনী অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাহির হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"হুজুর বাড়ী আছেন কি?"

হরকুমার উত্তর দিলেন,—"কেও? জরিফ! দাঁড়াও যাই।"

তাহার পর সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমা [illegible] য ব্যক্তি ডাকিতেছে, সে শ্যামলাল বাবুর [illegible] হল। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে [illegible] ছে, অন্য সময়ে তাহা বলিব।"

[illegible] প্রস্থান করিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### সংবাদ।

হরকুমার বাহিরে আসিলে, প্রাচীন জরিফ কোচম্যান তাঁহাকে সবিনয় সেলাম করিয়া বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, চেষ্টার কোনই ক্রটি করি নাই, কিন্তু ফল ত কিছুই হইল না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি বড়ই পরিশ্রম করিয়াছ দেখিতেছি। সমস্ত দিন বুঝি খাওয়া হয় নাই? চেহারা বড় খারাপ দেখাইতেছে। আগে তুমি বিশ্রাম কর, কিছু খাওয়া দাওয়া কর, তাহার পর সকল কথা শুনিব।"

হরিশ কর্ম্মকারের বাহির বাটীতে একখানি দোচালা ঘর ছিল; হরিশের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর এবং এ প্রদেশে এখন কিছুকাল থাকিতে হইবে জানিয়া হরকুমার বাবু সেই সামান্য ঘরখানি আপনার বৈঠকখানা করিয়া লইয়াছেন। তিনি সেই ঘরে শয্যা উপর উপবেশন করিলে, জরিফ কোচম্যান, কম্বল লইয়া, তাহার অনতিদূরে ঘরের বাহি

করিল! তাহার পর বলিল,—"সে ... তি
অসভ্য, নিতান্ত নির্ব্বোধ। তাহ ... আদায় করা আমার ত সাধ্য নহে, ..."

হরকুমার বলিলেন,—"তবে ... সন্ধান পাইয়াছ, তাহার সহিত দেখাও ক... এও একটা সুসংবাদ বটে; গঙ্গামণির সে বাস্তবিক বোনপো কি না, তাহা ঠিক করিতে পারিয়াছ কি?"

জরিফ বলিল,—"তাহার মুখে সে পরিচয় পাই নাই বটে; কিন্তু বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, সে লোকটা গঙ্গামণির বোনপো বটে। গঙ্গামণি ...চ বৎসর আগে ফৌত হইয়াছে। এই বোনপো তাহার কাছেই থাকিত; মাসী মরার পর বোনপো রামনগর ছাড়িয়া রাধানগরে আসিয়া বাস করিতেছে। গঙ্গামণির একটি ঘর, কিছু পিতল কাঁসার বাসন, দুই চারিখানা সোণা রূপার অলঙ্কার এবং যৎসামান্য নগদ টাকা ছিল। এই বোনপো সে সমস্ত দখল করিয়াছিল এবং বাড়ী ঘর ও জিনিস পত্র বেচিয়া, রামনগর হইতে ... ...সিয়াছিল। এক্ষণে তাহার আর কিছু ... করিয়া ... অপব্যয় করিয়া সকলই নষ্ট

করিল! তাহার পর বক্তিহাও এক রকম বুঝিয়াছি। অসভ্য, নিতান্ত কি ভগ্নীর আর এক ছেলে আছে। আদায় করা আম্রচন্দ্র। সে বর্দ্ধমানে থাকে, ভাল কাজ-

হরকুমার তাহার অবস্থা মন্দ নয়। মাসীর সামান্য পাইয়ার জন্য তাহার কখনও লোভ হয় নাই। এরবা তাহার মাসী হয়ত তাহাকে সে সকল কিছু দেয় নাই। ফলতঃ সে তাহার অংশ লইবার জন্য কখনও চেষ্টা করে নাই। গঙ্গামণি যত দিন জীবিতা ছিল, তত দিন রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে মাসীর খবর লইয়াছে এবং কখন কখন গঙ্গামণিকে সামান্য অর্থ সাহায্যও করিয়াছে। চণ্ডী অচেনা লোক দেখিলেই মনে করে যে, হয় ত সে তাহার সেই মাসতত ভাইয়ের লোক এবং হয় ত এতদিন পরে গঙ্গামণির সম্পত্তির অংশ লইবার লোভ হওয়ায়, তাহার ভাই তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

হরকুমার একটু হাস্য করিলেন; বলিলেন—"জরিফ তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ। এমন গুরুতর বিষয়ের অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইবে এরূপ আশা আমি কখনই করি নাই। এক গঙ্গামণি ও রামনগর

... আমি এ প্রদেশে ...
... প্রয়োজন সিদ্ধ হ...
আমি জানিতাম না। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে ...
নগরই ঠিক। গঙ্গামণিরও সন্ধান পাওয়...
এ সকলই বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।
হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।”

জরিফ বলিল—“আমি কিন্তু হুজুর ...
পারিতেছি না। এমন দিন কি খোদা ...
আমার মনে কোনই ভরসা নাই। তবে হুজুরের মত
বুদ্ধি আর কাহারও নাই। হুজুর যখন ...
তখন কাজেই সকল বিষয় ভাল বলিয়া ...
হইবে।”

হরকুমার বলিলেন—“ভাল যে হ...
কোনই সন্দেহ নাই। সেই বালক ...
দেবতার মত; তাহার অদৃষ্টে অনেক সুখ ও ঐশ্বর্য্য ...
আছে। নিশ্চয়ই তাহার বংশাবলীর বৃত্তান্ত আমি
প্রকাশ করিতে পারিব। এ বিষয়ে মহাপুরুষ আমাকে
আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন। আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ কর,
অবশ্যই আমরা সফলতা লাভ করিব। তোমার পুরাণ
মুনিবের কোন খবর পাইয়াছ কি?”

লিল—"আমার জবাব হওয়ার পর হইতে খবর পাই নাই—পাইতেও ইচ্ছা নাই। তবে নিতেছি যে গিন্নি আর হরিচরণ বাবু পশ্চিমে গিয়াছেন। শ্যামলাল বাবু একা বাড়ীতে বড় ভুগিয়াছেন। তাঁহার খরচের নিমিত্ত ১৫৲ টাকা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার হাতে দেওয়া হয় খানসামার কাছে থাকে। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী ক্রী হইয়াছে। দামি দামি জিনিষপত্র গিন্নি এই সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন—কতক বিক্রয়ও করিয়াছেন। সামান্য কাঠ কাঠরা, বাসন কোসন বাড়ীতে পড়িয়া আছে। চাকর বাকর সকলেরই জবাব হইয়াছে, কেবল কাছারীতে কয়েক জন মুহুরি ও একজন নায়েব আছেন। বাড়ী আগ্‌লাইবার জন্য চারিজন দ্বারওয়ান আছে। সোণার সংসার ছাই হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বাবুর দুর্দ্দশার সীমা নাই।"

হরকুমার বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। সে জন্য দুঃখ করিবার কোনই দরকার নাই। আমি আপাততঃ তোমার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিই।"

জরিফের আহারাদি সমাপ্ত হইলে হরকুমার বাবু

[illegible] তা সুন্দরীর পরিচয় এবং [illegible]ন্ত জানাইয়া বলিলেন,—[illegible], অবিলম্বে গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে হইবে। তোমার উপর আমি এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি।”

জরিফ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল,—“এ কাজ আমি সহজেই শেষ করিতে পারিব। গদা যেখানে থাকে তাহা আমি জানি। শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া হুজুরের কাছে আনিতে পারিব।”

জরিফ প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন—“কোথা যাও?”

জরিফ বলিল—“গদার সন্ধানে।”

হরকুমার। এখনই?

জরিফ। দেরি করায় লাভ কি? হাতে তো কাজ কম নাই। কালি প্রাতে ফিরিব। গদাকে ধরিয়া আনিতে পারিব আশা আছে।

হরকুমার। আজি বড় ক্লান্ত আছ। আজি থাকুক না কেন?

জরিফ। হুজুরের হুকুম তামিল করিতে শরীরের মায়া হয় না। আমি এখন আসি।

সসম্মান সেলাম করিয়া জরিফ প্রস্থান করিল। হর-কুমার মনে মনে তাহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

জরিফ যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক। সহজেই সে গদার সন্ধান পাইল বটে; কিন্তু গদা বড় বিপদাপন্ন। দারোগা, জমাদার, পাহারাওয়ালা অনেকে গদাকে ঘেরাও করিয়াছে। সুহাসিনী প্রদত্ত অলঙ্কার রাশি গদার সর্ব্ব-নাশ ঘটাইয়াছে। অলঙ্কারগুলি গদা নানা স্থানে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে যে লোকের নিকট সে চোরাও মাল বিক্রয় করে, তাহারা একশত টাকার বেশী দাম দিতে চাহে না। এত সামান্য মূল্যে এ সামগ্রী বিক্রয় করা উচিত নয়, ইহা গদা বেশ বুঝিত। বিশেষতঃ এ সকল চুরির মাল নহে। গদা, ভয়শূন্য হইয়া, ক্রমে কোন কোন গৃহস্থ বাটিতে তাহা বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কথা প্রচার হইয়া উঠে। গদার হাতে এই সকল মাল দেখিয়া, কেহই চুরির জিনিষ ছাড়া আর কিছুই মনে করে নাই। থানার লোক সংবাদ পাইয়া গদাকে ধরিয়াছে। গদা বুঝাইতেছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রবধূ তাহাকে এ সকল অলঙ্কার দান করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও সাধারণ লোক সকলেই স্থির করিয়াছেন, অলঙ্কারগুলি সার্ব্ব-ভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু

তিনি যে এত অলঙ্কার ইহাকে দিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ তিনি আছেন কি নাই তাহাও সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় গদাকে চালান দেওয়াই সদুপায়। কেহ দান করিয়াছেন, এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলে, গদাকে এখনই ছাড়া যায়; না হয় পরে হাকিমের নিকটেও সেই কথা বুঝাইলে গদা খালাস হইয়া আসিতে পারে। বড়ই বিপদের কথা; কেন না গদা জানে, বামুনদের বউ ঠাকরুণ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। হরিচরণবাবু সন্ধান করিয়া গদাকে সুহাসিনীর খবর আনিতে বলিয়াছিলেন; সেই কথায় গদা তাঁহার সন্ধান করিতে থাকে। সেই সময় রামহরিও চাকরও গদার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। গদার সহিত রামহরির সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইলে, গদা সমস্ত পরামর্শ হরিচরণকে জানাইল। সুহাসিনীকে ধরিয়া আনিবার জন্য পথ মধ্যে হরিচরণের নিয়োজিত লোক থাকিল। তাহারা যে যে কাণ্ড ঘটাইল তাহা পাঠকগণ জানেন। হরিচরণের দূতেরা সুহাসিনীকে ও দাসীকে নদী তীর পর্য্যন্ত আনিয়া নৌকায় উঠাইল। গভীর রাত্রে নৌকা ডুবি হইল। গদা স্বচক্ষে সুহাসিনীকে জলে ডুবিতে দেখিয়াছে—উঠিতে দেখে নাই। সুতরাং তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়াই গদা জানে। তবে গদা এখন কেমন করিয়া

প্রমাণ করিবে যে, অলঙ্কার সমস্ত তিনি দান করিয়াছেন। তিনি থাকিলেও যে দানের কথা স্বীকার করিতেন, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? এ সম্বন্ধে কোনই সাক্ষী নাই। সুতরাং গদা বুঝিতেছে, এ যাত্রা তাহার আর অব্যাহতি নাই।

এইরূপ সময়ে জরিফ কোচম্যান সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সে,সমস্ত কথা বুঝিয়া, থানার লোকদিগকে,গদাকে অলঙ্কার সমেত, তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল। জরিফ সকলেরই পরিচিত। সে যখন ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে বলিতেছে, তখন তাহার সহিত যাওয়ার হানি নাই বিবেচনায়, একজন জমাদার ও দুইজন পাহারাওয়ালা অলঙ্কার সমস্ত ও গদাকে সঙ্গে লইয়া, সনাতন পুরে হরি কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেখানে হরকুমার বাবুকে দেখিয়া থানার লোক ও গদা সকলেই সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

হরকুমারের মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ও অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলে যে তৎসমস্ত তিনি গদা চণ্ডালকে দান করিয়াছেন। গদা সে দিন তাঁহার অসীম উপকার করিয়াছে। সে উপকারের তুলনায় এ অলঙ্কার দান নিতান্ত সামান্ত কার্য্য

বিলম্ব আছে। বেলা ১০ টার পর হইতে হাটে লোক আসিতে আরম্ভ হয় এবং বেলা ১২টার সময় হাট পূর্ণভাবে জমিয়া উঠে। এখন বেলা ৮৷৷০। এখনও কেহ আইসে নাই; কেবল উল্লিখিত চালা ঘর কয়খানির এক খানিতে একটা কদাকার পুরুষ বসিয়া, একটা খুটি হেলান দিয়া, ঝিমাইতেছে। লোকটার পরিধানে যে বস্ত্র আছে, তাহা না থাকারই সমান; গায়ে একখানা ছেঁড়া ও নিতান্ত মলিন কাপড় আছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে এক একবার লোকটা পড়িয়া যাইবার মত হইতেছে, আবার তখনই সাবধান হইয়া আপনার পূর্ব্বস্থান স্থির করিয়া লইতেছে। মাছি ও মশা এ ব্যক্তির কম শত্রুতা করিতেছে না। অনেক মাছি তাহার ছিন্ন বস্ত্রের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার [illegible] উপর ঘুরিতেছে। অনেক মশা তাহার কাণের নিকট উড়িতেছে এবং তাহার কৃষ্ণ কলেবরে আপনাদের দেহ মিশাইয়া বসিয়া আছে। লোকটা ক্রমেই নি[illegible]ড়িল। বুঝিল এ সুখের নিদ্রার অ[illegible]শেষে মশক ও মক্ষিকা কুল নির্ব্বংশ কা[illegible] হইল এবং সে তাহাদের বিরুদ্ধে বিষ[illegible]ন প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে চক্ষু মেলিয়া [illegible]। একবার চক্ষু মেলিবার

চেষ্টা করিল বটে ; কিন্তু সেই মেঘ ঢাকা ঘোলা ঘোলা আলো তাহার চক্ষুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতে না করিতেই সে নয়ন মুদিয়া ফেলিল। চক্ষু বুজিয়া সে বলিল,—"শালার মাছি! শ্রাদ্ধ করি দাঁড়াও না!"

তাহার পর লোকটা নিজের মুখের সম্মুখে আপনার পোড়া কাঠের রলার ন্যায় হাতদুইটা তফাত করিয়া ধরিল এবং ক্রমশঃ নিকটস্থ করিতে লাগিল ; খুব নিকটস্থ হইলে সে বেগে দুই হাত যুক্ত করিল। তাহার পর অতি সাবধানে একখানি হাত তুলিয়া লইল এবং আর একখানি হাত সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—কেমন শালার মাছি, কেমন জব্দ!"

হাতে কিন্তু মাছির নামও নাই। থাকুক বা নাই থাকুক সে কিন্তু এইরূপে অনেকক্ষণ মাছির শ্রাদ্ধ করিতে ও তাহাদের জব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে আপাততঃ তাহার একটু উপকার হইল। তাহার মৃতবৎ নিশ্চল দেহে যত মাছি বসিতে ছিল এক্ষণে তত মাছি আর তাহার গায়ে বসিতে পারিল না। এইরূপে মক্ষিকা বধ কাণ্ড সমাধা করিয়া, সে আবার বলিল,—"জানলা শালারা আমি কে?

• আবার সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী নিদ্রা তাহাকে অধিকার

করিল। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় সে আবার জড়সড় হইয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে দুইটি লোক তাহার নিকটস্থ হইল এবং একজন সসম্ভ্রমে ডাকিল—"বাবু! বাবু মহাশয়!"

মলিনবেশী কৃষ্ণকায়, লম্বোদর, কোটরনেত্র পুরুষ ঝিমাইতে ছিল। এ সম্বোধন বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; কিন্তু আহ্বানকারী যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছে,ইহা তাহার প্রথমে মনে হইল না। সুতরাং সে নীরবে এই নিদ্রার ব্যাঘাতকারী আগন্তুককে, মনে মনে গালি দিতে থাকিল।

আগন্তুকদ্বয় আমাদের পরিচিত হরকুমার বাবু ও জরিফ কোচমান। আহ্বানকারী স্বয়ং হরকুমার। জরিফ পশ্চাতে ঈষদ্ধাস্যমুখে দণ্ডায়মান। হরকুমার আবার ডাকিলেন,—"বাবু মহাশয়! ঘুমাইতেছেন নাকি? বড় একটা দরকারের কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তা বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ করা তো সম্ভব নয়।"

এবার সেই তন্দ্রামগ্ন পুরুষ বুঝিল যে, এই অপরিচিত [illegible]তাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। [illegible] যে, বাবু সে চিরকালই ছিল, চিরকালই [illegible]রকালই থাকিবে। সুতরাং তাহাকে বাবু

বাঁধিয়া আগন্তুক ভালই করিয়াছে। কিন্তু এত বড় বাবু লোকটার হঠাৎ কথা কহিয়া ছোট হওয়া অনুচিত বোধে, সে নীরব রহিল।

হরকুমার বলিলেন,—কাঁচা পাকা সব রকম মালই একটু একটু সঙ্গে আছে; চাটের রকম রকম জিনিষও কিছু কিছু আছে। এখন একটু জায়গা, আর সাজ সরঞ্জাম পাইলে মৌতাতটা সারিয়া লইতাম ইচ্ছা ছিল। বিদেশী লোক কাহাকেও জানাশুনা নাই; একজনকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, এ গ্রামে ভদ্রলোক কেহই নাই; মানুষের মতন মানুষ এক চণ্ডী বাবু আছেন, তাঁহারি জন্যই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তাই সন্ধান করিয়া মহাশয়ের কাছে এসেছি।"

হরকুমারের এই কথাগুলি, ভেকদেহে তাড়িত প্রয়োগের ন্যায় চণ্ডে গুলিখোরের মনের ও দেহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইল। কাঁচা পাকা মালের কথা শুনিয়া তাহার জড়ভাবাপন্ন দেহ বিচলিত হইয়া উঠিল। চাটের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার তন্দ্রাবিষ্ট আলোক ভীত নয়ন সহসা ফাঁক হইয়া গেল এবং সে সাগ্রহে এই দেবতুল্য আগন্তুক মহাত্মাকে দেখিতে লাগিল। চণ্ডে গুলিখোর নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, সে আপনাকে চণ্ডী বাবু

বলিয়া

একটু

গুণগ্রাহী ভদ্রলোক বটেন

আওয়াজে বলিল,—"মহ

হরকুমার বলিলেন,—

কাজে এদেশে এসেছি। সে সব

হব। বাবু যে রকম মহাশয় লো

কাঁচাপাকা দুই রকমই বাবুর অভ্যাস

কাজে মতি না থাকিলে বড়লোকই

আবার একটু বেশীও অভ্যাস ঘটিয়াছে। এক ছিলিম

পাকা তামাকও মাঝে মাঝে খেয়ে থাকি।"

চণ্ডী সমুৎসাহে বলিলেন,—"আমিও, আমিও।" সে

নিশ্চয় স্থির করিল এ লোকটা দেবতা না হইয়া যায় না।

বুঝিল আজি সুপ্রভাতই বটে। আবার বলিল,—

"বসুন—বসুন।"

চণ্ডী বসিতে বলিল বটে, কিন্তু সেখানে বসিবার

কোনই স্থান নাই; তথাপি হরকুমার নিঃসঙ্কোচে তত্রত্য

ধুলার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"বসিলাম বটে,

কিন্তু এটা হাটের ঘর; এখনই অনেক লোক জমিয়া

যাইবে। একটু তফাতে যাইলে হয় না বাবু?"

.ই গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"তাই ভাল,
.মোর সঙ্গে।"

ধীরে পদবিক্ষেপে বক্রদেহ বহন করিয়া চণ্ডী অগ্রসর
হইল। হরকুমার ও জরিফ তাহার অনুসরণ করিতে
লাগিলেন। ক্রমে চণ্ডী বহু দূরে, জঙ্গলের মধ্যে এক বট-
বৃক্ষমূলে আগমন করিয়া বলিল,—"এই বেশ জায়গা।
এখানে কোন গোল নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"খুব ভাল। বাবুর পছন্দকে
বলিহারি। এমন জায়গা নহিলে কি আয়েস হয়?"

হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং জরিফের
নিকট হইতে ব্যাগ লইয়া একে একে অনেক সামগ্রী
বাহির করিলেন। আফিং, গুলি, গাঁজা, তামাক, টিকে,
গুলির বাতি, সকল রকমের কলিকা, হুঁকো ইত্যাদি অনেক
সামগ্রী তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির হইল। আর বাহির
হইল বালির কৌটার এক কৌটা রসগোল্লা, এক কৌটা
পানতুয়া এবং এককৌটা উৎকৃষ্ট সন্দেশ।

লর্ড ফকল্যাণ্ড (Viscount Falkland) যখন বম্বে
প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী
গুণবতী লেডি ফকল্যাণ্ডও এদেশে ছিলেন। সেই
মহিলা, ভারতাবস্থান সংক্রান্ত কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ

করিয়া

লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিয়া ...
তাহাদের সঙ্গে একটা ঝুড়ি থাকে, তাহাকে তাহারা "চো
চো" বলে। সেই ঝুড়িতে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন উপ-
যোগী অনেক প্রকার সামগ্রী সংগৃহীত থাকে। গ্রন্থকর্ত্রী,
সেই পণ্যজীবিগণের অনুকরণে, আপনার গ্রন্থের নাম
'চো চো" রাখিয়াছেন।

আমাদের হরকুমার বাবুর ব্যাগটীও একটী "চো
চো"। তাহার বিপুলোদর হইতে যে সকল সামগ্রী ...
হইয়াছে, তাহাতেই সেই ব্যাগ সুন্দরী শূ...
তিনি এখনও প্রসব করিতেছেন এব...
করিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখাইতেছেন।
প্রসব করিলেন একটা পিতলের ঘটি, তার...
এনামেল গ্ল্যাস ইত্যাদি।

সমস্ত জিনিষ সম্মুখে বিস্তৃত হইলে, চণ্ডে গুলিখোর
... হইয়া গেল, এবং হরকুমারের আয়োজন দেখিয়া
অবধারণ করিল, লোকটা যথার্থ আমীর বটে। বলিল,—
"তা মহাশয়! কি মনে করে এ দেশে আগমন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার আগমন ঠিক এ গ্রামে নহে। আমি রামনগর যাইব। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পথ বলিয়া এখানে আসিয়াছি। পথে মহাশয়ের ন্যায় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় ঘটিল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তা বাবু, যা ইচ্ছা হয় আরম্ভ করুন।"

চণ্ডী, সামগ্রী সমূহের নিকটে বসিয়া, মহোল্লাসে নেশার উপকরণ গুলিতে হস্তার্পণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল,—"সবই ভাল জিনিষ। মহাশয়ের মাল চেনা আছে বেশ। হাঁ—রামনগর যাইবেন বলিতেছেন বুঝি? তা সে যে এখান থেকে অনেক পথ। পাকা চা [illegible]"

হরকুমার ব[illegible]—[illegible] আরও ৪।৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে [illegible] বাবু, দরকারে সবই করিতে হয়। অ[illegible]তেই হইবে। বাবু জিনিষ সবই ভাল [illegible]ন হলেন জহরি। পরখ করে দেখুন সব।"

চণ্ডী প্রথমেই এক দলা আফিং গলাধঃকরণ করিয়া বলিল "বেশ জিনিষই বটে, ক্রমে সবই দেখা যাউক। রামনগরে এমন কি দরকার শুনিতে পাই না? সেখানে আমার মাসীর বাড়ী। সেখানকার অনেকের সঙ্গেই

আমার আলাপ আছে। আমাকে মহাশয় গোলাম বলিয়া জানিবেন। তা এ ক্ষুদ্র বাঠবিদ্যাহীন, দ্বারা যদি কোন সাহায্য হইতে পারে, তাহা হইলে হুকুম করিবেন। কাহার কাছে দরকার ?"

হরকুমার বলিলেন,—"শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট আমার একটু সামান্য কাজ আছে। সেই জন্যই রামনগর যাওয়া। বাবু এ প্রদেশের বড় লোক। আপনার কৃপা থাকিলে সবই সম্ভব।"

এই সময় আবার বৃষ্টি আসিল এবং তাহার সহিত একটু হাওয়া উঠিল। গুলিখোর চণ্ডী পায়ের ছেঁড়া কাপড়খানি ক্ষীণ দেহের সহিত জড় করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"বড় ঠাণ্ডা হাওয়া। বাবু একটা জামা গায়ে দেন।"

আবার "চো চো" ব্যাগের ভিতর হইতে একটা জিনের জামা বাহির হইল। জামা চণ্ডীর হাতে দিয়া হরকুমার বলিলেন,—"গায়ে দেন, দোষ কি ? আমার থাকিলে আপনি লইবেন, আপনার থাকিলে আমি লইব। নহিলে বন্ধুত্ব কিসের ?"

চণ্ডী, কথাটাও না কহিয়া বন্ধুর জামা গায়ে দিয়া

রাঁচিল [illegible],—"গঙ্গামণি দেবী? সে তো [illegible]র কাছে কি দরকার? তি[illegible]

হরকুমার বলিলেন,—"তিনি আপনার মাসী ছিলেন? কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আপনাকে পাওয়ায় আমার অনেক উপকার হইল দেখ্‌ছি। তিনি মারা গিয়াছেন! ভাল, মহাশয় তো আছেন। আপনার দ্বারা আমার সাহায্য হওয়া অসম্ভব নহে।"

চণ্ডী, এক ছিলিম গাঁজা টিপিতে টিপিতে, বলিল,—"বলুন দেখি কি দরকার।"

হরকুমার বলিলেন,—"শুনিয়াছি তাঁহার কাছে কতকগুলি কাগজপত্র ছিল। সেগুলি দ্বারা একটি ভদ্র লোকের বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব। তাই সেগুলি একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছিলাম।"

চণ্ডী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"অসম্ভব। যদি থাকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে বাটী আমি বেচিয়া ফেলিয়াছি। যাহারা কিনিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই কাগজ পত্রের কোনই যত্ন করে নাই। সে কি আর পাওয়া যায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"তথাপি একবার সেখানে

যাইব। যদি [illegible] তাহা হইলে বড় উপকার হইবে। মহা[illegible] হইয়াছি তখন আর ভাবনা কি? আপ[illegible] [illegible]তে হইবে, এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না? একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া যাউক চলুন।"

এরূপ মহদাশ্রয় ত্যাগ করিতে চণ্ডীর কোনই মত ছিল না। সে বলিল,—"স্বচ্ছন্দে। আপনার কাজে আপনার সঙ্গে যাইব, তার আর কথা কি?"

হরকুমার, সন্ধান করিয়া, একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিতে, জরিফকে পাঠাইয়া দিলেন। চণ্ডীকে বলিলেন,— "মহাশয় কিছু জল টল খান। সকলই তো উপস্থিত।"

চণ্ডী বলিল,—"গোটা কতক ছিটা টানিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। মহাশয় খাবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"এত কি কথা? খাব না! আমি একটু পরে, অন্যান্য দুই একটা কাজ সারিয়া, ক্রমে খাইতেছি। আপনি চালান না ততক্ষণ।"

চণ্ডী যথেষ্ট গুলি খাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে সে যথেষ্ট সন্দেশ রসগোল্লা উদরস্থ করিল।

অনতিকাল মধ্যে গাড়ী লইয়া জরিফ ফিরিয়া আসিল। হরকুমার অতি সমাদরে চণ্ডীকে গাড়ীতে উঠাইলেন।

চণ্ডী, এই মহৎ ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্টতা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে, ও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিবার অভিপ্রায়ে, সানন্দে গাড়ীতে উঠিল। হরকুমারও গাড়ীতে স্থান লইলেন। জরিফ গাড়ীর পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## পরিত্যক্ত ভবন।

অপরাহ্নকালে হরকুমার বাবু, চণ্ডী গুলিখোর, এবং জরিফ কোম্প্যান রামনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরলোকগতা গঙ্গামণির যে পল্লীতে বাস ছিল, তাহারই নিকট ভবসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা কায়স্থ কামিনীর বাস। এই কায়স্থ নারী, গ্রাম সম্পর্কে গঙ্গামণিকে দিদি বলিত। সেই সূত্রে চণ্ডী গুলিখোর তাহাকে কায়েত মাসী বলিয়া ডাকে। অদ্য চণ্ডীচরণ, সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া, সেই মাসীর ভবনে উপস্থিত হইল।

হরকুমার বাবুর "চৌ চৌ" ব্যাগ চণ্ডীর মূর্ত্তি ফিরাইয়া দিয়াছে; ব্যাগের কৃপায় চণ্ডীর গায়ে জামা উঠিয়াছে, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। পথিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডোদরী কার্পেট-কায়া ব্যাগ-সুন্দরী চণ্ডীর নিমিত্ত ধুতি, চাদর এবং

জুতা প্রসর করিয়াছেন। যদি পরিচ্ছদ ভদ্রত্বের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে চণ্ডীকে অধুনা নিতান্ত অভদ্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; কিন্তু চণ্ডীর দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহার এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনও অদ্য তাহার সম্মান-বৃদ্ধির সহায় হইল না। ভবসুন্দরীর দ্বারে আসিয়া চণ্ডীচরণ "মাসী, মাসী" শব্দে বারংবার চীৎকার করিলে, ভব বাহিরে আসিল এবং চণ্ডীকে দেখিয়া বিরক্তির লক্ষণই প্রকাশ করিল। সে নেশাখোর; অপব্যয় করিয়া সর্ব্বসান্ত-হইয়াছে। জীবিকাপাতের উপায়াভাবে তস্করবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে; প্রথমতঃ আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অশেষ দুর্ব্ব্যবহারে উৎপীড়িত করিয়াছে; তদনন্তর আশ্রয়হীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া পথের ভিক্ষুক রূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ ভগ্নী-পুত্রের মিষ্ট সম্ভাষণ ভবসুন্দরীর প্রীতি উৎপাদন করিল না। তথাপি অদ্য তাঁহার ভদ্রবেশ দর্শনে, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রহিয়াছেন দেখিয়া, ভব মুখে কোন কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করিল না। চণ্ডী গুলিখোর, পরিচিত, অপরিচিত তাবৎ লোকের নিকট হইতে এতদপেক্ষা বহুগুণে অধিক রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহার মাসীর অভ্যর্থনা বিহীনতা

তাহাকে একটুও হতাশ বা নিরুৎসাহ করিল ন.
মাসীর নিকটস্থ হইয়া বলিল—"মাসী মা! আজ অ.
তোমার বাটীতেই থাকিব; এখানেই পাক সাক করিয়
খাইব। আমার সঙ্গে এই যে বাবু দেখিতেছ, ইনি অতি
মহাশয় লোক।"

ভব বলিল,—"তা তো দেখিতেছি। আমার এখানে
স্থান কোথায়? কেন ভদ্র লোককে সঙ্গে করিয়া
এখানে আসিয়াছ? এখানে উঁহার বড়ই কষ্ট হইবে।
অন্য স্থানের চেষ্টা দেখ গে।"

এই বলিয়া ভব সুন্দরী পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ
করিবার উপক্রম করিল। তখন হরকুমার বাবু, অপে-
ক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া, বলিলেন,—"ভদ্র লোকের মেয়ের
আকার প্রকারই কেমন চৎকার।" সঙ্গে সঙ্গে পকেট
হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া ভবসুন্দরীর সমীপদেশে
ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"ভদ্রলোকের আশ্রয়
ছাড়িয়া আমি তো আর কোথাও যাইব না। আপনি টাকা
দুইটা তুলিয়া লউন; তিন জনের মত যাহা হয় খাওয়ার
জোগাড় করিয়া রাখিবেন। আমরা আপাততঃ একটু
ঘুরিয়া আসিতেছি। যদি খরচ বেশী হয়, সে জন্ত কোন
চিন্তা করিবেন না; আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহাও দিব।"

সঙ্গে সঙ্গে ভবর সুর ফিরিয়া গেল। সে, ঈষদ্ধাস্য সহ-হাস্যে হরকুমার বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া, বলিল,—"আপনার মত লোক আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। বাড়ীতে জায়গা একটু কম; তা হউক, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। সেখানে মহাশয় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন। কষ্ট যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আপনি ফিরিয়া আসিয়া নিজে পাক করিবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কাজেই। আমি ব্রাহ্মণ; যদি একজন ব্রাহ্মণ জোগাড় করিতে পারেন তাহা হইলে ভালই হয়, নচেৎ আমাকে স্বয়ংই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে একজন মুসলমান আছে; সে চিড়া, দহি, বা দুধ খাইয়া থাকিবে। আর নিকটে যদি মুসলমানের বাড়ী থাকে, আপনি বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, সেখানে গিয়া এ ব্যক্তি ভাতও খাইয়া আসিতে পারে। খরচের জন্য চিন্তা করিবেন না, বরং আরও এক টাকা আপনি রাখিয়া দেন।"

আবার একটা টাকা, হরকুমার বাবুর পকেট হইতে নিক্রান্ত হইয়া, ভবসুন্দরীর করতলগত হইল। ভব এক মুখ হাসিয়া বলিল,—"ও মা তাও কি হয়? আপনার

মত [illegible] কথা ? আমি এখ[illegible] কান্তকে ডাকিয়া আ[illegible] ারে এ কষ্ট ক[illegible] নই করিতে হইবে না। মুগের ডাইল, মাগুর মাছ, সরু চাউল সকলই আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি। চণ্ডী-মণ্ডপে চৌকী পাতা আছে, তাহার উপর বিছানাও ঠিক করিয়া রাখিতেছি। সঙ্গের মুসলমান লোকটীর জন্যও কোন ভাবনা নাই। এখনই রহমত মণ্ডলের বাড়ীতে খবর পাঠাইয়া, যাহাতে উহার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“আমি চেহারা দেখেই মানুষ চিন্‌তে পেরেছি। আপনার আশ্রয়ে আমাদিগের কাহারও যে কোন কষ্ট হইবে না, আপনাকে দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি। তবে আমরা এখন আসি ?”

ভব বলিল,—“আচ্ছা। শীঘ্রই ফিরিবেন; আমি গোয়ালা বউকে ডাকিয়া একটু দুধের জোগাড় আগে করি।”

ভবসুন্দরী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হরকুমার ও জরিফ, চণ্ডীর সঙ্গে, গঙ্গামণির পরিত্যক্ত ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চণ্ডী গুলিখোর যাহার নিকট গঙ্গা-

মণির বাটী বিক্রয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাহার জীর্ণ সংস্কার বা কোন উন্নতি সাধন করে নাই। ক্রেতা কর্ম্ম-সূত্রে সপরিবারে বিদেশে অবস্থান করে। এই ক্ষুদ্র ভবন তাঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসনের নিকস্থ বলিয়াই সে ইহা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সুতরাং তথায় গমন ও প্রবেশ করায় কোনই অসুবিধা হইল না। অতি সামান্য বাটী। একটী একতলা ঘর; তাহার পার্শ্বে একখানি খড়ের একচালা। ঘরটী পতনোন্মুখ। চালা খানির ছাউনি পচিয়া, খসিয়া, গলিয়া গিয়াছে; বাঁশ, বাখারি এখনও খাড়া আছে। বাটীর ভূরিভাগ বনে পুরিয়া গিয়াছে। ক্রেতা বৎসরান্তে একবার করিয়া বাটী আইসেন। সেই সময় কতক গাছ-পালা কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। তথাপি তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ-লতাদির শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট।

চণ্ডী এ পর্য্যন্ত অগ্রেই ছিল। এক্ষণে বাটির সন্নিধানে আসিয়া, সে হরকুমার বাবুকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিল। ভীত গুলিখোর, এ বনাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভবন মধ্যে, অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

হরকুমার বাবু অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া জরিফ কোচম্যান, ব্যস্ততাসহ সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"হুজুর, গোলামের অপরাধ মাপ করিবেন। আমি আগে যাই।"

অগ্রে জরিফ, তৎ পশ্চাতে হরকুমার সর্ব্বশেষে চণ্ডী সেই ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক গাছপালা সরাইয়া পথ করিতে করিতে অগ্রে জরিফ চলিল। ঘরের নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, দ্বারের কপাট ক্ষরিত হইয়াছে এবং চৌকাঠের কাঠগুলি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। সেই দ্বার একটা শিকলদ্বারা আট্‌কান রহিয়াছে এবং সেই শিকল তালা দ্বারা বন্ধ। হরকুমার বাবু, জরিফকে বলিলেন,—"তালা খুলিবার কোন উপায় নাই কি ?"

জরিফের নিকট একটা চাবি ছিল ; সে তাহা লাগাইয়া দেখিল, তাহাতে সেই মরিচা ধরা বেকল তালা খুলিল না। হরকুমার বাবুর একটা রিংএ দুইটা চাবি ছিল, তাহাও তিনি জরিফের হাতে দিলেন, তাহাতেও ফল কিছু হইল না। তখন জরিফ বলিল,—"ভাঙ্গিয়া ফেলি না কেন হুজুর ?"

হর। পারিবে কি ?

জরিফ। স্বচ্ছন্দে।

হর। তবে তাই কর।

তখন জরিফ, গোটা কতক নাড়া চাড়া দিয়া শেষে একখানি ইটের ঘা মারিয়া, তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

আইনের চক্ষে হরকুমার বাবুর এই সকল কার্য্য

নিতান্ত গর্হিতরূপে প্রতীত হইতে পারে। অনধিকার প্রবেশ, তালা ভাঙ্গা প্রভৃতি অনেক অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া, সুনীতি সম্পন্ন পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সহজেই শ্রী-ঘরে প্রেরণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। সুচতুর, সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী হরকুমার বাবু এ সকল কথা জানেন না, বা বুঝেন না এমন নহে। তথাপি তিনি এই দুষ্কর্ম্মে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস, সাধারণ ব্যবস্থার অপেক্ষা, কোন কোন স্থলে বিশেষ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য মন্দ না হইলে, কাহারও অনিষ্ট সাধনের বাসনা না থাকিলে, অনর্থক স্বার্থের বশীভূত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প না থাকিলে এবং পরের হিতসাধন ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত না হইলে, মনুষ্যের কার্য্য ধর্ম্ম-বিগর্হিত বা দোষাবহ হয় না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। সময়ে সময়ে সমাজ এরূপ ব্যবহারের বিরোধী হইতে পারে এবং রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা বহুস্থলে এতাদৃশ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে; কিন্তু সমাজ বা রাজ-শাসন যাহার অনুমোদন করিবে তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং যাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে তাহাই অধর্ম্ম-কর্ম্ম, এরূপ বিশ্বাস হরকুমার বাবুর মনে কখনই স্থান পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক

ও রাজকীয় ব্যবস্থার মস্তকে পদাঘাত করিতে তাঁহার কথনই প্রবৃত্তি নাই। তবে যে স্থলে এরূপ কার্য্য সমাজ ও রাজ-শাসনের প্রতিকূল হইলেও, বিশেষ নিন্দিত বা দোষাবহ হইবে না, তথায় তিনি অবলীলা ক্রমে উভয়-বিধ শাসনকেই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত।

তালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। শিকল খোলা হইল। দরজা ঠেলিতে আরম্ভ করিয়া জরিফ দেখিল, তাহা খোলা যায় না। ভিতর হইতে কোন গুরুতর পদার্থ বিশেষে তাহা আটকাইয়া আছে। অনেক বল প্রয়োগ করিতে করিতে একটু ফাঁক হইল। সেই রন্ধ্র পথে জরিফ দেখিতে পাইল, উপর হইতে নিপতিত কতকগুলি ইষ্টকাদিতে দরজা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। হরকুমার বাবু, হস্তস্থিত যষ্টি জরিফকে দিলে, সে দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া যষ্টি দ্বারা অনেক ইট সরাইয়া ফেলিল; তাহার পর বল প্রয়োগ করিলে দরজা অনেক খানি খুলিয়া গেল। তখন ঘরের অবস্থা পরিদৃষ্ট হইল। সে ঘরে প্রবেশ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার; ছাতের কোন কোন স্থান খসিয়া পড়িয়াছে এবং এখনই খসিতে পারে। ঘরের [illegible] একটি ছোট [illegible] গাছ জন্মিয়াছে। [illegible] দেওয়ালের [illegible]। তথাপি জোর

করিয়া শরিফ ও হরকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।" গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকুল কোন পদার্থই হরকুমার বাবু দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয় তো একটা ভাঙ্গা বাক্‌স, না হয় তো একটা পচা সিন্ধুক, না হয় তো ডালাহীন পেটরা, অথবা দুই একটা হাঁড়ি কলসি এইরূপ পরিত্যক্ত বাটীতে পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে এবং তাহার মধ্যে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত, দুই চারিখানা কাগজ পত্র পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। অন্যের অনাবশ্যক হইলেও, সেই কাগজ হয় তো তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সহায় হইতে পারে। তাঁহার আশা ফলবতা হইল না। গৃহে তাদৃশ কোন সামগ্রী নাই; তথাপি সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তখন অগত্যা তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দেওয়া হইল।

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"আজ যদি পার ভালই, নচেৎ কল্য প্রত্যূষে এখানকার বাজার হইতে একটী তালা কিনিয়া এই দরজায় লাগাইয়া যাইবে। তাহার চাবিটী যাহাতে গৃহ-স্বামীর হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করিব।"

[illegible] দাঁড়াইয়া ছিল। সে জি[illegible] ক দাদা মহাশয়?"

[illegible]

চণ্ডী। আমি তখনই বলিয়াছি, কাগজ পত্র কখনই কিছু দেখি নাই।

হরকুমার ও জরিফ অতি কষ্টে সেই জীর্ণ এক চালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফল কিছু হইল না। তখন হতাশ-হৃদয় হরকুমার ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিলেন। গৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটা আবর্জ্জনার স্তূপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মধ্য হইতে ছেঁড়া নেকড়া, দুই একখানি ভাঙ্গা সরা, একগাছা মুড়া ঝাঁটা, হাঁড়ি কলসির ভাঙ্গা খোলা এবং ধুলা মাটি তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা, সেই আবর্জ্জনা সরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বহুদিনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, জল ও রৌদ্রের প্রভাবে কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্ন চালা হইতে একখণ্ড ভাঙ্গা বাঁশ আনিয়া, জরিফ সেই আবর্জ্জনা রাশি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"ওটা কি? কাগজ না?"

জরিফ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

হরকুমার বড় ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন,—"দেও দেও, দেখি।"

অতি জীর্ণ এক খণ্ড হলদে কাগজ তুলিয়া, জরিফ হরকুমারের হস্তে দিল। হরকুমার, চশমা লাগাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে, তাহা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লেখা অতি কদর্য্য। তাহারও আবার কালী উঠিয়া গিয়াছে এবং কাগজও গলিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে একটা কথা তিনি যেন ঠিক করিতে পারিলেন বলিয়া মনে করিলেন কথাটা—"মৃত্যু হইয়াছে।" কে কোথা হইতে কাহাকে লিখিতেছে কিছু বুঝা গেল না। তথাপি অতীব যত্নে কাগজ খানিকে হরকুমার রুমালে জড়াইয়া লইলেন। বলিলেন,—"জরিফ! দেখ, দেখ; হতাশ হইও না।"

উভয়ে বিশেষ যত্নে আবার সেই আবর্জ্জনা রাশি অন্বেষণ করিতে করিতে আবার একখানা কাগজ পাইলেন। কাগজখানি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং তাহার সকল ভাগ হরকুমার পড়িতে পারিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—

"শ্রীচরণেষু—

প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ। আপনার

শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। সংপ্রতি আপনার খরচের নিমিত্ত ডাকযোগে পাঁচ টাকা পাঠাই। প্রাপ্তি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীমতী খুড়িমাতা ঠাকুরাণী ৺ কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সে বিষয়ের কোন সন্ধানই তিনি পান নাই। পরে যেরূপ হয় জানিতে পারিবেন। আপনার সে সকল সামগ্রী আমি যত্নে রাখিয়াছি। পত্রোত্তরে শ্রীচরণের কুশল সমাচার দানে সেবকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন ইতি।

সেবক

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা।"

হরকুমার সযত্নে এ পত্রও রুমালের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। জরিফ আরও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিল, কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁহারা ধীরে ধীরে ভবসুন্দরীর ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### ভবসুন্দরী।

পথে আসিয়াই চণ্ডী বলিল,—"এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো বাবা! ভূতে খেয়ে ফেলে নাই যে এই ভাগ্য!"

হরকুমার বলিলেন,—"বাড়ীটা ভয়ানক রকমই হইয়া রহিয়াছে বটে; কিন্তু ভূতে খেয়ে ফেলিবার কোন লক্ষণই দেখিলাম না তো।"

চণ্ডী বলিল, "সে আপনার ভাগ্য। আমার কিন্তু বড়ই ভয় হইয়াছিল। কাগজ পত্র কিছুই পাওয়া গেল না—যা দু'খানা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপনার কোন দরকারে লাগিবে কি দাদা?"

হরকুমার বলিলেন,—"বোধ হয় কিছু কাজেই লাগিবে না।"

মুখে এ কথা বলিলেও, হরকুমার বাবু সেই কাগজ

দুইখানি মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন এবং করিয়াছেন যে, বিশেষ রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিলে সেই বাঙ্গালা কাগজে লেখা গলিত পত্র খানিও পাঠ করা যাইবে। অন্ততঃ তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে, এবং রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্র খানিও হয় ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক সহায়তা করিবে। তন্মধ্যস্থ খুড়ী মাতার কাশী হইতে প্রত্যাগমন, সে বিষয়ের সন্ধান না পাওয়া এবং সামগ্রী যত্নে রাখা ইত্যাকার কয়েকটী কথা তাঁহার বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, হয় ত এই সকল সূত্রাবলম্বনে তাঁহার গন্তব্য পথ নির্ণয় করার অনেক সুবিধা হইবে।

ভব সুন্দরী অতিথিগণের সৎকারার্থ বড়ই ব্যস্ত। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া সে তাহার দ্বারা মুগের ডাল চাপাইয়াছে; মাগুর মৎস্য আনিতে লোক গিয়াছে; দুধ সংগ্রহ হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে তক্তপোষের উপর পরিষ্কার বিছানা করিয়া রাখিয়াছে এবং মুসলমান জরিফের জন্য বারান্দায় একখানি কম্বল রাখিয়া দিয়াছে। জরিফের খাওয়ারও সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। অনাদৃত চণ্ডীর কথাও বিস্মৃত হয় নাই।

একটি সামান্য রকম শয্যা

চণ্ডীর সহিত হরকুমারের
উঠিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, হরকুমা
করিতে জানেনও না। সামান্য এক
ভদ্র রকম নেশায় তাঁহার দখল নাই।
নিতান্ত অপদার্থ মনে করিয়া, তাঁহা
ত্যাগ করাই চণ্ডীর উচিত ছিল; কিন্তু সে তাহা করে নাই।
কেননা সে বুঝিয়াছে, হরকুমার নেশা না করিলেও নেশার পক্ষপাতী, নেশার মাহাত্ম্য সকলই জানেন, নেশার সামগ্রী সবই ভাল রকম চিনেন, কিসে কি হয় তাহা জানেন এবং যে ব্যক্তি নেশা করে তাহাকে ভাল বাসেন। এমন একটা লোকই কি কম নাকি? তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ তাই তিনি স্বয়ং নেশা করিতে পারেন না; না পারিলেও নেশা ও নেশাখোরের সহিত তাঁহার যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে তাঁহাকে মহাপুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুতরাং হরকুমার নেশা না করিয়াও, চণ্ডীর ন্যায় মহাত্মার নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অপরিসীম সৌভাগ্য। চণ্ডীর বেশভূষা বদলাইয়াছে, নির্ভাবনায় নেশা চলিতেছে, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট নাই। চণ্ডী বেশ আছে। নেশাখোরের আশ্রয়দাতার জয় হউক!

চণ্ডী মাসীমার নিকটস্থ হইল এবং কোন্ বিষয়ের

... অনুসন্ধান করিয়া আসিল। এবার মাসী ... করিয়া কথা কহিল এবং একটু ... প্রকাশ করিল। হরকুমার লোকটা কে জানিবার জন্ম ভব কৌতূহল প্রকাশ করিল। চণ্ডী বলিল,—"হঁা বাবা মাসী মা! তুমি আমাকে কেবলই ছোটলোক মনে কর বুঝি। দেখ বাবা, আমার পাল্লায় কেমন কেমন লোক। এ লোকটা একটা ভারি জমিদার। কিন্তু লোকটা পাগল—নিতান্ত পাগল!"

ভব সবিস্ময়ে বলিল,—"ওমা সে কি গো? হঠাৎ চেঁচিয়ে মেচিয়ে ক্ষেপে উঠে নাকি?"

চণ্ডী বলিল,—"তা নয়, তা নয়। আমার মাসীর কাছে কি কাগজ ছিল; তাতেই নাকি ওঁর ভারি দরকার। তাই খুঁজতে এ দেশে এসেছেন। তা মাসী মা, কাগজে তো মসলা বাঁধে। তাতে আর কি এমন দরকার হতে পারে বাবা, যে তার জন্য খরচ পত্র করে দেশ বিদেশে ছুটাছুটি করিতে হয়?"

ভব বলিল,—"তোমার মাসীর কাছে কাগজ ছিল, তারই সন্ধান করিতে এসেছেন? হবে। কাগজ কি এখনও সেখানে পড়ে আছে? তোমার মাসীর কাছে

কত কাগজই থাকত, কত কাগজই ছিল বটে। তা কি আর আছে?"

ভব খুব চিন্তাকুল হইল। চণ্ডী চলিয়া আসি'। হরকুমার, নূতন জল পোরা হুঁকায়, অতীব মনঃ সং সহকারে, তামাক খাইতেছেন। চণ্ডী তাঁহার নিকটস্থ বলিল,—"বাবা, দুনিয়ায় পাগল আছে বত্রিশ র তার মধ্যে একরকম কাগজ-খোঁজা পাগল। তুমি তাই। কাগজের যদি দরকার থাকে, তবে ে দোকানে যাও, জুতার দোকানে যাও, ছাপাখানায় আড্ডায় যাও। এ কি বাবা, ভাঙ্গা বাড়ীতে কাগজ দাদা, তুমি নেহাত পাগল!"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু বইস, তামাক খ আমার যে কাগজে দরকার, তা কি দোকানে ভাই? তা হলে এত কষ্ট করিব কেন? তা যাহা হ এই সূত্রে তোমার সহিত আলাপ হলো, এই কি কম লাভ?"

চণ্ডী বলিল,—"তা দাদা, আমি তোমার চর দাস। আমি তো আর তোমাকে ছাড়িব না। কাগজের কথা, তার জন্য ভাবনা কি? আমি বু দাদা, তোমার একটু বাইয়ের ছিট্ আছে। তুমি কা

কাগজ করে ফেলেছ। সে জন্য ভাবনা কি তোমার?
আজি থেকে যেখানে যত কাগজ দেখিব,তা এনে তোমার
কাছে হাজির করিব। কাগজে তোমাকে ডুবিয়ে দেব,
ভয় কি তোমার দাদা। ছাপার কাগজ, খবরের কাগজ,
বই হাতে লেখা, কাগজ, দলিলের কাগজ, যাহা চক্ষুর
ন পড়িবে আমি কিছুই ছাড়িব না। তুমি এত কাগজ
বাস, তা আমাকে আগে বল্‌তে হয়। তা হলে এত
বা আসতে হবে কেন? আমি তোমাকে রাধা-
রই জমিদারের দপ্তরখানা থেকে,পাঠাশালার ছেলেদের
থেকে,মোক্তার মহাশয়ের বাসা থেকে, চেয়ে, ভিক্ষে
, নিদেন চুরি করে গাদা গাদা কাগজ এনে ফেলে
ম। তা যাহা হইবার হইয়াছে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত
দাদা। তোমাকে কাগজ আনিয়া দেওয়ার ভার
র থাকিল।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজই এখন আমার নেশা
হইয়াছে বটে। তা তুমি এখন মৌতাত চড়াইবে না?"

চণ্ডী বলিল,—"তা আর বলতে?"

সে নেশার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল। এদিকে
রের স্থান প্রস্তুত করিবার সংবাদ আসিলে, চণ্ডী
ল,—"আমার জন্য জায়গা টায়গা চাহি না। এ আমার

ঘর, আমি যেখানে সেখানে থাব এখন। আপাততঃ বাবুর জন্ত জায়গা হউক, আমার একটু দেরি আছে।"

তাহাই হইল। চণ্ডী নেশায় ব্যাপৃত থাকিল। হরকুমার বাবু, তাহার অনুমতি লইয়া, আহার করিতে গেলেন। ভবর কার্য্যতৎপরতায় আহারের উদ্যোগ মন্দ হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বালক সমস্ত সামগ্রী দিয়া বাহিরে গেল। হরকুমার আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভব, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দূর হইতে বলিল,—"আমাদের এ নিতান্ত পাড়া গাঁ, আপনার মত লোকের খাবার যোগাড় এখান থেকে হওয়াই ভার।"

হরকুমার বলিলেন,—"যে জোগাড় আপনি করিয়াছেন, এরূপ আহার আমার নিত্য ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আপনাকে বড়ই কষ্ট দেওয়া হইল। আপনি দয়া করিয়া এ কষ্ট ভোগ স্বীকার না করিলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিত না।"

ভব বলিল,—"ঘর হইতে বাহির হইলেই কষ্ট। তা যা হউক, রান্না নিতান্ত মন্দ হয় নাই তো? ছেলে মানুষ, জানে না। আমি আবার তফাৎ থেকে বলে দিয়ে,দেখিয়ে দিয়ে, কোন রকমে সিদ্ধ করাইয়া লইয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"তাতেই এত ভাল হইয়াছে।

আমি ভাবিতেছিলাম, এত পরিপাটি পাক ব্রাহ্মণের ছেলে করিল কিরূপে? এখন বুঝিলাম ব্রাহ্মণ কেবল উপলক্ষ মাত্র; কাজ সব, বলিতে গেলে, আপনিই করিয়াছেন। এত ভাল রান্না আমি আর কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।”

ভব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, বাবুটি বড়ই সুজন্। এক্ষণে স্থির করিল, বাবুটি খুব শিষ্ট। ভব বুদ্ধিমতী ও চতুরা। তাহার বয়স চল্লিশের কম নহে। দেখিতে শুনিতে তাহার চেহারা মন্দ নহে। অল্প বয়সে একটি কন্যা সন্তান লইয়া সে বিধবা হইয়াছে। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গতি কিছু ছিল না। তথাপি ভব কাহারও দ্বারে ভিক্ষা-র্থিনী না হইয়া, বা কাহারও গলগ্রহ না হইয়া, জীবিকা-পাত করিয়া আসিতেছে। কন্যাটির ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছে; ঘর দুয়ার বজায় রাখিয়াছে; দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে অন্নপ্রাশনে গহনা দিয়াছে; লোক-লৌকিকতা তত্ত্বাদি করিয়া সংসারিক শিষ্টতা পালন করিয়াছে এবং দশ টাকার সংস্থানও করিয়াছে। নিঃসহায় স্ত্রীলোক এত করিয়াছে বটে, কিন্তু পাপের পথে সে কখন পা দেয় নাই এবং দেহ বিক্রয় করিয়া একটি পয়সাও সংগ্রহ করে নাই। গরু পুষিয়া গোয়ালার নিকট ভব দুধ বেচিয়াছে, পাট কাটিয়া দড়ি

বিক্রয় করিয়াছে, লোকের গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে, কাহারও জিনিষ রাখিয়া টাকা লওয়ার দরকার হইলে, ভব স্থানান্তর হইতে আনিয়া দিয়াছে, কাহারও টাকা ধার দিবার দরকার হইলে, ভব তাহার লোক ঠিক করিয়া দিয়াছে এবং প্রাণপণে সকলের উপকার করিয়া আসিয়াছে। কাহারও হিসাবে গোল হয় নাই; লোকের সহিত কাজ কারবারে কেহই কখন তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। সকল কাজেই সে কিছু কিছু লাভ পাইয়াছে। মহাজন, খাতক, স্বর্ণকার, ব্যবসাদার সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু দিয়াছে। গ্রামের সকল লোকই ভবকে ভালবাসে। যাহার যে দরকার সেই তাহা ভবকে বলে। কাহারও কাপড় চাহি, কাহারও চাউল চাহি, কাহারও ঘির দরকার, কাহারও অলঙ্কার, কাহারও সাংসারিক অন্য কোন সামগ্রী। সকলেই ভবকে বলিয়া নিশ্চিন্ত। কাহারও ছেলের অন্নপ্রাশন, ভব তাহার ব্যবস্থা করিবে। কাহারও পীড়া, ভব তাহার পরামর্শ দিবে, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবে এবং আবশ্যক হইলে সেখানে দিবারাত্রি থাকিবে। কাহাকেও তীরস্থ করিতে হইবে, ভবর বন্দোবস্ত ভিন্ন তাহা হওয়া অসম্ভব। সকলের সকল কাজেই ভব আছে। বালক ও বৃদ্ধ, নর

ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ভবকে ভালবাসে। ভব কাহারও দিদি, কাহারও খুড়ী, কাহারও মা বা মাসী, কাহারও নাতিনী, কাহারও ঠাকুরুণ দিদি। ভব, ব্যবসাদার হইলেও, পরোপকারিণী। সে যে কেবল লাভের উদ্দেশেই কাজ করে এমন নহে। লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও,পরের হিতার্থে সে অনেক কাজ করে। তাহার কপাল ক্রমে সকল কাজেই তাহার কিছু না কিছু লাভ হয়। হরকুমার বাবু আশ্রয়ার্থী হইয়া আসিলে, সে যে তাঁহাকে আশ্রয় দিত না, বা তাঁহার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত যত্ন করিত না, এমন নহে। চণ্ডীর উপর ভব বড় বিরক্ত। চণ্ডীর জন্য সে অনেক সময় অনেক যত্ন করিয়াছে; কিন্তু চণ্ডী বড়ই দুর্ব্ব্যহার করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়াছে। দুই দিন খাওয়া দাওয়া করিয়া চণ্ডী ঘটীথালা কাপড় লইয়া পলাইয়াছে। একটা কাজ করিতে বলিলে চণ্ডী কখন করে নাই, কিন্তু দৌরাত্ম্য অনেক করিয়াছে। এই সকল কারণে চণ্ডীকে কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে ভবর ইচ্ছা ছিল না এবং তাহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। এই জন্যই ভব, চণ্ডী ও তাহার সমভিব্যাহারী লোকদিগকে, আশ্রয় দিতে সম্মত হয় নাই।

এক্ষণে ভব সেই স্থানে বসিয়া বলিল,—"শুনিলাম কি কাগজের জন্য বাবুর আসা হইয়াছিল। তাহার কোন উপায় হইল কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কিছু না।"

ভব বলিল,—"গঙ্গামণি দিদি বড় ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার আমার প্রতি বড়ই দয়া ছিল। আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোন কাজই করিতেন না। তাঁর কাছে কাগজ অনেক ছিল জানি। কিন্তু কোথায় গেল, কি হইল তাহা বলিতে পারি না।"

হরকুমার, চণ্ডীর মুখে, ভবর অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ভবর দ্বারা সহায়তা হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন,—"কাগজ অনেক ছিল, আপনি জানেন কি?"

ভব বলিল,—"অনেক কাগজ ছিল; গঙ্গা দিদি সে গুলিকে বড় যত্ন করিতেন এ কথা আমি বেশ জানি। সে কাগজগুলি থাকিলে একজন ভদ্রলোকের সকল মান-সম্ভ্রম বজায় হইবে এবং হয়ত সেগুলি আবশ্যক মত সময়ে দিতে পারিলে দশ টাকা পাওয়াও যাইবে, এমন কথাও তাঁহার মুখে আমি অনেকবার শুনিয়াছি।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর? কাগজ সব গেল কোথায়?"

"জানি না কাগজের কি হইল। গঙ্গা দিদির কাছে সময়ে সময়ে ডাকে চিঠি আসিত। কাশী হইতে একজন চিঠি লিখিতেন। দিদির মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে কাশীর চিঠি আসা বন্ধ হয়। ইহাতে দিদি মনে করেন, যে জন্য কাগজ পত্র এত যত্নে রাখা হইয়াছে তাহা বোধ হয় বৃথা হইয়া গেল। যাহাদের দরকারে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের যখন আর সন্ধান নাই, তখন বোধ হয় এ সকল কাগজে আর কাহারও আবশ্যক হইবে না। তাহার পর কাগজের কি হইল, আমি তাহার কোনই কথা বলিতে পারি না।"

হরকুমার এই সকল কথা যেন গিলিতে লাগিলেন। তাহার পক্ষে এ সকল সংবাদ বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশী হইতে গঙ্গামণি ঠাকুরাণীকে যিনি পত্র লিখিতেন, তাঁহার নাম কি পরিচয় কিছু আপনি শুনিয়াছিলেন কি?"

ভব বলিল,—"পরিচয়ের কথা বলিতে পারি না। নামটা একবার তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন মনে করিতে পারিতেছি না। একজন বামুনের মেয়ে।"

হরকুমার বলিলেন,—সোণামণি নয় কি ?"

ভব বলিল,—"ঠিক, সোণামণিই বটে। তা সোণা-মণি অনেক দিন হইতে খোঁজ খবর বন্ধ করিয়াছেন কেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"গঙ্গামণি মারা যাওয়ার অনেক পূর্ব্বেই সোণামণির মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং খোঁজ খবর বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ভব বলিল,—"ঠিক কথা। তা সোণামণিই যদি মারা গিয়া থাকেন, তবে আর সে কাগজে দরকার কি ?"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজে সোণামণির কোনই দরকার ছিল না। একটি পিতৃ-মাতৃহীন বালকের পরিচয় সেই কাগজে আছে বলিয়া আশা করা যায়। যেরূপ আশা করা যায়, কাগজে যদি তাহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার অনেক উপকার হইবে। এই জন্যই কাগজের সন্ধান।"

"বুঝিয়াছি। তা সে বালক এখন আছে কোথায় ?"

হরকুমার বলিলেন,—"বালক কাশীতে সন্ন্যাসীদের কাছে সন্ন্যাসী হইয়া আছে।"

ভব বলিল,—"বুঝিয়াছি। তা আজি রাত্রি আপনি থাকুন। আমি এ বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, যদি

কোন কথা মনে পড়ে। আমি এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিব। বোধ হয় যত্ন করিলে কাগজের কোন না কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

বড় আশার কথা। এই বুদ্ধিমতী, পরোপকারিণী, স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্না নারীর সহায়তা লাভ করা বড় কম কথা নহে। হরকুমার বলিলেন,—"আপনি মনে করিলে যে এ সম্বন্ধে অনেক [illegible] তার ভুল নাই। এ কার্য্যে [illegible] বুঝিতেছেন।"

আহার সমাধা হইল। [illegible] করিলেন। ভব বলিল,—"আমি এ বিষয়ে [illegible] করিব না। যাহা হয় কল্য বলিব। আজি [illegible] বিশ্রাম করুন।"

হরকুমার হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিলেন। মুসলমান বাটী হইতে লোক আসিয়া জরিফকে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং সে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া ফিরিয়া আসিল। চণ্ডী অনেকক্ষণ পরে আহার করিতে গেল এবং অনেক বিলম্বে ভোজন শেষ করিয়া বাহিরে আসিল।

চণ্ডীর অনুপস্থিতি কালে হরকুমার, জরিফকে বলিয়া

রাখিলেন যে, এই গুলিখোর যখন সঙ্গে আছে, তখন রাত্রিটা একটু সাবধান থাকিতে হইবে। জরিফ হাসিয়া বলিল,—"সেজন্য কোন চিন্তা নাই হুজুর।"

রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## সূত্র।

বেলা প্রায় এক প্রহর কালে হরকুমার বাবু, ভব-সুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে এক খানি জল চৌকির উপর বসিয়া, মুখ ধুইতেছেন। জরিফ ভাঙ্গা বাড়ীতে তালা লাগাইতে গিয়াছে। চণ্ডী, গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া, নিদ্রার সেবা করিতেছেন।

একটি নিতান্ত কাতর ও দুর্ব্বল পুরুষ, ধীরে ধীরে আসিয়া, হরকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং, দূর হইতে সবিনয়ে প্রণাম করিয়া, সম্মুখে [illegible] রহিল। তাহার মাথায় এক খানি কাপড় জড়ান, [illegible] একগাছি বাঁশের লাঠি, শরীর বড় কৃশ। হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

ভীত ও কাতর ভাবে আগন্তুক বলিল,—"আজ্ঞে আমি যে কে তাহার পরিচয় দেওয়ায় ফল নাই।

আপাততঃ আমি বড় কাতর, বড়ই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছি। মহাশয় যদি দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন।”

হরকুমার বলিলেন,—“দাঁড়াইতে তোমার কষ্ট হইতেছে দেখিতেছি, তুমি বইস ঐ খানে। সাহায্য কিছু করিতেছি। তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি। তোমার পীড়া কি?”

আগন্তুক বলিল,—“দুর্ব্বলতা আর অনাহারই আমার পীড়া। তা ছাড়া আর কোন পীড়া আমি দেখি না।”

হরকুমার বলিলেন,—“দুর্ব্বলতা কি আপনি হইয়াছে, না আর কোন পীড়া হইয়া এইরূপ দুর্ব্বলতা দাঁড়াইয়াছে?”

তখন সে ব্যক্তি বলিল,—“আজ্ঞে সে অনেক কথা। এই মাথাটায় একটা আঘাত লাগায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে এই দুর্ব্বলতা চলিতেছে।”

“মাথায় কি রকমে আঘাত লাগিয়াছিল? বড় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল কি?”

আগন্তুক বলিল,—“কি রকমে লাগিয়াছিল জানি না; কিন্তু বড় গুরুতর আঘাতই লাগিয়াছিল। অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকিতে হইয়াছিল।”

“কিসে লাগিয়াছিল? কেহ মারিয়াছিল, কি অন্য প্রকারে আঘাত লাগিয়াছিল?”

ভিক্ষুক বলিল,—"তা কি করে কি বল্‌ব? আমি গরিব মানুষ—আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখন আমার মত দুঃখী দুনিয়ায় আর কেহ নাই।"

"বটে! তোমার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। তোমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। হাঁ, তা হলে অন্য লোক তোমার এই সকল বিপদ ঘটাইয়াছে এবং পরেই তোমাকে প্রহার করিয়াছে।"

আগন্তুক নীরব। হরকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল কি জন্য তোমার এই সকল দুর্দ্দৈব ঘটিল?"

ভিক্ষুক বলিল,—"পরের ভাল করিতে গিয়া। নিজের মুখে কি বলিব? কলিকালে ভাল করিলে মন্দ হয়। এক ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া, সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছি; প্রাণও যায় যায় হইয়াছিল, যাইলেই ভাল হইত। স্ত্রী বোধ হয় মারা গিয়াছে। আমি দেশে দেশে তাহার সন্ধান করিতেছি। আর কি বলিব বাবু?"

ভিক্ষুক কাঁদিয়া ফেলিল। হরকুমার বলিলেন,—"তুমি বড় ভাল কাজ করিয়াছ,তোমার শেষ ভাল হইবেই হইবে। তোমার নিবাস কোন্ গ্রামে?"

ভিক্ষুক বলিল,—এখান থেকে অনেক দূর—চণ্ডীতলা।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমারই নাম কি রামহরি দাস ?"

ভিক্ষুক সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—"বাবু, আমি গরিব, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি অতি ভদ্রলোক। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ, তিনি আমার পরম আত্মীয়। তোমাকে দেখিতে পাওয়ায় আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল। আমি তোমার অনুসন্ধানে তোমার গ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার স্ত্রী ও সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা নৌকা ডুবিতে জলে ডুবিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর এখনও সন্ধান হয় নাই। নানা স্থানে তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি। তিনি মারা যান নাই, এ সংবাদ আমি পাইয়াছি। ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জানিতে পাইব সন্দেহ নাই। আপাততঃ তোমাকে দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলাম। সে ব্রাহ্মণ-কন্যাও

াায় নিতান্ত অস্থির আছেন। তুমি
াত্মীয়।”

ৱিক আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার
দরিদ্র ব্যক্তি বড় ভদ্র লোক এবং
ন্ধু। ইহাকে যত্ন করিয়া বসিতে দেও
চ খাইতে দেও।”

ঞ.. াদরে রামহরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঘরের মধ্যে কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল এবং তামাক খাইতে দিল। হরকুমারও উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামহরি বলিল,—“বাবু আপনি যে সকল খবর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার প্রাণ বাঁচিয়া উঠিল। সেই সতী-লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-কন্যা যে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন, ইহা আমার বড় আহ্লাদের কথা। আমার স্ত্রী যে বাঁচিয়া আছে, এ বিশ্বাস আমার নাই। তবে মহাশয়ের ন্যায় লোক তাহার সন্ধান করিতেছেন, এও একটা ভাগ্য।”

হরকুমার বলিলেন,—“তোমার স্ত্রীর জন্য তুমি ভাবিত হইও না আমি যে সকল লোকের হাতে তাঁহার সন্ধানের ভার দিয়াছি, তাঁহারা নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ আনিতে পারিবেন। সেজন্য তুমি যতদূর চিন্তিত, আমাদের চিন্তা তাহার অপেক্ষা বিশেষ কম নহে।”

রামহরি বলিল,—"আমার পরম
এদিকে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাঃ
দেখা না হইলে, কোন সংবাদই জানিতে
এক্ষণে দিদিঠাকুরাণী কোথায় আছেন? কেম·

হরকুমার বলিলেন—"তিনি এক্ষণে ভালই
তোমাকেও আজই তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।
শরীর দুর্ব্বল—আপাততঃ কিছু জলটল খাও;
যথাকালে অন্নাহার করিবে।"

হরকুমার বাবুর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী ব্যাগ আসিল
তাহার মধ্য হইতে একখানি ধুতি বাহির হইল। হর
রামহরির হাতে ধুতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ও ছেঁড়া
কাপড় ফেলিয়া দিয়া এই খানি পর।"

এইরূপ সময়ে চণ্ডীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে দেখিল,
মাথায় কাপড় জড়ান, জীর্ণ শীর্ণ, কৃষ্ণকায় আর এক মহা-
পুরুষ উপস্থিত। সে দেখিয়াই স্থির করিল, এ লোকটাও
একটা পাকা গুলিখোর না হইয়া যায় না। বলিল,—
"কে হে জুড়িদার! কোথা থেকে উড়ে এসে জুটলে
ভায়া?"

সভয়ে রামহরি বলিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে আমি
পথের ভিক্ষুক।"

[illegible],—"বেশ ভাই। এ বাদশাহি কাজ [illegible] াথের ভিক্ষুক হইতেই হয়। কুছ পরোয়া [illegible] স্তু দাদা, মালের সংগ্রহ বড় বেশী নাই। [illegible] য়া দিলে চলিবে না। তেমন মাল জন্মে [illegible]

[illegible] ল,—"আজ্ঞে হাঁ, অনেক দিন আমার খাওয়া [illegible]। আমি বড় দুঃখী।"

চণ্ডা বলিল,—"কিছু চিন্তা নাই জুড়িদার ভাই। দুঃখ আর থাক্‌বে না দাদা। কল্পতরুর আশ্রয়ে এসে পড়েছ যা। আর ভয় নাই।"

তাহার পর হরকুমার বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] ল,—"তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে দাদা। এমন পুণ্য আর কেহ কখন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তা রামচন্দ্রই হউন, কি তার বেটা মন্দোদরীই হউন। এমন সৎসঙ্গ— এমন সাধু সেবা আর কাহারও দ্বারা কখন ঘটে নাই। তুমি যে কীর্ত্তি রাখ্‌লে তার আর কখন ক্ষয় হবে না। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হয়ে তুমি এইরূপ গুলি-খোর প্রতিপালন করিতে থাক। সার্থক তোমার জন্ম দাদা।"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু, তুমি একবার উঠ।

এ লোকটী আমার আত্মীয়। ইহার

করিতে হইবে।"

চণ্ডী বলিলেন,—"অবশ্য, অবশ্য।

মিশাইয়া দিতেছি। পাঁচ কলিকায় গাঁজ

খাবার জলে আফিং গুলিয়া দিতেছি, আ

অন্ধকার করিয়া দিতেছি। এস দাদা

ঘরকন্না জানিবে।"

চণ্ডী উঠিয়া আসিয়া রামহরিকে আ

রামহরি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হরকু

"ছাড়িয়া দেও। ও রকমে উহার যত্ন করিতে

আপাততঃ তোমার মাসীর নিকট হইতে যা হয়

খাবার আনিয়া উহাকে খাইতে দেও দেখি।"

চণ্ডী বলিল,—"সুদু জলখাবার?" দীর্ঘনিশ্বাস ত

করিয়া নিতান্ত সন্দিগ্ধ ভাবে আবার জিজ্ঞাসিল,—"

কিছু নয়—সুদু জলখাবার?"

তাহার পর একবার হরকুমারের ও একবার র

হরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে প্রস্থান করিল

রামহরি বস্ত্র ত্যাগ করিল। অনতিকাল মধ্যে চ

তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এ দিকে ভবসুন্দরী আসিয়া বলিল,—"দেখুন

২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বামী কাশী গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে প্রায় প্রতিদিনই আমাকে পত্র লিখিতেন। কালি রাত্রে আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার স্বামীর লিখিত একখানি পত্রের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই পত্রে একটী সুন্দরী যুবতীর মৃত সংবাদ লিখিত ছিল। সে স্ত্রীলোক কে,তাহার কোন পরিচয় আমার স্বামী তখনও জানিতেন না,পরেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার একটি ২।৩ বৎসরের ছেলে ছিল। আপনার লোক কেহই ছিল না। একটি পরিচিতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক তাঁহার যত্ন করিতেন। সেই স্ত্রীলোক ও ছেলেকে রাখিয়া সুন্দরী স্বর্গলাভ করেন। আমার স্বামী সৎকারের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে শুনিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ভয়ে লুকাইয়া জীবনপাত করিতেছিলেন। তিনি এক জন প্রধান ধনবান ব্যক্তির স্ত্রী। তাঁহার এই পুত্রটি যদি ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত কালে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। ঘটনাটি বড় আশ্চর্য্য, অসাধারণ ও দুঃখজনক। এই জন্যই আমার স্বামী মহাশয় এই সংবাদগুলি তৎকালে আমাকে লিখিয়াছিলেন। কালি আপনার কথা শুনিয়াই, এই সংবাদ ছায়ার মত আমার মনে পড়িল। রাত্রিতে অনেকক্ষণ

পত্রের সন্ধান করিয়াছিলাম ; [illegible]। আমি স্বামীর কোন পত্রই হারাই [illegible] [illegible] সা ছিল নিশ্চয়ই তাহা পাওয়া যাইবে [illegible] নেক পত্র পড়িতে পড়িতে সে পত্রখানি [illegible]

হরকুমার বলিলেন,—"[illegible] পত্র—বড়ই শুভসংবাদ। আমার যেন বোধ [illegible] স্বামী যে বালকের কথা লিখিয়াছেন, সেই বালকের বিষয়ই আমি সন্ধান করিতেছি। এ পত্র [illegible] আমার সন্ধানের বিশেষ সাহায্য হইবে। সে প[illegible]খানি আমাকে দেখিতে দিবেন কি ?

ভব বলিল—দেখিতে [illegible]ন, সে পত্র একবারেই আপনাকে দিব। তাহাতে আপনার অনুসন্ধানের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমারও মনে হইতেছে। আপনি যে দুই খানি কাগজ কালি পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কি ?"

হরকুমার বাবু প্রথমে রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অপর পত্রের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে এই কথাটি মাত্র পড়িতে পারিয়াছেন, ইহাও বলিলেন।

ভবসুন্দরী বলিল—এই রামচন্দ্র শর্ম্মা গঙ্গামণি দিদির বোনপো, চণ্ডের মাসতুত ভাই। এ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে কি

কাজ করে—অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। লোকটা বড় চালাক, বড় ধূর্ত্ত। চণ্ডে নেশাখোর ও দুর্ব্বৃত্ত। তাহার হাতে কাগজ গুলি পড়িলে নষ্ট হইয়া যাইবে, মনে করিয়া, গঙ্গা দিদি, মৃত্যুর পূর্ব্বে রামচন্দ্রের হাতে তাহা দিয়া গিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কাশীতে তাহার খুড়ীর সে বিষয়ের সংবাদ না পাওয়া এবং সে সকল সামগ্রী যত্ন করিয়া রাখা, এ দুইটা কথার সহিত এ বিষয়ের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। রামচন্দ্রের [illegible]কট যদি কাগজ পত্র থাকে, তাহা হইলে হস্তগত কর[illegible] কঠিন হইবে বোধ হয় না। কোন না কোন সময়ে এই [illegible]কল কাগজ পত্র দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে বুঝিয়াই [illegible] তাহা হস্তগত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে কিছু [illegible]লেই সেগুলি পাওয়া যাইতে পারিবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ অনুমান করিতেছেন, আমিও সেইরূপ মনে করিয়াছিলাম। তবে রামচন্দ্র কে, কোথায় থাকে ইত্যাদি কোন সংবাদই আমি জানিতাম না।"

ভব বলিল,—"আর যে পত্র খানি পড়া যাইতেছে না, তাঁহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ড়িবার চেষ্টা করুন। তাহার [illegible] [illegible]কা সম্ভব। পত্রখানি

একবার রৌদ্রে দিউন, না হয় আগুনে তাতাইয়া দেখুন, হয়ত তাহাতে কালী ফুটিয়া উঠিবে, তখন পড়া যাইবে। সমস্ত পড়া না গেলেও,এখানে ওখানে দুই একটা কথা পড়িতে পারিলেও অনেক উপকার হওয়া সম্ভব ”

হরকুমার, ভবসুন্দরীর এইরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা, পরোপকারে এইরূপ উৎসাহ, ইত্যাদি আলোচনা করিয়া, বিমোহিত হইলেন। বলিলেন,—“আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিলে, এ বালকের পরিচয় প্রকাশ করিবার উপায় করিতে পারিব সন্দেহ নাই। আপাততঃ চিঠি খানি তাতাইয়া দেখি।”

ভবসুন্দরী এক আটী খড় আনিয়া দিল। উঠানের একপাশে গিয়া,জরিফ তাহার কিয়দংশ লইয়া দিয়াশলাই দ্বারা জ্বালাইয়া দিল। হরকুমার অতীব সাবধানতা সহ পত্র খানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই আগুনে তাতাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাত দেওয়া হইল। কালীর দাগ একটু একটু বুঝা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও কিছু পড়া যায় না। তথাপি হরকুমার অনেক কষ্টে আর একটা কথা পড়িতে পারিলেন। সে কথা—“সন্ন্যাসীর দল”।

ভব বলিল,—“চালসে ধরা চক্ষের কাজ নহে। দাঁড়ান, আমি একজন ছেলে ডাকিয়া আনি।”

ভব চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটী সভ্যভব্য যুবাকে ডাকিয়া আনিয়া পত্রখানি পড়িতে বলিল। এই যুবা ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত অনেক বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং গ্রামের শ্রেষ্ঠ বালক। যুবা পত্রখানি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন,—"এক আধটা কথা পড়া যায়। সমস্ত পত্র পড়িয়া উঠা অসম্ভব। তবে আমার নিকট মেগ্নিফায়ার আছে, যদি বলেন তাহা হইলে তাহার দ্বারাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

ভব বলিল,—"লক্ষ্মী যাদু, তাই আনিয়া দেখ বাবা। বড় দরকারী কাজ।"

যুবা প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মেগ্নিফায়ার হস্তে পুনরাগমন করিয়া পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন,—"এবার অনেক কথা পড়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা পড়িতে পারিতেছেন, তাহাই বলুন দেখি, আমি পেনসিল দিয়া নোট বহিতে লিখিয়া লই।"

যুবক বলিতে লাগিলেন এবং হরকুমার তাহা লিখিতে লাগিলেন। মোটের উপর সে পত্র এইরূপ দাঁড়াইল।

" যখন * * ঠাকুরাণী * * কাগজপত্র আপ-

নাকে * * মৃত্যু হইয়াছে * * আপনি * * দেখিয়া-
ছেন * * জন্মাদি * * আছে * * সোণামণি * *
যে আপনি * * যেন * * সন্ন্যাসীর দল * * বড় হইলে
* * আসিতে পারে * * পরিচয় * * তাঁহার * এই
পত্র * * ইতি তা *

শ্রী * দাস * বর্ত্তী।

গণেশমহল্লা, কাশী।”

বিনীত যুবা প্রস্থান করিল। হরকুমার ভবসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“পত্রে বিশেষ কিছুই বুঝা না গেলেও, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে বালকের বিষয় আমি অনুসন্ধান করিতেছি, সোণামণি তাহারই সংক্রান্ত কাগজ পত্র গঙ্গামণির নিকট রাখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এ পত্রের লেখক তাহার নাম জানিতে না পারিলেও, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তাহার উপাধি চক্রবর্ত্তী এবং কাশীর গণেশমহল্লায় তাহার বাস। সুতরাং কাশীতে সন্ধান করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাও পাওয়া যাইতেছে এবং উপাধি ধরিয়া সন্ধান করিবার একটা লোক পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেক উপকার সম্ভাবিত।”

ভব বলিল,—“এই বালকের মাতামহের বাড়ী কোথায় তাহা কেহ জানেন না?”

হরকুমার বলিলেন,—"আমি জানি শিশুর মাতা পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এক দূর জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন; সেই অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হয়। যে জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন, তাঁহারাও কেহ এখন নাই। সেই কামিনীর গর্ভে এই শিশুর জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের সংকল্প অনেকটা সিদ্ধ হয়। এই বালক যে তাঁহারই সন্তান ইহা জানা আবশ্যক। সোণামণি কে ইহা জানিতে পারিলেও অনেকটা সন্ধানের উপায় হয়।"

ভব বলিল,—"এখন রামচন্দ্রের নিকট যাওয়াই বোধ হয় এ সম্বন্ধে প্রধান দরকার। সেই কাগজ পত্র দেখিতে পাইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"সম্ভব। আপাততঃ আজি আমরা যাত্রা করিব। আপনার বুদ্ধি ও সততা প্রভৃতি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাকে আপনি একজন প্রধান আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন। আমার সময় থাকিলে আমি আরও দুই এক দিন আপনার বাটীতে থাকিতাম। যাহা হউক উপস্থিত বিষয়ে হয় ত অনেক সময় আপনার সাহায্য দরকার হইবে। আমার নাম ঠিকানা সকলই আপনাকে বলিয়া দিয়াছি।

আপনারও সকল কথা আমার জানা থাকিল। আবশ্যক হইলে আপনাকে পত্র লিখিলে দয়া করিয়া উত্তর দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।”

ভব সকলই স্বীকার করিল এবং প্রয়োজন হইলে কাশী বা অন্য স্থানে যাইতে হইলেও সে যাইবে, ইহাও অঙ্গীকার করিল।

আহারাদি সমাপ্তির পর চণ্ডী, রামহরি, জরিফ ও হরকুমার যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে হরকুমার ভবকে দশটী টাকা লইবার জন্য অনেক জেদ করিলেন। কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহা স্পর্শ করিল না। বলিল,—“আপনার কৃপা থাকিলে অনেক লাভ হইবে।” ইহাও সে বলিল যে, কোন দায় উপস্থিত হইলে সে ভিক্ষা চাহিয়া লইবে। আসিবার সময় ভব, তাহার স্বামীর লিখিত পত্র খানি হরকুমার বাবুর হস্তে দিতে ভুলিল না।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## মিলন।

যথাকালে হরকুমার, চণ্ডী, রামহরি ও জরিফ সনাতনপুরে হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। হরকুমার, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী এক কৃষ্ণকায়া সুন্দরীর কেশ বন্ধন করিয়া দিতেছেন। হরকুমারের অপরিচিতা এই কামিনী, তাঁহাকে দর্শন মাত্র, অঞ্চল দ্বারা স্বকীয় বদন আবৃত করিল। সুহাসিনী দেহের বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হরকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমি আজ হারা-নিধি পাইয়াছি। এই সেই দাসী। ইহারা স্বামী-স্ত্রী আমার মত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে জীবনপাত করিতেও বসিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দাসীকে পাইয়াছি; কিন্তু ইহার স্বামী রামহরিকে এখনও পাই নাই। তবে দাসীর মুখে

...হ, রামহরি বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ... ...পায় দাসীকে পাওয়া গিয়াছে। দাসী ... পাইয়াছে, অনেক বিপদ কাটাইয়া অনেক ... বাড়ীতে গিয়াছিল। দাসী যাওয়ার আগে ... বাটীতে ফিরিয়াছিল; কিন্তু আমাদের চিন্তায় অস্থির হইয়া বাটী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। কোথায় আছে, কি করিতেছে, কিছুই জানিতে না পারায় দাসীর উদ্বেগের সীমা নাই।”

হরকুমার বলিলেন—“তুমি যদি আমাকে সন্দেশ খাওয়াও তাহা হইলে দাসীর উদ্বেগ দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি।”

সুহাসিনী বলিলেন,—“তুমি না পার কি বাবা? যে লোক মরা বাঁচাইতে পারে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? যে দিন তুমি বলিয়াছ রামহরির আর দাসীর ভাল খবর আনিয়া দিবে, সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি তাহারা ভাল আছে। কারণ তুমি দেবতা। দেবতার কথা কি কখনও মিথ্যা হয়?”

হরকুমার বলিলেন,—“তবে মা তুমি অদিতি। তোমার সন্তান কখন কি মন্দ হয়?”

সুহাসিনী বলিলেন,—“এখন রামহরির খবর কি বল।

...সিনী বলিলেন,— রামহরি কোথায় আ...

...আছে? কোন কষ্ট পাইতেছে কি না? বা...

...ছে না কেন? কিরূপে খাওয়া দাওয়া চলিতেছে?

...র সংবাদ পাইলে আমি খুসী হইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এত খবর আমি বলিতে পারি

আমি রামহরির সম্বন্ধে এক ছোট খবর দিতে

...সিনী বলিলেন,—"ভাল, তাই বল।"

হরকুমার বলিলেন,—"দাঁড়াও তবে।"

... বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং রামহরিকে

...রা ভিতরে গিয়া বলিলেন,—"আমার খবর এই

...নাদের সীমা থাকিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে

...সিয়া হরকুমারকে প্রণাম করিল। তাহার পর

... নিকটস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল।

অবাক্! এ কি স্বপ্ন! দাসীকে সে আর এ জন্মে

পাইবে না বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ...াতে

...কুমার বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তখনও

সংবাদ কিছু বলিতে পারেন নাই।

অসম্ভাবিত স্থানে সেই দাসীকে স্বচক্ষে স

সে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং তখন কি

ত স্থির করিতে না পারিয়া, প্রথমে হরকুমার

তদনন্তর সুহাসিনীর চরণে এক একটা প্রণাম করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"সন্দেশ পাইবার

করিয়াছি এখন সন্দেশ দেও মা।"

সুহাসিনী। অবশ্য। এত সন্তোষের কাজ যে

করিতে পারে, তাহার মার বড় অহঙ্কার বাড়িয়া উ

তাড়াও আগে সন্দেশ আনি।

হরকুমার বলিলেন,—"আমরা অনেকগুলি। দু

চারিটা সন্দেশ আনিলে চলিবে না মা।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"দেবতার মা কি

কখনও গরীব হয়? অনেক সন্দেশই দিব বাবা।"

সুহাসিনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রকাণ্ড

এক হাঁড়ি সন্দেশ কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

হরকুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"এত সন্দেশ

কোথায় পাইলে মা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"হরিশকে দিয়া আনাইয়া

রাখিয়াছি।"

কুমার বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন চণ্ডী, র সেই চালা ঘরে বসিয়া, তামাক খাইতেছে।

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"ভায়া, কিছু জল খাইতে না ?"

ণ্ডী বলিলেন,—"তা বেশ। তবে দুটা একটা ছিটা লইবার জায়গা দেখাইয়া দেও।"

কুমার বলিলেন,—"ঐ জায়গা, ঐ তোমার ঘর, ই যা হয় কর। আমি জলখাবার আনি।"

কুমার পুনরায় বাটীর ম[illegible]

েন, একটী মাদুরের উপর [illegible]

সম্মুখে মাটীতে বসিয়া, দাসী হা[illegible]

গল্প করিতেছে। দাসী তাঁহাকে [illegible]

লজ্জিত হইল। রামহরি হাসিতে [illegible]

বলিল,—"দূর মাগী, তোর কিছু বুদ্ধি নাই। দেখছিস্ না, উনি দিদি ঠাকরুণের বাবা। বাবার কাছে ছেলেদের লজ্জা আছে কি ?"

দাসী আর কিছু উত্তর দিতে পারিল না। আবার উঠিয়া আসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া, হরকুমারের চরণ সমীপে চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া গেল। হরকুমার বলিলেন,—"কতবার প্রণাম করিতে হয় মা। আশীর্বাদ

করিতেছি, তোমাদের সুখ-সৌভাগ্য কখন ক্ষয় হইবে না।”

তাহার পর কতকগুলা সন্দেশ লইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় তিনি বলিয়া আসিলেন,—“মা কোথায়? রামহরিকে জল খাইতে দেও না।”

বাহিরে আসিয়া চণ্ডী আর জরিফের হস্তে কতকগুলা সন্দেশ দিয়া উভয়কে জল খাইতে বলিলেন।

চণ্ডীর নেশা সমাপ্ত করিতে অনেক সময় গেল। তাহার পর সে জলযোগ সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত ও ফূর্ত্তিযুক্ত হইল। তখন হরকুমার বলিলেন,—“চল ভায়া, দুই চারি দিনের মধ্যে দেশ ভ্রমণে যাওয়া যাউক।”

চণ্ডী বলিল,—কতদূর?”

হরকুমার বলিলেন,—“অধিক দূর নয়। এই বর্দ্ধমান।”

চণ্ডী বলিল,—“সীতাভোগের চাট হইবে ভাল। আর একটা বিদ্যাও না জুটিতে পারে এমন কোন কথা নাই। চল দাদা, তোমার সঙ্গে যাব তার আর ভাবনা কি?”

তাহার পর হরকুমার জরিফের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের কথোপকথন করিলেন। অনেক বিষয়ের ভার জরিফের উপর দিলেন। অনেক বি[illegible] অনেক ব্যবস্থা করিলেন। অনেক রাত্রিতে আহারাদি

# নবম পরিচ্ছেদ।

## ব্যবহারজীবী।

বর্দ্ধমানের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার। ব্যবসায়ে বিশেষ জুত নাই; কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। বাসা ভাল নহে। মোক্তার মহাশয়ের চাকর বাকর নাই। একটি ঝি আছে; সে কোন প্রকারে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে। রামচন্দ্র এ ভাবে সপরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহার দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলে দুইটি স্কুলে পড়ে। মেয়েটি দশ ছাড়ায় প্রায়। বিবাহের কি হইবে ভাবিয়া মোক্তার মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বড়ই অসুখী।

মোক্তার মহাশয়ের পরিগৃহীত ব্যবসায়ে একটুও অমনোযোগ নাই। শরীর বিশেষরূপ অসুস্থ না হইলে, তিনি কোন দিন কাছারি যাওয়া বন্ধ করেন না এবং যে

করিতে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া,যত্ন সহকারে তাহার ...া সম্পন্ন করিতে ক্রুটি করেন না। প্রতিদিন অন্য আমলা বা উকীল-মোক্তার কাছারি যাওয়ার পূর্ব্বেই,ছেঁড়া পায়জামা পরিয়া, মোজা বিহীন পদে পাঁচ সিকা দামের জুতা লাগাইয়া, বন্ধ আঁটা মলিন চাপকান গায়ে দিয়া,শত ছিন্ন পাকান চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, কাণে কলম গুঁজিয়া, হাতে একটা দপ্তর লইয়া এবং মাথায় পরামাণিকের মত পাগড়ি বাঁধিয়া রামচন্দ্র কাছারিতে হাজির হন। কাছারিতে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকেন না। কাজ থাকুক বা না থাকুক, তিনি, চারিদিকে অতীব ব্যস্ততা সহ ঘুরিয়া বেড়ান এবং ছুটাছুটি করিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিবার সুযোগ না ঘটিলে তিনি প্রায়ই দপ্তরের মধ্য হইতে শত সহস্র বার অধীত একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আবার বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে পড়িতে থাকেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করেন, তখনতাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে,তিনি বলেন,—"একটু অপেক্ষা কর,বড় জরুরি কাজ,এখনই ঘুরিয়া আসিতেছি।" যখন তিনি মনোযোগ সহকারে কাগজ পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে, তিনি ঘাড় নাড়িয়া,অথবা কেবল হাঁ হুঁ করিয়া,উত্তর সমাধা করেন।

স্বাধীন ভাবে মোক্তাই তিনি তাহা চুলের সহিত মিশাইয়া ভাগ্যে ঘটে না; কোন্‌ায় না। তিনি প্রতিদিন পূজা সহকারী রূপেই তাঁহাকে প্রা ন্না; কিন্তু স্নানাহার সমাপ্ত লেখা, দলিল দাখিল করা, স্বা, যখন তিনি বাহিরে লওয়া, দলিল বাহির করা, স্বাক্ষীর টা দেখিতে পাওয়া জেরার সময়ে বা বক্তৃতার সময়ে তৎকার্য্যে কে। কাছারি মোক্তারের কাণের কাছে অপ্রাসঙ্গিক কথা বা পলাইয়া করা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যেই তাঁহাকে ব্যাপৃত থা হয়। কদাচিৎ তাঁহার উপরওয়ালা উকীল বা মোক্তার উপস্থিত না থাকিলে, রামচন্দ্রকে স্বাক্ষীর জেরা বা কখন কখন বক্তৃতা চালাইতে হয়। বলা বাহুল্য সে সময়ে হাকিম, আমলা, অপর পক্ষের উকীল মোক্তার সকলেই নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া উঠেন। আমাদের মোক্তার মহাশয়ের সংস্কার এই যে, স্বাক্ষীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিমান মোক্তারের কাজ; প্রাসঙ্গিক হউক বা না হউক, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে হয়ত একটা না একটা অনুকূল কথা বাহির হইতে পারে এবং মক্কেলও খুসী হয়। কিন্তু অনেক জ্বালতন করিলে, বা অনেকক্ষণ বলিতে হইলে, অসাবধান স্বাক্ষী যে প্রতিকূল কথাও বলিয়া ফেলিতে পারে, এ কথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয়

করিতেযাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া,

া সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করেন ন ব্রহ্মাণ্ডের সকল

আমলা বা উকীল-মোক্তার কা । রামায়ণ, মহাভারত,

পায়জামা পরিয়া, মোজা াই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে

জুতা লাগাইয়া, বন্ধ ক । তিন মিনিটের কাজে তিনি তিন

ছিন্ন পাকান চাদ ক্ষান্ত হন না। ইহাতে তাঁহার মুখ

গুঁজিয়া, হা লেও হইতে পারে, কিন্তু ফল বড়ই মন্দ হয়;

কের মত কম প্রায়ই বিরক্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া শেষে যাহা

কাচ আইসে তাহাই করিয়া ফেলেন। তিনি স্বাক্ষীর জেরা

করিতে বা বক্তৃতা করিতে উঠিলে, সে দিন হাকিম দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে হাত পা ছাড়িয়া দেন। হাকিম তাঁহাকে বিনয় করিয়া, ধমক দিয়া, বিদ্রূপ করিয়া কোন প্রকারেই থামাইতে পারেন না। একদিন এক হাকিম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"রাম বাবু কিছুই ছাড়িতে চাহেন না। চাপকান, পায়জামা, পাগড়ি, জুতা অব্যবহার্য্য হইলেও রাম বাবু ছাড়েন না; মোকদ্দমাও সেইরূপ ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিলেও, রাম বাবু তাহা ছাড়েন না।" কথাটি রাম বাবু বিশেষ সুখ্যাতির বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে অধিকতর নাছোড়বান্দা হইয়া মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

রামচন্দ্রের মাথায় একটি অতি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ টিকি

আছে। অনেক সময়েই তিনি তাহা চুলের সহিত মিশাইয়া রাখেন; হঠাৎ ধরা যায় না। তিনি প্রতিদিন পূজা পাঠ করেন কিনা বলা যায় না; কিন্তু স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, কাছারির কাপড় পরিয়া, যখন তিনি বাহিরে আইসেন, তখন ললাটে এক দীর্ঘ ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। কাছারি পর্য্যন্ত সে ফোঁটা সঙ্গে থাকে। কাছারি যাওয়ার পর কোন সুযোগে, সে ফোঁটা কোথায় পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান হয় না।

রামচন্দ্রের বাসায় বাহিরের ঘরে একখানি চৌকির উপর কম্বল পাতা আছে। দুই এক খানি টুল, একখানি আম কাঠের বেঞ্চও সে ঘরে পড়িয়া আছে। তামাক টীকার একটা বাক্স, দুই চারিটা ডাবা হুঁকাও সেখানে আছে।

বেলা প্রায় ৭টা। রামচন্দ্র সেই বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে তাহার প্রতিদিন বাহিত দপ্তর ও দোয়াত কলম রহিয়াছে। রামচন্দ্র লেখা পড়া কিছুই করিতেছেন না। চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ পথ দিয়া দুইটি ভদ্রলোক তাঁহারই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি, ব্যস্ততা সহ দপ্তর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, মনঃ-

সংযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। লোকেরা গৃহ-প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্র কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই বলিলেন,—"আসুন, বসুন।"

আগন্তুকদ্বয় আমাদের সুপরিচিত হরকুমার ও চণ্ডী। রামচন্দ্র দূর হইতে তাঁহাদের দেখিয়াছিলেন এবং হরকুমার বাবুর চেহারা ও রকম সকম দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, একটা বড় মামলা না হইয়া যায় না। বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা।

হরকুমার বাবু তক্তপোষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন,কিন্তু চণ্ডী না বসিয়া বলিল,—"কি দাদা,চিন্‌তে পাচ্ছ না?"

এই বলিয়া সে রামচন্দ্রের চরণে একটা প্রণাম করিল এবং উভয় পদের ধূলি লইয়া মাথায় দিল। অগত্যা রামচন্দ্রকে, বিশেষ দরকারী কাগজ পাঠ ত্যাগ করিয়া, এই সুবিনীত মক্কেলের প্রতি নেত্রপাত করিতে হইল। চণ্ডীকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন—এই রে এতদিন পরে এই গুলিখোর হতভাগা জ্বালাতন করিতে আসিল। ইহাকে ভাগাইবার ফিকির করা আবশ্যক। তাহার পর মনে করিলেন, ইহার সঙ্গে একটা ঝাঁকাল লোক দেখিতেছি; সুতরাং একটা

লাভালাভের কথা থাকা সম্ভব। শেষ দেখিয়া তাহা।"
ব্যবস্থা করা যাইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"চণ্ডী দাদা।
যে! কোথা থেকে আসছ?"

চণ্ডী বলিল,"—বাড়ী থেকে দাদা। ছেলে পিলে।
ভাল আছে? বউ-ঠাকরুণ ভাল আছেন?"

রামচন্দ্র সমর্থন সূচক মস্তকান্দোলন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার সব কুশল?"

চণ্ডী সবিনয়ে বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদে প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। একবার তামাক খাইতে হইবে। চাকর বাকর আছে কি?"

রামচন্দ্র মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। চণ্ডী বলিল,—"আমার সঙ্গে এই যে বাবু আসিয়াছেন, ইনি একজন মহাত্মা লোক দাদা। ওঁরই দরকারে আসা হইয়াছে। চাকরেরা বাজার হাটে গিয়াছে বোধ হয়। দরকার কি? সবই তো আছে। আমিই সাজিয়া খাই।"

চণ্ডী তামাক সাজিতে লাগিল। রামচন্দ্র মনে করিলেন, এতদিনে বোধ হয় আমার বিদ্যা-বুদ্ধির সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই মহাত্মা লোকেরাও দেশ-বিদেশ হইতে, আমার আত্মীয় কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া, এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানি আমি

সংযোগ গ্রাম একদিন না একদিন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। প্রবেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস ?

না হরকুমার বলিলেন,—"নিবাস আমার এ জেলায় নহে।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"যে জেলাতেই হউক না কেন, মোকদ্দমা আমার হাতে দিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ যত্ন আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। আইনের ফাঁকি বাহির করা,জেরায় স্বাক্ষীর সর্ব্বনাশ করা, বক্তৃতায় হাকিমের মত ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বলিতে কি, আজি কালি আদালতে লোক নাই বলিলেই হয়। এখনকার যে সকল উকীল মোক্তার, তাহারা লেখাপড়াও শিখে না, আইনও বুঝে না, জেরা করিতে জানে না এবং বক্তৃতায় দুই দশ কথার বেশী বলিতে পারে না। আমার মত সাবেক প্রবীণ লোক আর বড় নাই। যে দুই একজন আছেন, তাঁহারা গেলেই মামলা মোকদ্দমা হাকিমদের নিজ ইচ্ছামতেই চলিতে থাকিবে আর কি। তা মহাশয় বুঝি বাদী ? বাদীর পক্ষে আমি যে আরজি লিখি, তাহাতে আর কাহারও কলম ডালিবার সাধ্য থাকে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে, আমি বাদী নহি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ওঃ তবে আপনি প্রতিবাদী। কিছু চিন্তা নাই। সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া, তর্ক বাহির করিয়া, প্রতিবাদীর ডুবা মোকদ্দমাও আমি তুলিয়া থাকি। নিজের কথা নিজে আর কি বলিব? এ পক্ষে আমার সিদ্ধবিদ্যা। বলিব কি মহাশয়, সেদিন আমার এক মোকদ্দমায় জজ আদালতের একজন উকীল আসিয়াছিলেন। আমরা প্রতিবাদী। উকীল মহাশয় মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকল কথা বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়া, আমাকে অন্য এজলাসে যাইতে হইল। আমার ত এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকা ভার। সকল এজলাসেই মোকদ্দমা। যাহা হউক, ফিরিয়া আসিয়া দেখি, উকীল মহাশয় মোকদ্দমাটির গায়ে জল দিয়াছেন আর কি। হাকিম ব[illegible]লেছেন, 'ইহাকে ৬ মাস মেয়াদ দেওয়া উচিত।' আমি বলিলাম, 'ধর্ম্মাবতার! আমি অনুপস্থিত থাকায় উকীল মহাশয় হুজুরকে মোকদ্দমা ঠিক বুঝাইতে পারেন নাই। আমি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিতেছি। ধর্ম্মাবতার দেখিতে পাইবেন, আসামী নিতান্ত নির্দ্দোষী। হাকিম মাত্রেই আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমার কথা হাকিম শুনিতে

লাগিলেন। আমি, কৌশলে সেই মোকদ্দমা ফিরাইয়া, আসামীকে বেকসুর খাস করিয়া আনিলাম। কথাটা কি জানেন বাবু, সকলই পয়সার কর্ম্ম। যেমন পরিশ্রম তেমন পয়সা না পাইলে খাটিতে ইচ্ছা হয় না, কাজেও উৎসাহ হয় না। তা মহাশয় প্রতিবাদী বলিয়া ভয়ের কারণ কিছুই নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি প্রতিবাদীও নহি।"

রামচন্দ্র পরিত্যক্ত কাগজখানি তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনার কি মোকদ্দমা?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার কোন মোকদ্দমা নহে।"

রামচন্দ্র কাগজ পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"আমার কাজ অন্য রকম। তাহাতেও কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই এমন নহে।"

রামচন্দ্রের হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। বলিলেন,—"আদালত সংক্রান্ত কত রকম কাজই আছে। মোকদ্দমাই থাকিতে হইবে এমন কি কথা। মহাশয়ের কাজ বোধ হয় রোডশেষ সংক্রান্ত। সে কার্য্য আমার দ্বারা স্বচ্ছন্দে শেষ হইবে। আপনি ভাল লোকের

কাছেই এজন্য আসিয়াছেন। কারণ রোডশেষ আফিসের সমস্ত আমলাই আমার হাতধরা।"

হরকুমার বলিলেন—আজ্ঞে রোডশেষ আফিসে আমার কোন কাজই নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন—তবে মহাফেজখানায় বুঝি? তা বেশ তো। জমির চৌহদ্দি চাহি বুঝি? তা তায়দাদের নকল লইলেই হইবে। কিছু জলখেতে দিতে হবে; আমলা বেটারা যেন রাঘব বোয়াল। তা সে জন্য আটকাইবে না! আজই দরখাস্ত করিয়া দিব এখন। আপনার নম্বরটি জানা আছে তো?

হরকুমার বলিলেন,—আজ্ঞে না কোন জমির তায়দাদ বা চৌহদ্দির দরকার নাই।

আবার সহস্রবার অধীত কাগজ রামচন্দ্রের হাতে উঠিল। তিনি সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—তবে কি?

হরকুমার বলিলেন—আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন—কোন্ মোকদ্দমার কাগজ? আপনাকে চিনি না, আপনার নিকট সে কাগজ ছাড়িয়া দিব কেন? আর মোকদ্দমার দরুণ যদি আমার ফিসের

টাকা কিছু বাকী থাকে তাহা হইলেই বা কাগজ ছাড়িব কেন ?

হরকুমার বলিলেন—কোন মোকদ্দমার কাগজ নহে।

তবে কিসের ?

আপনার মাসা পরলোকগতা গঙ্গামণি দেবী আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ রাখিয়াছিলেন ; তাহাতেই আমার দরকার।

রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। বহুদিবসাবধি সেই কাগজের তাড়া তাঁহার নিকট পড়িয়া আছে। কোন না কোন সময়ে তাহাতে কিছু না কিছু লাভ হইবে মনে করিয়া তিনি সে গুলি মাসীর নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন। মাসী যখন বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি ঐ প্রয়োজনীয় কাগজগুলির কি ব্যবস্থা করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চণ্ডী দরিদ্র তাহাকেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, কাগজ রাখিতে বা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চণ্ডী কখনই পারিবে না। এই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি

তাঁহাকেই কাগজ রাখিবার অতি উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিলেন। ব্যক্তি নির্ণয় করিতে না পারিলেও, রামচন্দ্র কাগজ পাঠ করিয়া বুঝিলেন তাহা রসসম্পূর্ণ। কখন কাহারও ইহাতে দরকার উপস্থিত হইলে বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ করিতে পারিবেন। সেই কাগজের সম্বন্ধে রামচন্দ্র অনেক আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন আশাই সফল হয় নাই; এ পর্য্যন্ত কোন লোক কাগজের খোঁজ করিতেও আইসে নাই। ব্যাপারটা কাশী সংক্রান্ত বুঝিয়া, তিনি স্বতঃ পরতঃ এ সম্বন্ধে কাশীতে অনেক সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে কাগজের লক্ষিত কোন ব্যক্তিরই সন্ধান হয় নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়াছেন এবং তাহাতে কিছুই হইবে না বুঝিয়া, কাগজগুলির যত্ন ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি কাগজগুলি যে এখনও তাঁহার একটি ভাঙ্গা বাক্সতে পড়িয়া আছে, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই। এতদিন পরে সেই কাগজের সন্ধানে লোক আসিয়াছে। অবশ্য বেশ দশটাকা পাওয়া যাইবে। তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-স্রোত চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"থাকিতে পারে। মাসীমার অনেক কাগজ পত্র আমার নিকট ছিল, অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার যে কাগজে দরকার

তাহা আপনার নিকট আছে। সেগুলি আমাকে দিলে আপনাকে ৫০৲ পুরস্কার দিব।"

রামচন্দ্র মনে ভাবিলেন,—প্রথমেই নিজমুখে যখন পঞ্চাশ টাকা স্বীকার করিল, তখন অবশ্য অনেক বেশী তাক আছে। বলিলেন—আছে কি না তাহাই সন্দেহ। যদি থাকে তাহা হইলে অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এতদিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছি কিছু লাভেরই জন্য। পাঁচশত টাকা দেওয়ার যদি মত হয়, তাহা হইলে কাগজ পাওয়া যায় কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

হরকুমার বলিলেন—কাগজের যাহা কাজ তাহা আমি অন্য প্রকারে সারিয়া লইয়াছি। সে সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ সকলই আমি সন্ধান করিয়াছি। সুতরাং কাগজ না পাইলেও আমার কাজের কোন ক্ষতি হইবে না। তথাপি যদি তাহাতে আরও কোন নূতন সংবাদ পাই, এই আশায় কাগজগুলা একবার দেখিতে চাহি মাত্র। হয় ত যে পঞ্চাশ টাকা দিব, তাহা কেবল নষ্ট করাই হইবে। জলে ফেলা মনে করিয়াই পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিতেছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"কাগজ যে দরকারী তাহার

ভুল নাই। পাঁচ শত টাকা না পাইলে আমি তাহার সন্ধান করিব না।”

হরকুমার বলিলেন—পঞ্চাশ টাকার বেশী এক পয়সাও আমি দিব না। আপনি তাহা রাখিয়া দিউন। তবে চণ্ডী বাবু, তুমি এখানে থাকিবে কি? আমি যাই, রাত্রের ট্রেণে আমি কাশী যাত্রা করিব। বৈকালে একবার দেখা হইবে কি?

চণ্ডী বলিল—সে কি দাদা? আমি তোমার সঙ্গে কাশী যাইব; আমাকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া যাইও না। তবে এ বেলাটা আমার এখানে থাকাই ইচ্ছা। বহুদিন পরে দাদার বাসায় এসেছি। একবার দেখে, বউ ঠাকুরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে করি। আপনি যান—আমি এখনই অ হাজির হব।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“তবে কাগজগুলি বিশেষ দরকার নাই? সেগুলা আর পাওয় সন্দেহ, যদিই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আ বোঝা বহিয়া লাভ কি? সেগুলাকে উনান কাজে লাগাইব।”

হরকুমার বলিলেন—“স্বচ্ছন্দে।”

তিনি প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, যখন দরকার পড়িয়াছে তখন অবশ্যই আমার নিকট আসিতে হইবে। মেয়ের বিবাহের টাকাটা সংগ্রহ করিবার উপায় এতদিনে ভগবান্ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

চণ্ডী বলিল—দাদা ঠকিয়া গেলেন। পঞ্চাশটা টাকা হাতছাড়া হইয়া গেল। বাবুটির সঙ্গে সদ্‌ভাব থাকিলে অনেক কাজ হইত দাদা। তা হউক, আমি কেন ঐ বাবুর সঙ্গে যাই না।"

রামচন্দ্র বলিলেন—"তাও কি হয়? তুমি এ বেলা এখানে খাওয়া দাওয়া কর, তার পর যাওয়ার কথা হইবে।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, চণ্ডীর নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে কাগজের দাম কিরূপ আদায় হওয়া সম্ভব। বিশেষ লোকটার সহিত চণ্ডীর যথেষ্ট আলাপ। লোকটা হাতছড়া হইলেও চণ্ডীকে হাতছাড়া করা হইবে না। সমস্ত বুঝিয়া বৈকালে যাহা হয় করা যাইবে। এ বেলা চণ্ডীকে আটকাইয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় রামচন্দ্র চণ্ডীকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। নচেৎ অন্ন দিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করিবার লোক রাম মোক্তার নহেন।

চণ্ডী তামাক সাজিল এবং দাদাকে খাইতে দিল। দাদা, তামাক খাইতে খাইতে, হরকুমার বাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। চণ্ডীও সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, তাহার অনেক উত্তর দিল। সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। বুঝিলেন, লোকটাকে একেবারে হাত ছাড়া করা ভাল হয় নাই। ইহাও তিনি বুঝিলেন, চণ্ডী মনে করিলে এখনও, পাঁচশত না হউক, আড়াই শত টাকা আদায় করিয়া দিতে পারে। অতএব এখন চণ্ডীকে বড়ই যত্ন করা এবং যাহাতে সে তাঁহার পক্ষে চেষ্টা করে, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

এদিকে ক্রমে রামচন্দ্রের স্নানের সময় উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এস ভায়া, বাড়ীর মধ্যে যাই।"

চণ্ডী বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

———

## দশম পরিচ্ছেদ।

### কার্য্যোদ্ধার।

রামচন্দ্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন। কাজটা ভাল হইল কি? এতকাল কেহ কখন কাগজের খোঁজ করে নাই, এখন যদি বা দৈবাৎ একজন খোজ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে এরূপে বিদায় করিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। বাবুটি এখনও ষ্টেশনে আছেন; রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিবেন। ষ্টেশনে গিয়া দেখা করিব কি? কোন কার্য্যের ওজরে, কাছারির ফেরতা, ষ্টেশনের দিকে যাইব কি? এত ভারী হওয়া ভাল হয় নাই। লোকটার সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় না করাও উচিত কাজ হয় নাই। একটু আদর অপেক্ষা না করা ভদ্রতা সম্মত হয় নাই। এক কাগজের জন্য এতটা অহঙ্কার প্রকাশ করায় সকলই মাটী হইল। আর সে আসিবে বোধ হয় না; কাগজে আর

রকার পড়িবে এমন বোধ হয় না। কিবা সে কাগজে আছে? আমি একটা পাকা মোক্তার—আইনের ঘুণ। দশবার সে কাগজপত্র পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহাতে ছাই ভস্ম কিছুই নাই—পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। মাসী মা, স্ত্রীলোক। তাঁহাকে কে বলিয়া থাকিবে 'কাগজগুলা বড় দরকারী।' তাই তিনি যত্ন করিয়া সে ভূতের বোঝা বহিয়া ছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও বুঝিয়াছিলাম, হইবেও বা দরকারী কাগজ; হয় ত কিছু লাভও হইবে। এতকাল কেহ তাহার সন্ধান করিল না; আমিও বৃথা বোঝা বহিয়া মরিলাম। যদি অদ্য একজন সন্ধানে আসিল, আমি তাহাকে অনাদর করিয়া হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিলাম।

লোভী ক্ষুদ্রচেতা রামচন্দ্র মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলেন এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধিকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার মত বুদ্ধিমান মনুষ্য আর জন্মে নাই। বুদ্ধির অপ্রতুলতা হেতু কখনই তাঁহার ক্ষোভ হয় নাই। আজি হইল। অদ্যকার ব্যাপারে তিনি আপনাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া স্থির করিলেন।

এক্ষণে ভরসা চণ্ডী। চণ্ডীর সহিত বাবুটির আলাপ

পরিচয় আছে। উভয়ে একসঙ্গে আসিয়াছে, একসঙ্গে কাশী যাইবে। চণ্ডী যদি কোন উপায় করিয়া এ বিষয়ের কিনারা করিতে পারে। যে চণ্ডীকে গুলিখোর বলিয়া তিনি চিরদিন হতাদর করিয়াছেন, যে চণ্ডীকে একবেলা খাইতে দিতে, কখন দুই আনা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, সেই চণ্ডীকে আজি তাঁহার ভরসা স্থল, পরম সহায় ও নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র আবার চণ্ডীকে জিজ্ঞাসিলেন,—হ্যাঁ ভায়া, বন্ধুটি তোমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন না তো।"

চণ্ডী বলিল,—"সম্ভব তো নয়। তবে তাঁহার কাজ হইল না, এজন্য যদি না থাকেন।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা তাঁহাকে একবার ডাকিয়া আন না কেন? আমি পাঁচশত বলিয়াছি বলিয়াই যে তাহাই লইব এমন তো কথা নয়। দেখ, আহারাদির পর তুমি ষ্টেশনে যাও। আমিও কাছারির পর ঐ দিকে যাইব। আমিও যেন তোমাদের দেখিয়াও দেখিব না। তুমি আমাকে দেখিয়া 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিবে। তার পর আমি জিজ্ঞাসিব, কি হে তোমাদের এখনও যাওয়া হয় নাই?' তুমি পাঁচটা বাজে কথার পর

ক্রমে কাগজের কথা তুলিয়া একটা মাঝামাঝি রকম রফা করিয়া দিতে পারিবে না?"

চণ্ডী বলিল—"বেশ পরামর্শ। এই জন্যই দাদা তোমার এত পসার। এ মতলবে নিশ্চয়ই কাজ হইবে। সাপও মর্‌বে, লাঠিও ভাঙ্গবে না।"

ভায়ার এই আশ্বাস বাক্যে দাদা বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র গৃহিণীকে ডাকিয়া, বলিলেন,—"বলি দেখিয়াছ, কে আসিয়াছে?"

গৃহিণীতখন মাথায় ঝুটি বাঁধিয়া রান্নাঘরে হাতা হস্তে মহা সমরে নিযুক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, চণ্ডীর ভব্যযুক্ত বেশ তাহার চক্ষে পড়িল। তিনি কে একটা লোক মনে করিয়া, মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিলেন।

তখন চণ্ডী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ, চিন্‌তে পারিলে না? আমি যে চণ্ডী।"

বউ ঠাকরুণ বড়ই বিরক্ত হইলেন। এ পাপ কেন আসিল? একবেলা কাহাকেও অন্ন দেওয়া তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত। এখন এ হতভাগা যদি একবেলা খাইয়াই না যায়। বলিলেন,—"উনি আবার এখানে কেন? আমরা

তফাতে থাকি, কারও ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। এখানে আবার আসা কেন?"

তখন হরকুমারের উপদিষ্ট চণ্ডী, টেঁক হইতে দুইটি চকচকে টাকা বাহির করিল এবং রান্নাঘরের নিকটস্থ হইয়া বউ ঠাকরুণের চরণোদ্দেশে, ঝণাৎ করিয়া টাকা দুইটা ফেলিয়া দিয়া, প্রণাম করিল।

গৃহিণী অবাক্। তাঁহার সেই ঠাকুরপো, যাহার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই আশ্রয় নাই, সে টাকা দিয়া প্রণাম করিল তাহার পায়ে জুতা, গায়ে ভাল জামা, কাপড় চাদর সবই ভাল। মনে করিলেন, চণ্ডী নিশ্চয়ই কোথায় পড়ো টাকা পাইয়াছে। তাড়াতাড়ি হাতা ছাড়িয়া তরকারি খুড়িতে দিয়া, তিনি টাকা দুইটি তুলিয়া লইয়া, অঞ্চলে বাঁধিলেন। চণ্ডী কিন্তু ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। জিজ্ঞাসিল,—"ছেলে মেয়েরা কোথায়? তাহাদের এই তিন টাকা সন্দেশ খাইতে দিও বউ ঠাকরুণ।"

আবার তিন টাকা! আবার, গৃহিণীর অঞ্চলাশ্রয়ে তাহাদেরও স্থান হইল। তখন গৃহিণী বলিলেন,—"তা ঠাকুরপো যে আমাদের কথা মনে পড়েছে, এও একটা ভাগ্য। আপনার লোক দেখেও বাঁচলেম।"

কর্ত্তাও অবাক হইয়া চণ্ডীর কাণ্ডখানা দেখিতে

ছিলেন। তিনি এক্ষণে বলিলেন,—"চণ্ডী চিরদিনই ভাল। আমার চিরদিনই ইচ্ছা ভায়ার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কতদিন পরে ঠাকুরপোর দেখা পাওয়া গেল। আমাদের তো রান্নাবাড়ার আজি কিছুই জুত নাই। একটু ভাল মাছ টাছ আনতে দেও।"

চণ্ডী বলিল—"না বউ ঠাকরুণ, আমার জন্য কিছুই দরকার নাই। আমি কাশী যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবার জন্যই নামিয়াছি। দাদা ছাড়িলেন না বলিয়া এ বেলা থাকিতে হইল। যা হয়েছে তাই দুটা দেও, আমি খেয়ে এখনই চলিয়া যাইব।"

গৃহিণী চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"ওমা তাও কি হয়? এলে যদি এতদিন পরে, পাঁচ দিন থাক, ছেলে পিলে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর, তার পর যা হয় করিও। আজি তো কোন মতেই যাওয়া হবে না।"

মেয়ে ও ছেলে দুইটি কোথায় ছিল; এই সময়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মা ভাত হয়েছে?"

জননী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কাকা এসেছেন, দেখেছ? যাও আগে কাকাকে প্রণাম করিয়া এস।"

কাকা কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না, কাকার নামও কখন শুনে নাই ; সুতরাং সবিস্ময়ে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া রহিল। চণ্ডী তাহাদিগকে আদর করিলেন, ছোটটীকে কোলে লইলেন। বড়টির হাত ধরিলেন, মেয়েটার কিরূপ খাশুড়ী হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর দাদার নিকট চলিয়া আসিলেন।

দাদার তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তিনি আঙ্গুলে পইতা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চণ্ডী নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—ভায়া ষ্টেশনের পরামর্শটা মনে থাকে যেন। যদি পারা যায় তাহা হইলে বাবুটিকে আজি আট্‌কাইয়া রাখিতে হইবে। লোকটার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করিলে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

অবশ্য পইতা হাতে সমানই জড়ান থাকিল। চণ্ডী বলিল,—"কোন চিন্তা নাই দাদা। তোমার ঘরে যাহাতে দুপয়সা আসে তাহাতে কি আমার অনিচ্ছা।"

চণ্ডী স্নানে বড় নারাজ। যে যে সামগ্রী সে সেবা করে তাহার সহিত স্নানের আন্তরিক শত্রুতা। সুতরাং সে আর স্নান করিল না। আহারের স্থান হইলে গৃহিণী ডাকিলেন, —"ঠাকুরপো এস, তোমার দাদাকেও ডেকে নিয়ে এস।"

দুই ভাই এক স্থানে বসিয়া আহার করিলেন। জীবনে এ সৌভাগ্য উভয়ের অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই। আহারের বন্দোবস্ত বড়ই মন্দ। গৃহিণী সে জন্য নানারূপ কারণ প্রদর্শন করিলেন, অনেক শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন এবং ঠাকুরপোর মোটেই খাওয়া হইল না বলিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিত হইলেন। সে সকল ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

আহারান্তে বিলক্ষণরূপ তামাক সেবা করিয়া, রামচন্দ্র, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া, কাছারি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"ভায়া! আমি কাছারির ফেরতা তাহা হইলে ষ্টেশনের দিকেই যাইব। কথা সব মনে থাকে যেন—কোন গোল না হয়। তবে তুমি কখন ষ্টেশনে যাইবে?"

চণ্ডী বলিল,—"এই একটু গা গড়াইয়া আমিও ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে যাইব। কাগজ লইতে সে এখানে আসিয়াছে। কাগজ তাহাকে লওয়াইয়া তবে ছাড়িব। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই দাদা।"

দাদা নিশ্চিন্ত মনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাছারি যাত্রা করিলেন। চণ্ডী কিন্তু গা গড়াইল না, এবং বিশ্রাম করিবার কোন চেষ্টাও করিল না। দাদা প্রস্থান করায়

কিয়ৎকাল পরে, সে বাটীর মধ্যে আসিয়া ডাকিল,—"বউ ঠাকৃরুণ, খাওয়া হলো কি?"

বউ ঠাকৃরুণ বলিলেন,—"হাঁ ঠাকুরপো, এই দুটা ভাত মুখে দিলাম। আর একটা পান দিব কি?"

চণ্ডী বলিল,—"ইচ্ছা তোমার আমি অতিথি, তোমাদের যাহা দয়া হইবে, তাহাই আমার যথেষ্ট।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এমন কথা বলো না ঠাকুরপো, তুমি আবার অতিথি কিসের। তোমার বাড়ী ঘর, তোমার সংসার। তুমি কেন অতিথি হতে যাবে?"

চণ্ডী বলিল,—"আমার প্রতি তোমার যে অপার স্নেহ তা কি আমি জানি না বউ ঠাকরুণ। বল্‌ছিলেম কি এতদিন তো বিদেশে ঘুরলে, দাদাও তো এতদিন রোজগার কর্‌লেন, তা তোমার হাতে দশ টাকার সংস্থান হয়েছে তো? সময় আছে, অসময় আছে, মেয়ে মানুষের হাতে দশ টাকা থাকায় সংসারের অনেক উপকার।

বউ ঠাকৃরুণ বলিলেন,—"সে দুঃখের কথা আর কি বলিব ঠাকুরপো। তোমার দাদা লোকটি কেমন তা কি তুমি জান না? টাকা তো দুরে থাকুক, একটা পয়সা কখন হাতে তুলে দেন না। সিকিপয়সাটিও তোমার দাদার কাছ থেকে পাবার প্রত্যাশা নাই। সারাদিন

মুখে রক্ত তুলে খাট, আর তাঁর বকুনি খাও এই পর্য্যন্ত।”

চণ্ডী বলিল,—”দাদার এটা বড় অবিবেচনার কাজ বলিতে হইবে। তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী—তাই কি যেমন তেমন, লাখের মধ্যেও এমন স্ত্রী একটা মিলে না। তোমার অদিনের বিলি না করা তাঁহার বড়ই অন্যায়। সত্যি বটে, দাদার বুদ্ধিটা যেন কেমন এক রকম। তিনি যে কি বুঝেন, তা তিনিই বলিতে পারেন।”

গৃহিণী বলিলেন,—“বুদ্ধির কথা বল কেন। কি গুণে যে উনি মোক্তারি করেন, তা উনিই বলিতে পারেন। এক কড়ার বুদ্ধি ঘটে নাই, একটা কাজের হিসাব নাই। কেবল মুখ সর্ব্বস্ব।”

চণ্ডী বলিল—“ঠিক বলেছ বউ। আজিই যে আমি তার পরিচয় পেলেম। তোমাদের কাছে রামনগরের মাসী মা কি কতকগুলা কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই কাগজ গুলাতে এতদিন পরে একটু বড় দরকার পড়িয়াছে; তাই তিনি সন্ধান করে দাদার কাছে তাই লইতে আসিয়াছিলেন। দাদাকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত সে লোকটি দিতে চাহিলেন; তবু দাদা তাহা দিতে চাহিলেন না। লোকটা চলিয়া গেল। দেখ দেখি বুদ্ধিখানা। পচা

ছেঁড়া কাগজ, ঘরে পড়ে নষ্ট হইতেছে। তাই দিয়ে কুড়ি কুড়িটা টাকা পাওয়া, সোজা কথা কি ? সে চলিয়া গেল, এখন দাদা ভাবিয়া আকুল। এখন আমাকে অনুরোধ, তুমি কোন রকমে লোকটাকে ফিরাইয়া আনিয়া যাহাতে টাকা দিয়া কাগজ লয়, তাহার উপায় করিয়া দাও।"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া বলিলেন,—"ও মা এমন হতভাগা মিন্‌সে—এমন হতশ্রী বুদ্ধি! ছিঃ! ছিঃ। ছিঃ! সে কাগজগুলা একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্‌সতে দপ্তর বাঁধা কতকাল ধরে পড়িয়া আছে। আমি তাহা অনেক দিন দেখিয়াছি। দাঁড়াও ঠাকুরপো, একটা মতলব কর্‌লে হয় না ? আমি তোমাকে সে কাগজগুলা এখনই দিতে পারি। তুমি সে লোকটার কাছে থেকে, আমাকে কুড়ি টাকা আনিয়া দিতে পার না ?"

চণ্ডী বলিল,—"তা পারিব না কেন ? সে লোকটা তো কুড়ি টাকা দিতে [illegible]তই আছে। ভয় হয়, দাদা যদি রাগ ক[illegible]"

"কিসের রাগ ? তিনি তো জান্‌তে পার্‌বেন না।"

"যদি জান্‌তে পারেন ? কাছারি থেকে এসেই যদি তিনি কাগজের খোঁজ কর্‌লেন, তা হলে কি হবে ?"

"হবে আবার কি ? জান্‌তে পারেন পার্‌বেন। কেন

আমি কি সংসারের কেহ নহি? কোনও উপায়ে আমার কি দুপয়সা পেতে নাই? তোমাকে ঐ কাজ করিতেই হইবে। আমাকে এ কুড়ি টাকা যেমন করিয়া পার আনিয়া দিতে হইবে।"

চণ্ডী বলিল,—"তার আর তো আশ্চর্য্য নাই। লোকটা কুড়ি টাকা দিতে তো রাজি আছে? যেখানে থাকিবে তাও আমি জানি। রাত্রের গাড়িতে সে চলিয়া যাইবে। এ অবস্থায় টাকা আনিয়া দিব তাহার আর বিচিত্র কি? আর আনিয়াই বা দিতে হইবে কেন? আমার নিকটই কুড়ি টাকা আছে। তাহাই আমি তোমাকে আপাততঃ দিয়া, পরে সে লোকটির কাছ থেকে আদায় করিয়া লইতে পারিব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এতদিনে বুঝিলাম তুমি আমাদের যথার্থ আত্মীয় লোক। তবে এস তুমি, আমি তোমাকে এখনই কাগজ বাহির করিয়া দিব।"

চণ্ডী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ, তোমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি। তুমি দু টাকা পাইবে, ইহাতে আমি উদ্যোগী হইব, এ কথা আর আ[illegible] কি? তবে দাদা পাছে রাগ করেন, কিছু বলেন, [illegible] আমার বড় ভয় হইতেছে।"

বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—"তুমি বড় ছেলে মানুষ। বলেন তিনি কিছু আমাকেই বলবেন, রাগ করতে হয়, আমার উপরই রাগ করবেন। তুমি তো আর চুরি করিয়া কাগজ লইতেছ না। আমি তোমার হাতে তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে তোমার দোষ কি? তিনি একগুণ রাগ করেন, আমি দশগুণ শুনিয়ে দেব। সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"

চণ্ডী বলিল,—"তবে চল।"

বউ ঠাকরুণ কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া, একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্‌স খুলিয়া, একটি ছোট নেকড়া বাঁধা কাগজের দপ্তর বাহির করিলেন এবং নেকড়ার আবরণ খুলিয়া সেই কাগজের দপ্তর চণ্ডীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, —"পড়িয়া দেখ, সেই কাগজ কি না।"

চণ্ডী কষ্টে স্বষ্টে পাঠ করিল—"কা[illegible]মের এক বিধবার পুত্র সংক্রান্ত কাগ[illegible] শ্রীমতী গঙ্গামণি দেব্যা মাসীমাতা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত।"

সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার হরকুমার দাদা যে কাগজের জন্য পাগল, এত দিনের, এত চেষ্টার পর তাহা তাহার হস্তগত হইল। সে আপনাকে বড়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিল। আনন্দে তাহার দেহ কাঁপিয়া

উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুই খানি ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া,তাহার বউঠাকুরুণের হাতে দিয়া বলিল,—"এই লও, আমি তবে এখন আসি। কি জানি দাদা যদি এসে পড়েন।"

বউ ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তিনি এখন আসিবেন না। তা আচ্ছা তুমি এস তবে।"

চণ্ডী অতি ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিল এবং গমন কালে কেবল ভাবিতে লাগিল, ঠাকুরের কৃপায় কাগজ-গুলি ঠিক হইলে হয়।

বধুঠাকুরাণী, এক সঙ্গে ২০৲ টাকা পাইয়া মহোল্লাসে আপনার এক কৌটার মধ্যে তাহা রখিয়া দিলেন এবং সাবধানতার অনুরোধে, সে কৌটা একটা ছেঁড়া বালিসের মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ সেলাই করিয়া ফেলিলেন।

একটু তাড়াতাড়ি কাছারির কাজ শেষ করিয়া রামচন্দ্র ব্যগ্রভাবে ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ষ্টেশনে চণ্ডী বা বাবুটি কেহই নাই। বাহিরে আসিলেন, সেখানেও কেহ নাই। চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাহারা নাই। তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি অনুসন্ধান ত্যাগ করিলেন না। প্রতি দোকানে

সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন দোকান-দার বলিল,—"একটি বড় গোছের বাবু আমার দোকানে বসিয়া জল খাইয়াছিলেন; অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন। তাহার পর আর একটী লোক আসিয়া জুটিলে, তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। আর ফিরিয়া আইসেন নাই। বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন।"

# যোগেশ্বরী।

## দশম খণ্ড—স্বর্গ।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## অসাবধানতা।

অদ্য জন্মাষ্টমী। যে পুণ্যস্বরূপ নারায়ণ এই পাপ-তাপপূর্ণ বসুন্ধরায় অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণ ভাবে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; যাঁহার অনুষ্ঠান সমূহ অদ্ভুত, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ; যিনি মানবকুলকে প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম মার্গ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, স্বয়ং মানবের ন্যায় ব্যবহারের অধীন হইয়া জগতে সৎপথের জলন্ত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; যাঁহার লীলা চির নূতন, অনন্ত রসময়, অজস্র প্রেমপূর্ণ ; যিনি জগতে পাপী ভিন্ন আর কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে জানিতেন না ; স্ত্রী ও পুত্র [illegible]কেই যিনি তুল্যরূপে মুক্তিরূপ পরম পথ দেখাইয়া [illegible] যিনি অনেকের হিত মাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল ক[illegible]ছেন ; যাহার স্বার্থজ্ঞান কেবল পরা-থে [illegible]ছ ; ক্ষুদ্র নৈতিক মানদণ্ড বা মানবের

সামান্য জ্ঞানরূপ তুলা-যন্ত্র যাঁহার মহামহিমময় কীর্ত্তি-শৈলের সমীপস্থ হইবার সম্ভাবনাও নাই ; যিনি নিন্দা বা সুখ্যাতি তিরস্কার বা পুরস্কার উভয়েই অবিচলিত থাকিয়া নিরন্তর স্বকীয় শুভেচ্ছা পূর্ণ সৎকর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন ; যাঁহাকে প্রণিধান করিতে পারিলে. অথবা যাঁহার মাহাত্ম্য ভূধরের এক দেশ মাত্র দর্শন করিতে পাইলেও, মানব চিরধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয় ; সেই ব্রজকিশোর, শ্যাম-নটবর, রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন নারায়ণ দ্বাপরের অবসানে, কলির প্রারম্ভে এই পুণ্য তিথিতে কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পবিত্র তিথি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মহোৎসবের দিন। বালক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেই আজি উৎসবে মত্ত। নৃত্য ও গীত, বাদ্য ও উৎসব, হরিদ্রা ম্রক্ষণ ও দধিলেপন, ভূ-লুণ্ঠন ও কর্দ্দম-মর্দ্দন, ভোজন ও উপবাস, ব্রত-কথা শ্রবণ ও ভগবদ্ পূজা, ইত্যাদি বহু ব্যাপারে অদ্য ভারতভূমি উৎসবময়। ধন্য আমরা, যে নন্দ-নন্দন, বংশিবদন. মধুসূদনের নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, যে দেশে তাঁহার পবিত্র লীলা প্রকটিত হইয়াছে, সেই দেশে আমরা মানবাকারে জন্মলাভ করিয়াছি, যে দেশের ধূলি-কর্দ্দমে তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত পাদ [illegible] ছিল

সেই দেশের পবিত্ররজঃ আমাদের দেহে সম্পৃক্ত হইতেছে। জয় জগন্নাথ জনার্দ্দন! জয় জয় সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম।

অদ্য নীলরতন বাবুর বাটীতে পূজা, রাত্রিজাগরণ, কাহারও ভোজন, কাহারও উপবাস, ভিক্ষা দান, বস্ত্র দান ইত্যাদি ব্যাপার হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে উমাশঙ্করও সকলের সহিত মিলিত হইয়া উৎসবাদির সহায়তা ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি করিবেন কথা আছে। তিনি অনেক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণভাবে এই পবিত্র ব্রত পালনের নিমিত্ত ও নীলরতন বাবুর অনুষ্ঠান সমূহের সহায়তা করিবার নিমিত্ত, ঘনানন্দ স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে নীলরতন বাবু, তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা একাকিনী বাটীতে আছেন। তিনি একটি ঘরে বসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির একখানি পট সন্নিধানে গললগ্নীকৃতবাসে, সজল নয়নে, কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া আছেন।

এতদুপলক্ষে কয়েক জন পরমহংস ভোজন করাইতে নীলরতন বাবুর বাসনা ছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত উমাশঙ্করকে ভার দিয়াছিলেন। সাত আট জন দণ্ডী, অদ্য মধ্যাহ্নে নীলরতনের আলয়ে আইয়া

গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ এখনই গৃহস্থকে জানান আবশ্যক মনে করিয়া, উমাশঙ্কর প্রত্যুষেই নীলরতন বাবুর আলয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার প্রবেশাধিকার অবাধ; সুতরাং দাস-দাসী ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; কেহই কিছু বলিল না। "মা কোথায় গো?" "পিসি মা কৈ" বলিয়া উমাশঙ্কর ডাকিলেন। কোথায় কেহ নাই; কেহ উত্তর দিল না। অন্নপূর্ণা হয় ত কোন কথা শুনিতে পাইলেন না।

উমাশঙ্কর, ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতে করিতে, ক্রমশঃ যেখানে অন্নপূর্ণা একাগ্র-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের যুগল রূপ সন্দর্শন করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশ হইতে, সেই কিশোরী কামিনীর ভক্তি-সম্পৃক্ত অলৌকিক শোভা সংযুক্ত রূপরাশি সন্দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যেন শিব-মনোমোহিণী শঙ্করী তপস্যায় নিয়োজিতা রহিয়াছেন। তিনি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে সেই ভক্তিময়ী দেবীকে দর্শন করিতে গিলেন। যোগনিমগ্না অন্নপূর্ণার ভাব যতই তিনি আলো-না করিতে থাকিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তাঁ[illegible]ীয় পুণ্যফলে অদ্য তাঁহার সাক্ষাৎ দেবী দর্শন

সঙ্ঘটিত হইল; প্রেম ও ভক্তিতে তাঁহার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল, এবং নয়নে আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা অন্নপূর্ণার দৃষ্টি বিচলিত হইল এবং পটাভিমুখ হইতে অপসৃত হইয়া, অন্যাভিমুখী হইতে না হইতেই, উমাশঙ্করের দেব-কান্তি তাঁহার লোচন-পথবর্ত্তী হইল। তখন তিনি, চমকিত ও বিস্রস্তভাবে ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিয়া, সেই দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন; এবং নিতান্ত অসাবধানভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার দেবতা এমনই সদয় বটেন। ধন্য আমার সাধনা, যে সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি! যে দেবতার চরণ-চিন্তা করিতে করিতে সহসা সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল, তাঁহার দয়ায় যেন কখনও বঞ্চিত না হই।"

কথা বলিয়া ফেলিলেন, হাতের ঢিল ছোড়া হইল! কিন্তু বড়ই বেশী কথা বলা হইয়াছে; এত কথা অন্য সময়ে বালিকা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না ত। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ও আশায় অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় প্রার্থিত দেবতার সহসা সন্দর্শন লাভ ঘটিল; প্রাণ যাহাকে চাহে, পটে বা দেবমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র যাঁহাকে দেখে, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া

গ্রহণে সমু- [illegible]তে অজ্ঞাতসারে অনেক [illegible] জানাইয়া ছিল। হৃদয় তখন লৌকিক শাসনের অধীন ছিল না, বাক্য সংযমের ক্ষমতা তখন ছিল না, [illegible] ভাবনার তখন সময় ছিল না, সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা [illegible] ছিল না, তাই এত কথা তখন বলিয়া ফেলিলেন। [illegible] তার পর [illegible] তাহার পর দারুণ লজ্জা আসিয়া [illegible] করিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া [illegible] কম্পিত হইতে থাকিল, লজ্জায় ভূগর্ভে [illegible]র ইচ্ছা হইতে লাগিল, স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল ললাটে মুক্তাফলের ন্যায় আবির্ভূত হইল। সুন্দরী মৃতকল্প হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[illegible]র উমাশঙ্কর! তিনি ভাবিতেছেন, এ কি কথা শুনিলাম? সত্যই কি এই রাজ-তনয়া সুন্দরী-শিরোমণি নবীনার চিন্তার বিষয় আমি? সত্যই কি আমি তাঁহার দেবতা? না—না, এ অধম তাঁহার দাস হইবারও অনুপযুক্ত। আপনাকে আপনি শত ধিক্কার দিয়া, তিনি স্বকীয় স্পর্দ্ধিত হৃদয়কে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'সন্ন্যাসী পালিত আশ্রয় বিহীন, ভিক্ষোপজীবী, পিতৃ-মাতৃ-হীন সন্ন্যাসীর এ চিন্তা নিতান্ত লজ্জাজনক ও অসঙ্গত। নিশ্চয়ই আমার শুনিবার ভুল হইয়াছে। সুন্দরী অভীষ্ট

দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে মনে করিতেছি কেন? ধিক্ আমাকে!'

উমাশঙ্কর, তুমি মহাপুরুষের শিষ্য ও সাধুগণের সংসর্গ-পালিত, সুতরাং তোমার জ্ঞান-গৌরব অপরিসীম হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি বড়ই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। তোমার স্থায় নির্ম্মল স্বভাব শাস্ত্রার্থবিৎ সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের এইরূপ ভ্রান্তি দেখিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তুমি স্বয়ং ঐ নবীনার প্রেম-সাগরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছ; এবং ঐ সুন্দরীও তোমার প্রেম শৈলের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান সত্য তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, ইহা বস্তুতই নিরতিশয় কৌতুকাবহ। তুমি যতই এই প্রেম-লতার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস করিতেছ, ততই তাহা তোমাকে অধিকতর বেড়িয়া ধরিতেছে। যতই তুমি ইহা অস্বীকার করিতেছ, ততই ইহা অধিকতর স্থায়ীরূপে তোমার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিতেছে। পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তি উদ্ধার লাভের নিমিত্ত যতই বল প্রয়োগ করে, ততই তাহার পদদ্বয় অধিকতর নিমগ্ন হয়। তোমার

বর্ত্তমান দশাও সেইরূপ। আমরা বুঝিতেছি, তুমি যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ডুবিতেই হইবে।

অন্নপূর্ণা এই ঘরে আছেন দেখিয়া, উমাশঙ্করের মনে হইয়াছিল যে, দণ্ডীদিগের ভোজনের কথা তাঁহাকেই বলিয়া যাইবেন; কিন্তু এখন তো আর কিছুই মনে হয় না। অথচ এরূপ নির্ব্বাকভাবে, সুন্দরীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। কি বলিবেন জানেন না। ভাষায় কি শব্দ নাই? অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,— "আপনি স্বর্গ-কন্যা। আপনাকে নিরন্তর চিন্তা করিলে যদি স্বর্গ-লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার তাহা হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আমি এখন যাই। অনেক কাজের ভার আছে। আপনি বসুন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না—আমিও যাই। আবার আসিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন। উমাশঙ্করের চক্ষে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন দণ্ডী ভোজনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা; সুতরাং

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## জগন্মাতা।

নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রমে আসিলেন। গুরুদেব ঘনানন্দ তৎকালে ধ্যান-নিমগ্ন; দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর ভিক্ষা-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঝুলি ও মস্তক বন্ধনের নামাবলী গ্রহণ করিলেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে বীণার তার মধুর নিক্কণে শব্দ প্রবেশ করিল,—"বাবা এ সংসারে সকলই সম্ভব; তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সৌদামিনী-বিনির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা! সেই প্রতিমা যোগেশ্বরীর। অপার আনন্দে উমাশঙ্করের হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া

বলিলেন,—"অনেক দিন পরে অধম সন্তানকে দেখা দিলে মা! এমন নিষ্ঠুর জননী আর কখন দেখি নাই।"

যোগেশ্বরী অগ্রসর হইয়া, সস্নেহে উমাশঙ্করের মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন,—"না বাবা, নিষ্ঠুর মা হইলে এমন দেব-সন্তান হয় কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সংসারে আমার আর কেহই নাই। তোমাকে পাইয়া আমি মা বলিতে পাইয়াছি। মাতৃ-ভক্তি শিখিয়াছি এবং মাতৃ-স্নেহ ভোগ করিতেছি। যখন যেখানে যেরূপে যে কষ্টই পাই না কেন, তখনই মা, তোমাকে মনে পড়ে। মনে হয় তোমার ক্রোড়ে উপস্থিত হইলেই সকল ক্লেশের শান্তি হইবে। এমন মা তুমি, তবে তোমাকে সর্ব্বদা পাই না কেন মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আজ তোমার মনে অনেক ভাবনা হইয়াছে। তাই আমি আসিয়াছি। যখন তোমার কোনরূপ দুঃখ বা চিন্তা উপস্থিত হয়, তখনই আমি আসি ত বাবা।"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল সবিস্ময়ে এই দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় আলোচনা করিলেন। মনে মনে বুঝিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই আজ তাঁহার গুরুতর চিন্তা উপস্থিত

হইয়াছে। বলিলেন,—"না মা, আজ আর নূতন চিন্তা কিছু হয় নাই। জানি-না কোন পাপে, কিছু দিন হইতে একটা অসঙ্গত চিন্তা আমাকে অসুস্থ করিতেছে। সেই চিন্তা আজিও আমাকে ত্যাগ করে নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"সেই চিন্তা, আরও একটী স্বর্গ-কন্যাকে প্রপীড়িত করিতেছে। চিন্তার অংশ গ্রহণ করিবার লোক থাকিলে, তাহার কঠোরতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তোমার চিন্তা অসহনীয় নহে।"

তত্রত্য মৃগচর্ম্মে উমাশঙ্কর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, —"মা, আপনার বাক্য কথনই মিথ্যা হইতে পারে না। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, আর এক বালিকা আমার ন্যায় চিন্তার ব্যথিতা হইতেছেন। এক্ষণে বুঝিলাম, আমার সে অনুমান সত্য। কিন্তু মা! আমি কঠোর-হৃদয় সন্ন্যাসী; এ অসঙ্গত চিন্তার আক্রমণ হইতে হয় তো মুক্ত হইলেও হইতে পারিব। কিন্তু সেই কোমল-প্রাণা স্বর্গ-কন্যা, এই অসঙ্গত চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া, হয় ত ভবিষ্যতে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন। এ কল্পনাও আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। মা—মা! আমার যাহা হয় হউক। তাঁহার হৃদয় হইতে এ চিন্তা অন্তরিত করিবার কোন উপায় নাই কি?"

তখন উমাশঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া যোগেশ্বরী দেবী মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপনার বক্ষমধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—“না বাবা! এ চিন্তা ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে যাহা কায়-মনোবাক্যে চিন্তা করে, তাহার তাহাই হয়। তোমাদের কোনই ভয় নাই। আমি এবার তোমাদের চিন্তায় সফলতা না দেখিয়া, আর দূরদেশে যাইব না।”

তখন উমাশঙ্কর, ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজঃ মস্তকে গ্রহণ করিয়া, বলিলেন,—“তবে মা, আমি এখন ভিক্ষায় যাই।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না, আজ তোর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না। তুই ত আজ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিস্? আহার করিবি না। তোর পিতা ব্রত মানেন না, তাঁহার কিছু আহারের প্রয়োজন বটে, তাহা আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আর আমি, যে যে স্থান দিয়া তোর পিতা গমনাগমন করিবেন, প্রাণ ভরিয়া তত্রত্য ধুলি ভোজন করিব। তুই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন কর। আমি সন্তান কোলে করার সুখ অনুভব করি।”

তখন উমাশঙ্কর সেই দেবীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন

হইয়াছে শয়ন করিলেন। যোগেশ্বরী, নয়ন মুদিয়া, প্রেমাবেশ সহকারে, সন্তানের বক্ষে হস্তাবমর্দন করিতে লাগিলেন। অহো! কি অলৌকিক শোভা! কি অপূর্ব্ব অভিনয়! তখন সেই পীনোন্নত-পয়োধরা দেবীর বক্ষদেশের বসনসিক্ত হইয়া গেল এবং অবিরল ধারায় ক্ষীররাশি বিগলিত হইয়া, তাঁহার বসন ও তত্রত্য মৃত্তিকা আর্দ্র করিতে থাকিল।

এইরূপ সময়ে ঘনানন্দ স্বামী, সেই কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, এই অমানুষী লীলা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতির প্রাবল্যে ঘনানন্দের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদা প্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

সর্ব্ব ... ... মুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে ... ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

তাঁহার স্তব পাঠ সমাপ্ত হইলে, যোগেশ্বরী দেবী নয়নোন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"নারায়ণ সম্মুখে! আমি এতক্ষণ তাঁহার হইয়া সংসার পালন করিতে ছিলাম। ... ... ...র কাজ? তোমার কার্য্য তুমি কর। আমি ... ... লীলা দেখিয়া ধন্য হই।"

... ... উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"যাও বাবা! এই ... ... ...র আশ্রিত; তুমি, আমি সকলেই পর-

মাণুর ন্যায় যাঁহার চরণ-তলে অধিষ্ঠিত, যাঁহার স্ত্রী ও পুত্র, জনক ও জননী সকলই সমান, সেই সনাতন পরমপুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি তাঁহার কাছে যাও বাবা!"

উমাশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন। যোগেশ্বরী, তত্রত্য ধূলায় দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হইয়া, ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বাবা! আমি এতক্ষণ বিশ্ব জননী পরমা শক্তির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিলাম। ইহা কল্পনার কথা নহে, অনুমান নহে, প্রত্যুত জগৎ-প্রসবয়িত্রী দেবী আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অপগত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা বিগত হইয়াছে। অলৌকিক শান্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার কথা একটুও মিথ্যা নহে। অপরিসীম পুণ্যফলে আমরা যোগেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইনি কথন স্ত্রী, কথনও বা পুরুষ, কথন জনক, কথনও বা জননী, কথন সোদর, কথনও বা সহধর্ম্মিণী, কথন ব্রাহ্মণ, কথনও বা চণ্ডাল, কথন হস্তী, কথনও বা মশক, কথন হিমালয়, কথনও বা ক্ষুদ্র বালুকা-কণা, কথন সরিৎপতি, কথনও বা ঘটবারি রূপে পৃথিবীর

সর্ব্বত্র বিরাজিত। আমরা সেই সনাতনী প্রকৃতিরূপা জড়াতীতা জড়ময়ী চিন্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আইস বৎস! গুরু ও শিষ্য সমস্বরে শ্রৌত মন্ত্রে সেই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জীবন পবিত্র করি।”

তখন গুরু ও শিষ্য উভয়েই মনোহর সমস্বরে বেদমন্ত্র গীত করিতে লাগিলেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্
নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা
শুভয়া সংযুনক্তু॥
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেণ বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো
মুখঃ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

সেই পবিত্র সঙ্গীত-ধ্বনি দুলিতে দুলিতে ব্যোম-পথে সমুত্থিত হইল, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিতে লাগিল, বায়ু-মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল, এবং পবিত্রতায় বসুন্ধরা পূর্ণ করিল।

## ...ীয় পরিচ্ছেদ।

### লম্পটরাজ।

...গভার ...এতে নীলরতন বাবুর বাটীতে সহিত সম্বন্ধ ... উমাশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব প্রভৃতি ... করিতেছেন। সমস্ত দিন দান, ভোজন, সংকী... পাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে ভবন পরিপূর্ণ ছিল। ...ত্য আগন্তুকেরা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া... স্বয়ং নীলরতন, তাঁহার স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যা উমাশঙ্ক... মধুময় ব...ক্য শ্রবণ করিতেছেন, ও সময়ে সময়ে এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, আপনাদিগের জ্ঞাতব্য ব্যক্ত করিতেছেন।

অন্যান্য অনেক কথার পর, নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—সাধারণতঃ লোকে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে লাম্পট্য প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর দোষের আরোপ করে। আমি মনে...

সম... ... ... ল, এ অসময়ে আপনাদের বিরক্তি ... ... সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর, আমার মু... ... তাহার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা না করিতেও পারে ... ...রূপে অন্ত দুই একটি কথা মাত্র বলি, ... ... বাহুল্যরূপে আলোচনা করিব। ... ... দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, তিনি এ... ... পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশ করিয়া... ... তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গ হয় ও তিনি, তত্রত্য নর-নারীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, প্রথমতঃ মথুরা, তদনন্তর দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ বাল্যাবস্থায় লাম্পট্য অসম্ভব। অতএব এ যুক্তির বলেই তাঁহার এ অপবাদ খণ্ডিত হইতে পারে।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"আজ্ঞা না। এ যুক্তির আশ্রয় লইলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। ইদানীন্তন কালের অনেক লোক, এইরূপ অনভিজ্ঞতা সহকারে, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই পরম পুরুষের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গত ও অসঙ্গত, সম্ভব ও অসম্ভব বিচার

করিয়া, কিয়দংশ গ্রহণ করেন, কতক বা
আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধির
লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ অতল জলধির
প্রবৃত্ত হন। তাহার ফল বড়ই
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজন্ম পূর্ণ। যিনি জন্ম ... গারে
মাতার সহিত কথা কহিয়াছেন, যিনি জন্ম দিনে পিতার
অঙ্ক হইতে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন, যিনি ব্যাকুল
পিতার শান্তির নিমিত্ত আবার হাসিতে হাসিতে তাঁহার
ক্রোড়ে উত্থিত হইয়াছেন. যিনি শৈশবে পূতনা-বধ
করিয়াছেন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন. সেই দামোদর
সকল বয়সেই, সকল অবস্থাতেই পরিপূর্ণ। যে ভাবেই
তাঁহার মনুষ্যোচিত লীলা অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাঁহার
পূর্ণত্ব কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। এই জন্যই
তাঁহার কোন বয়সের কোন কথাই অবিশ্বাস্য বা অসঙ্গত
নহে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের
মধ্যে দাম্পত্য অসম্ভব হইতে পারে না। বাস্তবিক
গোপাঙ্গনাগণ জার ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগের হৃদয়গত দৃঢ়তার সবিশেষ পরীক্ষা
গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।
এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাগণ মনুষ্য-বিচারে নিন্দনীয়

হই... ...কিন্তু যখন তাঁহাদিগের সেই প্রেমের প্র... ...ভূতি প্রণিধান করা যায়, তখনই বুঝি... ...প্রেম অলৌকিক,সে প্রেমের পাত্র-পাত্র স... ...অলৌকিক এবং তাহার ঘটনাও অলৌকিক।"

নীলরতন ব... "কিসে তাহা বুঝা যায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহাই বলিতেছি। গভীর নিশীথে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসীন। রজনী শুভ্রা, বসুন্ধরা জ্যোৎস্নাস্নাতা, সুস্নিগ্ধ অনিল হিল্লোলে প্রকম্পিতা। এইরূপ অনুকূল সময়ে গোপাঙ্গনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগতা হইয়া, তাঁহার প্রণয়প্রার্থিনী হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এ নিন্দনীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুযোগ সহকৃত পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু গোপাঙ্গনারা বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহ, পতি পুত্র, সংসার, ধর্ম্ম কিছুই মনে নাই। ধর্ম্ম, সমাজ ও লজ্জা, ভয় আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। একমাত্র তুমিই আমাদিগের শরণ্য ও বরণ্য। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, আমরা তোমার সমক্ষে আত্মহত্যা করিব। তুমি বিশ্বপতি, বিশ্বময় ও বিশ্বনাথ। অতএব তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পার না। আর তুমি পরিত্যাগ করিলেও, আমরা তোমার ঐ ভক্তবৎসল চরণ ত্যাগ

করিব না।” শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, নারায়ণ বলিলেন,— ‘তোমরা অদ্য গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারধর্ম্মে চিত্ত নিবেশ কর’ যাহাতে পূর্ব্বাপর কুলধর্ম্ম রক্ষিত হয় ও তাহার ব্যবস্থা কর, তাহার পর কল্য মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে যেরূপ হয় বলিও।’ এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিলেও যখন গোপিকারা একান্ত ভাবে তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই বলিয়া বুঝাইয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত রাসলীলায় প্রমত্ত হইতে সম্মত হইয়াছেন। কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণ-প্রেমে এতই বিহ্বল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তখনই জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বা সেই জগতের আদিকারণ পরব্রহ্মকে নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে করিতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া বিগত-জীব ও সদা মুক্ত হইয়াছিলেন। এ সকলই ঐকান্তি[illegible] এইরূপ ঘটনা ও পরীক্ষার পর, শ্রীকৃষ্ণ [illegible] চরণ সেবার অধিকার প্রদান করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। মনুষ্যের চরিত্র আ[illegible] এরূপ ঘটনা কথনই পরিদৃষ্ট হয় না। [illegible]

সুযোগ বিবেচনা করিলে, কোন মনুষ্যই সেই দেব-যোগ্যা অপ্সর-সদৃশী কামিনীদিগকে কদাপি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না; বরং তাদৃশী সুন্দরীকুলের সমাগম হেতু, আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহা-দের সহিত নিন্দিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য তাঁহার দেবত্বের পরিচায়ক। তাহার পর সেই ভক্তগণের শিরোমণিস্বরূপা কামিনীগণের কৃষ্ণময়তাও অলৌকিক। সেই কৃষ্ণ-গত-প্রাণা গোপিকারা আপনা-দিগের নারীভাব একেকালে বিস্মৃত হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং বস্তু-তই তাঁহাদের কেহ বা গোবর্দ্ধন ধারণ করিতেছি মনে করিয়া ব্রজবাসিগণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ বা তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে কালীয় দমনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা তাড়নি হস্তে গোচারণে উদ্যত হইলেন, কেহ বা বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক ব্রজধামের শত্রুনাশে নিযুক্তা হইলেন। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা! কি ঐকান্তিকী ভক্তি! কি সুমধুর প্রেম! ইহার কোথায় বা কাম গন্ধ? কোথায় বা গ্রাম্য আচরণ? কিন্তু তাহাও ছিল; সেরূপ ব্যবহারও ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহাতেই বা দোষ কি? যখন প্রাণে প্রাণ মিশিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয় প্রবেশ করিয়াছে,

অঙ্গ যখন আর নিজের নয়, চক্ষু যখন আর কিছুই দেখে না, আপনার দেহকেই যখন সেই পুরুষ-রত্নের দেহ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন— এইরূপ কল্পনাতীত সম্মিলন স্থলে, ব্যভিচার না হইলেও ব্যভিচার হইয়াছে এবং ব্যভিচার হইলেও হয় নাই। দৈহিক সংস্পর্শই কি একটা বড় কথা? যে আপনার দেহ হারাইয়া প্রেমময়ের দেহকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে পূজনীয় প্রেমিকার আবার দৈহিক সংস্পর্শে নূতনত্ব কি? তাহার পর এই প্রেম-লীলার অত্যদ্ভুত পরাকাষ্ঠা পর্য্যালোচনা করুন। এই প্রেমে শ্রীনিবাস উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন। প্রেমময়ীর মধুর প্রেম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই বংশীবাদন-নিপুণ দেবতার বংশী সকল রাগ-রাগিণী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধুময়ী রাধা নাম ভিন্ন, আর সকলই উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গেল; ক্ষণ মাত্র সেই মানময়ীকে ম্লানমুখী দেখিলে জগদীশ্বর বিশ্ব-সংসার শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ-পঙ্কজ পুরুষ-চূড়ামণি শ্রীহরি মস্তকে ধারণ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তিল মাত্র বৃষভানু-নন্দিনীর অসাক্ষাৎ নারায়ণের অসহনীয় হইয়া উঠিল। কদাচিৎ শ্রীরাধিকা, স্বকীয় কুঞ্জ হইতে কোপ ভরে জগন্নাথকে বিতাড়িত করিয়া দিলে, সেই বিশ্বরূপ বিবিধ

ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রাণ-প্রিয়াকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের প্রেমে যমুনা উজান বহিয়াছে, পশু-পক্ষী ভোজনাদি ভুলিয়া নীরবে সেই প্রেম-লীলা দর্শন করিয়াছে। বসন্ত, চিরবিরাজিত হইয়া সেই প্রেমলীলার উত্তর সাধকতা করিয়াছে। ভ্রমর, নিয়ত গুঞ্জন করিতে করিতে, তাহাদিগকে বিনোদিত করিয়াছে। কোকিল সকল ঋতুতেই সেই পুণ্যক্ষেত্রে ঝঙ্কার করিয়াছে, শিখি-শিখিনী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সেই লীলা-স্থলের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়াছে। বৃক্ষ-লতা অবনত মস্তকে সেই স্থলের রজঃ শিরে ধারণ করিয়াছে। কোন কবি-কল্পনা, কোন প্রেমের অভিনয় এই ঐশ্বরিক লীলার নিকটস্থ হইতেও পারে না। তাহার পর সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভগবানের নিকটে অক্রুর সমাগত হইয়া কংসের নিমন্ত্রণ বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। অমনই ভূ-ভার হরণেচ্ছু লীলাময় ভগবানের মনে গুরুতর কর্ত্তব্যের কথা জাগরূক হইল। তখন কোথায় বা সেই প্রেম-বন্ধন, কোথায় বা সেই আকর্ষণ, কোথায় বা সেই মধুর লীলা! সকলই উপেক্ষা করিয়া কংসারি মথুরা যাত্রা করিলেন। সুন্দরীগণের নয়ন-নীর, প্রেমিকার হাহাকার, সকলের নিষেধ বাক্য কিছুই তাঁহাকে, কর্ত্তব্যের পথ হইতে

বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র মনুষ্যের মানদণ্ডে এ প্রেমের পরিমাণ হইতে পারে কি? মনুষ্য সামান্য বেশ্যার সঙ্গিত ইন্দ্রিয়-বিকার-জনিত আসক্তিতে অভিভূত হইলে, সমাজের নিন্দা প্রভৃত বিত্ত-নাশ, বন্ধুবর্গের নিষেধ বাক্য, পিতা মাতার রোদন, ধর্ম্ম-পত্নীর আত্ম-হত্যা প্রভৃতি কোন কারণেই সে কুলটার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর এস্থলে গোবিন্দ, এ অলৌকিক প্রেম-বন্ধন, গুরুতর কর্ত্তব্য-পালনের অনুরোধে হাসিতে হাসিতে ছিন্ন করিলেন। এরূপ অমানুষী ব্যাপার কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমেরই সম্ভবে। এই ব্যভি-চার নিরত পুরুষ ও নারীগণের চরণে যেন আমাদের অবিচলিত মতি থাকে।”

নীলরতন বলিলেন,—“বৎস, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ প্রণিধান করিয়াছ। আজ আমরা তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে পরমানন্দভোগ করিলাম।”

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—“আমি আপনাদিগের নিকট সেই প্রেমময়ের প্রেমলীলার কোন কথাই ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কথা অনন্ত। আমি ক্ষুদ্র কীটমাত্র। অদ্য রাত্রি প্রভাত হইল প্রায়; আমি এক্ষণে বিদায় হই।

যদি ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে সময়ান্তরে কৃষ্ণ-কথা কহিয়া জীবন সার্থক করিব।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"রাত্রি অবসান হইল সত্য; সুতরাং তোমাকে আপাততঃ বিদায় দিতেই হইবে। কিন্তু তোমার এ মধুমাখা কথা, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবা-রাত্রি বসিয়া শুনিলেও, আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না।"

অন্নপূর্ণা অস্ফুটস্বরে কালীতারাকে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর, মা যোগেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ অদৃষ্টে আর ঘটিবে না কি?"

কালীতারা বলিলেন,—"তুমি কি উমাশঙ্করের সহিত কথা কহ না? তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন?"

তথাপি অন্নপূর্ণা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অদ্যকার প্রাতের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। বড়ই ধরা পড়িলেন কিন্তু! আর সেখানে বসিয়া থাকা বিধেয় নহে বোধে, তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি উঁহার কথা শুনিয়াছি। মাকে উঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছি। তিনি করুণাময়ী; অবশ্যই উঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

তাহার পর উমাশঙ্কর, সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; কর্ত্তব্যসাধনের প্ররোচনায় তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণের একটুও বিরোধ উপস্থিত হইল না কি?

---

# যোগেশ্বরী।

## একাদশ খণ্ড—নরক।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## রূপান্তর।

সৌধমালা-সমাকীর্ণা কাশীর পাঁড়ে ঘাটের নিকট, গঙ্গার ধারে, এক প্রকাণ্ড ভবনে বহুলোক সমারোহ হইয়াছে। দ্বারে দৌবারিকগণ খাড়া আছে, দাস-দাসীগণ ছুটাছুটি করিতেছে, সরকার বাজার হইতে ঝাকা বোঝাই সামগ্রী লইয়া বটীতে প্রবেশ করিতেছে, মহাজনেরা বেনারসী চেলী, জড়াও গহনা প্রভৃতি লইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। চারিদিকে সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, বাঙ্গালা মুলুকের এক রাণী আসিয়াছেন।

রাণীই হউন, বা রাজ-কন্যাই হউন; দ্বারে সঙ্গীন চড়ান বন্দুক-ওয়ালা খাড়া থাকুক, বা ঢাল তলওয়ারই ঘুরিতে থাকুক পুরমধ্যে কাহারও প্রবেশের অধিকার থাকুক বা নাই থাকুক; মা সরস্বতীর বরে কালী-কলমের

ব্যবসাদার দরিদ্র গ্রন্থকার, যেখানে মাছিটাও ঢুকিতে পায় না, সেখানেও স্বচ্ছন্দে ও নির্ভাবনায় প্রবেশ করিতে পারেন। পুণ্যবানের পবিত্র নিকেতন, পাপের পঙ্কিল পূতিগন্ধময় নরক, বিলাসীর রম্য কানন, দীনের হাহাকার রব পরিপূর্ণ পর্ণ-কুটীর সর্ব্বত্র উপন . . .লখকের অব্যাহত গতি। কল্পনার সর্ব্বসাধন-ক্ষম পক্ষ-পুট তাঁহাকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়া দেয় এবং, প্রতিকূল আক্রমণের হস্ত হইতে, তাঁহাকে রক্ষা করে। মা সরস্বতী। সেই বর-প্রভাবে আমরা এই নবাগতা রাণীর মন্দিরে একবার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ভবনের চারিদিকেই নবাগমনের লক্ষণ দেখা যাই-তেছে। নীচে একটা ঘরে দুই জন ঝি শিলা-খণ্ডে মসলা পিষিতেছে, একজন তরকারি কুটিতেছে, একজন মাছ কুটিতেছে, দুই জন চাকর জল তুলিয়া আনিতেছে এবং দুই জন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছে। সুতরাং নীচে কলরব যথেষ্ট। দ্বিতলে কোন বিশেষ গোলযোগ নাই; কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। বারান্দায় কতকগুলা সতরঞ্চি ও কম্বলের মোট, একটা ঘরে কতকগুলা বিলাতী ট্রাঙ্ক ও কয়েকটা দেবদারুকাঠের বাকস, আর একটা ঘরে কতকগুলা বিছানা, অন্যত্র কতকগুলি পুঁটুলি ও বস্তা ইত্যাদিরূপ

ন... নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত। ি... শৃঙ্খলতা নাই। তথায় গঙ্গার দিকে এ... একটি পরিষ্কার বিছানা পাতা রহিয়াছে। এবং যাহাকে ...রাণী বলিয়া ব্যস্ত হইতেছে, তিনি স্বয়ং তথায় বসিয়া, ...গ্রস্ত অন্যমনস্ক ভাবে, জানালার ফাঁক দিয়া, গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাণী আর কেহ নহেন—শ্যামলালের বিবাহিতা বনিতা হরিচরণের প্রণয়িণী, পাপিয়সী বিধুমুখী। সম্পত্তি ধরিয়া বিচার করিলে বিধুমুখীকে আজি-কালিকার অনেক রাজ-রাণীর অপেক্ষা বড় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাণের বন্ধু হরিচরণের সমভিব্যাহারে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া, বিধুমুখী পশ্চিমে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন। ওদিকে লাহোর পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল, সুতরাং অনেক হাওয়াই খাওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই পুণ্যবতী কামিনী পুণ্যতীর্থ কাশীধামে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কাশীর উদারতা অপরিসীম। পাপের আশ্রয় দিতে এবং পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখিতে বারানসীর কোনই সঙ্কোচ বা অপ্রবৃত্তি নাই। এই জন্যই এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পাপের পৈশাচ নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। এবং অপবিত্রতার উৎকট উল্লম্ফন দেখিতে পাওয়া যায়।

সতী-শিরোমণি ভবানীর প্রিয় নিকেতনে যোগীশ্বর মহেশ্বরের এই সনাতনী পুরীতে এ কি রাক্ষসী ও আসুরী লীলার অবিধের অভিনয়! হায় কাল! তোমারই মাহাত্ম্য প্রবল!

বিধুমুখী আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা, সে উজ্জ্বলতা এবং সে প্রফুল্লতা তিনি হারাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বর্ণ-বর্ণ যেন কেমন সাদা মত হইয়াছে, তাঁহার সে উজ্জল লোচন যেন কোটরগত ও প্রভা-শূন্য হইয়াছে, তাঁহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা অপগত হইয়াছে, তাঁহার সে বিলাস-প্রিয়তা ও বেশ-ভূষার পারিপাট্য আর নাই। তাঁহার রুক্ষ অবেণী-সম্বদ্ধ কেশরাশি বিছানার উপর লুটাইতেছে, একথানি সামান্ত বস্ত্র সামান্ত ভাবে তাঁহার দেহ আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং অঙ্গে ভূষণ নাই বলিলেই হয়। কেহ বলিয়া না দিলে, এখন আর বিধুমুখীকে চেনা যায় না। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল? পথের বিবিধ অনিয়ম, অসুবিধা ও কষ্ট হেতুই কি তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? না। নিদারুণ মানসিক কষ্টই সুন্দরীর এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

যাঁহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক ও অব্যাহত, যাঁহার

জীবনের গতি স্বাধীন ও অবাধ, যাঁহার বাসনা সফলিত হওয়ার সর্ব্বোপকরণ আয়ত্তাধীন, যাঁহার তৃপ্তি ও সন্তোষ সংসাধনে করিতে কর্ম্মবিচারের প্রয়োজন হয় না, যাঁহার অনুষ্ঠান সমূহ সদসৎ পাপপুণ্য বিচারের অধীন নহে, তাঁহার মানসিক পীড়ায় প্রপীড়িত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতুল সম্পত্তির যিনি সর্ব্বেশ্বরী প্রাণের বন্ধু হরিচরণ যাঁহার নিত্য সঙ্গী, তাঁহার কেন এ কষ্ট? কথা সকলই সত্য, তথাপি কষ্ট। জানি না বিধাতা কি দুর্জ্ঞেয় সূত্রে সুখ-দুঃখ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে সুখ হইবার কথা তাহাতেও দুঃখ হয়, যাহাতে দুঃখ হইবার কথা তাহাতেও সুখ হয়। যাহাতে একের দুঃখ, তাহাতেই অপরের সুখ; যাহাতে একের সুখ, তাহাতেই অপরের দুঃখ। এই জন্যই জ্ঞানীরা সুখ-দুঃখের অতীত এবং এই জন্যই সুখ-দুঃখ-রাহিত্য ভাবই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিধুমুখী মায়াবিনী। যে হরিচরণ তাঁহার সকল সুখের কেন্দ্র, সেই হরিচরণ অধুনা তাঁহার বিজাতীয় ক্লেশের কারণ। তিনি প্রাণ ভরিয়া হরিচরণকে ভাল বাসেন। হরিচরণের জন্য তিনি ধর্ম্ম ধনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন; হরি-

চরণের সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তি রাশি তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন, মনে বা কার্য্যে অবিশ্বাসিনী হওয়া দূরে থাকুক, পাছে সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়া, স্বামীকে পর্য্যন্ত পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই হরিচরণ—তাঁহার জীবনের জীবন সেই হরিচরণ তাঁহাকে ভাল বাসেন না। ইহাই সুন্দরীর হৃদ্গত হইয়াছে, তিনি ইহার অনেক প্রমাণ দেখিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন। দুঃখের কথা বটে।

প্রথমতঃ সুহাসিনী নাম্নী এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করিবার নিমিত্ত হরিচরণ অনেক যত্ন, চেষ্টা, ব্যয় ও নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ঐ সুহাসিনী প্রথমে শ্যামলালের মন আকর্ষণ করে; কিন্তু সে সতী আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য পলাইয়া স্থানান্তরে লুকাইয়া থাকে। হরিচরণ তাহার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়া তাহার সন্ধান করেন এবং বিশেষ কৌশল সহকারে তাহাকে হস্তগত করিবার আয়োজন করিয়াও, শেষে অকৃতকার্য্য হন। দ্বিতীয়তঃ হরিচরণ পশ্চিম প্রদেশে বেড়াইতে আসিবার সময় আপনার ভগ্নী-সম্পর্কিতা পরিচয় দিয়া একটা উপপত্নী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। শেষে বিধুমুখী সমস্ত বৃত্তান্ত

জানিতে পারায়, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র একটা বাসায় রাখি-য়াছেন। তৃতীয়তঃ, হরিচরণ, সুযোগ পাইলে একটা চাকরাণীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। সে দাসী আর কেহ নহে, সারদা। বিধুমুখী একদিন স্বচক্ষে হরিচরণ ও সারদাকে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারদা তাড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ হরিচরণ তাহাকে তখন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। চতুর্থতঃ হরিচরণ কাশীতে আসিয়া দিলজান নাম্নী একটা যবনী বেশ্যার প্রেমে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং দিবারাত্রি তথায় সুরাপান করিয়া কাটাইতেছেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হরিচরণ এখন প্রভূত অর্থের অধীশ্বর। বিধুমুখীর কৃপায় তিনি অনেক অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস যে, জীবনে তাঁহাকে আর অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। সুতরাং তাহার ন্যায় রসিক ভ্রমর এক বিধুমুখীকমলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখেন না। হরিচরণ এখন আর বিধুমুখীর কৃপার ভিখারী নহেন। বাটীতে অবস্থান কালেই হরিচণের হৃদয়-হীনতার অনেক সংবাদ বিধুমুখী জানিতে পারেন। কিন্তু তখন নানা কারণে হরিচরণ অনেক সাবধান ছিলেন। দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া

হরিচরণ একবারে সকল আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বিধুমুখীকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াই, নিঃসঙ্কোচে স্বকীয় রসরঙ্গ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিধুমুখী প্রথমে রাগ, তাহার পর তিরস্কার, তাহার পর অভিমান, তাহার পর রোদন, তাহার পর বিনয়, শেষে হরিচরণের পদ-ধারণ পর্য্যন্ত করিয়া দেখিয়াছেন। হরিচরণ কিন্তু এই সকল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কখন বিধু-মুখীকে একটা আদরের কথাও বলে নাই; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু জানায় নাই, এবং কদাপি একটু লজ্জার ভাবও দেখায় নাই। বিধুমুখী বুঝিয়াছেন, হরি-চরণ তাঁহার নহেন, তাঁহার হইয়া থাকিবেনও না। তাহার পর সুন্দরী ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিচরণ আর বড় আইসে না; আসিলেও বিধুমুখীর সঙ্গে বড় দেখা করে না; দেখা হইলেও একটা কথা কহে না; কথা কহিলেও বিধুমুখী বড় জবাব দেন না, জবাব দিলেও বিধুমুখী তাহাকে এককালে যাওয়া আসা ত্যাগ করার কথা ছাড়া আর কিছু বলেন না। হরিচরণ এখন বিধুমুখীর চক্ষুশূল। তাহার আকার-প্রকার কথা-বার্ত্তা সকলই এখন সুন্দরীর পক্ষে অপরিসীম জ্বালা-কর। ভালবাসার কি ভয়নক অত্যাচার!

বিধুমুখীর একটু একটু জ্বর হয়, নিদ্রা হয় না, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, খাওয়া নাই বলিলেই হয়। বড় দুর্ব্বল, শরীরে একটুও রক্ত নাই।

সংসারে আপনার লোক কেহই নাই; সুতরাং যত্ন করে কে? যাহাকে জগতে একমাত্র আপনার জ্ঞান করিয়া তিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে এখন তাঁহার পর। বরং পরও ভাল; কারণ পর দেখিলে কষ্ট হয় না; কিন্তু তাহাকে দেখিলে রাগ হয়। সে এখন শত্রু।

দাসীরা পরামর্শ করিয়া, কর্ম্মচারীদের বলিয়া কহিয়া ডাক্তার কবিরাজ আনাইয়াছিল। তাঁহাদের একদল টনিক, আর একদল বলকারক ঔষধ দিয়াছেন। কিন্তু দাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বিধুমুখীকে ঔষধ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা পর; সুতরাং এজন্য আর বেশী কিছু করিবার আবশ্যক অনুভব করে নাই।

অনেক দাস-দাসীর মধ্যে কালিদাসী [illegible]
চাকরাণী ছিল। সে একটু প্রবীণা, [illegible]
একটু সাদাসিদা লোক ছিল। বি[illegible]
দেখিয়া, সে লোকটার যেন একটু [illegible]
বলিয়া বোধ হয়। সে, অন্য দাস-দাসী[illegible]
কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, চুপ করিত না; দুইবার যৌথিক

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইত না; অকারণ অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিয়া নীরব হইত না; কষ্টে মুখের হাসি লুকাইয়া গম্ভীর স্বরে একটা শিষ্টাচার প্রকাশ করিতে পারিত না। এইরূপ স্বভাব বলিয়াই হউক, অথবা বাস্তবিকই বিধুমুখীকে ভালবাসে বলিয়াই হউক, সে কিন্তু সতত নানাপ্রকারে পীড়িতার শুশ্রূষা করিবার চেষ্টা করিত।

অনেকক্ষণ জানালার ফাঁক দিয়া গঙ্গা দেখিতে দেখিতে বিধুমুখী ক্লান্ত হইয়া তত্রত্য শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। এই সময় কালিদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, একটু দুধ খাবে কি? উঠ।"

বিধুমুখী সেই অবস্থাতেই বলিলেন,—"না মা; কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই। উঠিতে আর পারি না।"

কালিদাসী বলিল,—"তা বলিলে হবে কেন মা? চেষ্টা করে একটু খেতে হয়। উঠ তুমি, আমি দুধের বাটী মুখে ধরি। প্রাণটা ত রাখতে হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন?"

কালিদাসী বলিল,—"ওমা! সে কি কথা! কেন আবার কি গা? তোমার এই বয়স, এত রূপ, এত ধন-দৌলত, সকলই আছে। তবে আর কেন কি গা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সবই সত্য; কিন্তু বল দেখি কালিদাসী, কি হইলে মেয়ে মানুষের সকল সুখ পূর্ণ হয়?"

কালিদাসী বলিল,—"তোমার যা যা আছে তাই সব সুখের সার। এর উপর একটি ছেলে হইলেই ভাল হয়। তা কপালে থাকে তো অবশ্য হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন "আর কিছুই কি চাহি না?"

কালিদাসী বলিল,—"মানুষের অদৃষ্টে যত সুখ হওয়া সম্ভব সকলই তুমি পেয়েছ, আর চাহিবার কিছুই নাই।"

বিধুমুখী একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"স্বামী—স্বামী না থাকিলে নারীর থাকে কি?"

কালিদাসী অনেক দিন বিধবা হইয়াছে। তথাপি গলার আওয়াজ একটু ভারি করিয়া বলিল,—"তা সত্য; কিন্তু তোমার সে দুঃখও নাই। তুমি জিজ্ঞাসা না করে, কোন কথা না বলে চলে এসেছ, তবু তোমার স্বামী, তোমার ভাবনায় বাড়ী ছেড়ে, এখানেও এসেছেন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা শক্তিহীনা নারী ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বসিলেন এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আসিয়াছেন? কোথায় তিনি?"

কালিদাসী বলিল,—"আসিয়াছিলেন, কিন্তু বার-

ওস্নানেরা আসিতে না দেওয়ায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।”

বিধুমুখী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—“এত দূর আসিয়াছেন—আমার সহিত দেখা করিবার জন্ম এত দূরে আসিয়াছেন! হয়ত বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। আর তো দেখা হইবে না। একবার দেখা—না, একবারও আর দেখায় কাজ নাই।”

কালিদাসী বলিল,—“যখন তিনি এখানে আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই আবার আসিবেন; তোমার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিবেন।”

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সেই শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—‘যে ভ্রম হইয়াছে, আর তাহা সংশোধন করিবার উপায় নাই। যে পতন হইয়াছে, আর তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। ভগবান্ আমাকে দয়া করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রভূত রাজ ঐশ্বর্য্য আমার পদতলে ছিল; অপরিসীম রূপরাশি আমার দেহ ঢাকিয়াছিল, শরীর সতত নীরোগ ও সুস্থ ছিল। তথাপি ঘোর মনস্তাপে, নিতান্ত ক্লেশে আজি আমি মরিতে বসিয়াছি। কেন এমন হইল? পাপে মত্ত হইয়াই আমি সকল সুখ নষ্ট করিলাম। বুদ্ধির দোষে আমি সকলই হারাইলাম। ইন্দ্রিয়

ভোগ-লালসায় আমি সকলই বিসর্জ্জন দিলাম। যাহা সুখ ভাবিয়া মত্ত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তাহা কেবলই অসুখ— সে সকলই অসার। পাপ—পাপ! আমার শরীর-মন পাপে অপবিত্র হইয়াছে। হেলায় আমি সুখের পথ নষ্ট করিয়াছি। সুখের সকল উপায় আমি পায়ে ঠেলিয়াছি। স্বামীর প্রেমই রমণীর সার ধন। আমি সে ধন লাভের যত্ন করি নাই। সত্য বটে স্বামী আমাকে কখন আদর করেন নাই; নাই করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার অবিচলিত মতি থাকিলেই আমার সকল সুখ হইত। তিনি অনেক নারীর সহিত আমোদে কাল কাটাইতেন। তাহাতে আমার ক্ষতি কি ছিল? যদি ইন্দ্রিয়-লালসা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন দিন তাঁহাকে আমি পাইতাম। না পাইলেও, চিত্তের সুখ নষ্ট হইত না; ধর্ম্ম নষ্ট হইত না; পাপের তাড়নায় কষ্ট পাইতে হইত না। পরের অবজ্ঞায় অন্তর্দাহ ভোগ করিতে হইত না; এমন সর্ব্বনাশ কখনই ঘটিত না। সে দিন—সে দিনও যখন তিনি, আমার রূপে মোহিত হইয়া, আমার চরণ ধরিয়াছিলেন, তখনই মনে করিলে, আমি তাঁহাকে প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতাম। এখন সব গিয়াছে। অন্ধকার!

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার! আর উপায় নাই। মৃত্যু উপস্থিত। মৃত্যুই এখন প্রার্থনীয়। তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না; আর এ পাপ মুখ তাঁহাকে দেখাইব না। তিনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার বিষয় আশয় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এখনই কর্ম্মচারী ডাকিয়া দলিল লেখাইব।' আবার ভাবিলেন,—'নিষ্প্রয়োজন। আমার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় তাঁহারই হইবে; যেরূপেই হউক, বিষয় তাঁহারই হাতে যাইবে। দেখা— তাঁহার সহিত আর কখন দেখা করিব না। যে অন্যায় করিয়াছি, তাহার পর তিনি ক্ষমা করিলেও, আমি সে ক্ষমায় সন্তোষ লাভ করিব না। ক্ষমা চাই না। আমি ক্ষমার অতীত পাপ করিয়াছি। আপন তেজে আপনি মরিয়াছি। সেই তেজেই পরকালে পাপের মত সাজা ভোগ করিব। ক্ষমায় কাজ নাই।'

এই সময়ে সিঁড়িতে ধপাস্ ধপাস্ করিয়া জুতা সংযুক্ত পদাঘাত শব্দ হইতে লাগিল। অবিলম্বে মাথায় চাদর জড়ান, দেহ পঞ্জাবী জামায় ঢাকা, রক্ত-চক্ষু, অস্থির-গতি হরিচরণের মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা গেল। হরিচরণ টলিতে টলিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কি শুয়ে যে। কালি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হুইস্কি চলেছে বুঝি? তা বেশ

তো, এখন উঠে খোঙারি কাটাও বাবা। কিন্তু এখানে সুবিধা হইবে না। এস আমার সঙ্গে, চল দিলজানের বাড়ী যাওয়া যাউক। সেখানে যোগাড় সব ঠিক আছে। আমি সেখান থেকেই আসছি। তুমি যদি তার বাড়ীর নিকট বাসা করিতে, তাহা হইলে আমার যাওয়া আসার বেশ সুবিধা হইত।”

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। হরিচরণ বলিল,—“কি কথা কহিতেছ না যে। যাবে না? তা যাবে কেন? তার সঙ্গে আলাপ হলে, কেতা কায়দা শিখে, তুমি একটা নামজাদা মেয়ে মানুষ হতে পারতে। তোমার কপালে তা হবে কেন?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“কালিদাসী, দুই জন দ্বারবানকে ডাকিয়া আন তো। একটু দরকার আছে।”

কালিদাসী প্রস্থান করিল। হরিচরণ আবার বলিল,—“কি বিবি, আজি কালি দরওয়ানের সঙ্গে ইয়ারকি চলেছে না কি? তা কাজেই।”

বিধুমুখী এখনও নীরব। কালিদাসীর সঙ্গে দুই জন দ্বারবান আসিয়া স্ফীত বক্ষে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইল। তখন বিধুমুখী, সহসা প্রভূত শক্তি সহকারে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—“তোমরা এখনই এই

হতভাগাকে, নাগরা জুতা মারিতে মারিতে, আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেও, একটা কথা কহিবার সময়ও দিও না। আর এই বেইমান যেন কখন আমার বাটীর নিকটেও আসিতে না পায়। আসিলে তোমাদের সাজা হইবে।”

তৎক্ষণাৎ দুই ভোজপুরী আসিয়া হরিচরণের দুই বাহু ধারণ করিয়া বলিল,—“চল বে কুত্তা।”

তখন হরিচরণ অবাক্। সে ইদানীং বিধুমুখীকে যার-পর-নাই অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বিধুমুখী তাহার নিকট অনুনয়-বিনয়ই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং হরিচরণ সাবধান হইয়া কথা কহার আবশ্যকতা কখনই অনুভব করে নাই। তাহার অসাবধানতার ফল যে এই রূপ দাঁড়াইবে, ইহা সে একবারও মনে করে নাই। এক্ষণে সে আপনার বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। বলিল,—“তুমি কি পাগল হইয়াছ বিধু? ইহার পর আমার সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না জানিবে।”

বিধুমুখী ক্রোধসহকৃত স্বরে বলিলেন,—“তোর সহিত সম্পর্ক। তুই আমার চাকর ছিলি, আমি তোকে দূর করিয়া দিতেছি। তোমরা কি দেখিতেছ? ঐ ছুঁচার মুখে লাথি মারিতে মারিতে সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দেও।”

একটা কথা হরিচরণের মনে হইল। সে বুঝিল এরূপ গুরুতর কাণ্ড যখন ঘটিতেছে, তখন এখানকার সম্পর্ক নিশ্চয়ই শেষ হইতেছে। এখন যদি নিকাশ প্রকাশের জন্ত টানাটানি করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। বলিল,—"তা আচ্ছা আমি যাইতেছি; কিন্তু কাগজ পত্র সব সদর কাছারিতে।"

আবার বিধুমুখী বলিলেন,—"দূর হ ছুঁচো। তোর হিসাব নিকাশ লইতে চাহি না। আমি জানি তুই আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছিস্। এ সম্পত্তি অতঃপর যাহার হাতে পড়িবে, তিনি তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন। আমাকে যেন জীবনে আর তোর মুখ দেখিতে বা তোর নাম শুনিতে না হয়। শূয়ারকে এখনই দূর কর। আর কথা কহিতে না পায়।"

দ্বারবানেরা হরিচরণকে জোরে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিল। হরিচরণ সেখান হইতে বলিল,—"বিধু—"

ভোজপুরীরা বাধা দিয়া বলিল,—"চুপ রহ বেইমান্। ফের বাত কহনেসে তেরা হড্ডি তোড় ডালেঙ্গে হারামজাদ।"

হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারবানেরা প্রস্থান করিল।

নিরতিশয় উত্তেজনা ও পরিশ্রমে বিধুমুখী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কাতর ভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। উভয় হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"জানি না নরক কিরূপ। কিন্তু আমার এ দুরাবস্থার অপেক্ষা নরক কখনই ভয়ানক হইতে পারে না। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!"

———

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### দীক্ষা।

বিধুমুখীর অবস্থা আরও মন্দ। গত কল্য হরিচরণকে তাড়াইয়া দিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়ার পর হইতে বিধুমুখী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই। দুর্ব্বলতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।

বেলা ৮টা হইবে। বিধুমুখী সেই শয্যায় পড়িয়া আছেন। কালিদাসী নিকটে বসিয়া তাঁহার বিশৃঙ্খল কেশগুলি গুছাইতেছে ও একবার উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে।

বিধুমুখী ভাবিতেছেন—"কালি এমন সময় আসিয়াছিলেন, আজিও হয় ত আসিতে পারেন। আসেন, আসুন। আমি কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা করিব না। তাঁহার বিষয়, তাঁহারই বাসা, তাঁহারই দ্রব্য-সামগ্রী,

তাঁহারই টাকা কড়ি। তিনি আসিবেন না কেন? আজি তিনি আসিলে, তাঁহাকে কর্ম্মচারীগণ সমাদর করিবে। যত্ন করিয়া তাঁহার সকল কথা শুনিবে ও তাঁহাকে সকল কথা বলিবে। তাঁহার সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না। কেন দেখা করিব? আমি তাঁহার পত্নী নহি, তাঁহার দাসী নহি, তাঁহার প্রণয়িণী নহি। আমি কেন তাঁহার সহিত দেখা করিব? এখন তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে যাওয়া কেবল বিদ্রূপ করা হইবে। যতদূর সম্ভব অত্যাচার করিয়া শিষ্টাচার করা বাতুলতা। হত্যা করিয়া ক্ষত স্থানে তৈল দেওয়া বড়ই মূর্খতা। পাপেই ভাসিয়াছি, পাপেই মজিয়াছি, পাপের বোঝা কাঁধে লইয়াই মরিব। এ পাপ ধৌত হইবার নহে। এ পাপ পূর্ণ-ভাবে আমার সঙ্গে চলুক। এখন ইহার আর এক বিন্দুও ত্যাগ করিব না।"

এই সময়ে ভবনের নিম্নদেশ হইতে কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া বিধুমুখীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়ে সেই সঙ্গীত ধ্বনি যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। সেই ব্যাধি-ক্লিষ্ট, চিন্তা-প্রপীড়িত বদনে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হইল। ভাল করিয়া গান

কিন্তু মা! আমাকে আর একটি নিয়ম ভঙ্গ করাইয়া অপরাধী করিবেন না।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার দাঁড়ান দূরে থাকুক, এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবারও সামার্থ নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আপনার বসিয়া কাজ নাই। আপনাকে বড়ই দুর্ব্বল ও কাতর দেখিতেছি। আপনি শয্যায় শয়ন করুন। আমি স্বচ্ছন্দে আপনার সহিত দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি। সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও, ভিক্ষুক সন্ন্যাসিদিগের কোনই কষ্ট হয় না।”

উমাশঙ্কর তাঁহাকে শয়ন করিতে বারংবার অনুরোধ করিলে, বিধুমুখী অগত্যা শয্যায় গিয়া পতিতা হইলেন। যেস্থিতা তাঁহাকে দেখিতে পান এরূপ স্থানে উমাশঙ্কর [illegible] হইলেন। তিনি বুঝিলেন, নিতান্ত কঠিন বিধুমুখী বিগত-শ্রী হইলেও, এই নারী অসামান্যা অধিক [illegible] [illegible] [illegible]লেন,—“আপনার কি পীড়া মা! দেন।” [illegible] —“আমার কঠিন পীড়া হইয়াছিল,

[illegible] বলিল,—“আপনি দেবতা; আপনি না জানিতে- আশা অতি সামান্য। [illegible]ক্রমণে আমার এই দশা হইয়াছে। দিলেও তিনি গ্রহণ করিলে সর্ব্বনাশ হয়, এই পাপীয়সীর

তাহাই ঘটিয়াছে। সেই পাপের প্রাবল্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দুষ্কর্ম করিয়াছি। তন্মধ্যে নারী-জীবনের সার দেবতা স্বামীর সহিত কল্পনাতীত অসদ্ব্যবহার অন্যতম। আমার পাপের পরিমাণ আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই এবং পাপানুষ্ঠানকে অপ্রিয় বলিয়া কখনও জ্ঞান করি নাই। কিছু দিন হইতে সহসা উভয় বোধই আমার জন্মিয়াছে। কোন প্রায়শ্চিত্তেই আমার এ পাপরাশি ধৌত হইবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার কালও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আপনি দেবতা। এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য যদি কৃপা করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে এখনও তাহা করিবার চেষ্টা করি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু মা! প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার হৃদয় যখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তখন ভগবানের ব্যবস্থাকৃত চরম প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হইতেছে জানিবেন। আপাততঃ আপনার [illegible] সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিভুজ মুরলিধর [illegible] চিন্তা করিতেই পরামর্শ প্রদান করিতেছি [illegible] আপনার দৈহিক রোগের যাতনা বিদূরিত হইবে, অন্তঃকরণও শান্তি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইবে।

কৃপা হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপের মলিনতা তৎক্ষণাৎ বিধৌত হইতে পারে; অতএব আপনি কায়-মনোবাক্যে কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে থাকুন।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“যে আজ্ঞা। আমি কখনও দীক্ষিত হই নাই, আজ আমার দীক্ষা হইল। আপনি আমার গুরুদেব। আপনাকে প্রণাম করি।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“ভগবান্‌কে প্রণাম করুন; তিনি আপনার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। শুনিয়াছি আপনি প্রভূত বিত্তশালিনী। আপনার সঙ্গে আপনার স্ব-সম্পর্কীয় লোক কে আছেন?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“এ সম্পত্তি আমার নহে। আমার স্বামীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া হস্তগত করিয়াছি। জগতে আমার স্বামী ছাড়া সম্পর্কীয় লোক আর কেহ নাই। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি। শুনিতেছি অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি বোধ হয় কিছু সাহায্য প্রার্থনায়, এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারবানগণ, আমার পূর্ব্ব প্রকৃতি জানিত বলিয়া, তাঁহাকে অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার [illegible] এর আর সাক্ষাৎ হইবে না; যেরূপ দুর্ব্যবহার [illegible], তাহার পর তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে ইচ্ছা আমার আর নাই। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন সন্ধান করিয়া তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"বঙ্গদেশের কোন স্থানে আপনার নিবাস ?

বিধুমুখী বলিলেন,—"সোনাপুর।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং আবার অদ্যই বৈকালে আপনার সন্ধান লইতে আসিব। পাপের পথে স্খলিতপদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি, ত্বরায় আপনার ভ্রান্তি অনুভব করিয়া, পাপ পরিহার করে, ও তজ্জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হয়, সে ব্যক্তি ইহ লোক ও পরলোক উভয় স্থানেই ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য। আপনি সরল ভাবে পাপ স্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত শুভ লক্ষণ। এক্ষণে পাপ আপনার অধীন হইয়াছে, আপনি আর পাপের অধীন নহেন। আপনাকে দর্শণ করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রার্থনা করি ভগবানের কৃপায় আপনি অচিরে সকল প্রকার শান্তির অধিকারিণী হইবেন। আমি এক্ষণে বিদায় হই মা ?"

বিধুমুখী সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"এমন মধুমাখা কথা জীবনে কখন শুনি নাই, এমন সদয় ব্যবহার জীবনে কখন দেখি নাই। আমার হৃদয় এখনই অনেক প্রসন্ন হইয়াছে। আজ আমার সুপ্রভাত। আবার কখন দেব-দর্শন ঘটিবে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বৈকালেই আমি আসিব মা! আপাততঃ আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না। আমার যেমন পাপের সীমা নাই, আপনার সেইরূপ দয়ার সীমা নাই। এই জন্যই সাহস করিয়া আবার দর্শনের প্রার্থনা করিতেছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং বৈকালে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে বিধুমুখী ভাবিতে লাগিলেন,—"এমন রূপ কখন দেখি নাই, এমন কথা কখন শুনি নাই। হৃদয়ের ভার যেন অনেক কমিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিব কি? না। ধর্ম্মে আমার কাজ কি? পাপীয়সীর আবার ধর্ম্ম কি? কেবল পাপ লইয়া আসিয়াছি, পাপ

লইয়াই যাইব। পাপের বোঝা একটুও কমাইব না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, শান্তিময়, সুখময়। আমি প্রেমহীনা, শান্তিহীনা, সুখহীনা। আমি তাঁহাকে ডাকিব না, আমি তাঁহাকে ভাবিব না। প্রেম, শান্তি-সুখের সহিত আমার জীবনে ও মরণে চির-বিচ্ছেদ। সন্ন্যাসীর নিকট স্বীকার করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিব। তাঁহার নিকট মিথ্যা-বাদিনী হইব। ক্ষতি কি? জীবনে কখন মিথ্যা ব্যবহার করি নাই? এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, সকলই মিথ্যা, সকলই কপটতা, সকলই অসার। তবে আর একটা মিথ্যার ভয় কি? মিথ্যার সমুদ্রে একটা মিথ্যা বাড়িলই বা।”

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## অধম।

উমাশঙ্কর নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে বিধুমুখীর ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ক নানা চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। তিনি মনে করিলেন, মনুষ্য-সমাজ পুরুষের শত শত উৎকট অপরাধ সহজেই ক্ষমা করে; কিন্তু নারীর একটি অপরাধও ক্ষমা করিতে চাহে না। শিক্ষা ও ধর্ম্মের বলে চরিত্রের বল হয়। নারী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল-চিত্ত, তাহাতে আবার মনুষ্য-সমাজ তাহাদের সুশিক্ষা ও সুনীতি লাভের বিশেষ সুযোগ করিয়া দেয় না। অথচ তাহাদের নিকট প্রত্যাশা করে অনেক; তাহাদের স্কন্ধে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে বড়ই কঠিন ও ভয়ানক। ইহার অন্য কোন সদুপায় নির্দ্ধারণে উদাসীন থাকিয়া, কেবল এক কঠোর অবরোধ পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া,

সমাজপতিরা নিশ্চিন্ত আছেন। আর কিছু উপায় চিন্তা করা উচিত নহে কি? বড়ই বিষম সমস্যা।

তাহার পর তাঁহার মনে হইল, 'এই নারীর জীবনের কোন ঘটনাই আমি জানি না। দেখিতেছি ইনি ধন-শালিনী ও যুবতী। জানি না কেন ইহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। হইতে পারে স্বামীর উপেক্ষা এইরূপ পতনের কারণ। কিন্তু সেই স্বামী সহস্র পাপ করিয়াও স্বচ্ছন্দে সমাজে সমাদৃত হইয়া কাল কাটাইতে পারিবেন; কিন্তু মনুষ্য সমাজে এ সুন্দরীর আর স্থান নাই। যে কারণেই সর্ব্বনাশ ঘটুক আপাততঃ এ নারী নিশ্চয়ই দয়ার পাত্র। একে তো এই নারীর রোগের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহার জীবন অধিক দিন স্থায়ী হইবে। তাহার পর ইহার চিত্তের ভাবান্তর ও অনুতাপ ইহাকে বাস্তবিকই দয়ার পাত্রই করিয়া তুলিয়াছে। দয়া সকলকেই করা ধর্ম্ম। এ দুঃখিনী কেন দয়ায় বঞ্চিত হইবে? আমি ইহার স্বামীকে অন্বেষণ করিব এবং সাধ্যমত জ্ঞানোপদেশ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিব।'

তাহার পর তাঁহার মনে হইল 'যদি কোন উপায়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটাই' [illegible]

পাপ নাই। কিন্তু কাশী তো একটা লোকারণ্য বিশেষ; এ স্থানে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা সহজ নয়; তথাপি চেষ্টা করিব। নীলরতন বাবুকে অন্যান্য অনেককে বলিব। অবশ্য সন্ধান হইবে। এই সময় হরকুমার বাবু এখানে থাকিলে অনেক উপায় হইত। বৈকালে আবার আসিব। ইহার স্বামীর বৃত্তান্ত আর একটু ভাল করিয়া জানিব।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে ও অবনত মস্তকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে একস্থানে বহুলোকের জনতা। কেহ ধর ধর! কেহ কর কি?' ইত্যাদি শব্দে চীৎকার করিতেছে। কেহ বলিতেছে, আহা বড় মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, না—বড় মারে নাই, দুই ঘা জুতা মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, আহা, কেন মারিল? অপরে বলিতেছে, 'চোর হইবে হয়ত।' আর একজন বলিল,—'মার শালাকে।'

উমাশঙ্কর বুঝিলেন, কে কাহাকে মারিতেছে। অমনই মনে হইল, যদি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি জন-সমাগমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাশীতে অনেকেই তাঁহাকে চিনিত এবং

অনেকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। এজন্য অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দিল।

তিনি দেখিতে পাইলেন, একটা অতি কুৎসিত-দর্শন স্থূলাকার কৃষ্ণবর্ণ লোক হেট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গায়ের দুই এক জায়গায় ধূলার দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। আর একটা নিতান্ত বিলাসী খোস-পোষাক বাবু গোছ লোক, এক পায়ের জুতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হুঙ্কার সহকারে ঐ কৃষ্ণকায় ব্যক্তির প্রতি মধ্যে মধ্যে বিকট দৃষ্টিপাত করিতেছে। এ ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই উমাশঙ্করের বোধ হইল।

উমাশঙ্কর সন্নিহিত একটা লোককে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি?"

সে বুঝাইয়া দিল,—"এই বাবু লোকটা ঐ ছোট-লোকটাকে কয়েক ঘা জুতা মারিল। কেন জানি না। বেশী কথা কিছু শুনি নাই। কেবল শুনিয়াছি, বাবুটা বলিতেছে; আবার কাশী আসিয়াছিস্ পাজি? তুই এখানে আসায় আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমি তোর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করিব জানিস! ছোট লোকটাও ইহার উত্তর দিয়াছে। সে বলিয়াছে, মানুষের যতদূর

সর্ব্বনাশ করিতে পারা যায় তু

য়াছ। আমি কখন তোমার কোন

করিতে আমার সাধ্যও নাই। এইরূপ

পর বাবুটা এই লোকটাকে জুতা মারিয়াছে।

উমাশঙ্করের মনে কৃষ্ণবর্ণ লোকটার ভাব

কিছু কষ্ট হইল। সে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া নীর

অধোমুখে দাঁড়াইয়া যেন কতই চিন্তা করিতেছে। উমশঙ্কর নিকটস্থ হইয়া বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যক্তি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছেন?"

বাবু বলিলেন,—"তুমি কে হে বাবু মাথায় নামাবলি বেঁধে, ঝুলি কাঁধে করে মধ্যস্থ কর্‌তে হাজির হলে? কে তোমাকে ডাকৃছে বাবা? লাট সাহেব না কি? যাও আপনার পথ দেখ।"

উমাশঙ্কর বুঝিলেন লোকটা সুরাপান করিয়াছে। বলিলেন,—আমি আপনাকে অন্যায় কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। এ ব্যক্তিকে যখন আপনি প্রহার করিয়াছেন তখন ইনি নিশ্চয়ই আপনার কোন ক্ষতি করিয়াছেন। সেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র। আপনি তাহাতে রাগ করিতেছেন কেন?"

বাবু বলিলেন—"তুমি কি দিনদুনিয়ার মালিক না

তোমাকে সকল কথা জানাইতে হইবে? আমার 'আমি মারিয়াছি। তোর তা কি রে হারামজাদা?

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন—"আমার কিছু নহে সত্য। কিন্তু মহাশয় অন্যায় পূর্ব্বক কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। আপনি আমাকে ছুটা গালি দিলে আমার গা পচিয়া যাইবে না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার ভাল নহে।"

বাবু বলিলেন—"তুই বেটা তো বড়ই বেয়াদব দেখিতেছি। তোর অদৃষ্টেও মারি আছে! আমার কাজের ভাল মন্দ বিচার করিবার তুই কেরে বেটা।"

এই বলিয়া বাবু হস্তস্থিত জুতা লইয়া উমাশঙ্করকে তাড়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহুলোক আসিয়া বাবুকে আক্রমণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বাবুর উপর জুতা, কিল, চড়, চাপড়, ধাক্কা বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলন। তাঁহার কোঁচান চাদর লোকের পায়ে কোথায় চলিয়া গেল, উত্তম জামা ছিঁড়িয়া গেল দেহ ধুলিমাখা হইল, মাথার টেরি ভাজিয়া চুল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল। উমাশঙ্কর সকল লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে এই প্রহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে লাগিলেন।

বাবু বুঝিলেন, তাঁহার ক্রোধ বা প্রতাপ তাঁহাকে এ স্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

তখন উমাশঙ্কর সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি কে। কেন উনি আপনাকে প্রহার করিলেন।

কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বলিল—আমি কে তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। বলিতে ইচ্ছাও নাই। আমি হত-ভাগা। উনি এক সময়ে আমার ক্ষুদ্র চাকর ছিলেন। তাহার পর আমার সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ করিয়া ক্রমে আমাকে পথের ফকির করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি বিনা কারণে নিরপরাধে আমাকে জুতাও মারিলেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দুর্গতির চূড়ান্ত হইয়াছে, আরও কি হইবে জানি না।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন—আপনি এখানে কোথায় থাকেন।

হতভাগা পুরুষ বলিল—ভিক্ষা করিয়া খাই। যেখানে সেখানে থাকি।

উমাশঙ্কর বলিলেন—আপনি আমার সঙ্গে

আসুন। আপনার আহারাদির আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হয় ঐ বাবু লোকটি হরিচরণ আর সেই কুৎসিৎ লোকটি শ্যামলাল। শ্যামলালের দুর্দ্দশার বোধ হয় চূড়ান্তই হইয়াছে। শ্যামলাল এখন ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছেন। বিধুমুখী ও হরিচরণ পশ্চিমে চলিয়া আসার পর ক্রমশঃ শ্যামলালের কষ্ট পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তিনি আহারাদির কষ্টও ভোগ করিয়াছেন। একটি পয়সাও কোন উপায়ে আর হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিধুমুখী ও হরিচরণের ধর্ম্ম জ্ঞান নিতান্ত কম বলিতে পারি না; কারণ তাঁহারা আসিবার সময় বাটীর সকল জিনিস পত্র চাবি দিয়া ও চারি জন দারবান্ ব্যতীত আর সকল লোককে জবাব দিয়া আসিলেও শ্যামলালের আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই। এক ব্রাহ্মণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শ্যামলালকে দুই বেলা চারিটি চারিটী ভাত দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। কখন মন্দ ভোজন অভ্যাস না থাকায় সেই ব্রাহ্মণ প্রদত্ত কুৎসিৎ অন্ন শ্যামলালকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। যে লোকের উপর শ্যামালালকে খাইতে দিবার ভার দিয়া হরিচরণ ও বিধুমুখী চলিয়া আসিয়াছিলেন, সে, টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া, এবং গরিব মানুষ কোথায় পাইবে জানাইয়া শ্যামলালকে অন্ন দেওয়া বন্ধ করিল। তখন হতভাগা শ্যামলাল, নিরুপায় হইয়া, হরিচরণকে পত্র লিখিলেন; বিধুমুখীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। সে পত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল কি না ভগবান্ জানেন; কিন্তু কোনই উত্তর শ্যামলাল পাইলেন না এবং তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থাও হইল না। শ্যামলাল জামা বিক্রয় করিলেন, জুতা বিক্রয় করিলেন—অতীব কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শেষে এই নরাধম কাপুরুষ, শয্যা বিক্রয় করিয়া, দশ টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং হরিচরণ ও বিধুমুখী কাশী আসিয়াছেন শুনিয়া, কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া ভিক্ষাই তাঁহার অবলম্বন হইয়াছে। বিধুমুখীর সহিত দেখা করিবার তিনি চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দ্বারবানেরা জানিত বিধুমুখীর অন্দরে শ্যামলালের প্রবেশাধিকার নাই; এজন্য তাহারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইতে দেয় নাই, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কল্য এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি অস্ত হতভাগা

নিস্তেজ ধিকৃত শ্যামলাল আবার বিধুমুখীর ভবনে যাত্রা করিতেছে। যদি কোনরূপে একটা সংবাদ পাঠাইয়া, বা কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করিয়া স্ত্রীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই হতভাগ্যের কামনা। সে তদুদ্দেশে গমন করিতেছিল। পথি-মধ্যে হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণকে দেখিয়া, নরপ্রেত শ্যামলালের বড়ই আহ্লাদ হইল। সে মনে করিল, আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ হরিচরণ নিশ্চয়ই তাহাকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিবে। সে হরিচরণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। হরিচরণের জুতা খাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অদৃষ্টে ছিল। তাহাই হইল।

হরিচরণ কন্যা বিধুমুখীর নিকট বড়ই অনাদর ও অপমান ভোগ করিয়াছে। সে ইদানীং অনেক অপমান ও অনাদর ভুগিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বড় গ্রাহ্য করে নাই। কন্যাকার ব্যাপার সে বড়ই গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, বিধুমুখীর নিকট তাহার সমাদরের একবারেই শেষ হইয়াছে এবং বিধুমুখী সম্পূর্ণ রূপে তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিধুমুখীর সহিত একেবারে সম্পর্কটা শেষ হয় ইহা তাহার বাঞ্ছনীয়

নহে। সত্য বটে সে বিলক্ষণ দশ টাকার সংস্থান করিয়া লইয়াছে; কিন্তু তাহার ব্যয় অনেক। বিধুমুখী হাতে থাকিলে খরচের ভাবনাটা থাকে না, বাবুগিরি চলে ভাল, সর্ব্বপ্রকারেই সুখে থাকা যায়। বিধুমুখীর এ পরিবর্ত্তন সহসা ঘটে নাই। অনেক দিন হইতে বিধুমুখী ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে; অনেক দিন হইতে তাহার মনের ভাব কেমন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; অনেক দিন হইতেই সে সময়ে সময়ে স্বামীর কথা ও স্বামীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলিতেছে; অনেক দিন হইতেই হরিচরণকে ছোটলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেছে এবং অনেক দিন হইতেই সে হরিচরণের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে হরিচরণ বুঝিয়াছে যে, বিধুমুখীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিধুমুখীকে সে বিদ্রূপ করিয়াছে, বৈষ্ণবী হইবার পরামর্শ দিয়াছে, হরিনাম সার করিতে বলিয়া তামাসা করিয়াছে। সে মনভাঙ্গা যে এত দূরে দাঁড়াইবে, ইহা সে কখন মনে করে নাই। এখন সে বুঝিয়াছে, বিধুমুখী-রূপ সোণার পাখী শিকল কাটিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন, এত ভয়ানক পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল? যাহাই হউক, আশা কে সহজে ত্যাগ করে? হরিচরণ মনে করিল, একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে

না, দেখিতে হইবে বিধুমুখীর মন ফিরে কি না। হয়ত রাগের বশেই বিধুমুখী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। রাগ ক্রমে পড়িয়া যাইতে পারে। ক্রমে যেমন চলিতেছিল সেইরূপ দাঁড়াইতে পারে। সে এইরূপ ভরসায় বুক বাঁধিয়া, আজি প্রাতে আবার বিধুমুখীর বাটীতে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারবানেরা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, সেখানে অপেক্ষা করিতে দেয় নাই, অপমানের কথা অনেক কহিয়াছে, তখনই প্রস্থান না করিলে, প্রহার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। হরিচরণ বুঝিয়াছে, সর্ব্বনাশ যতদূর হইতে হয় তাহাই হইয়াছে। সকল আশা-রই শেষ হইয়াছে। সে তখন শ্যামলালের উপর, বিধুমুখীর উপর, দ্বারবানগণের উপর মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। পথে সহসা শ্যামলালের সহিত অসম্ভাবিত সাক্ষাৎ। তখনই সেই সুরাপায়ী বর্ব্বরের মনে উদয় হইয়াছে যে, এই শ্যামলালের এখানে আগমনই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। তাহার পর শ্যামলাল সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। সে কথাটা মর্ম্মাহত হরিচরণ বিদ্রূপ বলিয়াই মনে করিয়াছে। সে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, পায়ের জুতা খুলিয়া শ্যামলালকে প্রহার করিয়াছে। হায়! এক দিন প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত যে ব্যক্তি কোন হীন কর্ম্ম-

সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে আজি স্বচ্ছন্দে সেই প্রভুকে প্রহার করিল! যাঁহার অনুগ্রহই এক সময়ে যে ব্যক্তির জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় ছিল, আজি তাঁহাকে জনাকীর্ণ রাজপথে সে অনায়াসে পাদুকা প্রহার করিল।

দোষ কাহার? শ্যামলাল, বিধুমুখী ও হরিচরণ তিন জনের মধ্যে অধিক অপরাধী কে? অপরাধ যাহারই অধিক হউক, কিন্তু শ্যামলাল! ন্যায়ময় ভগবান্ তোমার অত্যাচার ও অবিবেচনা সমূহের যথেষ্ট সমুচিত শাস্তি হাতে হাতেই ঘটাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কেন তুমি হতভাগা, পরনারীর সর্ব্বনাশ করিতে ব্যস্ত থাকিয়া, আপনার বিবাহিতা বনিতার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত কর নাই? কেন তুমি কখন তাহার সহিত একটি সুখের কথাও কহ নাই? কখনও তাহাকে একটুও আদর কর নাই? তোমার পাপ অপরিসীম। তাহার শাস্তিও ভয়ানক। কিন্তু এই কি তোমার শাস্তির শেষ? কে বলিতে পারে?

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## নিরুদ্দেশ।

অপরাহ্ণ কালে বিধুমুখী, পাঁড়ে ঘাটের সেই আবাসে, সেই প্রকোষ্ঠের সেই শয্যায় অধোমুখে শয়ন করিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিতেছেন। পাপের তাড়নায়, অথবা অনুতাপের প্রাবল্যে, কিংবা অন্য কোন কারণে, সুন্দরীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইয়া, উপাধান সিক্ত করিতেছে। নিকটে আর কেহ নাই। অনেকক্ষণ সুন্দরী এইরূপে রোদন করিলেন। সহসা বারান্দায় মনুষ্যাগমন সূচক পদ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি নয়ন মার্জ্জন করিলেন এবং সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে শান্তিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ ও তেজপূর্ণ উমাশঙ্করের দেব-মূর্ত্তি। অতিকষ্টে সুন্দরী উঠিয়া বসিলেন এবং উমাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমার পরম ভাগ্য, যে এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“এ কি মা! আপনি কাঁদিতে-ছেন? আপনাকে কাতর দেখিতেছি কেন?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“কাতর! কৈ নূতন করিয়া [illegible] কাতর হইয়াছি তাহা তো জানি না। আমার শরীর, মন সকলই আপবিত্র—পাপ-তাপে পরিপূর্ণ। [illegible] তা আমার সঙ্গের সাথী। আর রোদনের কথা! রোদনই তো এখন আমার সম্বল। যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছে, স্বেচ্ছায় চরণে কুঠারাঘাত করিয়াছে, পাপে প্রমত্ত হইয়া স্বর্গ-সুখকে পদাঘাত করিয়াছে, সে যদি না কাঁদিবে তবে কাঁদিবে কে?”

আবার বিধুমুখীর চক্ষু জল-ভারাকুল হইল। আবার তিনি নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—“আমার রোদন আপনি গণনায় আনিবেন না। একদিন, দুইদিন বা দশদিনের রোদনে আমার সমাপ্তি হইবে না। অনন্ত—অনন্তকাল আমাকে কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“রোদন বড়ই শুভ লক্ষণ মা! হৃদয়ের নিরতিশয় কোমলতা ও দীনতা উপস্থিত না হইলে রোদন দেখা দেয় না; সুতরাং অশ্রু-বারি বড়ই কোমলতা-ব্যঞ্জক। অহঙ্কার, তেজ, পাপের প্রাবল্য, অধর্ম্মের কাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, হৃদয় কখনই একান্ত কোমল ও নিতান্ত

দীন হয় না। হিতপরিবর্ত্তনের সূচনা উপস্থিত হইলেই নয়নের জল, আপনিই বিগলিত হইয়া, অন্তরে প্রেম, ধর্ম্ম ও পুণ্য-প্রবৃত্তির আবির্ভাব বিষয়ক পরিচয় প্রদান করে। অতএব মা, রোদন বড়ই মঙ্গলজনক। ভরসা করি এই অশ্রু-বারি আপনার অন্তর-প্রদেশ হইতে পাপ পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।”

বিধুমুখীর সেই লাবণ্য-বিহীন ব্যাধি-প্রপীড়িত বদনে বিষাদের হাস্য প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—“আমার এ রোদন কোন হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা আমি জানি যে, জীবনে ও মরণে অতঃপর আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আমার জীবন আর দুই-দশ দিনের অধিক থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই দুই দশ-দিনের রোদনেই আমার রোদনের সমাপ্তি হইবে না। মরণের পর ও কত যুগ, কত সংখ্যাতীত কাল আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আপনি আমার গুরু, আপনার নিকট মিথ্যা কহিব না। আমি স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই মানিতাম না। শরীরের মধ্যে দেহাতীত কোন স্থায়ী পদার্থ আছে, ইহাও আমি কখন স্বীকার করিতাম না। বর্ত্তমানের সুখ ব্যতীত আর

[illegible]তেই ক[illegible] ছিল না। [illegible]ানের সুখ [illegible] করিবার নিমিত্ত, আমি সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলাম। সহসা আপনাকে দর্শন করার পর হইতে ক্রমশঃ আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করিতে পারিয়াছি; বুঝিয়াছি, এই দেহের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ নিতান্ত অস্থায়ী ও ক্ষণিক; আর বুঝিয়াছি, এই জীবনই আমাদিগের শেষ নহে এবং ইহাও বুঝিয়াছি, হিতাহিত কর্ম্মজনিত ফল আমাদিগকে কখনই ত্যাগ করে না। এইরূপ বুঝিয়াছি বলিয়াই রোদন করিতেছি এবং অনন্ত কাল রোদনই করিতে হইবে স্থির করিয়াছি।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“শ্রীহরির জয়। যে জ্ঞান মুক্তির পূর্ব্ব সূচনা, তাহাই আপনার উপস্থিত হইতেছে। জ্ঞানের উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ চির-সঞ্চিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে। এই জ্ঞানের সম্যক্ সঞ্চার হইবামাত্র, আপনি পরম পুণ্যবতী হইয়া দেবত্ব লাভ করিবেন। আর আপনার সহিত পাপের সংস্পর্শও থাকিবে না। আপনি আমার কথামত শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিয়াছিলেন কি?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“না। কেন করিব? আপনাকেই

আমি পূর্ণ পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরাং আর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার প্রয়োজন হয় নাই। আমি কায়-মনোবাক্যে পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞানে আপনাকেই চিন্তা করিয়াছি।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য। দেবত্ব সংস্থাপনের কোন অধিকারই আমার নাই। তথাপি যদি আপনি আমাকে পূর্ণব্রহ্ম মনে করিয়াই চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনই ব্যাঘাত হইবে না। এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মময়; মনুষ্য ও দেবতা, স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বত্রই সেই মহাপুরুষ বিরাজমান। অতএব ব্রহ্মাববোধের নিমিত্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে,যে কোন পদার্থ অবলম্বন করায় হানি নাই।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আপনি ক্ষুদ্র মনুষ্য হইলেও, আমি আপনাকে পূর্ণপুরুষ রূপেই বুঝিয়াছি। আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন কি? বোধ হয় করেন না। আমি আজি মধ্যাহ্নে বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। মধ্যাহ্নে আমার তন্দ্রাকালে, দেখিলাম ছয় জন দুরন্ত দস্যু একত্রিত হইয়া আমাকে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল আমি ক্রমে সেই জল-মধ্যে ডুবিয়া পড়িলাম। সেই জল সুগভীর। বহুক্ষণে আমি তাহার তলদেশ প্রাপ্ত হইলাম। বিজাতীয় জলীয় বাতাসে আমার সংজ্ঞা

তিরোহিত প্রায় হইল এবং সেই নিদারুণ অবক্তব্য দারুণ যন্ত্রণার প্রাবল্যে, আমি অস্থির ও মৃত-কল্প হইয়া পড়িলাম। তখন মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় হইল এবং আমি একান্ত মনে কেবল মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম এই নিদারুণ যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা অসম্ভব ও আমার সাধ্যাতীত। এইরূপ অবস্থায় দেখিলাম, এক পরম শোভাময় তেজঃপুঞ্জ কলেবর, প্রসন্ন-বদন মহাপুরুষ সেই জলরাশি ভেদ করিয়া সমাগত হইলেন এবং, আমার মস্তকে চরণ সংস্থাপিত করিয়া ও স্বীকীয় দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া আমাকে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তখনই আনন্দ ও সন্তোষে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, যন্ত্রণার দাবদাহ প্রশমিত হইল এবং অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবামাত্র, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন যে যাতনা ও পরিতাপ আমার নিত্য-সঙ্গী তাহারা আসিয়া আমাকে অধিকার করিল। তখন স্বপ্ন দৃষ্ট ক্ষণিক সুখ স্মরণ করিয়া আমি নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলাম এবং বুঝিলাম, অতঃপর রোদনের সহিত আমার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কিন্তু সে কথা যাউক। আপনি বলিতে

পারেন কি আমি স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছি তিনি কে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, তিনি দেবতা।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে সে দেবতা আপনি। আমি স্বপ্নে আপনাকেই দর্শন করিয়াছি। তবে এ প্রত্যক্ষ্য দেবতা পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্য দেবতা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আমি অতঃপর নিরন্তর আপনাকেই ধ্যান করিব এবং অন্তরের দুঃখ শান্তির নিমিত্ত আপনার চরণোদ্দেশেই কাঁদিব।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার শান্তি বিধান করিবেন। আপততঃ আমি আপনার স্বামীর সন্ধান পাইয়াছি এবং তাঁহাকে, উপযুক্ত স্থানে, আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই আমি তাঁহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবেন। তিনি বিষয়-বুদ্ধি-হীন বিলাসী; আপনি তাঁহার প্রতি দয়া রাখিবেন। যখন আপনার তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাঁহার বাহ্য ও আ

কোন কষ্টই আর থাকিবে না। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, তাঁহার পাপীয়সী পত্নী আর তাঁহাকে মুখ দেখাইবে না। আমি পূর্ব্বে যত দুর্ব্বল ছিলাম, এক্ষণে তত নহি। আমার জীবন সহসা যদি না যায়, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সূচক যে দলিল আমি লেখা-পড়া-করিয়াছি, তাহা যখন ইচ্ছা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেই চলিবে। বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার। তাঁহার অন্ন-বস্ত্র গ্রহণ করিতে,বা তাঁহার অর্থের ব্যবহার করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমি আর সে সকল কিছু করিব না। আমি অতঃপর, যদি অধিকদিন জীবিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনার চরণ চিন্তা করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব। স্বামী দেবতার নিকট আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। আপনার কৃপায় আমার শরীর ও মানসিক অসুখ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; প্রভুর এ কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই। আপনি আমাকে চরণ-ধূলা প্রদান করিয়া ধন্য করুন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা নারী স্বচ্ছন্দে আসিয়া উমাশঙ্করের চরণ-ধূলা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে প্রলিপ্ত করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবানের কৃপায় আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমি এক্ষণে প্রস্থান

করি; আপনার স্বামী যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা আমি আপনাকে অবিলম্বে জানাইব।”

উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতে, শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, তিনি সেই ভবনদ্বারে পুনরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পুলিষের ও অন্যান্য লোকের ভয়ানক জনতা। পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্‌টর, কোতোয়াল, জমাদার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারি এবং আগন্তুক, দর্শন ও কৌতূহল-প্রিয় লোক সমাগমে সেই স্থান তখন লোকারণ্য বিশেষ। উমাশঙ্কর একজন অভিজ্ঞ দর্শকের মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। গত রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে বিধুমুখী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। কালিদাসী নাম্নী ঝি, দ্বিপ্রহর কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বিধুমুখীর শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায়, তথায় কেহ নাই; সে বাহিরে অন্বেষণ করিয়াও, বিধুমুখীকে দেখিতে না পাইয়া, অন্যান্য দাসীদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ করে। তাহারা সকলে মিলিয়া নানা স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিয়া,শেষে আমলা ও দ্বারওয়ানগণের ঘুম ভাঙ্গাইয়া, সকল কথা বলে। কেহই কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারায়, অগত্যা আমলারা পুলিষে সংবাদ প্রদান করে; পুলিষও বিধিমতে অনুসন্ধান করিয়াছে।

বাঙ্গালা মুলুকের এই রাণীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মূলস্থানে উপস্থিত হইয়া ঘটনার যথাযথ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন।

উমাশঙ্কর ও শ্যামলাল এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, উমাশঙ্কর অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সাহেবের কার্য্য শেষ হইলে, তিনি দল-বল সহ প্রস্থান করিলেন। তখন উমাশঙ্কর, শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, ধীরে ধীরে ও অবনত বদনে, সেই ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভবন-দ্বারে একজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি শ্যামলাল ও উমাশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মা ঠাকুরাণী সমস্ত সম্পত্তি মহাশয়ের নামে এক দানপত্র দ্বারা লিখিয়া দিয়াছেন। আপনি আপাততঃ এখানকার জিনিষ-পত্রের যেরূপ হয় ব্যবস্থা করুন।"

শ্যামলাল এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। উমাশঙ্কর সেই কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং সেই ভবনে নানা প্রকার সন্ধান করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিধুমুখীর এই অত্যাশ্চর্য্য নিরুদ্দেশ ব্যাপার আলোচনা

করিয়া উমাশঙ্কর কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। কেহ কি তাঁহাকে খুন করিল? তবে লাস কোথায় গেল? তিনি কি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিলেন? গৃহত্যাগ করিলেই বা কোন স্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন। কেন্দ্রক দ্বার দিয়া গমনাগমন সম্ভব, তাহা দৌবারিকগণ দ্বারা সুরক্ষিত। দৌবারিগণ বলিতেছে,—তাঁহার পলায়ন জনিত গোলমালের পর তাহারা দরজা খুলিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে সেই প্রকাণ্ড দরজা লৌহ অর্গল দ্বারা নিরুদ্ধ ছিল।' সেরূপ নারীর পক্ষে ছাতে ছাতে কোথাও চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তবে তিনি কিরূপে কোথায় গেলেন? কোন দস্যু ও দুক্রিয়াশালী লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে তাঁহাকে হরণ করিল কি? কিরূপে কোথা দিয়া লইয়া গেল? ভবনের জিনিষ পত্র কিছুই অপহৃত হয় নাই; কেবল বিধুমুখীর অন্তর্দ্ধান। বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার!

---

যোগেশ্বরী।

দ্বাদশ খণ্ড—শেষ।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## সম্বন্ধ।

হরকুমার বাবু কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক লোকজন আসিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ এতই লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে যে তাঁহার বাসায় স্থানের সংকুলান হইতে পারে না। এজন্য পার্শ্বের আর একটী বাড়ীও তাঁহাকে ভাড়া লইতে হইয়াছে। তিনি নবাগত লোকজন লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আত্মীয় বন্ধু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আত্মীয়বর্গ অনেকেই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন।

অপরাহ্ন কালে বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় আসিলেন। হরকুমার তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণামাদি করিলেন তখন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে ভায়া এত দেরি

হইল কেন? আমরা সকলেই ভাবিয়া আকুল। শরীর ভাল ছিল তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে শরীর ভালই ছিল। অনেক কাজের ভার লইয়া গিয়াছিলাম। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়া পড়িল।"

সার্ব্বভৌম, মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া, বাম স্কন্ধস্থিত উত্তরীয় দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, টেঁক হইতে নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং, অনেক খানি তাম্রকূট-চূর্ণ নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রেরণ করিয়া, বলিলেন,—"কি তোমার কর্ম্ম তুমিই জান। যাহাই হউক, তবে ভায়া যে যে কর্ম্মে গিয়াছিলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার কৃপায় উদ্দেশ্য সবই আশার অধিক সিদ্ধ হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"ভাল! ভাল! যে ভাল তাহার সকলই ভাল। এখন তোমার অপেক্ষায় একটা বড় দরকারী কাজ আটকাইয়া রহিয়াছে। তা আজি বোধ হয় তুমি বড়ই ব্যস্ত। আজি সে কথা না হয় থাকুক। কল্যই হইবে। বড়ই দরকারী বিষয়।"

হরকুমার বলিলেন,—আমি ব্যস্ত আছি বটে, কিন্তু

আপনার দরকারী কাজের কথা শুনিবার সময় হইবে না, এমন ব্যস্ততা এ জগতে আমার কিছুই হইতে পারে না।"

তখন তত্রত্য আসন বিশেষে চাপিয়া বসিয়া, সার্ব্বভৌম আবার নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং তাহাতে টোকা দিতে দিতে বলিলেন,—"কথাটা কি জান ভায়া, নবীনের তো একটা বিবাহ না দিলেই নয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে। তা আবার বিবাহ কেন? সে বউমার কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছেন না কি?"

সার্ব্বভৌম অতিশয় বিরক্তির সহিত, এক টিপি নস্য নাসিকায় গুঁজিয়া, বলিলেন,—আরে রাধাকৃষ্ণ! তার শুভাশুভ কোন খবর পাই নাই, পাইতে ইচ্ছাও করি না; সে কথা যাইতে দেও। সেটা ব্যাভিচারিণী, চণ্ডালের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। ছিঃ ছিঃ! তার কথা আলোচনা করিলেও পাপ হয়!"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"ছেলে উপযুক্ত, শিষ্ট, শান্ত, কতকটা পণ্ডিতও বটে। এরূপ পুত্র পৃথযুক্ত ভাবে থাকা ভাল হয় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"সত্বর পুত্রের বিবাহটা সম্পন্ন করা আবশ্যক। এখানে একটি পাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। ঘরও উত্তম, পাত্রীও সুন্দরী, কিছু প্রাপ্যও হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে তুমি দেখিয়া মত করিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। তোমার মতামতের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাশী স্থানে কন্যা গ্রহণ করা বড়ই বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ এখানে অনেক বেশ্যা-কন্যা, ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া, দশ টাকা খরচ করিয়া সাধুলোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? রাধাকৃষ্ণ! এ সকল নারকী কাণ্ড দেখিতেছি। বেশ্যাকন্যা ভদ্রলোকের সহিত বিবাহ! জাতি-কুল নাশ! কি ভয়ানক!"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড এখানে প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। আমার চক্ষের উপরই এমন কাজ অনেক ঘটিয়াছে। শেষে জাতি কুল হারাইয়া, অনেককে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু ভায়া, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই বোধ হয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"তাহা না থাকিলেই মঙ্গল। তবে আমি এখানকার কোন ক্ষেত্রই সহসা বিশ্বাস করি না। প্রথমটা এমনই দেখা যায় যে, কোন দিকে কোন গোলের অঙ্কুরও নাই। তাহার পর সত্বরেই সর্ব্বনাশ বাহির হইয়া পড়ে।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"এক্ষণে উপায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"বাবাজির যে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আমিও বুঝিয়াছি। দেশে গিয়াও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। আমি একটি পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি। কুলে শীলে রূপে গুণে সেই পাত্রী সর্ব্বাংশেই মহাশয়ের পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত। বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।"

সার্ব্বভৌম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে বলিলেন,—"বল কি? তুমি আমার পরম শুভানুধ্যায়ী। তোমার স্বতঃ পরতঃ কেবল আমার হিত চেষ্টা। কিরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপাততঃ বেশী কিছু নয়, তবে কমও নয়। অন্ততঃ এক হাজার টাকার অলঙ্কার

পাওয়া যাইবে। পরে বিলক্ষণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাত্রীর সহিত বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধে উপকার প্রাপ্তির আশা যথেষ্ট থাকিবে। পাত্রীর এক বিধবা মা ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁহার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহাও পরে এই কন্যা পাইবেন।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"সাধু সাধু! তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার তুলনা নাই। বড় উত্তম সম্বন্ধ তুমি স্থির করিয়াছ। এক্ষণে কতদিনে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে?"

হরকুমার বলিলেন,—"কার্য্য সম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব না করিলেও করা যাইতে পারে। তবে এই সময়ে আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক, পাত্রীর বয়স কিছু বেশী হইয়াছে। কুলীন-কন্যা; ঠিক ঘর না মিলিলে অঘরে তো বিবাহ দিতে পারে না। আপনিই তাহাদের ঠিক পাল্টী।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"উত্তম! উত্তম! ঘর কুল তোমার সকলই জানা আছে। তুমি কি সকল দিক না বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ? বেশী বয়সের কথা বলিতেছ? সে তো ভালই কথা। এ অবস্থায় আমাদের একটু বয়স্কা পাত্রীরই প্রয়োজন।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঘর নির্দ্দোষ। সে বিষয়ে বেশ করিয়া না জানিয়া কি আমি কথা উত্থাপন করিয়াছি। আপনার যখন মত হইল, তখন আমি অন্যান্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হই ?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"অবিলম্বে। কিন্তু ভায়া, দেশে গিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপাততঃ সেখানে যাওয়াও ঘটিবে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"প্রয়োজন কি ? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এখানে বসিয়াই ছেলের বিবাহ দিব।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বটে, বটে ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি মনে করিলে না পার কি ? কিন্তু ভায়া, পাত্রীকে তাহা হইলে এখানে আনাইতে হইবে তো। যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহার ব্যবস্থা কর। আজি বোধ হয় আর ডাকে পত্র পাঠাইবার সময় নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া দিব। অদ্য রাত্রে পুত্রের বিবাহ দিতে যদি ইচ্ছা করেন, তাহাও হইতে পারে।"

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে হরকুমারের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"বল কি ? তবে কি পাত্রী এখানেই আছেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি আজি পাত্রী দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করেন কি ?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তবে কি পাত্রী তোমার সঙ্গেই আছেন ভায়া ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কাঁচা কাজ করিয়া আসি নাই। যখন দেখিলাম পাত্রী পরমা সুন্দরী, একটু বয়স্কা, কিছু লাভালাভ আছে, ঘরও নিখুঁত, তখনই মনে করিলাম, এ পাত্রীর সহিত নবীন-কৃষ্ণের বিবাহ দেওয়াই চাহি। দেশে আসিয়া বিবাহ করা যে সুবিধা হইবে না, তাহা কি আমি বুঝি নাই দাদা! কাজেই, এমন সর্ব্বাংশে সুপাত্রী যদি হাত ছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে, একেবারে পাত্রী ও পাত্রীর মাতাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বিবাহের দিন স্থির করুন। বিশেষ আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। কোন রকমে দুই হাত এক হইলেই হইল।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তা বই কি, তা বই কি ? ধন্য তোমার বুদ্ধি! ধন্য তোমার বিবেচনা! তুমি যে দিন স্থির করিবে, সেই দিনই বিবাহ হইবে। তবে শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল।"

হরকুমার বলিলেন,—"সে সব আমি স্থির করিব।

দুই তিন দিনের মধ্যেই কার্য্য বোধ হয় শেষ হইবে। আপাততঃ মহাশয় যখন আসিয়াছেন, তখন একবার স্বচক্ষে পাত্রী দেখিয়া গেলে হয় না?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"প্রয়োজনাভাব। ভায়া, তুমি দেখিয়া মনোনীত করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে না হয় একবার দেখি।"

হরকুমার বাবু, সার্ব্বভৌম মহাশয়কে বাহিরে বসাইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিকাল মধ্যে পুনরাগমন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিস্তৃত গালিচার উপর সার্ব্বভৌম মহাশয় উপবেশন করিলেন। তাহার পর একটি নতমুখী ঈষদবগুণ্ঠণাবৃত-বদনা, পরমা সুন্দরী যুবতী, এক-জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে আসিয়া, অতীব কোমল ভাবে, তাঁহাকে প্রণাম করিল। সেই লাবণ্যময়ীর গতি ও কোমলতাপূর্ণ ভাবভঙ্গী, দেহের চম্পক সদৃশ বর্ণ, গঠনাদির পারিপাট্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম অবাক্ হইলেন। সুন্দরীর মুখে অল্প অবগুণ্ঠন ছিল এবং তিনি নিতান্ত নত বদনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এজন্য সার্ব্বভৌম ভাল করিয়া পাত্রীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন না। তাহা না হউক, যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

একটা কথা না জিজ্ঞাসা করা পাত্রী দেখার নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করিয়া, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নাম কি মা লক্ষ্মী?"

মা লক্ষ্মীর তখন চক্ষে জল; কণ্ঠস্বর বিকৃত। তিনি সেইরূপ বিকৃত স্বরে উত্তর দিলেন,—"সতী।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আহা কি মধুর! সাক্ষাৎ সতীর ন্যায় আকার প্রকারই বটে। তা এখন এস মা। আমার বড়ই মনের মত হইয়াছে।"

সতী সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে, ধীরে ধীরে প্রস্থান, করিলেন। এই সময়ে বাটীর মধ্য হইতে শঙ্খ-বাদন শব্দ ও হুলুধ্বনি হইল।

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"সে অভাগীও এমনই সুন্দরী ছিল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে হরকুমার বলিলেন,—"কোন চিন্তা করিবেন না দাদা; আমার উপর নির্ভর করুন, আমি আপনার যাহা ছিল অবিকল সেইরূপ করিয়া ঘর বজায় করিয়া দিব।"

"আমার সকল বিষয়ে তোমার উপরই একান্ত নির্ভর। এ বিষয়েও তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে। ইহার আর কথা কি?"

সার্ব্বভৌম সানন্দে প্রস্থান করিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## মর্ম্মান্তিক।

পরদিন প্রাতঃকালে নীলরতন বাবুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। নীলরতন বাবু, হরকুমার বাবু, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ, উমাশঙ্কর, প্রতিবাসী দুই চারি জন প্রবীণ ভদ্রলোক, চণ্ডী গুলিখোর, জরিফ কোচম্যান প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত। আর উপস্থিত শ্যামলাল। ভৃত্য অনবরত তামাক দিতেছে। চণ্ডীচরণ, চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে, এক পার্শ্বে বসিয়া অতি সন্তর্পণে, তামাকু টানিতেছে। হরকুমার বাবু, শুষ্ক শালপাতার নলযুক্ত হুঁকা টানিয়া, যথেষ্ট ধূম উদগীরণ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে অনেক কাগজপত্র খাতা প্রভৃতি। হরকুমার বাবু বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবু, আপনি কাশী আসিয়া-

ছেন এ সংবাদ আমি বাটীতেই জানিয়া আসিয়াছি আপনার নিকট আজ আমি একটি গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। আপনি, মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়া, উচিত ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আপনার অনেক কথা শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। বিস্তর জ্বালায় পড়িয়া, অতি দুঃখে কাশী আসিয়াছি। এখানে আপনি আমাকে আর উপদেশ দিয়া জ্বালাতন করিবেন না। আপনার সহিত দেখা হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না। আপনার সহিত আমার সকল সম্পর্কেরই শেষ হইয়াছে। তবে কেন আপনি আমাকে ত্যক্ত করেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনাকে উপদেশ দিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কথা আমি এখন বলিব, তাহা আপনি শুনিতে বাধ্য। সহজে না শুনেন, আইন আদালতের দ্বারা তাহা আপনাকে শুনাইব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"যদি সহজে কথা শেষ করিতে পারেন, ত বলুন। আইন আদালতের আমি কোন ধার ধারি না। শুনিবার মত কথা হয় আমি শুনিব, নচেৎ কোন আইন আদালত আমাকে তাহা শুনাইতে পারিবে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুন, আমার কার্য্য আমি করি। শুনুন শ্যামলাল বাবু, আপনি স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর পুত্র নহেন; যে সম্পত্তি এতদিন আপনি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপনার নহে। এই নবীন সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর ৺ রাধাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসজাত পুত্র এবং পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী।"

শ্যামলাল ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"জুয়াচুরি মতলবটা বাহির করিয়াছ মন্দ নহে। চাকরি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি বলিয়া, আমাকে ভয় দেখাইবার বেশ ফন্দি বাহির করিয়াছ দেখিতেছি। তোমার একার মতলবে এ কাজ হয় নাই—আমার পরম শত্রু ঐ ভট্টাচার্য্যি ঠাকুর আর উহার ছেলে নবীনও ইহার মধ্যে আছে। আমি তোমাদিগকে বিলক্ষণ রকম শিক্ষা দিব। আমার স্ত্রী গতকল্য হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আছে কি না সন্দেহ। তাহার পীড়াও খুব কঠিন। আপাততঃ বুদ্ধির ভুলে সম্পত্তি আমার স্ত্রীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু ভগবান্ দয়া করিয়া সে কণ্টক দূর করিয়া দিতেছেন। তোমরা, বুঝি তাই জানিতে পারিয়া, আমাকে দম দিয়া কিছু আদায় করিয়া লইতে চাহ।"

চণ্ডী বলিল,—"কে মহাপ্রভু আপনি! বুদ্ধিটা ত বড়ই সরু দেখিতেছি। বাবার জন্মেও কখন একটান গুলি খাও নাই। তা হইলে বুদ্ধিটা কখনই এত নিরেট থাকৃত না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিকট কিছুই মারিয়া লইবার ইচ্ছা নাই; আপনাকে জব্দ করিবার কোনই ফন্দি নাই। শৃগাল, কুকুর পর্য্যন্ত এখন আপনার দুঃখে কাঁদে। বুদ্ধির দোষে আপনি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছেন। আপনি এখন দয়ার পাত্র। আমা-দিগকে আপনি যেরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন দিবেন, তাহাতে আমরা একটুও ভীত নহি। এক্ষণে আপনি আমার কথা শুনিয়া যাউন। সমস্ত শুনিয়া আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ কার্য্য করিবেন; আমি কোন অনু-রোধও করিব না কোনও ভয়ও দেখাইব না।"

শ্যামলাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আপনার পিতার দুই বিবাহ তাহা আপনি জানেন। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবীর অনেক বয়সেও সন্তান না হওয়ায়, রাধাবিনোদ বাবু শ্যামনগরের ৺নিধিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগত্তারিণী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগত্তারিণী পরমা সুন্দরী ও

গুণবতী ছিলেন; সরলতা, ভয় ও সঙ্কোচে তাঁহার দেহ পরিপূর্ণ ছিল। স্বামী-ভবনে আসার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মাতঙ্গিনী দেবীর বিশেষ মনান্তর ঘটে নাই। এক বৎসর পরে, জগত্তারিণীর গর্ভ সঞ্চারের পর হইতেই. তিনি মাতঙ্গিনীর চক্ষু-শূল হইয়া উঠেন। রাধাবিনোদ বাবু, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বংশধরের আবির্ভাব হইতেছে জানিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি একটু বিশেষ যত্ন-পরায়ণ হন। ক্রূর-হৃদয়া মাতঙ্গিনীও সঙ্গে সঙ্গে নিজের গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন এবং গর্ভোদয় হইলে যেরূপ বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে, তৎসমস্তের ভাণ করিতে থাকেন। স-পত্নীরূপ কণ্টককে দূর করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায়ও অবলম্বন করেন। গঙ্গাস্নানের ছলনায় জগত্তারিণীকে সঙ্গে লইয়া, তিনি কলিকাতায় আইসেন। তথায় কালী-ঘাটে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের নিমিত্ত এক বাসা স্থির ছিল। সে বাসায় অবস্থান কালে, তিনি জগত্তারিণীকে বলেন যে, 'আমি তোমাকে এই স্থানে লোকের দ্বারা হত্যা করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব বলিয়াই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এখানে তোমার স্বামী নাই; বেশী লোকজনও আমাদিগের সঙ্গে নাই। তুমি জান আমার হাতে অনেক টাকা আছে।

সেই টাকার বলে, আমাদিগের সঙ্গে যে পাঁচ-সাতজন লোক আছে, তাহাদিগকে আমি সহজেই বাধ্য করিয়া ফেলিব এবং যাহা বলিতে বলিব, তাহারা বাটী ফিরিয়া তাহাই বলিবে।' অতি সরলা, নিতান্ত ভীতা জগত্তারিণী তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আমার গর্ভে সন্তান আছে দিদি! তুমি আমাকে মারিলে, আমার সন্তান মারা যাইবে। আর যাহা করিলে তোমার সুবিধা হয় বল; কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না।' অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলেন যে, 'তুই কাশী চলিয়া যা। তোর যাহা অলঙ্কার প্রতিকার সঙ্গে আছে এবং যে বাক্স সঙ্গে লইয়া আনিয়াছিস্ তাহাই তুই সঙ্গে লইতে পাইবি। আর কখন স্বামীর সহিত পত্র লেখালেখী করিতে পাইবি না; কোন খোজ-খবরও রাখিবি না। আমি প্রচার করিব, কালীঘাটে ওলাউঠা রোগে তুই মারা গিয়াছিস্ এবং এখানকার গঙ্গাতীরে তোর যথারীতি সৎকার হইয়াছে। যদি তুই কখন স্বামীর সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিস্ বা নিজের সংবাদ প্রকাশ করিস, তাহা হইলে আমি তখনই প্রমাণ করাইয়া দিব যে তুই কালীঘাটে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া এক মাড়ওয়ারির সহিত পলাইয়া গিয়াছিস্। বৃদ্ধ স্বামীকে

ত্যাগ করিবার চেষ্টায় তুই অনেকদিন ফিকির খুঁজিতে ছিলি। কালীঘাটে গিয়া, সুযোগ পাইয়া, তুই কুলে কালী দিয়া চলিয়া গিয়াছিস্। কলঙ্কের ভয়ে আমি সে কথা এতকাল বলি নাই। সঙ্গের লোকজনও এইরূপ সাক্ষ্য দিবে। সে কথা শুনিলে, তোকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্বামী তোর্ ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। বাড়ার ভাগ তোর গর্ভের সন্তান যদি জীবিত থাকে, সেও বেশ্যার পুত্ররূপে কলঙ্কিত হইয়া কোন সমাজেই স্থান পাইবে না।' কোথায় কাশী? কেমন করিয়া সেখানে যাইব? কোথায় থাকিব? এই সকল ভাবিয়া জগত্তারিণী আকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাণে মারা যাওয়া বা কোন রূপে কলঙ্কিত হওয়ার অপেক্ষা, কাশী গমনই তাঁহার শ্রেয়ঃ মনে হইল। তাঁহাদের সঙ্গে সোণামণি নাম্নী এক প্রবীণা পাচিকা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি, জগত্তারিণীর অবস্থা অনুভব করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং মাতঙ্গিনীর নিকট করজোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "তাঁহার বৃদ্ধকাল, সন্তানাদি নাই, দেশে ফিরিয়া আসিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায় কাশীবাসই তাঁহার প্রার্থনীয়। অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন,

'যাইতে ইচ্ছা কর, যাইতে পার; কিন্তু, যদি তুমি কখন এই সকল কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ও জগত্তারিণীর উভয়েরই সর্ব্বনাশ না করিয়া আমি ছাড়িব না। তুমিই যে টাকা খাইয়া জগত্তারিণীকে কুপথে লইয়া গিয়াছ, ইহা আমি উত্তমরূপে প্রমাণ করিব। তাহা হইলে, তোমাকে ফাটক খাটিতে হইবে।' জগত্তারিণী, সোণামণির সহিত, কাশী চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহারা দুই জনে একটা ক্ষুদ্র বাটিতে, অতি দীন ভাবে মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। গায়ে কয়েক খানি গহনা ছিল, সঙ্গের বাক্সেও দুই একখানি গহনা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। মাতঙ্গিনী দয়া করিয়া নগদ ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। সুতরাং সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলার কোনই অসুবিধা হইল না। কাশীতে যথাকালে জগত্তারিণী এক ভুবনমোহন সন্তান প্রসব করিলেন। সেই সন্তান এই মহাপুরুষ উমাশঙ্কর। সন্তানের বয়স দুই বৎসর ছাড়াইলে, জগত্তারিণীর কাশী-লাভ ঘটে। তখন সোণামণি অগত্যা উমাশঙ্করকে লালন পালন করিতে থাকেন। শরীর রোগজীর্ণ হও[illegible] য় ক্রমে সোণামণির আসন্নকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই মানবরূপী দেবতা যোগানন্দ স্বামীর সহিত [illegible]

পরিচয় ছিল। আসন্নকালে সোণামণি, সেই মহাপুরুষকে ডাকিয়া, তাঁহার হস্তে এই দেব-শিশুকে সমর্পণ করেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি ঘনানন্দের নিকট শিশুর কোনও পরিচয় প্রকাশ না করিয়া, কেবল এই মাত্র বলেন যে, এই বালক ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং যদি কখন কাহারও এই বালকের পরিচয় জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি বঙ্গদেশে রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর হস্তস্থিত কতকগুলি কাগজ [illegible] বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। সোণামণি [illegible] পর হইতে, ঘনানন্দ স্বামী এ পর্য্যন্ত [illegible] পুত্রাধিক যত্নে শিক্ষাদি প্রদান করিতে [illegible] রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

[illegible] মাতঙ্গিনী গৃহাগতা হইয়া জগত্তারিণীর [illegible] রোগে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন। [illegible] বাবুর দুঃখের সীমা থাকিল না। কথাটা [illegible] আমার একটু সন্দেহজনক বোধ হইয়াছিল। [illegible] সময়ে সৌরভী নামে তন্তুবায় জাতীয়া এক [illegible]চারিণী ঝি ছিল। একজন দারবানের সহিত [illegible] প্রণয় ঘটে। এই সময়ে তাহার গর্ভোদয় [illegible] কিম্বা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বিদায়দান

স্থানে রক্ষা করেন। তাহার যে মুহূর্ত্তে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, মাতঙ্গিনীও সেই সময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করেন এবং সমুচিত সময়ে ধাত্রী ডাকাইব বলিয়া, উৎকণ্ঠিত স্বামীকে নিরস্ত করিয়া রাখেন। যথাকালে সৌরভী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সেই পুত্র, ধাত্রীর কৌশলে মাতঙ্গিনীর সূতিকাগারে আনীত হইয়া, রাধাবিনোদ বাবুর সন্তান রূপে পরিচিত হইল। সেই সন্তান এই শ্যামলাল।"

হরকুমার বাবু নিরস্ত হইলেন। চণ্ডী গুলিখোর বলিল,—"দাদা, এ কেচ্ছার কাছে মহাভারত রামায়ণ কেউ লাগে না। শ্যামলাল ভায়া, বাপ মার সকল পরিচয়ই তো শুনলে; তা এখন তুমি কি বলতে চাও বল!"

শ্যামলাল বলিল,—"যে দুরাত্মা এইরূপে আমার পিতৃমাতৃ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহে, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা আবশ্যক। এই নরাধম হরকু[illegible] চিরকাল আমার পিতার অন্নে পালিত হইয়া একণে [illegible] বয়সে আমার পিতামাতার দুর্নাম করিতে বসিয়া[illegible] কি বলিব, আমি একণে অক্ষম, আর তোমাদের [illegible]

পড়িয়াছি ; নচেৎ এখনই ইহার প্রতিফল দিয়া তবে কথা কহিতাম।”

হরকুমার বলিলেন,—“তোমার কোন প্রতিফল দিবার সাধ্য এখনও নাই, পরেও হইবে না। তোমার কথায় আমি রাগ করিব না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি দয়ার পাত্র। রাধাবিনোদ বাবু আমার ভাই বল, বন্ধু বল, প্রভু বল সকলই ছিলেন। তিনি তোমাকে পুত্র বলিয়াই জানিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে তোমার ইতরাচরণ দেখিয়া তোমাকে বিজাতক বলিয়া তিনিও সন্দেহ না করিয়াছেন এমন নহে। সে যাহাই হউক তিনি তোমাকে পুত্র মনে করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই খাতিরে, শ্যামলাল, আমরা এখনও তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি ও তোমাকে বিছানায় বসিতে দিয়াছি। তুমি এ সকল কথা বিশ্বাস না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ ইহার প্রত্যেক কথার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হাতে রহিয়াছে। রাজ বিচারে বা দশের সমক্ষে সে প্রমাণ উত্থাপিত করিলে, তোমার কথা কহিবার কোনই উপায় থাকিবে না এবং যে পথের পথচারী তুমি এখন হইয়াছ, তোমাকে চিরদিনই তাহাই থাকিতে হইবে। তোমার এই জন্ম-বৃত্তান্ত আমি, আর এই

অরিক কোচম্যান, পূর্ব্ব হইতেই জানি। জগত্তারিণী তখন যে মারা যান নাই, এ সন্দেহ আমাদের চিরদিনই মনে ছিল। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন তাঁহার কি সন্তান হইয়াছে, সে সন্তান জীবিত আছে কি না, এই সকল কোন সন্ধানই করিবার আমার সুযোগ হয় নাই। শুভক্ষণে তুমি আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলে, তাই এই সকল সন্ধান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এ দিকের সন্ধান না হইলে তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া এত বড় বিষয়টা সরকার বাহাদুরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা যে সে একজন ভোগ করাও ভাল বিবেচনায়, আমি এত দিন নিরস্ত ছিলাম। এক্ষণে আমার সকল প্রমাণ ঠিক হইয়াছে। কোন স্থানে আর একটুও সন্দেহ নাই। ভগবানের কৃপায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাধাবিনোদের ঔরসজাত পুত্রের সন্ধান পাইয়াছি, ইহা আমার পরমানন্দের বিষয়। তাঁহার অন্নে আমার শরীর; কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার এ অধমের দ্বারা সাধিত হইল, ইহা আমার পরম ভাগ্য।

চণ্ডী বলিল —"দাদা, হেলায় সব মাটি করিয়াছ! তোমার এমন সুন্দর কথার জুত, এমন পাকা বন্দোবস্ত, এর উপর যদি তুমি দুই এক টান গুলি টানিতে, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই একটা অতি বড়লোক হইতে। এখনও সময় আছে ; কাল হইতে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ শুনিয়া দুই একটি করিয়া ছিটা টানিতে অভ্যাস কর দাদা ”

শ্যামলাল বলিল,—“লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। হরকুমারের এ গল্প গুলিখোরেরই কথা বটে। আগে ত গুলি খাইতে না তুমি ? চাকরি যাওয়ার পর হইতে এই বিদ্যা শিখিয়াছ বুঝি ?”

হরকুমার বলিলেন,—“ভাল দেখুন প্রমাণ।”

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## প্রমাণ।

হরকুমার বলিলেন,—"আমি এমন কোন কথাই বলিব না, যাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হস্তে নাই। এই প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি পরিশ্রম, যত্ন ও ব্যয়ের কোন ত্রুটি করি নাই। স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে অন্বেষণ করিয়া তদীয় বিষয়-সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিতে আমি বাধ্য। এতদিন আমি এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই; এজন্য আমি অতিশয় অপরাধী হইয়াছি সত্য। কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন, সকলই ভালর জন্য। রাধাবিনোদ বাবুর পুত্র উমাশঙ্কর অধুনা যেরূপ দেব-তুল্য চরিত্র-সম্পন্ন হইয়াছেন, যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন

করিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। এক্ষণে আমি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনারা সকলে দেখুন শুনুন; তাহার পর ইচ্ছা হয় শ্যামলাল তাহা মানিয়া লইবেন, না লন রাজবিচারে তাঁহাকে যে পরাভূত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"তুমি যেরূপ কাণ্ডের কথা বলিতেছ, কোন উপন্যাস লেখকের কল্পনাও এরূপ ব্যাপারের অবতারণা করিতে পারে না। এক্ষণে তুমি প্রথম হইতে সব কথা বল।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জগত্তারিণীর বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার দরিদ্র পিতামাতা লোকান্তরিত হন। একমাত্র বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিলেন না। সে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। জগত্তারিণীর পিতামাতার সহিত সেই কন্যা জামাতার অতিশয় মনান্তর ছিল। বিতাড়িত হইয়া কাশী আসিবার সময়, জগত্তারিণীর সহিত একটি বাক্সে কয়েক খানা অলঙ্কার ও নগদ ২৫০৲ টাকা ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ও নগদ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার

গ্রাসাচ্ছাদনের কোন বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তাঁহার লোকান্তরের পরও. ধর্ম্মপরায়ণা সোণামণির কৃপায় বালক উমাশঙ্করকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। উমা-শঙ্করের জন্ম হইলে, কাশীধামের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ আচার্য্য মহাশয় বালকের এক জন্মপত্র প্রস্তুত করেন। সেই জন্ম-পত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই বালক উমাশঙ্কর যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জগত্তারিণীর গর্ভে ও ও রাধাবিনোদের ঔরসে ইহার জন্ম হইয়াছে। যিনি এই কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমি ডাকিবামাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবেন এরূপ ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি। তিনি জগত্তারিণীকে দেখিয়া-ছেন এবং তাঁহার বয়স আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল কথাই জানেন। আপাততঃ আপনারা সেই কোষ্ঠী দর্শন করুন।"

এই বলিয়া হরকুমার একখানি হরিদ্রা বর্ণ কাগজে লিখিত জন্ম-পত্রিকা ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে এক এক বার উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"উমাশঙ্করের জননীকে

উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছেন,
এই সন্তান দেব-তুল্য ব্যক্তি হইবে।
বয়সে এমন করিয়া আছ বলিতে পারি
যাতে সন্তানের জন্ত সুব্যবস্থা করিতে ভুলি
রিণী যখন বুঝিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকাল
পাছে পিতৃ-পরিচয়ের অভাবে সন্তানকে অপমা
হয় ইহা মনে করিয়া এবং উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ
বাক্য স্মরণ করিয়া স্বকীয় বিবাহ হইতে মৃত্যুকাল
সমস্ত বৃত্তান্ত ধারাবাহিক রূপে লিখাইয়াছিলেন। অত্র
গণেশমহল্লার শ্রীবামনদাস চক্রবর্ত্তী তাহার লেখক।
জগত্তারিণী সামান্য লেখা পড়া জানিতেন; তিনি স্বয়ং
সেই বৃত্তান্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চারিজন ভদ্রলোক
তাহার সাক্ষী ছিল। তন্মধ্যে উক্ত লেখক বামনদাস
চক্রবর্ত্তী, হরিপদ ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গাগতি রায় এই
তিন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং এক্ষণে এমন
স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন যে আমি ডাকিবামাত্রই
এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আপাততঃ আপনারা
সেই লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করুন। ইহাতে যাহা লিখিত
আছে তাহার সমস্ত মর্ম্ম পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাই-
য়াছি।"

গ্রাসাচ্ছাদনের কোন টিতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিলেন; লোকান্তরের পরও ‘ হস্তে তুলিয়া হইলেন। হরকুমার উমাশঙ্করকে বিশেলেন,—বিবাহের পর রাধাবিনোদ বাবু শঙ্করের জন্ম কর্তী ও গুণবতী ভার্য্যা জগত্তারিণীর প্রতি শ্রীযুক্ত অদ্বৈতানুরাগী হইয়া উঠেন। একদিন তিনি সেই প্রস্তুত করে প্রাবল্যে জগত্তারিণীর সহিত স্বকীয় বিবাহ ও এই বাল্পরিচায়ক, একটী সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনা জগত্তাছিলেন এবং স্বকীয় প্রেমের অখণ্ডনীয় নিদর্শন হইরূপে তাহা স্বহস্তে অতি উৎকৃষ্ট কাগজে লিখিয়া জগত্তা-রিণীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের অনতি-কাল পরে পিতার মৃত্যুর সময়ে জগত্তারিণী একবার পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাধাবিনোদ তাঁহাকে প্রতিদিন একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। প্রথম গর্ভোদয় হইলে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া রাধা-বিনোদ বাবু জগত্তারিণীর নাম সংযোগে স্বকীয় সন্ত-নের আবির্ভাব সূচক এক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। যে শ্লোক তৎকালে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম এবং গণ্য মান্য অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই স [illegible] গত আছেন” সার্ব্বভৌম [illegible] বেশ মনে

আছে। বোধ হয় আমি একটু চেষ্টা করিলে তাহা আবৃত্তি করিলেও করিতে পারি।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জগত্তারিণীর বাক্‌সে ঐ সকল চিঠি ও শ্লোক অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় যত্ন সহকারে রক্ষিত ছিল। আপনারা রাধাবিনোদ বাবুর স্ব-হস্ত লিখিত সেই সকল পত্র ও শ্লোক পাঠ করুন।"

এই বলিয়া হরকুমার বাবু আরও কতকগুলি কাগজ ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় সৎসমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"রাধাবিনোদ বাবুর হস্তাক্ষর লক্ষ স্থানে এখনও বিদ্যমান আছে এবং তাহা সুন্দররূপ চিনিতে পারেন এমন অনেক লোকও বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। জগত্তারিণী, এই সকল পত্রাদি ও স্বলিখিত বৃত্তান্ত পুত্রের পিতৃপরিচয় বিষয়ে যথেষ্ট হইবে জ্ঞান করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎসমস্ত করুণ-হৃদয়া সোণামণির হস্তে সমর্পণ করেন। সোণামণি কিছুদিন পরে আপনার শরীর অধিক দিন থাকিবে না বুঝিয়া, বঙ্গদেশের রামনগর নিবাসিনী সহোদরা গঙ্গামণি দেবীর হস্তে সেই সকল কাগজ সযত্নে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন। কাগজগুলির প্রয়ো-

জনীয়তা ও মূল্য গঙ্গামণিকে বুঝাইয়া দিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। গঙ্গামণির সন্তান ছিল না। অন্য দুই সহোদরার দুই পুত্র আছেন। তাহার মধ্যে এই চণ্ডীচরণ এক জন; আর এক জন বর্দ্ধমানের আদালতে মোক্তারি কর্ম্ম করেন। গঙ্গামণি, মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা চণ্ডীচরণকে দান করিয়াছিলেন। আর সেই কাগজপত্রগুলির দ্বারা কোন না কোন সময়ে কিছু আর্থিক লাভ হইবে মনে করিয়া উক্ত মোক্তারকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং গঙ্গামণি দেবীর বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। সোনামণি মরিবার পূর্ব্বে জগত্তারিণীর বৃত্তান্ত-লেখক অত্রত্য বামনদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা সেই কাগজগুলি ভাল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত গঙ্গামণিকে এক পত্র লেখাইয়াছিলেন; সেই পত্রের ছিন্ন কিয়দংশ আমি সোণামণির বাটীর জঞ্জালের মধ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সেই ছিন্ন অংশ মিলাইয়া অনেক যত্নে আমি প্রকৃত পত্র প্রস্তুত করিয়াছি; উভয়ই আপনারা দেখুন।"

হরকুমার একখানি গলিত ও একখানি ভাল কাগজ ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর গঙ্গামণির বাটীর উক্ত জঞ্জালের মধ্য হইতে আর একখানি পত্র পাই। সে পত্র উক্ত বর্দ্ধমানের

মোক্তারের লিখিত। সেই মোক্তারের পত্র না পাইলে, এ কাগজ সকল যে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সে পত্র এই, আপনারা দেখুন। সেই পত্রের সাহায্যে সন্ধান করিয়া, মোক্তার রামচন্দ্রের নিকট হইতে, চণ্ডীচরণের কৌশলে, কাগজগুলি হস্তগত করিতে পারিয়াছি। আমি জগত্তারিণীর পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম এবং তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটিতেও গমন করিয়াছিলাম। উক্ত জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; তিনি এখানেই আছেন। এতক্ষণে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে, জগত্তারিণীর রাধাবিনোদ বাবুর সহিত বিবাহ, তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার, কাশীবাস এবং এই পুত্র উমাশঙ্করকে রাখিয়া মৃত্যু, এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণের কোনই অভাব নাই। তথাপি আর এক বিষয়ে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইলেও হইতে পারে। জগত্তারিণী কালীঘাটে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার। ১২৬২ সালে রাধাবিনোদ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৬৪ সালে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়; যখন চারি মাসের গর্ভ, তখন তিনি কালীঘাটে আইসেন। সরকারী জমা খরচের খাতায় সে সম্বন্ধে অনেক খরচ পড়িয়াছে। আমি সেই সালের জমা খরচের খাতা

সংগ্রহ করিয়াছি। আপনারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, উক্ত সালের চৈত্র মাসে তাঁহারা কালীঘাট আসিয়াছিলেন এবং দশ দিন তথায় ছিলেন। উক্ত সালের ৭ই চৈত্র বিশেষ যোগ উপস্থিত ছিল; সেই যোগ উপলক্ষেই তাঁহারা গঙ্গা-স্নানে আসিয়াছিলেন। আমি সেই সনের পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি। এই পঞ্জিকার সহিত জমা খরচের ঐক্য করিয়া দেখিলে, সময় সম্বন্ধে আপনাদের আর কোন গোল থাকিবে না।”

হরকুমার বাবু এক খানি জীর্ণ জমা খরচের খাতা ও এক খানি জীর্ণ পঞ্জিকা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“কালীঘাটে জন্ম-মৃত্যুর রেজিষ্টারী আছে। আমি সেই রেজিষ্টারী বহি হইতে ১২৬৪ সালে ফাল্গুন, চৈত্র এবং ৬৫ সালের বৈশাখ এই তিন মাসের মৃত্যু-তালিকার সহি-মোহরযুক্ত নকল সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে জগত্তারিণীর মৃত্যুর কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং এটা যে মিথ্যা কথা তাহার কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না। আপনারা সেই মৃত্যু-তালিকার নকল দেখিতে পারেন।”

এই বলিয়া হরকুমার আর একটা মোহর করা কাগজ ফেলিয়া দিলেন।

চণ্ডী বলিল,—"দাদা, তুমি হেলায় হারাইয়াছ। এত বুদ্ধি তোমার; যদি সকালে বিকালে বেশী না হউক দশটা করিয়াও ছিটা টানিতে, তাহা হইলে তুমি মানুষের সেরা হইতে পারিতে।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পরে—১২৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসের ১৭ই তারিখে উমা-শঙ্করের জন্ম হয়। সুতরাং কাল বিষয়ে আর কোনই গোল থাকিতেছে না। জগত্তারিণীর যখন মৃত্যু হয়, তখন রামনগরের এক কায়স্থ কাশী আসিয়াছিলেন। তিনি জগত্তারিণীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং সৎকারের সহায়তা করিয়াছিলেন। বালক উমাশঙ্করকে তিনি দেখিয়াছিলেন,এবং এই বালকের ভবিষ্যৎ যে বড়ই শুভ, তাঁহার মাতা যে সপত্নীর শাসনে পলাতকা, তাঁহার পিতা যে বঙ্গদেশের একজন প্রধান ধনবান্ ব্যক্তি এবং কালে এই বালকেরই যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব, এ সকল সংবাদই তিনি তৎকালে শুনিয়াছিলেন ও দেশে আপনার পত্নীর নিকট সেই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। পত্র-লেখক মহাশয় এখন জীবিত নাই; কিন্তু তাঁহার পত্নী এখনও জীবিতা আছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে, অনুকূল প্রমাণ বোধে, সেই পত্র

খানি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাও আপনারা দেখিতে পারেন।"

হরকুমার আর এক খানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—"ঐ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, প্রমাণ আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগকে ডাকাইয়া, বাচনিক প্রমাণও গ্রহণ করিতে পারেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমার যুক্তি ও প্রমাণ আমাদিগের যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিলে এ বিষয়ে ফল কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"অদ্ভুত পরিশ্রম, অপরিসীম ধৈর্য্য ও অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সহকারে তুমি সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছ। স্বর্গীয় কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের বিষয় আমাদিগের ভালই জানা আছে। সে পত্নীর গর্ভোদয়ের পর কালীঘাটে মৃত্যুর কথা, সে দিনকার ঘটনা বলিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে। সে সকল বৃত্তান্ত যে অলীক, তাহা বুঝিতে পারিয়া আজি আমাদের হৃদয়

সুস্থ হইল। এ সকল বিষয়ে আমাদিগের আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাসে কি যায় আইসে?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনাদের বিশ্বাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি এজন্য মামলা মোকর্দ্দমা করিব না; অদ্যই অথবা কল্যই, উমাশঙ্করের নামে, রাধাবিনোদ বাবুর পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির রীতিমত দখল লইবার নিমিত্ত, লোকযাত্রা করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই সেই সম্পত্তিতে শ্যামলাল বা তাহার পত্নী বিধুমুখীর কোন দখল আমি থাকিতে দিব না। আপনারা দশজন বিজ্ঞ ভদ্রলোক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, আমি কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছি কি না, তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব। মানুষ ভ্রমশীল; হইতে পারে আমারও ভ্রম হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, অবশ্য বুদ্ধিমান্ লোকের বিবেচনায় তাহা ধরা পড়িবে। এই জন্যই আপনাদিগকে সমস্ত কথা জানাইয়া, আপনাদিগের অভি-প্রায় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। আপনারা যখন কোনও সংশয় নাই বলিতেছেন, তখনই উমাশঙ্করের বিষয় প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে। আমি আজন্ম বিপুল বিভবের দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছি; আইন আদালত জানিতে আমার বাকী নাই। সুতরাং আমি এ জন্য একটুও ভীত

নহি। উমাশঙ্কর অন্ত হইতে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। মোকদ্দমা করিতে হয় শ্যামলাল করিবেন, আমি তখন তাহার জবাব দিব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমিই বা তাহা করিব কেন? দুই দিন মাত্র ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি ঐ দেবতার গুণে মোহিত হইয়াছি। বিষয় যদি উঁহার হয়,তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, ও যে সকল কাগজ পত্র দেখাইতেছেন, তাহাতে বুঝিতেছি উমাশঙ্কর জগত্তারিণী দেবীর সন্তান বটে, কিন্তু আমার যে মাতঙ্গিনী দেবীর গর্ভে জন্ম হয় নাই; তাহার বিশেষ প্রমাণ আপনি কিছু বলেন নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঠিক কথা। তাহারও প্রমাণ আমার নিকট আছে। এই জরিফ কোচম্যান এবং আমি তাহার বিশেষ প্রমাণ জানি। যখন দ্বারবানের সহিত তোমার জননীর প্রসক্তি হয়, তখনই আমি এ সংবাদ জানিতে পারি। তাহার পর সে অন্তঃসত্বা হইলে, বাটীতে গর্ভপাতাদি পাপ ঘটিবে ভাবিয়া, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সেই সময়ে সে মাতঙ্গিনী দেবীর এক পরওয়ানা লইয়া আমাকে দেয়। মাতঙ্গিনী

দেবী, সেই পরওয়ানা দ্বারা, আমাকে উক্ত দাসীকে রাখিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। সে পরওয়ানা আমার নিকট আছে; ইচ্ছা হয় এই দেখ। কিন্তু তদবধি উক্ত দাসীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতীব গোপনে, রাধাকিশোর জিউর মন্দিরের পশ্চাতে, ভাঙ্গা বাটিতে মাতঙ্গিনী তাহাকে রাখিয়া... সে বাটিতে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না... লোকও কখন কেহ যাতায়াত করিত না। ... জরিফ কোচম্যান রাত্রিকালে, বিশেষ প্রয়োজন... বাটির পশ্চাদ্ভাগে গমন করিয়া, মনুষ্যের ... শুনিতে পায়। সাহসী জরিফ, কৌতূহল... ভগ্ন প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে তথায় দেখিতে পায় যে, সেই সৌরভী চাক্রাণী এক সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং বামা ধাত্রী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। প্রসূতি প্রকৃতিস্থ হইলে, বামা গায়ের কাপড় ঢাকিয়া, সেই সন্তান লইয়া প্রস্থান করিল। জরিফও লুক্কাইত স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার অনুগমন করিল। দেখিল, বামা সন্তান সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল মধ্যে প্রচার হইল, 'বড় ঠাকুরাণী পুত্র প্রসব করিয়াছেন।' তোমার মনে পড়ে বোধ হয়,

... পর এক দিন তুমি মাতঙ্গিনী দেবীকে ... ...য়াছিলে। মাতঙ্গিনী দেবী তাহার প্রতি ... জন্য আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ...ানে তখন তুমিও উপস্থিত ছিলে। মাতঙ্গিনী সে ...মর ক্রোধ ভরে কি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে কি? তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইতরের পুত্র কখন ভদ্র হইতে পারে কি? আমি নিজেই শ্বশুরবংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ কথা আমার মনে আছে। আপনি যে দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সে দিনও এরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি ভুলি নাই। আর এক দিন জরিফ কোচম্যান আমাকে বলিয়াছিল,—'এঁটকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায় না।' সে কথাও আমার বেশ মনে আছে। এ সকল কথা ঐক্য করিয়া আমি সময়ে সময়ে অনেক ভাবিয়াছি।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জরিফ তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ার পর, নির্জ্জনে আমার নিকট সকল কথা জানাইয়াছিল। ব্যাপারটা ঘোর কলঙ্কজনক এবং কর্ত্তার নিতান্ত মনস্তাপজনক হইবে বুঝিয়া, বিশেষতঃ যখন পোষ্য পুত্র গ্রহণ ব্যতীত সম্পত্তির অন্য উত্তরাধি-

কারী পাইবার উপায় নাই দেখা যাইতেছে, তখন অনর্থক গাল করা অনাবশ্যক ভাবিয়া, জরিফ ও আমি পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কোনই গোল করি নাই। তাহার এ সম্বন্ধে আরও অবিসংবাদিত প্রমাণ আছে। স্বর্গীয় কর্ত্তার মৃত্যুর পর তুমি মাতঙ্গিনী দেবীর সহিত বড়ই অসদ্ব্যবহার করিতে। মাতঙ্গিনী দেবীর নিজের কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি ছিল। তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, ইহা তুমি জান। সেই সম্পত্তি এক্ষণে সরকারী বিষয়ের সামিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই সম্পত্তির জন্ত তাঁহাকে অনেক কাগজ-পত্রে নাম সহি করিতে হইত। তিনি সহি করিয়া তাহার নীচে, একটা মোহরের ছাপ দিয়া দিতেন। তাঁহার সেই সহি ও মোহরের ছাপ সহস্র সহস্র স্থানে আছে; সুতরাং মিলাইয়া দেখিবার কোনই অসুবিধা নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, আমি তাঁহার যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করি। সেই তালিকা প্রস্তুত কালে, আমি তাঁহার বাক্স হইতে সহি-মোহর-যুক্ত এক খণ্ড কাগজ পাই। তাহাতে এই কয়টী মাত্র কথা লিখিত আছে,—'আমার স্বামীর পরি[illegible]ক্ত এখন ভোগ করিতেছে, সে [illegible] অধিকারী নহে। প্রকৃত অধিকারী

জীবিত আছে কি না সন্দেহ। যদি জীবিত থাকে এবং কখনও বিষয়ের দখল লইতে আইসে, তাহা হইলে সেই ইহা পাইবে।' সে কাগজ এই দেখুন। তিনি স্ত্রীলোক, কিরূপ ভাবে লিখিলে, ইহা সুসঙ্গত হইত তাহা না জানায় এবং নিজের অপরাধের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস না করায়, কেবল অনুতাপের তাড়নায়, সত্য কথা ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, এইটুকু লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদবধি এই কাগজ আমার নিকটেই আছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণের এখনও শেষ হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু মাতা জীবিতা আছেন; বামা ধাইও বাঁচিয়া আছে। উভয়েই আমার সঙ্গে আসিয়াছে। এখানে ডাকিব কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হউক। ব্যাভিচারিণীর সন্তান, ব্যভিচারিণীর স্বামী, সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম নাশক, ব্রাহ্মণের অপমানকারী, ঘোর দুরাত্মার হস্তে সম্পত্তি ও প্রতাপ কখনই থাকিতে পারে না। এক্ষণে আসুন সন্ন্যাসী ঠাকুর, চরণের ধূলা দিয়া এ অধম দুরাত্মাকে বিদায় দেন এবং আপনার পিতৃ-সম্পত্তি আপনি স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন।"

এই বলিয়া শ্যামলাল উমাশঙ্করের নিকটস্থ হইয়া

তাঁহার চরণ ধারণ ক
সম্বন্ধে তুমি, যেরূপ আশঙ্কা করি-
তুলিয়া বলিলেন,—"আ
ম হইতেছে বটে। কোন দুষ্ট
বলিয়াই লালন পালন করি
কোথায় লইয়া গিয়াছে
আপনাকে সন্তান জানিয়াই স্বর্গল
ন্ধ তোমার অনুসন্ধান
আপনি আমার জ্যেষ্ঠ। কেন আপ
লোক ও অন্যান্য
আমি চিরদিন আপনার অনুগত কনিষ্ঠ ভা
দের অপেক্ষা

শ্যামলালের চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইল। আমার হতভাগ্য পাষণ্ডের হৃদয় আর কখনই এরূপ কোম নাই। সে বলিল,—"কি মধুর! কি স্নেহময়! আপনা অঙ্গের বায়ু লাগায়, কল্য হইতে আমি ধর্ম্ম ও সুনীতির দ্বারা পবিত্র হইতেছি। রে অধম বেশ্যাপুত্র! সাধু-সংস্পর্শে তুই আজ ধন্য হইলি।"

তাহার পর, হরকুমার বাবুর চরণ ধারণ করিয়া, শ্যামলাল বলিল,—আপনি পিতার ন্যায় গুরুজন। অনেক দুর্ব্যবহার করিয়া; অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। আমি অধম বেশ্যাপুত্র্র কৃপা করিয়া আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি যেই হও, আমি তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। সুতরাং তোমার অপরাধ আমি কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। আর তুমি আপ-

জীবিত আছে কি না সন্দেহ। যদি॥ করিতেছ? তুমি কখনও বিষয়ের দখল লইতে স্ব তোমার নহে। তুমি ইহা পাইবে।' সে কাগজ।কল,বিষয়েই তোমার সুব্যবস্থা কিরূপ ভাবে লিখিলে, ˆ

এবং নিজের অপর।একক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"সন্ন্যাসী সাহস না করা॥রের কৃপা ছাড়া আর কোন সুব্যবস্থার ব্যক্ত করিয়া নহি। আপাততঃ আমি মাতৃ-চরণে প্রণাম জদবর্॥ তাহার পর যে ব্রাহ্মণ-কন্যা এতদিন আমার পত্নী পরিচয়ে জীবন কাটাইয়াছেন, আমি তাঁহার সন্ধান করিব। আমার বিশ্বাস, যে দুরাত্মা সহায়তা করিয়া আমাকে অশেষ পাপে মজাইয়াছে, সেই পাষণ্ডই বিধুমুখীর সর্ব্বনাশ করিয়া, এক্ষণে তাঁহাকে হয় ত ঘোর দুরবস্থায় ফেলিয়াছে। তাহার অপরাধের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে আমি বাধ্য। যদি সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধমের সন্ধান পাই, তাহা হইলে আপনাদের নিকট সংবাদ দিব যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও আপনাদের শরণাগত হইয়া, কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিব।'

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে অধম, ভীরু ও কাপুরুষের হৃদয়েও কর্ত্তব্য-বোধের আবির্ভাব হইতেছে এবং তেজস্বিতা ও সাহসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হরকুমার

বলিলেন, "বিধুমুখীর সম্বন্ধে তুমি, যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমারও সেইরূপ মনে হইতেছে বটে। কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে, কোথায় লইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। পুলিষের লোক ও অন্যান্য অনেকেই সে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি যে বেশী কার্য্য করিতে পারিবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি বিধুমুখীর নিকট জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ অনেক অপরাধী। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কদাপি তাহার সহিত একটা মুখের কথাও কহি নাই। আমি অধম বেশ্যাপুত্র, তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার এখন মনে হয়, তাঁহার সকল অপরাধই ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু আমার অপরাধ সমূহ নিতান্ত গুরুতর ও ক্ষমার অতীত। এইরূপ বিবেচনায় আমার এখন মনে হইতেছে, আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার যাবতীয় ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত দায়ী। কিন্তু সে পরামর্শ পরে হইবে; আপাততঃ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আমার জননীর নিকট লইয়া চলুন।"

সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। শ্যামলাল ও হরকুমার

প্রস্থান করিলেন। মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, অনেকক্ষণ পরে, শ্যামলাল বাহিরে আসিল। তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক ভাবে বাহিরে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ, "এখনই আসিতেছি" বলিয়া, কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তথাপি ফিরিল না। সেই রাত্রিতে এবং পরদিন প্রাতেও উমাশঙ্কর, নীলরতন, হরকুমার এবং তাঁহাদিগের নিয়োজিত অন্যান্য লোক তাহার জন্য বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### একে দুই।

পরদিন সন্ধ্যার পর সার্ব্বভৌম-পুত্র নবীনকৃষ্ণের সহিত সতীর বিবাহ হইয়া গেল। হরকুমার বাবুর বাটীতে পাত্রী ছিলেন; সেই স্থানেই পাত্রীর মাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সম্প্রদান কালে চতুর-চূড়ামণি হরকুমারের নিয়োজিত এক পুরোহিত ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে অনেকেই আহার করিলেন। নীলরতন, উমাশঙ্কর, স্বয়ং সার্ব্বভৌম এবং আরও অনেকে বিবাহ-রাত্রিতে বিবাহ বাটীতে জলপান করিলেন। উমাশঙ্করের বেশ এখনও পূর্ব্ববৎ। গুরু পিতা ও গুরু-মাতার অনুমতিক্রমে, তিনি জীবন-মধ্যে অদ্য প্রথমে সামাজিক মনুষ্যের ন্যায় পঙ্‌ক্তি ভোজন করিলেন।

বিবাহের পর হরকুমার বাবুর পত্নী-কর্ত্তৃক নবীনকৃষ্ণ

ও সতী, মঙ্গলাচরণ সহ, বাসর ঘরে আনীত হইলেন। বর স্বভাবতই সুপুরুষ; বিশেষতঃ অদ্য চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে মল্লিকা-মালা ও পীতাম্বর সংযোগে তাঁহাকে বড়ই ভাল দেখাইতেছে। কিন্তু তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও কাতর। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আনন্দ ও উৎসাহ তাঁহাকে যেন চিরদিনের মত ত্যাগ করিতেছে।

যথাস্থানে বর উপবেশন করিলে, কন্যা সতী অদূরে উপবেশন করিলেন। বাসরে অন্য লোক কেহ থাকিল না।

সহসা সতী, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিলেন,— "দাসী চরণে প্রণাম করিতেছে।"

নব-বধূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও রূপরাশি দেখিয়া নবীনকৃষ্ণ চমকিত হইলেন। এ যে সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! এ যে হৃদয়াঙ্কিত সেই চিরনবীন রূপ-রাশি! সবিস্ময়ে নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"এ কি সুহাস! তুমি? ধন্য পরমেশ্বর!"

ঈষৎ হাস্যের সহিত সতী বলিলেন,—"অবিশ্বাসিনী সুহাসিনী মরিয়া গিয়াছে—এ সতী!"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন—"আমার সুহাস চিরদিনই সতী। আমি সতী চাহি না—সুহাসে আমার মন-প্রাণ ভরিয়া আছে।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতী বলিলেন,—"এ কথা সত্য হইলে নূতন করিয়া টোপর মাথায় দিয়া বর সাজিতে ভাগ্যে সুহাস মরিয়াছিল; তাই ত আমার অদৃষ্টে এ দেব-দুর্লভ চরণে স্থান হইল!"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সংসারের সকল লোকের চক্ষেই সুহাস মরিয়াছিল বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে তুমি সজীব মূর্ত্তিতেই জাগরূক ছিলে। লোকে কি বুঝিয়াছিল জানি না; কিন্তু আমি জানি আমার সুহাস শিবমোহিনীর ন্যায় সতী। বড়ই শুভাদৃষ্ট আমার, তাই সেই হারানিধি সুহাস, আজি সতীরূপে আবার আমার হইলেন।"

সুহাসিনী, তাঁহার সেই মধুমাখা হাস্যের সহিত মিশাইয়া, বলিলেন—"কিন্তু যাই বল, মনে নিশ্চয়ই বড় রাগ ও দুঃখ হইতেছে। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলে, আজ নূতন নারী লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই মন্দকপাল তোমার; তাহা না হইয়া সেই পোড়ারমুখা হতভাগিনী সুহাসিনীই আবার জুটিল।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি এ অনুযোগের পাত্র হইয়াছি বটে। কিন্তু আমি বড় আশা করিয়া আসিয়া ছিলাম, আজি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে; অথবা সর্পাঘাত হইবে, অথবা কোন দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া

এ ব্যাপারের প্রতিবন্ধক ঘটাইবে। বড়ই ভাগ্যবান্ আমি যে সেরূপ কোন ঘটনাই ঘটিল না। যিনি আমার অন্তরে ও বাহিরে—ঈশ্বর জানেন যাঁহার চিন্তা আমার অন্তরে ও বাহিরে, যাঁহার মুর্ত্তি আমি এক মূহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই, সেই দেবীকে আজি অসম্ভাবিত উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। জান তুমি আমরা আর্য্যসন্তান। স্বামী যেমন তোমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা আমাদেরও জনক-জননী সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। স্বামীর সেবা ও তাঁহার প্রসন্নতা সাধন যেমন তোমাদের অত্র ও পরত্র সকল কল্যাণের হেতুভূত, সেইরূপ জনক-জননীর প্রসাদন ও প্রিয়ানুষ্ঠান আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। জান তুমি, ভগবান্ কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন মাতৃ আজ্ঞায় এই ধরণীকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। জান তুমি, স্বয়ং রামচন্দ্র, পিতৃবাক্য পালনের জন্য, সুদীর্ঘকাল দুঃসহ বনবাস ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। জান তুমি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সাদরে নন্দের বাধা বহন করিয়াছিলেন ও যশোমতী দেবীর বন্ধনও অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। সেই আর্য্যবংশে আমাদিগের জন্ম। সহস্র দুষ্কর্ম্ম হইলেও,

কামনায়, দারান্তর গ্রহণ করে, সে নরাধম পশুরই রূপান্তর মাত্র। তাদৃশ হতভাগার কথা বিচার্য্য নহে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রয়োজনে বা উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া দারান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পত্নীগণের দৃষ্টিতে স্বামীর দেবত্ব কখনই কণামাত্র অপগত হয় না।) সুহাসিনী, তোমাকে আমি চিরদিন দেবী বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমি যদি আর একটা বিবাহ করিয়া দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতাম, তাহা হইলেও তোমার ন্যায় কামিনীর চক্ষে আমার মর্য্যাদা ও সম্মান একটুও কমিত না। তাই বলিতেছি, সোহাগের সুহাসিনীর না হয় আর একটা সতী সতীন জুটিল, তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তা জুটুক না কেন হাজারটা, আমার দেবতা আমার প্রাণ জুড়িয়াই আছেন। আমি এখন নূতন হইয়া আজ একবার প্রত্যক্ষ দেবতার চরণে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করি।"

সুহাসিনী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গলায় কাপড় দিয়া, স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিলেন। নবীনকৃষ্ণ অতীব আদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"প্রার্থনা করি, জীবনে ও মরণে কখনই যেন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সঙ্গশূন্য হইতে না হয়। যে যন্ত্রণা আমি এতদিন

সহ্য করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যে মহা-পুরুষের কৃপায় ও কৌশলে আমার সেই বিষম যাতনার অবসান হইল, আমি এক্ষণে সেই হরকুমার কাকার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আমিও, স্বামী দেবতার সহিত এক প্রাণে, সেই পরম হিতৈষী মহাত্মাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি।"

তাহার পর তাঁহারা সুখের দুঃখের কথায় ব্যাপৃত হইলেন। সুহাসিনীর সমস্ত দুরবস্থা ও বহুবিধ ক্লেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে নবীনকৃষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বাহিরে সার্ব্বভৌম মহাশয়, ভোজনাদি সমাপ্তির পর, হরকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভায়া, বিবাহ ত হইয়া গেল। তুমি যে বলিয়াছিলে, 'এই বিবাহে বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোকের সহিত কুটুম্বিতা হইবে,' সে ব্যাপারটা কি এখন বুঝাইয়া দেও।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর বাবু বঙ্গদেশের একজন প্রধান ধনবান্, বিদ্বান এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি, একথা আপনি স্বীকার করেন কি না?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি অসম্ভব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর আপনার পুত্র-বধূর [illegible] মাসতুত ভাই।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? বড়ই শুভ সংবাদ! [illegible] যে জগত্তারিণীর সহিত স্বর্গীয় রাধাবিনোদ [illegible] হইয়াছিল, তিনি আমার পুত্র-বধূর মাতৃষসা।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ সম্বন্ধ আজ নূতন করিয়া হয় নাই—অনেক দিনই হইয়াছে। আপনারা কেহই তাহা জানিতেন না। উমাশঙ্করের জননীর বিবাহের বহুকাল পরে, গোপালপুর নিবাসী ৺জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ হয়। সেই জগবন্ধুর স্ত্রী ও রাধাবিনোদ বাবুর পত্নী জগত্তারিণী সহোদরা ভগ্নী।"

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তুমি গত কল্য শ্যামলালের জন্মাদি ঘটিত বৃত্তান্ত যখন ব্যক্ত করিয়াছিলে তখনই আমার এইরূপ একটা কথা মনে হইয়াছিল। কিন্তু সেত আমার সেই ভ্রষ্টা পুত্র-বধূর কথা। এ বিবাহের সহিত সে কথার কি সম্পর্ক বল!"

হরকুমার বলিলেন,—"সেই সম্পর্কই এ বিবাহে নূতন করিয়া বজায় হইল দাদা। জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পিতামাতার মনান্তর থাকায় এবং জগত্তারিণী ও

রাধাবিনো[illegible]বাবুর মৃত্যুর অনেক পরে নবীনকৃষ্ণের বিবাহ [illegible] তৎকালে এ সম্পর্কের বিশেষ আন্দোলন হয় [illegible]পনার সেই পুত্র-বধুই আজি আবার নূতন হইয়া আপনার ঘর বজায় করিলেন।”

তখন সার্ব্বভৌম, ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“হরকুমার! দুর্বৃত্ত, পাষণ্ড, বেল্লিক, নরাধম, হরকুমার! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি। তুই হতভাগা, আমার জাতি, কুল, ধর্ম্ম সকলই ঘুচাইয়া দিলি!”

হরকুমার বাবু, সবিনয়ে সার্ব্বভৌমের পদদ্বয় ধারণ করিয়া, বলিলেন,—“আপনার লজ্জা বা কলঙ্ক হইলে, সে কি আমার লজ্জা ও কলঙ্ক নহে? আপনি ধীর ভাবে আমার সকল কথা শ্রবণ করুন দাদা; তাহার পর আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে, যে দণ্ড আপনার ইচ্ছা হয় তাহাই আমাকে প্রদান করুন; আমি অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব। আমি চিরকাল আপনার অনুগত আত্মীয়; আমি আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোন অনিষ্ট করিতে পারি কি দাদা? আপনি দেশ-মান্য ব্যক্তি; আপনার মান ও গৌরবে আমাদের সম্মান ও গৌরব।”

সার্ব্বভৌম কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, হরকুমার

আদ্যোপান্ত ঘটনা সমূহ একে একে বিবৃত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথিত বৃত্তান্ত সমূহের সমর্থন সূচক প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনেরও তিনি ত্রুটি করিলেন না। সুহাসিনী যে নিতান্ত নিরপরাধা, অশেষ বিপদে পড়িয়াও তিনি যে আপনার সতী ধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। সকলেই তাঁহাকে নারী জাতির আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অসম্ভাবিত বিপদ মুক্তির ও জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আরে ভাই বল! এত কথা আমি জানিব কিরূপে? বিষয়ী লোকের এইরূপ বুদ্ধি-চাতুর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদিগের ন্যায় আতপ ও কদলী ভোজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। চিরদিনই জানি হরকুমার ভায়া একটা দেবতুল্য মনুষ্য। বড় শুভ সংঘটনই তুমি ঘটাইয়াছ ভায়া। নূতন করিয়া বিবাহ ব্যাপার ঘটাইয়া তুমি বস্তুতঃ বড় আমোদ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। উমাশঙ্কর বাবু, আর তুমি আমাদিগের পর নহ। এখন তুমি আমাদিগের অতি নিকট কুটুম্ব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি

এই কুটুম্বদিগের সহিত প্রীতি সহকারে, পরম সুখে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত কর।”

হায়! ধন-সম্পত্তি! তোমার কি মহীয়সী ক্ষমতা! সন্ন্যাসীর শিষ্য, আজন্ম ভিক্ষোপজীবী, এখনও সন্ন্যাসী-বেশধারী উমাশঙ্করের সহিত যেমন আসিয়া তুমি মিলিয়াছ, অমনই তিনি সকলেরই নিকট বাবু সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইতেছেন! আর কেহই তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন না!

উমাশঙ্কর আসিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—“আমার কি সৌভাগ্য! অতঃপর আপনার স্থায় দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিকে কুটুম্ব বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পাইব।

উমাশঙ্কর, তদনন্তর হরকুমার বাবুর চরণ স্পর্শ করিয়া, বলিলেন,—“আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাকে পিতা বলিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। আপনার—”

সার্ব্বভৌম বাধা দিয়া বলিলেন,—“আর যা হয় একটা বল বাবাজি। সংসার সুদ্ধ লোককে বাবা বলাটা কিন্তু ভাল নয়।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আপনার কৃপায় আমি মাসী

পাইলাম এবং পরম গুণবতী ভগ্নী পাইলাম। আপনি বলিয়াছেন, মাসী মা আপনার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন; আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া এবং ভগ্নীকে দর্শন করিয়া জীবনকে আনন্দময় করি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বাবাজি, তোমার মাসী মা যে কেবল হরকুমার ভায়ার সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছেন এমন নহে। এমন চলিয়া তিনি অনেকের সঙ্গেই গিয়াছিলেন এবং এখনও মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। চল ভায়া আমাকেও একবার বিহাইনের কাছে লইয়া চল। আমি সে মাগীর গালে খানিকটা চুণ-কালী দিয়া আসি।"

হরকুমারের সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সকলই আনন্দময়, সকলই শান্তিময়, ও সকলই ধর্ম্মময় হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে এই সার্ব্বভৌমটা বর্ত্তমান কাল প্রচলিত সভ্যতা বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। এরূপ অসভ্য জীবকে পণ্ডিত না বলিয়া বর্ব্বর বলাই বিধেয়। এমন লোকের কথা বহিতে লিখিতে আছে কি? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ ব্যক্তি আপনার পুত্র-বধূর জননীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া বিশ্বাস করে, অথচ সে জন্য জাতি-কুলের

কোন ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে করে না; কিন্তু সতী [illegible]-বধূর চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিতে চাহে। লজিক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের ফেলাসি অর্থাৎ ভ্রম পরিচ্ছেদ ইহার কস্মিন্-কালেও দেখা নাই। লোকটা দয়ার অযোগ্য।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## অনুমতি।

বেলা দশটার সময় উমাশঙ্কর, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া, আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঘনানন্দ স্বামী তৎকালে চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। উমাশঙ্কর ভিক্ষার ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া গুরুদেবের নিকটস্থ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ, গ্রন্থ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া, নিতান্ত করুণ ভাবে, উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এক ক্ষেত্রে দুইটী বিরোধী ধর্ম্মের সম্মিলন অসঙ্গত। রৌদ্র ও ছায়া যেমন সমসময়ে একস্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ধন-সম্পত্তি ও দারিদ্র্য উভয়ই কখন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না।

র! তুমি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছ; তোমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অতঃপর শোভা না।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“প্রভুর কি ইচ্ছা তাহা জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, ভিক্ষাই আমার চিরদিন শোভা পাইয়াছে এবং চিরদিনই শোভা পাইবে। জ্ঞানোদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত আমি গুরুসেবা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, একান্ত মনে গুরুর আদেশ পালন, জ্ঞানোন্নতির উপায় অন্বেষণ এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আসিতেছি। এই সকল কার্য্যই আমার নিরতিশয় প্রীতিজনক এবং সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বলিয়া হৃদ্গত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য সমূহ আমার যেরূপ শোভা পায়, অন্য কিছুই তাহার অনুরূপ হইতে পারে না। তবে প্রভু, যদি নিগ্রহ পরবশ হইয়া, এক্ষণে এই সকল কর্ম্ম আমার শোভাজনক নহে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমাকেও সেই রূপ মনে করিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটিলে এদীন সেবকের চিত্ত বড়ই অপ্রসন্ন হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর প্রভু যে বিত্তের কথা বলিতেছেন, তাহা আমাকে আশ্রয় করে নাই এবং তাহাকে আশ্রয় দিতেও আমার ইচ্ছা নাই। এই রুদ্রাক্ষ, এই নামাবলী, এই

গৈরিক রঞ্জিত বস্ত্র, এই ভস্মরাশি এবং আমার শ্রেষ্ঠ বিষয় ও পরম ঐশ্বর্য্য। আর প্রভুর আমার অনন্ত বিত্তের অক্ষয় ভাণ্ডার। এতদ্‌শ্রেষ্ঠতর বিত্তজগতে আর কিছুই নাই ; সুতরাং তৎপ্রাপ্তির কামনাও আমার নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস ! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমার হৃদয় সর্ব্বাবস্থার সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। তুমি প্রার্থনা না করিলেও, প্রভুত বিত্ত তোমাকে অন্বেষণ করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করিতে তুমি বাধ্য। আর বৎস, বিষয়-ভোগে হানিও কিছু নাই। কেননা বিষয়ও বিষয় নহে এবং ভোগও ভোগ নহে। কর্ত্তব্য সাধন মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, বিষয়-ভোগে নিমগ্ন থাকিলে আত্মা এবং জগৎ উভয়ই উপকৃত হয়। বিষয়-ভোগেই জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আজন্ম লালসা বর্দ্ধক পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরহিত হইয়া ভোগ বর্জ্জিত ভাবে কালপাত করে তাহার সেই ভোগ-রাহিত্যে জ্ঞানোন্নতির কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। হয় ত তাহার চিত্ত সাধুতার দিক দিয়াও যায় না এবং তাহার জ্ঞানও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘৃণিত জীবগণের জ্ঞানকে অতিক্রম করে না। দিক্‌ভ-

বলীবর্দ্দ স্বভাবতঃ সুস্থির এ মীমাংসা সুসঙ্গত নহে। যাহার শাকান্ন ব্যতীত ভোজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি নিতান্ত মিতাহারী বলিয়া স্থির করিবার কোনই কারণ নাই। সর্ব্বভোগোপকরণ সংবেষ্টিত হইয়াও যিনি স্পৃহাশূন্য এবং নির্লিপ্ত ভাবে তৎসমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই প্রকৃষ্ট তত্ত্বদর্শী। তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়-ভোগ অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। প্রত্যুত্তঃ জলে ভাসমান পদ্মপত্রের ন্যায়, বিষয়রূপ জলের প্রলেপ গায়ে না মাখিয়া বিষয়-সাগরে নিমগ্ন থাকিলে, ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট সম্ভাবনা কিছুই নাই। অতএব তোমার যে বিষয় সম্ভোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তাহা সমুচিৎ রূপে ভোগ করিয়া জগতে ভোগ নির্লিপ্ততার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর ইহাই আমার ইচ্ছা।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভুর যাহা ইচ্ছা অবিচলিত-চিত্তে তাহা পালন করিতে এ সেবক বাধ্য। ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়, উচিতানুচিত কিছুই জানি না; জানি কেবল আপনার অনুমতি। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও বিরুক্তি না করিয়া তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। প্রভুর বাক্যের প্রতিবাদ করিবার কল্পনা করিতেও আমার সামর্থ্য নাই। প্রভু যদি অতঃপর আমাকে

সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে বাসনা
হইলে তাহার অন্যথা করিতে আমার
সাধ্য নাই। প্রভুর সঙ্গ-শূন্য হইলে, আমার
থাকে হইবে; সে ভাবনা অনাবশ্যক। কিন্তু এ
সকল সামান্য সামান্য কার্য্যদ্বারা প্রভুর পরিচর্য্যা করি-
আসিতেছি, তদভাবে আপনার হয় ত অনেক কষ্ট হইবে
বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—"অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে; তাহার পর আমার পরিচর্য্যার বিহিত ব্যবস্থা করিতে তোমার কোনই অধিকার থাকিবে না। আমরা কর্ত্তৃত্বাভিমান সহকারে কার্য্য করি বলিয়াই আমাদিগকে অশেষ ভাবনা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু বৎস! যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব একান্ত ভাবে পরম কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিলে, সকল অসুবিধা ও যাবতীয় চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়। পরিণাম চিন্তাই মনুষ্যকে নিতান্ত বিব্রত করে। কল্য কি হইবে? মৃত্যু হইলে স্ত্রীপুত্রের কি হইবে? কি কার্য্য করিলে সম্মান বৃদ্ধি হইবে? কিসে পরে সুখ হইবে? কি উপায়ে শরীর সুস্থ থাকিবে? ইত্যাকার ভবিষ্যৎ ভাবনাই মানবকে প্রতিনিয়ত অবসন্ন করে! কিন্তু সেই উদ্বিগ্ন ভ্রান্ত মানবগণ একবারও ভাবে না

বন্ধ্যং সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। কেন না মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে এবং অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সাবধানতা সংকৃত যাবতীয় সতর্ক আয়োজনের উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারে। কার্য্য আমরা করি বটে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব আমাদের হাতে নাই। যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, যিনি কার্য্যাকার্য্যের কর্ত্তা, যিনি তোমার আমার সকলেরই রক্ষক ও পালক তিনিই আমার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রতিনিয়তই করিবেন। অতএব সে চিন্তা নিতান্ত অনাবশ্যক।"

উমাশঙ্কর নীরব। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই গুরুদেবের ভাবী অসুবিধার বিষয় কল্পনা করিয়া তিনি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহারই করিয়াছেন। যদি পরম ভক্তিভাজন জ্ঞানার্ণব সদৃশ গুরুদেব তাঁহার জন্য অন্যরূপ নূতন ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে সে জন্য কোনরূপ ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহা পালন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। অনেক-ক্ষণ পরে বলিলেন,—"ভগবন্! আমার সম্বন্ধে মাতৃদেবীরও কি এইরূপই ইচ্ছা?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহার কি ইচ্ছা আমি তাহা জানি না। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না হইলে এরূপ সংঘটন হইবে কেন? তিনি ইচ্ছাময়ী তাঁহার ইচ্ছাতেই আমরা কর্ম্মের অবধারণ করিয়া থাকি।"

তৎক্ষণাৎ সেই কুটীর-দ্বারে, যোগেশ্বরী দেবীর সমুজ্জ্বল প্রতিমার ন্যায় মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাঁহার ইচ্ছা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলে, দেখ বৎস! সেই ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছা জানিতে পারিয়াই সম্মুখে উপস্থিত।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমার সময় বড় কম। পুত্র,পুত্র-বধুর জন্য ঘর পাতাইতে হইবে। সংসারে আর কেহ নাই; আমি না শিখাইলে কে শিখাইবে? তোমাকে প্রণাম করিয়া যাই ঠাকুর; আশীর্ব্বাদ করিও, আমার ছেলে যেন পূর্ণমনোরথ হয়।"

যোগেশ্বরী ভক্তিসহকারে ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চিরন্তন প্রণালী অনুসারে তত্রত্য ধূলি মস্তকে ললাটে ও রসনায় সমর্পণ করিলেন। তখন উমাশঙ্কর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সাগ্রহে হস্তধারণ করতঃ কহিলেন, —"মা—মা! বাবা আমাকে ত্যাগ করিতেছেন। তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করিবে? তবে আমি কি করিব?"

যোগেশ্বরী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ত্যাগ! ত্যাগ এই সংসারে নাই ত বাবা। এ প্রেমের রাজ্য ভক্তির সংসার, আকর্ষণের ব্রহ্মাণ্ড; ইহাতে ত্যাগ কোথায়? একটী পরমাণুকেও যিনি ত্যাগ করেন না, কীট-পতঙ্গও যাঁহার কৃপা দৃষ্টির বহির্ভূত নহে, যাঁহার বিশ্বে স্থাবর ও জঙ্গম প্রত্যেকেই অপরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তিনি তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহাও কি সম্ভব? এ সংসারে ত্যাগের স্থান নাই বাবা। ঠাকুর তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তুমি ভ্রমেও কল্পনা করিও না। তিনি দয়াময়। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার এই এক অভিনব উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন জানিবে। আর আমি! আমি ত ঐ চরণের দাসী! প্রভু যাহা বলিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। আর তুমি কি করিবে? তা সে ভাবনা তুমি ভাবিতেছ কেন বাবা? যাঁহার ভাবনা তাঁহার ঘাড়ে সকল বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি কেন নিশ্চিন্ত হও না? আমি এখন আসি। বড় ব্যস্ত—অনেক কাজ। একটা ঘর পাতান সহজ কথা কি গা?"

সদানন্দ বলিলেন—"তোমার কাজ অনন্ত—তুমিও অনন্ত। তোমার আসা যাওয়া বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার

সন্দেহ নাই। তুমি যাও বা কোথায়? আস বা কোথায়? তাহার তত্ত্ব বুঝে কাহার সাধ্য? তুমি নিরন্তর ব্যস্ত অথচ তোমার কার্য্য ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। সংসারের সর্ব্বত্র তোমার পুত্র, পুত্র-বধু। তুমি সকলের জন্যই ঘর পাতাইয়া দিতে ব্যস্ত। এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কাহারও কিছু নাই। জনক ও জননী, কন্যা ও পুত্র, ভাই ও ভগ্নী সকলই মিথ্যা, সকলই ক্ষণিক সম্বন্ধ। কেবল তুমি সার, তুমিই নিত্য; তুমিই অক্ষয়। চন্দ্র সূর্য্য নিভিয়া যাইবে, বিশ্ব-সংসার ধ্বংস হইবে, সৃষ্টির সকলই বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু তুমি থাকিবে। তোমাকে চিনিতে পারা বড়ই দুঃসাধ্য। যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে অনন্ত কালের নিমিত্ত ধন্য হইয়াছে। জরা ও মরণ, রোগ ও শোক, সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। তোমার কার্য্য অন্যের দুরবগম্য এবং কল্পনাতীত কাণ্ড। তোমার কার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু তুমি সেই অনন্ত কার্য্য রাশি হেলায় সম্পন্ন করিতেছ। উমাশঙ্করকে পূর্ণমনোরথ করিবার নিমিত্ত আমার আশীর্ব্বাদ নিতান্ত অনাবশ্যক। কেন না সৌভাগ্যধাম উমাশঙ্কর তোমাকে মা বলিয়া চিনিয়াছেন এবং দুঃখ ও সুখ তোমার চরণে নিবেদন করিয়া নিরন্ত

হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। ধন্য উমাশঙ্কর। আশ্চর্য্য তাহার অদৃষ্ট ও সাধনা!”

আর কোন কথা না বলিয়াই যোগেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। উমাশঙ্কর কাতরভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যমানন্দ মৃদুস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন—“বৎস! তোমার দৃষ্টি কাতরতাপূর্ণ কেন? যোগেশ্বরী দেবী তোমার নয়ন-নয়নের অন্তরালে প্রস্থান করিলেন বলিয়া তুমি ব্যাকুলিত হইতেছ? কিন্তু তুমি কি জান না যে, মরণধর্ম্মশীল এই দেহের ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের চিরসঙ্গী নহে? এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও উৎপত্তি আছে; কিন্তু আমাদের অন্তরে যে ইন্দ্রিয় আছে, তাহা আমাদের সঙ্গী এবং কোন বাহ্য কারণে তাহার উৎপত্তি ও ক্ষয় হয় না। অতএব বৎস! এ বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর আর নির্ভর করিও না; তুমি সেই অন্তরেন্দ্রিয়ের সহায়তায় যোগেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে আর তাঁহার অদর্শন হেতু তোমাকে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। সেইরূপ নির্ভর করিতে শিখিলে, কোন বাহ্য বিষয়ই তোমাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না এবং সাগর কানন ও পর্ব্বত কিছুই আর তোমাকে তোমার প্রার্থিত পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

রাখিতে পারিবে না। আর বৎস! দেবী যোগেশ্বরী আপাততঃ তোমার সম্মুখে না থাকিলেও, তোমার সঙ্গেই আছেন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সাধনা বলে তাঁহার কৃপা-ভাজন হইয়াছে, সে আর কদাপি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় না।" তোমার জননী করুণাময়ী। তুমি সকলই জান, অথচ যোগেশ্বরীর অদর্শনে কাতর হইতেছ, ইহা বাস্তবিকই হাস্তজনক। এই জন্তই আমি হাস্ত করিতেছি।"

উমাশঙ্কর স্বকীয় অপূর্ণতা ও অজ্ঞতা আলোচনা করিয়া বদন বিনত করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তুমি শাস্ত্রার্থবিৎ ও জ্ঞানী হইলেও, বয়সের অল্পতাজনিত বহুদর্শিতার অভাব হেতু, এখনও সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক মোহাদি অতিক্রম করিয়া উঠিতে পার নাই। এই জন্তই তোমার জ্ঞান-প্রদীপ সমুজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে উত্তেজিত করিয়া দিতে হয়। নচেৎ তোমার স্থায় জ্ঞানবান ও তত্ত্বদর্শী সাধুকে কোন শিক্ষা দিবার আর প্রয়োজনীয়তা নাই। তুমি পথ দেখিতে পাইয়াছ এবং যে যে উপায়ে সে পথে নির্বিঘ্ন ভাবে পর্যটন করিয়া, শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাও বিলক্ষণরূপ হৃদগত করিয়াছ। সুতরাং আমার আর বক্তব্য কিছুই নাই। তথাপি

অদ্য তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীলরতন-তনয়া অন্নপূর্ণার প্রতি তুমি নিরতিশয় অনুরাগী হইয়াছ, ইহা তুমি না বলিলেও আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। সেই কুমারীও তোমার প্রণয়িণী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য৷ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সেই কিশোরী কামিনীর সহিত তোমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে। বোধ হয় সম্প্রতি আমার সম্মতি ও অনুকূল অভিপ্রায়ের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। মনে কর, যদি নানা কারণে, ঐ কুমারীর সহিত তোমার বিবাহ আমি যুক্তিবিরুদ্ধ বোধে ঘটিতে না দিই, তাহা হইলে তোমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইবে?"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"বাস্তবিকই আমি সেই কুমারীর প্রতি নিরতিশয় অনুরাগী। আমার সে অনুরাগের পরিমাণ স্থির করা অসম্ভব। আমার বোধ হয়, আমার মন-প্রাণ সমস্তই সেই কুমারী অধিকার করিয়াছেন এবং আমি যেন সেই কুমারীকে মানব-জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু আমার আকর্ষণ এত দুরুত্তিক্রম এবং অনুরাগ এত প্রবল হইলেও, আমি কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হই নাই, এবং আমার জ্ঞান একটুও বিলুপ্ত বা বিচলিত হয় নাই। সুতরাং প্রভুর প্রশ্নের

উত্তর প্রদানার্থ আমাকে একটুও ইতস্ততঃ করিতে বা চিন্তান্বিত হইতে হইবে না। হে ভগবন্! আমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন পরম পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি; এবং আপনার বিচার ও কার্য্য সকলই ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া জানি। সুতরাং যাহা আপনার ইচ্ছার বিরোধী তাহা কদাপি কাহারও পক্ষে শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। অতএব আপনি দয়া করিয়া এ অধম জনের জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন, নিরতিশয় ক্লেশকর হইলেও, আমি বুঝিব তাহা নিশ্চয়ই আমার অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। চিত্তের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে যদি কোন দিন আমার বিরাগ জন্মে, জানিবেন সে দিন অধম উমা-শঙ্করের মৃত্যু হইয়াছে।

ঘনানন্দ বলিলেন;—"তোমার এ উত্তর আমার সন্তোষ জনক হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মনের মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তোমার আর কোন কথা বলিবার আছে কি?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আছে—অনেক কথা বলিবার আছে। যদি প্রভু অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ সংঘটনের অনুকূল অভিপ্রায় প্রদান না করেন, তাহা হইলে কখনই সে বিবাহ ঘটিবে না। কিন্তু আমি সেজন্য একটুও দুঃখিত

বা কাতর হইব না। কারণ অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ জনিত সম্বন্ধই আমার প্রার্থনীয় নহে। যদি প্রভু তাঁহাকে মনে মনেও ভাল বাসিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলেই আমার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে। বোধ হয় অন্নপূর্ণাকে মনে মনেও ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হইবে।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বিবাহ না ঘটিলে তোমার তাদৃশ ক্লেশ হইবে না; কিন্তু মনে মনেও ভালবাসিতে না পাইলে তুমি নিতান্ত অবসন্ন হইবে, তোমার এরূপ ভাবের তাৎপর্য্য কি, আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—অন্নপূর্ণা ধনী গৃহস্থ-তনয়া। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আমার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভব নহে। তাহার পর, বিবাহ না হইলেও, বিশেষ ক্ষতির কথা আমি কিছু দেখিতেছি না। আমি অন্নপূর্ণাকে ভালবাসি। বিবাহ না হইলেও সে ভালবাসার বিশেষ তারতম্য ঘটিবার কোন কারণ নাই এবং সে ভালবাসার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে আপনি ভিন্ন এ জগতে আর কাহারও সাধ্য নাই। সত্য বটে বিবাহ ঘটিলে ভালবাসা একটু ভাবান্তর গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভাবান্তর পরিহার করিয়াও যদি কোন নারীকে আমি

ভালবাসিতে সক্ষম না হইয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথা এত কাল গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করিলাম এবং বৃথা এত দিন জগন্মাতা যোগেশ্বরী দেবীর মর্ম্ম প্রণিধান করিবার প্রযত্ন করিলাম। অন্নপূর্ণার সহিত আমার বিবাহ ঘটিবে, এ আশা আমার কখন ছিল না, এখনও নাই। সে আশা ত্যাগ করিয়াও আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি এবং আজীবন এইরূপে ভালবাসিয়াই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব স্থির করিয়াছি। সত্য বটে বিবাহ ঘটিলে ইন্দ্রিয় সংঘটিত অধিকার বিশেষের উদ্ভব হয়। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, ইন্দ্রিয় বৃত্তির বৈধ ব্যবহার, অবস্থাবিশেষের অপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত, বিধেয়। আমার বয়স ও জ্ঞানোন্নতির অবস্থা ইন্দ্রিয়চর্চ্চার অনুকূল হইলেও, আমি তাদৃশ কল্পনা বর্জ্জন করিয়াই অন্নপূর্ণাকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিয়াছি।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“যদি অন্নপূর্ণার সহিত তোমার বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে,—তোমার সন্তোষ পূর্ণ হইবে কি?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“প্রভু অন্তর্যামী; আপনি কখন যোগানন্দরূপে ক্রিয়াশীল এবং কখন ঘনানন্দরূপে নিষ্ক্রিয়। আপনি যোগানন্দ বলিয়াই ঘনানন্দ এবং ঘনানন্দ বলিয়াই যোগানন্দ। আপনার তত্ত্ব যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে হৃদগত করিয়াছে, সে অনন্ত সৌভাগ্যের অধি-

কারী হইয়াছে। আমি অধম ও অপূর্ণ সাধক। আপনাকে প্রণিধান করিবার শক্তি আমার না থাকিলেও, আমি অসীম ভাগ্যবলে আপনার মহিমা, অনন্ত শক্তি ও অপরিমেয় প্রতাপের বৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছি। সুতরাং আপনার নিকট হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। প্রার্থনা করি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সামান্য লজ্জা বা সঙ্কোচের বশবর্ত্তী হইয়া, পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট কোন মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন করিবার বাসনাও যেন কখন না জন্মে। অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ সংঘটন হইলে আমি বাস্তবিকই নিরতিশয় সুখী হইব।”

তখন সাধকের যোগানন্দ এবং সিদ্ধের ঘনানন্দ প্রীতিপূর্ণ হাস্য সহকারে বলিলেন,—“বৎস! তোমার সহিত শীঘ্রই অন্নপূর্ণার বিবাহ ঘটিবে। এখনই তদ্বিষয়ক সমস্ত কথা সুস্থির হইবে। আমি তোমার কথায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। কেবল রূপ ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণায় প্রবল ভালবাসার উৎপাদন করে বটে, কিন্তু সে ভালবাসা, সেই তৃষ্ণা, নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই, নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে ভালবাসা কামনাশূন্য, যে ভালবাসা কেবল ভালবাসিতেই জানে, এবং ভালবাসিয়াই পূর্ণ পরিতৃপ্তি উপভোগ করে, তাহাই স্থায়ী, তাহাই সার, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই চরমে ব্রহ্মাব-

বোধক। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোরথ সফল হউক। আমার শিক্ষাপ্রদান সার্থক হইয়াছে। আশা করি তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইব।"

এই সময়ে নীলরতন বাবু ও হরকুমার বাবু সেই কুটীর-দ্বারে দর্শন দিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র ঘনানন্দ বলিলেন,—"বিষয়ী ব্যক্তিগণের ব্যবহারে অনভিজ্ঞ হইলেও, আজি আমি আপনাদিগকে সংসারী লোকের ন্যায় আদর ও অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি অনুমান করিতেছি, আপনারা আমার পুত্র উমাশঙ্করের সহিত নীলরতন বাবুর কন্যা অন্নপূর্ণার বিবাহ বিষয়ক অনুমতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।"

নীলরতন ও হরকুমার বিস্ময় সহকারে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"ভগবান্ অন্তর্যামী। বিশ্বের সর্ব্বত্র সকলেই আপনার পুত্র-কন্যা। তত্তাবতের সংযোগ ও বিয়োগ, বন্ধন ও মোক্ষ আপনার কৃপা প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। আপনার অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত কোন যোগই অসম্ভব; এই জন্যই আপনি যোগানন্দ। আপনার অনুকম্পা না হইলে সংসারে এক বিন্দুও আনন্দের উদ্ভব হইতে পারে না; এই জন্যই আপনি ঘনানন্দ। কৃপা করিয়া অধমগণের মনোভীষ্ট পূরণ করুন।

সে কথায় মনঃসংযোগ না করিয়া, ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই বিবাহ আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত জানিবেন এবং আমি অনুরোধ করিতেছি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনারা এ কার্য্য সমাধা করুন। আমি সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী হইলেও, আপনারা অতঃপর আমার কুটুম্ব। কৃপা সহকারে কুটীর মধ্যে আসিয়া, আপনারা, এই আসনে উপবেশন করুন।"

নীলরতন বলিলেন,—"অপরিসীম পুণ্যফলে আপনি আমাদিগের ন্যায় অধম জনকেও কুটুম্ব বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণ-ধূলার প্রার্থী।"

যোগানন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"আপনারা বৈবাহিক। সামাজিক লোকেরা বৈবাহিককে ধূলা-কাদা দিয়াই তামাসা করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, উমাশঙ্কর আমার একার সামগ্রী নহেন। সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী উঁহার জননী। এই বিবাহ ব্যাপারে কেবল যে আমারই সম্মতি আছে এমন নহে; যোগেশ্বরীরও এই সম্বন্ধ অতিশয় অনুমোদিত।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাদিগের অশেষ সৌভাগ্য। আমরা কেমন করিয়া প্রভুর সমক্ষে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। দয়াময় প্রথমেই স্বয়ং

আমাদিগের সে উদ্বেগ দূর করিয়া দিয়াছেন। যোগানন্দ ও যোগেশ্বরী এবং যোগেশ্বরী ও ঘনানন্দ অভিন্ন বলিয়াই আমারা জ্ঞান করি; সকল বিষয়েই একের অনুমোদন প্রত্যেকেরই অনুমোদন বলিয়াই আমরা জানি এবং প্রত্যেক কার্য্যেই এক জনের আদেশ সকলেরই আদেশ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অতএব যখন প্রভুর অনুমোদন পরিব্যক্ত হইয়াছে তখনই যোগেশ্বরী দেবীর অনুমোদনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আমরা বিষয়-কূপে নিমগ্ন পাপাত্মা; সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও, ইহা আমরা সম্যক্ জ্ঞাত আছি যে, সেই প্রকৃতিরূপা সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী পরম পুরুষ স্বরূপ যোগানন্দের নিত্যসঙ্গিনী এবং ভূষারূপ সর্ব্বান্তর নিহিত ঘনানন্দের অবিচ্ছিন্ন সহচরী। আমরা সেই পরমেশ্বরীকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি”

নীলরতন ও হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং উমাশঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা সন্ন্যাসীর গোচর করিতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহারা ঘনানন্দের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইলেন। যোগানন্দও তাঁহাদিগকে নানাবিষয়ে সমুচিত পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## অবরোধ।

কাশীর অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির সন্নিধানে, কালিকা গলির মধ্যে, এক অপরিষ্কৃত ও জীর্ণ ভবন পরিদৃষ্ট হয়। ভবনের কুত্রাপি জন-সমাগমের চিহ্ন নাই। তাহার প্রবেশ-দ্বার বহির্দ্দিক হইতে তালা দ্বারা বদ্ধ। এই জীর্ণ বাটীর সকল ঘরই মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। ভবন বাহ্যতঃ দ্বিতল হইলেও বস্তুতঃ ত্রিতল। তাহার নিম্নতল, হয় কাল সহকারে, না হয় মূল নির্ম্মাণকারকের ইচ্ছানুসারে, ভূগর্ভ-প্রবিষ্ট। ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠেও গমনাগমনের উপায় আছে। বাটীর সকল ভাগই অব্যবহার্য্য ও জনশূন্য হইলেও, ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠে এক ক্ষীণকায়া নারী ভূ-শয্যায় পড়িয়া আছেন। সেই কামিনী বিধুমুখী।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। ভূগর্ভস্থ সেই স্বভাবতঃ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ সম্প্রতি নিবীড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারের

মধ্যে একাকিনী বিধুমুখী চেতনাহীন শবের ন্যায় পড়িয়া আছেন। সহসা উচ্চতলে মনুষ্যের পদ-শব্দ শ্রুত হইল। বিধুমুখী সে শব্দে একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি যে প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ছিলেন, তাহার দ্বার বাহির হইতে তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই দ্বার-সন্নিধানে দুইজন মনুষ্যের কথোপকথন শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। ক্রমশঃ ঘরের তালা খোলার শব্দ বিধুমুখীর কর্ণগোচর হইল; তথাপি তিনি অবিচলিত। এক পুরুষ ও নারী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দিয়াশালাই ও বাতি বাহির করিয়া আলোক জ্বালিল; তথাপি বিধুমুখী অবিচলিত। সেই পুরুষ হরিচরণ ও নারী সারদা। সারদা বলিল,—"একি! নড়ে না চড়ে না যে! মরে নাই ত?"

হরিচরণ,—"মরিবার জন্য উহার দায় পড়িয়াছে। এও এক রকম ছলনা। মনে ভাবিয়াছে এরূপ দেখিলে ছাড়িয়া দিবে। দাঁড়াও, দেখি আমি।"

হরিচরণ এই বলিয়া বিধুমুখীর নিকস্থ হইল এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে পাদুকা সমেত পদাঘাত করিতে করিতে বলিল—"বড় আরাম করিয়া ঘুমান হচ্ছে যে। আমি যে কথা বলিয়া গিয়াছিলাম তাহার কি হইল?"

বিধুমুখী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"আমি ঘুমাই নাই। তোমার মুখ দেখিতে হইবে বলিয়া আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলাম। এ জীবনে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয় ইহাই আমার কামনা। তাই বা কেন করি? বাস্তবিক তোমার দোষ কিছুই নাই। আমি নিজেই পাপে মজিয়া আপনার অশেষ কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে দোষী করিয়া আমি অপরাধী হইতেছি। বরং তুমি প্রকারান্তরে আমার বড়ই উপকার করিয়াছ। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা না করিতে, যদি তোমার অনাদরে আমার মনে ক্লেশের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে আমার মতিগতি কখনই এরূপ পরিবর্ত্তিত হইত না এবং পাপের সাগরে আমাকে চিরদিনই ডুবিয়াই থাকিতে হইত। তোমার ঘৃণায় আমার অন্তরে আলোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে কি কথা বলিয়াছিলে? বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তোমার নামে লিখিয়া দিবার নিমিত্ত দলীলে নাম সহি করিতে বলিয়াছিলে তো? তা সে কাজ আমা দ্বারা কখন হইবে না। আমি সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। এ কাজের জন্য তুমি,

আমাকে গভীর রাত্রে, মুখে কাপড় বাঁধিয়া, লোকজন দ্বারা অনর্থক ধরিয়া আনিয়া, বৃথা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এ কার্য্য আমি কদাচ করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে।"

হরিচরণ ক্রোধ সহকারে বলিল,—"বটে! করবি না? তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। আমি তোকে ভয়ানক সাজা দিব জানিস্?"

বিধুমুখী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, তাহা আমি জানি। যে দিন সারদার পরামর্শে তোমার সহিত ঘৃণিত পরিচয় ঘটাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার দুঃখের আরম্ভ হইয়াছে; কোথায় গিয়া এ দুঃখের শেষ হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করা ভার। আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। তুমি আমাকে কি বিশেষ সাজা দিবে? যে সাজা ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা কল্পনা করিলেও ভয় হয়। তুমি দশটা লাথি মারিবে? তাহাতে আমার গা পচিয়া যাইবে না। যতক্ষণ দেহ সহিতে পারে, ততক্ষণ সহ্য করিব। সহ্য করিতে না পারি, দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাইবে। সে সকল কিছুই আমার পক্ষে আর সাজা বলিয়া গণ্য নহে।"

হরিচরণ বলিল,—"জানিস্ তুই, এই সারদা এক সময়ে তোর দাসী ছিল?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"জানি।"

হরিচরণ বলিল,—"এক্ষণে এই সারদা আমার প্রাণেশ্বরী হইয়াছে।"

সেই নরপ্রেত হরিচরণ এই বলিয়া সারদারে কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিল। বলিল,—"তোকে অতঃপর এই সারদার পদসেবা করিতে হইবে। সারদা তোর সেবায় পরিতুষ্ট হইলে, তবে তুই ভাত-কাপড় পাইবি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ভাত-কাপড় পাই না পাই তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সারদা তোমার প্রাণেশ্বরীই হউক, অথবা আর যাহাকেই তুমি মন-প্রাণ সমর্পণ কর, আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার সংস্রবে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই। সরদার পদসেবার কথা বলিতেছ? পৃথিবীর কীট-পতঙ্গ সকলেরই অপেক্ষা আমি এখন ঘৃণিত ও অধম; সুতরাং সারদার পদসেবা করায় আমার কোনই অপমান নাই। আইস সারদা, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার পদসেবা করি।"

হরিচরণ,—বলিল, "কিন্তু সেই দলীলে নাম সহি

করিলে তোর কিছুই করিতে হয় না। বল্ তুই এখনও তাহাতে নাম সহি করবি কি না?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন তুমি বার বার আমাকে এ কথা বলিতেছ? তোমার চক্রান্তে একবার বিষয়-সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়া অশেষ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি; আবার আমি সে সম্বন্ধে কোন কাগজেই নাম সহি করিব না। বিষয় আমার নহে। যাঁহার বিষয় তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। সে সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থা করিতে আমার অধিকার নাই। তুমি আমাকে মার, কাট, অথবা যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দেও, আমি আর কিছুতে নাম সহি করিয়া অপরের ক্ষতি করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে।"

হরিচরণ বলিল,—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার কথার উপর তোমার জেদ? আমি দেখি, তোর অহঙ্কার কোথায় থাকে?"

তখন সেই বর্ব্বর সেই মরণাপন্না সুন্দরীকে হস্তস্থিত যষ্ঠি দ্বারা এক বার প্রহার করিবা মাত্র, সারদা অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"তুমি যাও—বাহিরে বইস গিয়া। আমি বউ দিদিকে বুঝাইয়া সকল বিষয় ঠিক করিতেছি। রাগারাগির কর্ম্ম নয়।"

সারদা, হাত ধরিয়া হরিচরণকে বাহিরে টানিয়া

আনিল এবং উপরের একটি ঘরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া, স্বয়ং পুনরায় বিধুমুখীর নিকট আগমন করিল। তাহার পর তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"তোমার স্বামী তোমার সন্ধানে ফিরিতেছেন। অনেক কষ্টে, অনেক সন্ধানে তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিবে কি? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, হয় ত তোমার মুক্তির উপায় হইতে পারে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"মুক্তি বা অবরোধ আমার দুইই সমান। তথাপি আমি এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি। দুই দিন আগে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল না; এখন হইয়াছে। তুমি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

সারদা বলিল,—"আমি তাহার চেষ্টা করিব। পারি যদি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আবার আসিব। আপাততঃ আমি কৌশল করিয়া হরিচরণকে লইয়া যাইতেছি। মনে করিও না বউ দিদি, এ বিষয়ে আমার কোন দোষ আছে। আমি তোমাকে দলিলে নাম সহি করিতে বারণ করিতেছি। হরিচরণের সম্মুখে তাহার মনের মত কথা না কহিলে, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

তাহাও হইবে না; হয়ত উভয়েরই সমান বিপদ ঘটিবে। আমি তোমার দাসী। তোমার অনেক খাইয়াছি। হরিচরণের সহিত প্রণয় দেখিয়া মনে করিও না, আমি তাহার প্রতি আসক্ত। সে তো জানোয়ার। তাহার অসংখ্য উপপত্নী। স্ত্রীলোককে সে খেলার জিনিস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কাহাকেও সে ভাল বাসে না; ভালবাসিতে সে জানেও না। তবে যে আমি তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছি, সে কেবল কিঞ্চিত অর্থ-লাভ ও তাহাকে হাতে রাখার প্রত্যাশায়। অনেক কথা আছে, সময় পাই তো বলিব। এখন যাই, বিলম্ব হইলে সকল দিকে ক্ষতি হইবে।"

সারদা চলিয়া গেল। আবার সেই দ্বার নিরুদ্ধ হইল ও চাবি বন্ধ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে সেই দ্বার আবার খুলিয়া গেল। সারদা এক ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। সেই আগন্তুক শ্যামলাল।

বিধুমুখীর নিকটস্থ হইয়া শ্যামলাল বলিলেন,—"আমিই তোমার সকল ক্লেশের মূল। তোমার সমস্ত অবস্থাই আমি জানিয়াছি। আমার সহায় সম্পত্তির অভাব নাই; আমি সহজেই তোমাকে মুক্ত করিব। আর আমি রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত নহি; আর

আমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তোমার চরণাশ্রিত নাহ। এখন আমি তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী। আমার অনেক অপরাধ। তোমাকে দয়া করিয়া সকলই ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার স্বামী; তোমাকে বিপদে ও সম্পদে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যেমন করিয়া পারি এখনই তোমার কষ্টের অবসান করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতেছি না। তুমি মহাত্মা, তাই যাহাকে চরণে দলিত করা উচিত, তাহার জন্য এত ভাবিতেছ। তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার অধিকার নাই। তথাপি জীবনে ও মরণে তোমার সহিত আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একদিন তুমি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার চরণ ধারণ করিয়াছিলে! আমি তোমার ক্রীতদাসী হইলেও; তখন তোমার বাসনা পূরণ করি নাই। আমার অপরাধ অসীম ও ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি না; কেন না সে স্পর্দ্ধা ও সাহস আমার নাই। চাহিতেছি কেবল তোমার একটু পদ-ধূলি। তুমি দাসীকে তাহা মস্তকে ধারণ করিতে দিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি এমন কথা বলিও না বিধুমুখী। তুমি পাপ-পথে পড়িয়াছিলে সত্য, কিন্তু আমিই

তাহার কারণ; আমার অনাদর ও অযত্ন না ঘটিলে, হয়ত বিধুমুখী, তুমি সংসারে দেবতা হইতে। যে দেবতার নিকট তুমি ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ, আমার কপাল ক্রমে সেই দেবতা আমাকেও চরণে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন বুঝিয়াছি, আমার অপরাধের সীমা নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য, প্রাণপাত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাও করিব।"

সহসা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া টলিতে টলিতে হরিচরণ তথায় প্রবেশ করিল এবং বলিল,—"আবার তুই সন্ধান করিয়া এখানেও আসিয়া জুটিয়াছিস্? আজি তোর মাথা ফাটাইয়া তবে অন্য কাজ। দেখি তোকে কে রক্ষা করে।"

হরিচরণ শ্যামলালের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী উভয়ের মধ্যগত হইয়া বলিলেন,—"মারিতে হয় আমাকে মার, উনি নিরপরাধ।"

হরিচরণ বলিল,—"মারিব—আজ তোরও প্রাণ থাকিবে না। কিন্তু আগে এই হতভাগার জীবন শেষ করিব।"

শ্যামলাল ত্বরিত আসিয়া হরিচরণের যষ্টি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোমাকে নিপাত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না।

অনেক পাপ করিয়াছি, আবার নর-হত্যার বোঝা ঘাড়ে চাপাইব না। তোমার অপেক্ষা আমার শরীরের শক্তি অনেক বেশী। বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে মাতাল। সুতরাং তোমাকে এখন মারিয়া ফেলা আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নহে। তথাপি তোমাকে আমি মারিব না। কারণ তাহা আমার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ। আজ তুমিই এখানে অবরুদ্ধ থাকিবে। বিধুমুখী ও আমি তোমাকে বন্ধ করিয়া এখনই প্রস্থান করিব। সারদারও এই দশা হইত, কেবল আমাকে এই স্থানে আসিবার উপায় করিয়া দিয়াছে বলিয়া, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

শ্যামলাল তখনই হরিচরণকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার উড়ানি লইয়া তদ্দারা তাহার হস্ত ও পদ একত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ, শারীরিক শক্তি নিষ্ফল দেখিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল। শ্যামলাল তাহাতে একটুও মনোযোগ না করিয়া, তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন এবং বিধুমুখীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন। সারদা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিন জনে সেই গভীর রাত্রিকালে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### সংসারী।

সোণাপুরে ৺রাধাবিনোদ বাবুর বিশাল-ভবনে বড়ই সমারোহ। কিছুদিন হইতে সেই বাটী পরিত্যক্ত ও জনশূন্য ছিল; সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। অধুনা তাহার সর্ব্বত্র লোক পূর্ণ হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকেই অশেষ সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। দ্বারে সুরঞ্জিত পরিচ্ছদধারী প্রহরীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে; অশ্বশালায় নানাপ্রকার অশ্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে; অন্যত্র বহু হস্তী শুণ্ড আন্দোলন করিতে করিতে দুলিতেছে; স্থানান্তরে নানা-বিধ অশ্বযান রহিয়াছে; সিংহ দ্বারের সন্নিকটে অশ্ব চতুষ্টয় সংযুক্ত একখানি ল্যাণ্ড অপেক্ষা করিতেছে; জরিফ কোচম্যান উত্তম বেশভূষা করিয়া লাগাম হস্তে সানন্দ মনে কোচবাক্সে বসিয়া আছে।

ভবন মধ্যেও উৎসাহের সীমা নাই। এক স্থানে অনেক পরিচারিকা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বটি লইয়া, রাশিকৃত

মাছ কুটিতেছে; স্থানান্তরে স্তূপাকার তরকারী কোটা হইতেছে, কোথাও বা অনেক শিল পাতিয়া অনেকে মসলা পিসিতে পিসিতে মেঘগর্জ্জনের শব্দসমুৎপাদন করিতেছে; কোথাও বা সারি সারি উনানে বড় বড় হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি চাপাইয়া পাচকেরা পাক করিতেছে। অন্যদিকে দুই এক জন রসিক ভৃত্য, চারিদিকে চাহিয়া এবং সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া, কোন যুবতী পরিচারিকাকে দুইটা মনের কথা কহিয়া লইতেছে; কোথাও বা দুইজন পরিচারিকা মসলা চুরি করিয়া নাতিনীর বাটিতে তত্ত্ব পাঠাইবার উপায় করিয়া রাখিতেছে; কোথাও বা কোন পরিচারিকা ঝুড়িতে করিয়া মাছ ধুইবার ওজরে বাহিরে আসিয়া, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ, তথায় অপেক্ষিত ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা, বাড়ীতে চালান করিয়া আসিতেছে। ইত্যাদি রূপ ব্যাপারে এ অংশের সকলেই ব্যস্ত ও উৎসাহময়।

ভবনের বৈঠকখানা ভাগের কোন স্থানে কয়েকজন পক্ককেশ বৃদ্ধ বসিয়া, তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে, সে কালের কীর্ত্তিকাহিনীর আলোচনা করিতেছেন। আর এক দিকে কয়েক জন গুম্ফ ও শ্মশ্রুবিহীন অধ্যাপক বসিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের এক বর্ণও যে মিথ্যা নহে, তাহার মধ্যে কুত্রাপি যে কল্পনার সমবেশ নাই এবং তৎসমস্তই

বেদোক্তি, তাহাই সপ্রমাণিত করিতেছেন। ত্যেকের টিকিগুলি ক্ষণকালও একস্থানে স্থির থাইতেছে না এবং পরিধান বস্ত্রের কাছাগুলিও থাকা উচিত সেখানে থাকিতেছে না। আর এক কগুলি নব্য, সভ্য যুবা বসিয়া ভারতোদ্ধারের নেক মৌখিক আক্ষেপ ব্যক্ত করিতেছেন; তাঁহাদিগের সেই বাদবিতণ্ডার মধ্যে মাতৃ- ষোল আনা রকম পরিত্যক্ত হইয়া, মাতৃভূমির সংঘোষিত করিতেছে। ইত্যাদি রূপে নানা রূপ জটলা চলিতেছে।

রার বাবু সপরিবার সার্ব্বভৌম মহাশয়কে, কয়েক দিন হইল কাশী হইতে এ স্থানে রিয়াছেন এবং এখানকার ভবনাদির সুব্যবস্থা থিয়াছেন। অদ্য এই ভবন ও এতৎসংসৃষ্ট ত্তির অধিকারী এখানে আগমন করিবেন। অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, হরকুমার বাবুর নুসারে, সন্নিহিত সমস্ত জনপদের বহুতর ভদ্রা- অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। সমাগত র জন্য অদ্য এই বাটীতে ভূরি ভোজের আয়ো- ন হইয়াছে।

হরকুমার বাবু আজি বড় ব্যস্ত। তিনি প্রজা সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক একবার উপস্থিত হইতেছেন এবং অনেকের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া, স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছেন। সনাতনপুরের হরিশ কামার এবং রামহরি তলার রামহরি কৈবর্ত্ত পরমানন্দে তাঁহার আদেশ বহন করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের বেশভূষা অবস্থার বিশেষ উন্নতি ও আন্তরিক সন্তোষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেক কর্ম্মচারী নানা প্রয়োজনে চারি দিকে ঘুরিতেছে; তাহারা মধ্যে মধ্যে হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইয়া কৃত কর্ম্মের বিবরণ জানাইতেছে এবং তাঁহার নূতন আদেশ শুনিয়া লইতেছে।

চণ্ডী গুলিখোর, বৈঠকখানা বাটীর এক বারান্দায় দাঁড়াইয়া, হাত ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে, রামহরির নিকট একটা ভয়ানক কথা ব্যক্ত করিতেছে। উত্তম ঢাকাই ধুতি সে পরিয়াছে, উত্তম গরদের জামা তাহার গায়ে, সোণার চেন তাহার বুকে, উত্তম বার্ণিস করা জুতা তাহার পায়ে, উত্তম রূপাবাঁধা সুরভি ধূমোদ্‌গারী হুঁকা তাহার বাম হাতে। চণ্ডী বলিতেছে,—"শীঘ্রই যে সংসারে প্রলয় ঘটিবে তাহার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছে, কলিতে সকলই বিপরীত হইবে, আর তাহা এই

কার্য্য করে কে? আমি তোমাকে দেখাইতে পারি, ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, মর্কট সকল দেবতাই চিরদিন গুলি খাইয়াছেন; এবং এখনও স্বর্গের অড্ডা গুলজার করিয়া গুলি খাইতেছেন। অই মেঘগুলা কি বল দেখি? ও গুলা দেবতাদের গুলির ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। এ কেন গুলি সামগ্রী পৃথিবী হইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না? অবশ্য যাইবে।"

রামহরি বলিল,—"উঠিয়া যাইতেছে বুঝিলেন কিসে? এই আপনি খান, আরও কত লোক খায়। আপনাদের পুণ্যে সৃষ্টি বজায় থাকিবে।"

চণ্ডী বলিল,—"উঁহুঁ। আমার খাওয়ায় আর কিছু হয় না। হরকুমার দাদার এত বুদ্ধি, তিনি একটা ছিলিম টানেন না; উমাশঙ্কর বাবু এত পণ্ডিত, এমন জ্ঞানী, কখন গুলি খান না; ঘনানন্দ ঠাকুর, পরম সন্ন্যাসী, অথচ গুলি বর্জ্জিত। নেশা না করিয়া কখন সন্ন্যাসী হয় শুনিয়াছ কি? কলিতে এ সকলই আশ্চর্য্য কাণ্ড। মনে করিয়াছিলাম, তুমি লোকটা নিশ্চয়ই আমার জুড়িদার। আরে ছ্যাঃ! কেবল গুড়ুক তামাক!"

রামহরি বলিল,—"আপনি তামাক খান; আমি

...াজ সারিয়া শীঘ্র ফরিতেছি। তা আপনি ... একশ।"

...বলিল,—"একটা কথা শুনিয়া যাও। দেখ, ঐ ...টায় প্রাণে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। চৌদ্দ ... ছত্রিশ শাস্ত্রের সর্ব্বত্র লিখিয়াছে, সঙ্গদোষে ... হইয়া যায়। আমি বড়ই কুসংসর্গে পড়িয়াছি। ...র কলির প্রতাপে আর কুসংসর্গের দোষে ... সময়ে সময়ে ইচ্ছা হয় যে, দাদাকে আমার ...র বন্দোবস্তটা উঠাইয়া দিতে বলি। অদৃষ্টে হয়ত সে ... শেষে ঘটে বা! দাদাকে ছাড়িতে পারিব না— ... না। তিনি দাতাকর্ণ। তিনি সবই বুঝেন, ...লির মাহাত্ম্য বুঝেন না। তা একটা দোষের জন্য ...পর রাগ করা অন্যায়। তিনি যদি বলেন, ... ছাড়িলে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না, তাহা হইলে ...া থাক সে কথা এখন—পরে ভাবা যাইবে। ... একবার দাদার কাছে।"

...পুরের মধ্যে এক অংশে সুহাসিনী, রামহরির পত্নী ...কে ...ঙ্গ লইয়া, একটি ঘরে অপূর্ব্ব বিছানা পাতাইতে-... । ...ার তাঁহার মা ও শাশুড়ি অন্য স্থানে রূপার ... নানা প্রকার জলখাবার সাজাইতেছেন। দাসীর

দেহের যথাযথ স্থানে স্বর্ণালঙ্কার শোভা পা
অঙ্গনের মধ্যস্থলে কয়েকজন পুরন্ধ্রী বরণের
করিয়া রাখিতেছেন। তথায় রজত কলসে
বিন্যস্ত হইয়াছে এবং আলপোনার দ্বারা সন্নি
সুশোভিত হইয়াছে। রামনগরের কায়স্থ-কন্যা
ভবসুন্দরী, কয়েকজন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া,
সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছেন এবং যাঁহাকে যা
প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহাকে তাহা দিতেছেন।

হরকুমার বাবু ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, এ
কর্ম্মচারীকে আর দুইখানি জুড়ি জুতিয়া আনিবার
করিলেন। কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলে হরকু
অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্য হইতে সার্ব্বভৌম
ডাকিয়া আনিলেন। কর্ম্মচারী গাড়ী তৈয়
আসার সংবাদ দিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়কে স
হরকুমার একখানি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং
য্যানকে নদীর ঘাটে গাড়ী চালাইতে আদেশ
গাড়ী অগ্রসর হইল; জরিফচালিত চৌঘুড়ি এব
খানি জুড়িও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, সকল গাড়ী আরো
হইয়া সেই ভবনের সিংহ দ্বারে পুনরাগত হ